# মাকাসিদুশ শারি'আহ: উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বাংলাদেশে এর চর্চার প্রয়োজনীয়তা
# (Maqasidus Shariah: Origin, Development and necessity of its practice in Bangladesh)


তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন হোছাইন

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

সাইফুল ইসলাম

এম. ফিল. গবেষক

রেজিস্ট্রেশন নং- ১২৮/২০১৯-২০২০

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়


এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০২৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

০১/০২/২০২৬
১৮/১০/১৪৩২

# ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত **"মাকাসিদুশ শারি'আহ : উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বাংলাদেশে এর চর্চার প্রয়োজনীয়তা** (Maqasidus Shariah : Origin, Development and necessity of its practice in Bangladesh)" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ (থিসিস)টি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক **অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন হোছাইন**-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটি আমার একক একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভ (থিসিস) টির সম্পূর্ণ বা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি এই মর্মে আরো অঙ্গীকার করছি যে, আমার উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভে (থিসিসে) কোন প্রকার Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো) নেই।

01.02.26

**(সাইফুল ইসলাম)**
এম. ফিল. গবেষক
রেজি নং: ১২৮/২০১৯-২০২০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০ বাংলাদেশ
ফোন : ৯৬৬১৯২০-৭৩/৬২৯০, ৬২৯১
ফ্যাক্স : ৮৮-২-৯৬৬৭২২২
ই-মেইল : islamicstudiesdu1921@gmail.com
ওয়েব : http://islamicstudiesdu.ac.bd/

DEPARTMENT OF ISLAMIC STUDIES
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000, BANGLADESH
Phone : 9661920-73/6290, 6291
Fax : 88-2-9667222
E-mail : islamicstudiesdu1921@gmail.com
Web : http://islamicstudiesdu.ac.bd/

স্মারক নং ............................

Date : ০১/০২/২০২৬.........
১৮/১০/১৪৩২

## প্রত্যয়ন পত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের জনাব **সাইফুল ইসলাম** কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **"মাকাসিদুশ শারি'আহ : উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বাংলাদেশে এর চর্চার প্রয়োজনীয়তা** (Maqasidus Shariah : Origin, Development and necessity of its practice in Bangladesh)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভ (থিসিস) টি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এটি তার মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের (থিসিসের) সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভ (থিসিস) টি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং এটি ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার জন্য চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করছি।

আরো প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, গবেষকের অভিসন্দর্ভে (থিসিসে) কোন প্রকার Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো) নেই।

৩/২/২৬

**(ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন হোছাইন)**
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

# সারসংক্ষেপ (Abstract)

## মাকাসিদুশ শারি'আহ: উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বাংলাদেশে এর চর্চার প্রয়োজনীয়তা

এ গবেষণাকর্মটি ইসলামী শারি'আহর মৌলিক দর্শন, কাঠামো ও উদ্দেশ্যভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মাকাসিদুশ শারি'আহ (مقاصد الشريعة)-এর একটি পূর্ণাঙ্গ, তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে। গবেষণাটির মূল লক্ষ্য হলো—ইসলামী শারি'আহকে কেবল বিধানসমষ্টি হিসেবে নয়, বরং একটি উদ্দেশ্যনির্ভর, কল্যাণমুখী, মানবকল্যাণভিত্তিক ও সমন্বিত জীবনব্যবস্থা হিসেবে অনুধাবন করা এবং মাকাসিদুশ শারি'আহকে আধুনিক সমাজ-রাষ্ট্র ও সভ্যতার প্রেক্ষাপটে কার্যকরভাবে উপস্থাপন করা।

এ গবেষণার **প্রথম অধ্যায়ে** ইসলামী শারি'আহর পরিচয়, শারি'আহর সাথে দ্বীন, ফিকহ, ফতোয়া ও আদাতের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং প্রচলিত মানবপ্রণীত আইনের সাথে এর মৌলিক পার্থক্যগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** মাকাসিদুশ শারি'আহর ধারণা, আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা, সংশ্লিষ্ট পরিভাষাসমূহ (মাকসাদ, গায়াহ, হিকমাহ, ইল্লাহ, মাসালিহ, মুনাসাবাহ, মা'না) এবং ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ আলোচনা করা হয়েছে। এতে রাসূল (সা.), সাহাবী, তাবেয়ী, ফিকহের ইমামগণ এবং পরবর্তী যুগের আলেমদের মাকাসিদ চর্চার অবদান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। **তৃতীয় অধ্যায়ে** কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মাকাসিদুশ শারি'আহর গুরুত্ব ও উপকারিতা উপস্থাপন করা হয়েছে এবং মুজতাহিদ, বিচারক, শাসক, দাঈ, সাধারণ মুসলিম, এমনকি অমুসলিম সমাজের জন্যও এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। **চতুর্থ অধ্যায়ে** কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস, মাসালিহিল মুরসালা, ইসতিহসান, কাউলুস সাহাবী, সাদ্দুয-যারায়ী, উরফসহ শারি'আহর সকল মূল দলিলের সাথে মাকাসিদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে, মাকাসিদ কোনো বিচ্ছিন্ন দর্শন নয়; বরং শারি'আহর দলিলগত কাঠামোর অন্তর্নিহিত দার্শনিক আত্মা। **পঞ্চম অধ্যায়ে** মাকাসিদুশ শারি'আহর শ্রেণীবিন্যাস অত্যাবশ্যকীয়, প্রয়োজনীয়, সৌন্দর্যবর্ধক এবং বাস্তবায়নের স্তরভিত্তিক প্রকারভেদ বিশ্লেষণ করে একটি সুসংগঠিত শ্রেণীকাঠামো উপস্থাপন করা হয়েছে। **ষষ্ঠ অধ্যায়ে** মাকাসিদ উদঘাটন ও সাব্যস্তকরণের পদ্ধতি—নস, অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, ইসতিকরা এবং নস ও তাৎপর্যের সমন্বয়—গবেষণাভিত্তিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে শারি'আহর বিধানের অন্তর্নিহিত

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্য নির্ণয়ের পদ্ধতিগত কাঠামো উপস্থাপন করা হয়েছে। **সপ্তম অধ্যায়ে** মাকাসিদুশ শারি'আহর বাস্তবায়নমূলক রূপ—দ্বীন, জীবন, বিবেক-বুদ্ধি, বংশধারা ও সম্পত্তি সংরক্ষণে আদেশমূলক ও নিষেধমূলক বিধানের মাধ্যমে শার'য়ী উপায়-উপকরণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। **অষ্টম অধ্যায়ে** মাকাসিদুশ শারি'আহর সাধারণ ও বিশেষ মূলনীতি, অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিমালা উপস্থাপন করা হয়েছে, যা সমসাময়িক ফিকহী সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করে। **নবম অধ্যায়ে** মাকাসিদ ও ফিকহের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে ইবাদাত, মু'আমালাত, পারিবারিক বিধান, হিজাব, বিচারব্যবস্থা ও দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যভিত্তিক ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে ইসলামী ফিকহের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মাকাসিদ একটি মৌলিক নির্দেশক কাঠামো হিসেবে কাজ করে। **দশম অধ্যায়ে** বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থায় এর প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। **একাদশ অধ্যায়ে** ইমাম শাতিবী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ, জুওয়াইনী, গাযালী, ইযয ইবন আবদিস সালাম, ইবন আশুর ও আ'ল্লাল আল-ফাসির মাকাসিদ দর্শনের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মাকাসিদ চিন্তার বহুমাত্রিকতা উপস্থাপন করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা হয়েছে যে, মাকাসিদুশ শারি'আহ কোনো বিকল্প শারি'আহ নয়; বরং শারি'আহ বোঝার উচ্চতর দার্শনিক কাঠামো, যা ইসলামী আইনব্যবস্থাকে মানবকল্যাণ, ন্যায়বিচার, ভারসাম্য, সহজীকরণ ও সভ্যতাগত উন্নয়নের দিকে পরিচালিত করে। এ গবেষণা প্রমাণ করে যে, মাকাসিদুশ শারি'আহ আধুনিক রাষ্ট্র, সমাজ ও বৈশ্বিক মানবসভ্যতার সংকটসমূহ সমাধানে একটি শক্তিশালী, বাস্তবমুখী ও নৈতিক দিকনির্দেশনামূলক তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদান করতে সক্ষম।

সাইফুল ইসলাম
এম. ফিল. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং- ১২৮/২০১৯-২০২০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

# সূচিপত্র


## ভূমিকা ........................................ ১

## প্রথম অধ্যায় : ইসলামী শারি'আহর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

সারসংক্ষেপ ........................................ ২

'শারি'আহ' শব্দের বিশ্লেষণ ........................................ ৩

শারি'আহর প্রাচীন ও ইসলামী অর্থের মাঝে সামঞ্জস্যতা ........................................ ৪

শারি'আহ ও দ্বীন ........................................ ৫

শারি'আহ ও ফিকহ ........................................ ৬

শারি'আহ ও ফতোয়া ........................................ ৭

শারি'আহ ও আদাত ........................................ ৮

ইসলামী শারি'আহর বৈশিষ্ট্যাবলী ........................................ ১০

০১. ইসলামী শারি'আহ আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা ........................................ ১১

০২. ইসলামী শারি'আহ পূর্ণাঙ্গ ও বিশ্বজনীন জীবনব্যবস্থা ........................................ ১২

০৩. ইসলামী শারি'আহ মুজিয বা অক্ষমকারী জীবনব্যবস্থা ........................................ ১৪

০৪. ইসলামী শারি'আহ সহজ ও যুগোপযুগী জীবনব্যবস্থা ........................................ ১৬

০৫. ইসলামী শারি'আহ ইহকাল ও পরকালের সমন্বিত জীবনব্যবস্থা ........................................ ১৭

০৬. ইসলামী শরীআহ মধ্যমপন্থী ও ইনসাফপূর্ণ জীবনব্যবস্থা ........................................ ১৯

০৭. ইসলামী শারি'আহ চিরন্তন ও স্রষ্টা কর্তৃক সুরক্ষিত জীবনব্যবস্থা ........................................২১

ইসলামী শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা ........................................ ২৩

ইসলামী শারি'আহ ও প্রচলিত আইনের মধ্যে পার্থক্য ........................................ ২৬

ইসলামী শারি'আহর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ........................................ ৩১

Dhaka University Institutional Repository

## দ্বিতীয় অধ্যায় : মাকাসিদুশ শারি’আহর পরিচিতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ


সারসংক্ষেপ ........ ৩৩

১. মাকাসিদুশ শারি’আহর পরিচিতি ........ ৩৫

১.১ মাকাসিদ এর পরিচিতি (مفهوم المقاصد) ........৩৫

১.২) শারি’আহ এর পরিচিতি (مفهوم الشريعة) ........ ৩৭

১.৩) একনজরে মাকাসিদু শারি’আহর পরিচিতি ........ ৩৯

২. মাকাসিদুশ শারি’আহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিভাষাসমূহ ........ ৪০

২.১) মাকসাদ ও গায়াহ (المقصد والغاية) ........ ৪০

২.২) মাকসাদ ও হিকমাহ (المقصد والحكمة) ........ ৪১

২.৩) মাকসাদ ও ইল্লাহ (المقصد والعلة)........ ৪২

২.৪) মাকাসিদ ও মাসালিহ (المقاصد والمصالح)........ ৪৩

২.৫) মাকসাদ ও মুনাসাবাহ (المقصد والمناسبة) ........ ৪৫

২.৬) মাকসাদ ও মা’না (المقصد والمعنى) ........ ৪৫

৩. মাকাসিদুশ শারি’আহর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ........ ৪৬

৩.১) রাসুলের যুগে মাকাসিদ ........ ৪৮

৩.২) সাহাবীদের যুগে মাকাসিদ ........ ৫১

৩.৩) তাবেয়ীদের যুগে মাকাসিদ ........ ৫৪

৩.৪) ফিকহের ইমামগণ কর্তৃক মাকাসিদের প্রয়োগ ........ ৫৬

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কর্তৃক মাকাসিদের প্রয়োগ ........ ৫৭

ইমাম মালিক রহ. কর্তৃক মাকাসিদের প্রয়োগ ........ ৫৮

ইমাম শাফেয়ী রহ. কর্তৃক মাকাসিদের প্রয়োগ ........ ৬০

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রহ. কর্তৃক মাকাসিদের প্রয়োগ ........ ৬২

ফিকহী মূলনীতিতে মাকাসিদুশ শারি’আহ ........ ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

৩.৫) ইমাম আল-হারামাইন আল-জুওয়াইনী ও মাকাসিদ ........ ৬৪
৩.৬) ইমাম আল-গাযালী ও মাকাসিদ ........ ৬৫
৩.৭) ইমাম আল-ইযয ইবন আবদিস সালাম ও মাকাসিদ ........ ৬৮
৩.৮) ইমাম ইবন তাইমিয়াহ ও মাকাসিদ ........ ৬৯
৩.৯) ইমাম আশ-শাতিবী ও মাকাসিদ ........ ৭০
৩.১০) শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী ও মাকাসিদ ........ ৭৭

## তৃতীয় অধ্যায় : মাকাসিদুশ শারি'আহর গুরুত্ব ও উপকারিতা

সারসংক্ষেপ ........ ৮৩
১. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মাকাসিদুশ শারি'আহর গুরুত্ব ........ ৮৪
১.১) মুজতাহিদ, বিচারক ও শাসকের জন্য মাকাসিদের জ্ঞানের গুরুত্ব ........ ৮৬
১.২) ইসলামী শারি'আহর শিক্ষার্থীদের জন্য মাকাসিদের জ্ঞানের গুরুত্ব ........ ৮৮
১.৩) দাঈ ইলাল্লাহ ও সংস্কারকদের জন্য মাকাসিদের জ্ঞানের গুরুত্ব ........ ৯০
১.৪) সাধারণ মুসলিমের জন্য মাকাসিদের জ্ঞানের গুরুত্ব ........ ৯২
১.৫) অমুসলিমদের জন্য মাকাসিদের জ্ঞানের গুরুত্ব ........ ৯৩
১.৬) আধুনিক সমস্যাবলীর সমাধানে মাকাসিদুশ শারি'আহর গুরুত্ব ........ ৯৪
২. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মাকাসিদুশ শারি'আহর উপকারিতা ........ ৯৬
তিনটি ভুল ধারণা ও তার প্রতিকার ........ ৯৯
মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রথম উপকারিতা ........ ১০২
মাকাসিদুশ শারি'আহর দ্বিতীয় উপকারিতা ........ ১০২
মাকাসিদুশ শারি'আহর তৃতীয় উপকারিতা ........ ১০৩
মাকাসিদুশ শারি'আহর চতুর্থ উপকারিতা ........ ১০৩
মাকাসিদুশ শারি'আহর পঞ্চম উপকারিতা ........ ১০৪
মাকাসিদুশ শারি'আহর আরো কিছু উপকারিতা ........ ১০৫

## চতুর্থ অধ্যায় : শারি'আহর উৎস ও দলিল-প্রমাণের সাথে মাকাসিদের সম্পর্ক


সারসংক্ষেপ ............................................................................................................ ১০৭

শারি'আহর দলিল-প্রমাণের সাথে মাকাসিদ এর সম্পর্ক: (علاقة المقاصد بالأدلة الشرعية) ১০৯

১. মাকাসিদ ও কুরআনুল কারীম (علاقة المقاصد بالقرآن الكريم) ............................................ ১০৯

২. মাকাসিদ ও হাদীসে নববী(علاقة المقاصد بالسنة النبوية) .................................................. ১১৪

৩. মাকাসিদ ও ইজমা (علاقة المقاصد بالإجماع) .................................................................. ১১৬

৪. মাকাসিদ ও কিয়াস (علاقة المقاصد بالقياس) .................................................................... ১১৭

৫. মাকাসিদ ও মাসালিহিল মুরসালা বা জনকল্যাণ (علاقة المقاصد بالمصلحة المرسلة) ........... ১১৮

৬. মাকাসিদ ও ইসতিহসান (علاقة المقاصد بالاستحسان) ...................................................... ১২১

৭. মাকাসিদ ও কাউলুস সাহাবী (علاقة المقاصد بقول الصحابي) ........................................ ১২২

৮. মাকাসিদ ও শারউ মান কাবলানা (علاقة المقاصد بشرع من قبلنا) ...................................... ১২৪

৯. মাকাসিদ ও সাদ্দুয-যারায়ী (علاقة المقاصد بسد الذرائع) ................................................... ১২৫

১০. মাকাসিদ ও উরফ (علاقة المقاصد بالعرف) .................................................................... ১২৭

একনজরে শারি'আহর দলিল-প্রমাণের সাথে মাকাসিদের সম্পর্ক: ........................................... ১২৮


## পঞ্চম অধ্যায় : মাকাসিদুশ শারি'আহর শ্রেণীবিন্যাস ও স্তর


সারসংক্ষেপ ............................................................................................................ ১৩০

বিভিন্ন স্তর ও গুরুত্ব বিবেচনায় মাকাসিদের শ্রেণীবিন্যাস ........................................ ১৩১

১. অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদ (ضروريات) ................................................................................ ১৩২

অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদ সংরক্ষণের পদ্ধতি ........................................................................ ১৩৪

অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদের পরিপূর্ণতা দানকারী বিষয় .......................................................... ১৩৫

২. প্রয়োজনীয় মাকাসিদ (حاجيات) ........................................................................................ ১৩৬

হাজিয়াতের পরিপূর্ণতা দানকারী বিষয়াবলি ........................................................................ ১৩৭

৩. সৌন্দর্যবর্ধক মাকাসিদ (تحسينيات) ................................................................................ ১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

তাহসীনিয়্যাতের পরিপূর্ণতা দানকারী বিষয়াবলী ............................................................... ১৩৮

বাস্তবায়নের সময় বিবেচনায় মাকাসিদের প্রকারভেদ ............................................... ১৪০

১. তাৎক্ষণিক বা ইহকালীন মাকাসিদ ............................................................................. ১৪০

২. বিলম্বিত বা পরকালীন মাকাসিদ .................................................................................. ১৪০

## ষষ্ঠ অধ্যায় : মাকাসিদুশ শারি'আহ উদঘাটন ও সাব্যস্তকরণের পদ্ধতি

সারসংক্ষেপ .............................................................................................................. ১৪২

মাকাসিদুশ শারি'আহ উদঘাটন ও সাব্যস্তকরণের পদ্ধতি ........................................ ১৪৩

**১.** মূল নস এর মাধ্যমে মাকাসিদ উদঘাটন (اثبات المقاصد بالنصوص) ................................ ১৪৩

**১.১.** কুরান-সুন্নাহর নস-এ মাকাসিদের বর্ণনা (نص القرآن الكريم والسنة المطهرة على المقاصد) ১৪৪

১.২. মৌলিক ও প্রত্যক্ষ আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে মাকাসিদ সাব্যস্তকরণ ............................. ১৪৫

**২.** অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য থেকে মাকাসিদ উদঘাটন (اثبات المقاصد بالمعاني) ................. ১৪৬

২.১. শারি'আহর আদেশ-নিষেধের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে মাকাসিদ সাব্যস্তকরণ (تعليل الأمر والنهي) ........................................................................................ ১৪৭

২.২. শারি'আহর অন্যান্য বিধানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে মাকাসিদ সাব্যস্তকরণ (تعليل الأحكام) .......................................................................................... ১৪৮

২.৩. নীরবতার মাধ্যমে মাকাসিদ সাব্যস্তকরণ (بالسكوت) ..................................................... ১৪৯

২.৪. ইসতিকরা (الاستقراء) তথা সার্বিক পর্যালোচনার মাধ্যমে মাকাসিদ সাব্যস্তকরণ .............. ১৫১

**৩.** মূল নস এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সমন্বয়ে মাকাসিদ উদঘাটন ( اثبات المقاصد بالنصوص والمعاني) .......................................................................................... ১৫২

একনজরে মাকাসিদুশ শারি'আহ উদঘাটন ও সাব্যস্ত করার পদ্ধতি.................................... ১৫৫

## সপ্তম অধ্যায় : মাকাসিদুশ শারি'আহ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের শার'য়ী উপায়-উপকরণ

সারসংক্ষেপ .............................................................................................................. ১৫৭

১. দীন সংরক্ষণের উপায়-উপকরণ (مقاصد حفظ الدين) ........................................................ ১৫৮

প্রথমত: আদেশমূলক বিধানের মাধ্যমে দীন সংরক্ষণের উপায় (جانب الوجود) ....................... ১৬০

দ্বিতীয়ত: নিষেধসূচক বিধানের মাধ্যমে দীন সংরক্ষণের উপায় (جانب العدم) ........................ ১৬০

২. জীবন সংরক্ষণের উপায়-উপকরণ (مقاصد حفظ النفس) .................................................... ১৬২

প্রথমত: আদেশমূলক বিধানের মাধ্যমে জীবন সংরক্ষণের উপায় (جانب الوجود) ..................... ১৬৩

দ্বিতীয়ত: নিষেধসূচক বিধানের মাধ্যমে জীবন সংরক্ষণের উপায় (جانب العدم) ..................... ১৬৪

৩. বিবেক-বুদ্ধি সংরক্ষণের উপায়-উপকরণ (مقاصد حفظ العقل) ......................................... ১৬৫

প্রথমত: আদেশমূলক বিধানের মাধ্যমে বিবেক-বুদ্ধির সুরক্ষা (جانب الوجود) .......................... ১৬৬

দ্বিতীয়ত: নিষেধসূচক বিধানের মাধ্যমে বিবেক-বুদ্ধির সুরক্ষা (جانب العدم) .............................. ১৬৬

৪. বংশধারা সংরক্ষণের উপায়-উপকরণ (مقاصد حفظ النسل) .................................................. ১৬৮

প্রথমত: আদেশসূচক বিধানের মাধ্যমে বংশধারা সংরক্ষণ (جانب الوجود) .............................. ১৬৯

দ্বিতীয়ত: নিষেধসূচক বিধানের মাধ্যমে বংশধারা সংরক্ষণ (جانب العدم) ................................ ১৬৯

৫. সহায়-সম্পত্তি সংরক্ষণের উপায়-উপকরণ (مقاصد حفظ المال) ........................................... ১৭০

প্রথমত: আদেশমূলক বিধানের মাধ্যমে সহায়-সম্পত্তির সংরক্ষণ (جانب الوجود) ..................... ১৭২

দ্বিতীয়ত: নিষেধসূচক বিধানের মাধ্যমে সহায়-সম্পত্তির সংরক্ষণ (جانب العدم) ....................... ১৭৩

একনজরে মাকাসিদুশ শারিয়া’হর কার্যকর ও বাস্তবায়নের শার’য়ী উপায় উপকরণ: .............. ১৭৪

## অষ্টম অধ্যায় : মাকাসিদুশ শারি’আহর বিভিন্ন মূলনীতি

সারসংক্ষেপ .................................................................................................................. ১৭৮

১. মাকাসিদের সাধারণ মূলনীতি ...................................................................................... ১৭৯

২. মাকাসিদের বিশেষ মূলনীতি ...................................................................................... ১৮০

২.১. মাকাসিদের অবগতি সংক্রান্ত মূলনীতি .................................................................. ১৮০

২.২. মুকাম্মিলাত সংশ্লিষ্ট মূলনীতি ................................................................................ ১৮১

২.৩. মাকাসিদের উপায়-উপকরণ সম্পর্কিত মূলনীতি ....................................................... ১৮২

২.৪. প্রাসঙ্গিক মাকাসিদ সংক্রান্ত মূলনীতি .................................................................... ১৮৩

২.৫. অগ্রাধিকার প্রদান সম্পর্কিত মূলনীতি .................................................................... ১৮৩

একনজরে মাকাসিদ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূলনীতিসমূহ .............................................. ১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

## নবম অধ্যায় : মাকাসিদ ও ফিকহের মধ্যে সম্পর্ক


সারসংক্ষেপ ........................................................................................................ ১৮৬

১. ইবাদাতের ক্ষেত্রে শারি'আহর মাকাসিদ (المقاصد في العبادات) ........................................ ১৮৭

১.১. সালাতের মাকাসিদ (مقاصد الصلاة) ................................................................... ১৮৮

১.২. যাকাতের মাকাসিদ (مقاصد الزكاة) ................................................................... ১৮৯

১.৩. দান-সাদাকাহ জনকল্যাণমূলক কাজের মাকাসিদ (مقاصد البر والصدقات) ..................... ১৯১

১.৪. সিয়ামের মাকাসিদ (مقاصد الصيام) ................................................................... ১৯২

১.৫. কাফফারা প্রদানের মাকাসিদ (مقاصد الكفارات) ........................................................ ১৯৫

২. মু'আমালাতের ক্ষেত্রে শারি'আহর মাকাসিদ ( المقاصد في المعاملات) ................................ ১৯৬

২.১. সম্পদের ব্যাপক ব্যবহার বা আবর্তন (সার্কুলেশন) ...................................................... ১৯৬

২.২. স্বচ্ছতা ............................................................................................................. ১৯৮

২.৩. লেনদেনে আদল-ইনসাফ বজায় রাখা ..................................................................... ১৯৯

২.৪. অন্যায় আগ্রাসন থেকে সম্পদকে রক্ষা করা .............................................................. ২০০

২.৫. সম্পদের মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া ........................................................................... ২০১

২.৬. মানুষের প্রয়োজন পূরণ ও সহজীকরণ ..................................................................... ২০১

৩. বিবাহ এবং পারিবারিক বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে শারি'আহর মাকাসিদ
( المقاصد في النكاح وأحكام الأسرة) ............................................................................ ২০২

৪. হিজাবের বিধানের ক্ষেত্রে শারি'আহর মাকাসিদ (المقاصد في أحكام الحجاب) ................. ২০৫

৫. আইন-আদালত সংক্রান্ত বিধানের ক্ষেত্রে শারি'আহর মাকাসিদ (المقاصد في القضاء) ...... ২০৭

৬. শাস্তির বিধানের ক্ষেত্রে শারি'আহর মাকাসিদ (المقاصد في العقوبات) .......................... ২০৯

একনজরে মাকাসিদ ও ফিকহের মধ্যকার সম্পর্ক ............................................................. ২১২


## দশম অধ্যায় : বাংলাদেশে মাকাসিদুশ শারি'আহ চর্চার প্রয়োজনীয়তা


সারসংক্ষেপ ........................................................................................................ ২১৪

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মাকাসিদুশ শারি'আহ এর প্রাসঙ্গিকতা .................................................. ২১৫

১. আদর্শ পরিবার ও সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা .............. ২১৬

২. বাংলাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যাবস্থা বিনির্মাণে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা .............. ২২১

৩. বাংলাদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি সুরক্ষায় মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা ........................ ২২৩
৪. বাংলাদেশে সুস্থ রাজনীতি চর্চায় মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা .............................. ২২৬
৫. বাংলাদেশে দুর্নীতি ও বিচারহীনতা নির্মূলে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা ........... ২২৯
৬. বাংলাদেশে মিডিয়া ও গণমাধ্যমের অপপ্রচার রোধে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা...২৩২
৭. বাংলাদেশে অপরাধ ও মাদকদ্রব্য নির্মূলে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা ................. ২৩৬
৮. বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা ........... ২৩৯
৯. বাংলাদেশে একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যাবস্থা প্রণয়নে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা...... ২৪২
১০. বাংলাদেশে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে মাকাসিদুশ শারি'আহর ............................................ ২৪৪
১১. বাংলাদেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা ................ ২৪৭
১২. ফিকহী মতবিরোধ পূর্ণ বিষয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বনে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা...২৪৯

## একাদশ অধ্যায় : মাকাসিদুশ শারি'আহ চর্চায় আলেমদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি

সারসংক্ষেপ ............................................................................................................ ২৫৪
১. ইমাম শাতিবী এর মাকাসিদ দর্শন ...................................................................... ২৫৫
২. ইমাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ এর মাকাসিদ দর্শন ...................................................... ২৬৪
৩. ইমাম আল-হারামাইন আল-জুওয়াইনী তাঁর মাকাসিদ দর্শন ............................................ ২৬৯
৪. ইমাম আল-গাযালী তাঁর মাকাসিদ দর্শন ............................................................... ২৭০
৫. ইমাম আল-ইযয ইবন আবদিস সালাম ও তাঁর মাকাসিদ দর্শন ...................................... ২৭২
৬. ইবন আশুর ও তাঁর মাকাসিদ দর্শন ...................................................................... ২৭৪
৭. আ'ল্লাল আল-ফাসি ও তাঁর মাকাসিদ দর্শন ............................................................ ২৭৬

## দ্বাদশ অধ্যায় : সুপারিশমালা

সুপারিশমালা (Recommendations) ................................................................. ২৭৯
ফলাফল (Findings) ........................................................................................ ২৮১
উপসংহার (Conclusion) .................................................................................. ২৮৬
গ্রন্থপঞ্জি ............................................................................................................ ২৮৮

Dhaka University Institutional Repository

## ভূমিকা

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ এবং ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। ইসলাম সব যুগেই মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধানে সক্ষম হয়েছে। যার সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা শান্তি ও মানবতার কল্যাণকে নিশ্চিত করে। মানবতার কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ ও আসমানী গ্রন্থ নাযিল করেছেন; যাতে এ পৃথিবীতে মানুষ শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং আখিরাতের অনন্ত জীবনে সুখি হতে পারে। প্রতিটি আসমানী গ্রন্থেই সমকালীন মানব সমাজকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সব বিধিবিধান ছিল। এ বিধি-বিধানই মূলত শারি'আহ হিসেবে আখ্যায়িত। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (স.) এর আনীত জীবনবিধান ইসলামী শারি'আহ হিসেবে পরিচিত। ইসলামী শারি'আহ প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করতে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। যেসব মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে মানবকল্যাণ নিশ্চিতকরণের এ মহান লক্ষ্য সাধিত হবে সেগুলোর সমষ্টিকে ইসলামী আইন দর্শনের ভাষায় মাকাসিদুশ শারি'আহ (শার'য়ী বিধি-বিধানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য) বা Objectives of Islamic Law বলা হয়। এ বিষয়টি বর্তমান বিশ্বের একাডেমিক অঙ্গনে একটি বহুল পঠিত ও আলোচিত বিষয় হিসেবে গণ্য।

মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক সমস্যা, চাহিদা ও করণীয় নির্ণয়ে গভীরভাবে মাকাসিদ উপলব্ধি না করার কারণে মুসলিম উম্মাহর সমস্যা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। অপরদিকে ইসলামি শরিয়তের প্রধান দুই উৎস মহাগ্রন্থ আল কুরআনের অনেক আয়াত এবং অনেক হাদিস রয়েছে যা একাধিক অর্থ বহন করে যার ফলে দিন দিন বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য বেড়েই চলছে। আবার এ বিষয়টি আমাদের দেশে প্রাতিষ্ঠানিক ইসলাম শিক্ষার পাঠ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় অনেক চিন্তাবিদ ও গবেষক সঠিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে ব্যর্থ হচ্ছেন। মাকাসিদুশ শারি'আহ এর যথার্থ উপলব্ধির মাধ্যমে বিরোধপূর্ণ বিষয়ের সুন্দর সমাধান সম্ভব। কেননা শাখা-প্রশাখাগত মাস'আলার বিভিন্নতা ইসলামী শারি'আহ এর মধ্যে যতটা না গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে শতগুণ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শারি'আহ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়ন। মাকাসিদুশ শারি'আহ এর এমন বহুমুখী গুরুত্বের কারণে বর্তমান সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী আইন, ফিকহ, উসূলুল ফিকহ, শারি'আহ, ইসলামিক স্টাডিজ ইত্যাদি বিভাগে মাকাসিদুশ শারি'আহ একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পঠিত হচ্ছে। আমাদের দেশেও ইসলাম শিক্ষার পাঠ্যক্রমে এ বিষয়টি যোগ করা অপরিহার্য। তাহলে আশা করা যায় ইখতিলাফপূর্ণ মাস'আলায় পরস্পরের কাদা ছুড়াছুড়ি সংকোচিত হবে। এ লক্ষ্যেই উল্লেখিত শিরোনামে গবেষণা করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

# প্রথম অধ্যায়

# ইসলামী শারি'আহর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

## সারসংক্ষেপ

এ অধ্যায় পাঠান্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে আবগত হওয়া যাবে। "শারি'আহ" শব্দের বিশ্লেষণ, শারি'আহর প্রাচীন ও ইসলামী অর্থের মাঝে সামঞ্জস্যতা, শারি'আহ ও দ্বীন, শারি'আহ ও ফিকহ, শারি'আহ ও ফতোয়া, শারি'আহ ও আদাত।

ইসলামী শারি'আহর বৈশিষ্ট্যাবলী:

০১. ইসলামী শারি'আহ আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা

০২. ইসলামী শারি'আহ পূর্ণাঙ্গ ও বিশ্বজনীন জীবনব্যবস্থা

০৩. ইসলামী শারি'আহ মুজিযা ও অলৌকিক জীবনব্যবস্থা

০৪. ইসলামী শারি'আহ সহজ ও যুগোপযুগী জীবনব্যবস্থা

০৫. ইসলামী শারি'আহ ইহকাল ও পরকালের সমন্বিত জীবনব্যবস্থা

০৬. ইসলামী শরীআহ মধ্যমপন্থী ও ইনসাফপূর্ণ জীবনব্যবস্থা

০৭. ইসলামী শারি'আহ চিরন্তন ও স্রষ্টা কর্তৃক সুরক্ষিত জীবনব্যবস্থা

ইসলামী শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী শারি'আহ ও প্রচলিত আইনের মধ্যে পার্থক্য

ইসলামী শারি'আহর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ইসলাম গতানুগতিক কোনো ধর্ম নয়, বরং এটি একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থার নাম। যা পূর্ণতা লাভ করেছে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাতে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সভ্যতা, তাহযীব-তামাদ্দুন এককথায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানব জীবনের এমন কোনো দিক নেই, যে বিষয়ে ইসলামী শারি'আহ দিকনির্দেশনা দেয় নাই। ইসলামী আইনের মূল উৎস ওহী। আর কেবল মাত্র ওহীর আইনেই মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান রয়েছে। সাধারণ মানুষ জান্নাতের প্রত্যাশায় ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচতে ওহীর বিধান অনুসরণ করে চলে। ইসলামের রূপ-সৌন্দর্য এবং নিগূঢ় রহস্য ও তাৎপর্য

Dhaka University Institutional Repository

উপলব্ধির জন্য মাকাসিদুশ শারি'আহর জ্ঞান অত্যাবশ্যক। ইসলামী শারি'আহ কেবল মানুষের পরকালীন জীবনের মুক্তিই নিশ্চিত করে না; বরং পার্থিব জীবনের বহুমুখী কল্যাণ ও সমৃদ্ধির দিক-নির্দেশনাও ইসলামী আইনে বিদ্যমান। মানুষ দুনিয়াতে বৈরাগ্য বা সংসার বিমুখ হয়ে উদাসী জীবন যাপন করবে এটা ইসলাম সমর্থন করে না; বরং শারি'আহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন না করে শান-শওকতপূর্ণ জীবন যাপনকেও সমর্থন করে। শারি'আহর আইন আনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রাখবে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলন করে সৃষ্টিসুখের উল্লাসে উল্লসিত হবে এটাই ইসলামী শারি'আহর উদ্দেশ্য। আর এ উদ্দেশ্য সাধনের গতি-প্রকৃতি সহজীকরণের জন্যই 'মাকাসিদুশ শারি'আহ' শাস্ত্র একটি যথার্থ আলোকবর্তিকা হতে পারে। যার উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

**'শারি'আহ' শব্দের বিশ্লেষণ**

শারি'আহ (الشريعة) শব্দটির প্রাচীন অর্থ পানির দিকে যাবার পথ। উট মরুভূমিতে যে পথ দিয়ে পানির অন্বেষণে যায়, সে পথকে আরবীতে শারি'আহ বলে। প্রাচীন আরবরা 'শারি'আহ' শব্দটিকে এ অর্থেই ব্যবহার করতো। অর্থাৎ শারি'আহ মানে কল্যাণ অন্বেষণের পথ। শারি'আহ শব্দের ইসলামী অর্থ হলো: আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে শারি'আহ শব্দটিকে 'সুস্পষ্ট পথ' অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا

'আমি আপনাকে শারি'আহ (তথা একটি সুস্পষ্ট পথ) এর উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। অতএব আপনি এর উপরই চলুন'।[1]

এ আয়াতে 'আমি আপনাকে শারি'আহর উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি' কথাটিতে 'শারি'আহ' শব্দের মূল অর্থ হলো 'পথ'। আল্লাহ তাআলা একটি পথ দেখিয়েছেন এবং বলেছেন, আপনি যদি এ পথের অনুসরণ করেন তবে এটি আপনাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্যের পথে পরিচালিত করবে। এটাই

[1]. আল-কুরআন, ৪৫: ১৮

Dhaka University Institutional Repository

শারি'আহর অর্থ। এছাড়াও শারি'আহ শব্দটি দ্বীন, ধর্ম, জীবনপদ্ধতি, নিয়ম-নীতি, সহজ-সরল পথ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পরিভাষায় শারি'আহ বলা হয়-

الشريعة الإسلامية هي ما شرعها الله لعباده من أحكام ليهتدوا بها، أو بعبارة أخرى هي الأحكام التي تضمنها القرآن الكريم والسنة النبوية

'মহান আল্লাহ তা'আলা বান্দার হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনের জন্য যে বিধিবিধান প্রদান করেছেন, তাই হচ্ছে শারি'আহ অন্য ভাষায়, কুরআন ও সুন্নাহয় যেসব বিধিবিধান বর্ণিত হয়েছে, তাই হচ্ছে শারি'আহ'।[2]

সুতরাং শারি'আহর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থের মধ্যে সম্পৃক্ততা খুবই সুস্পষ্ট। আভিধানিক অর্থে শারি'আহ পানির উৎস কিংবা এমন পথ বোঝানো হয়ে থাকে যা মানুষকে পানির নিকট নিয়ে যায়, যার ফলে মানুষ জীবনী শক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। একইভাবে পারিভাষিক অর্থেও শারি'আহ দ্বারা এমন সব ব্যবহারিক বিধি-বিধানকে বোঝানো হয়, যা মানুষকে স্থায়ী জীবনের পথ নির্দেশ করে এবং যা পালন করার মাধ্যমে মানুষ সে জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়।

## শারি'আহর প্রাচীন ও ইসলামী অর্থের মাঝে সামঞ্জস্যতা

শারি'আহর প্রাচীন অর্থ 'পানির পথ' এবং ইসলামী অর্থ 'আল্লাহর পথ'। এ দুই অর্থের মাঝে সম্পৃক্ততা ও সামঞ্জস্যতা খুবই সুস্পষ্ট। প্রাচীন অর্থে শারি'আহ পানির পথকে বোঝায়, যে পথে চলে মানুষ শরীরিকভাবে পরিতৃপ্ত ও পবিত্র হয় এবং জীবনীশক্তি লাভ করে। আর ইসলামী অর্থে শারি'আহ বলতে কুরআন-সুন্নাহর পথকে বোঝায়, যে পথে চলে মানুষ আত্মিকভাবে পরিতৃপ্ত ও পবিত্র হয় এবং আত্মার জীবনীশক্তি লাভ করে। সুতরাং দুনিয়াতে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের পানির যেমন প্রয়োজন, তেমনি ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির জন্য মানুষের ইসলামী শারি'আহ প্রয়োজন। পানি যেমন ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকার মাধ্যম, তেমনি ইসলামী শারি'আহও চিরস্থায়ী আখিরাতের জীবনে মুক্তির মাধ্যম।

[2]. শহীদুল ইসলাম ফারুকী, মাকাসিদুশ শরীআহ (ঢাকা: মাকাসিদ পাবলিকেশন, ২০২৪), পৃ-১০৩

Dhaka University Institutional Repository

## শারি'আহ ও দ্বীন

আরবী 'দ্বীন' (دين) শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। পবিত্র কুরআনে বেশ কয়েকটি অর্থে 'দ্বীন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

**০১.** 'দ্বীন' শব্দটি কর্ম ও কর্মফল তথা ভালো-মন্দ আমল করা এবং ভালো-মন্দের বিচার করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 'যিনি কর্মফল-দিবসের মালিক'।[3] রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

'মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের ওপরই থাকে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকের উচিত সে কাকে বন্ধু বানাচ্ছে তা লক্ষ্য করা'।[4]

এ হাদীসে দ্বীন গ্রহণ করার অর্থ সম্পর্কে আওনুল মা'বুদে বলা হয়েছে, 'তার বন্ধুর স্বভাব-চরিত্র ও মতবাদ গ্রহণ করে'। এখানে দ্বীন শব্দটি কর্ম ও কর্মফল এবং অভ্যাস ও মতবাদ গ্রহণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থে শারি'আহ ও দ্বীন ভিন্ন অর্থবোধক।

**০২.** 'দ্বীন' শব্দটি আনুগত্য, আত্মসমর্পণ ও হুকুম মানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أَفَغَيْرُ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يَرْجَعُونَ

'তবে কি তারা আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কোনও দ্বীনের সন্ধানে আছে? অথচ আসমান ও যমীনে যত মাখলুক আছে, তারা সকলে আল্লাহরই সামনে মাথা নত করে রেখেছে (কতক তো) স্বেচ্ছায় এবং (কতক) বাধ্য হয়ে। এবং তাঁরই দিকে তারা সকলে ফিরে যাবে'।[5] এখানে দ্বীন শব্দটি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থে শারি'আহ ও দ্বীন ভিন্ন অর্থবোধক।

**০৩.** 'দ্বীন' শব্দটি জীবনব্যবস্থা বা জীবনপদ্ধতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

---

[3]. আল-কুরআন, ১: ৩

[4]. আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আল-আশ'আস আস-সিজিস্তানি, সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং- ৪৮৩৩; আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, জামে' আত-তিরমিযি, হাদিস নং- ২৩৭৮

[5]. আল-কুরআন, ৩: ৮৩

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

'আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামতরাজী (অনুগ্রহ) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম'।[6]

তিনি আরো বলেন-

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يُقبَل مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'যে ব্যক্তিই ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন (জীবনব্যবস্থা) অবলম্বন করতে চায়, তার থেকে সে দ্বীন (জীবনব্যবস্থা) কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে যারা মহা ক্ষতিগ্রস্থ সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[7] এখানে দ্বীন শব্দটি জীবনব্যবস্থা ও জীবনপদ্ধতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থে শারি'আহ 'দ্বীন' এর সমার্থক।

০৪. দ্বীন শব্দটি আইন ও বিচার ব্যবস্থা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন-

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

'ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশত চাবুক মারবে। তোমরা যদি আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখ, তবে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি করুণাবোধ যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।[8] এ আয়াতে দ্বীন শব্দটি আইন ও বিচার ব্যবস্থা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থে শারি'আহ, ও দ্বীন সমার্থক।

## শারি'আহ ও ফিকহ

ফিকহ হচ্ছে শারি'আহর নীতিমালা। 'ফিকহ' শব্দটির অর্থ গভীরভাবে উপলব্ধি করা বা হৃদয়ঙ্গম করা। পরিভাষায় ফিকহ হলো শারি'আহর উপলব্ধি ও বোঝাপড়া। অর্থাৎ শারি'আহ সম্পর্কে

---

[6]. আল-কুরআন, ৫: ৩

[7]. আল-কুরআন, ৩: ৮৫

[8]. আল-কুরআন, ২৪: ২

স্কলারদের উপলব্ধি বা মতামত হলো ফিকহ। ভালো-মন্দ, হালাল-হারাম প্রশ্নে আলিমগণ জ্ঞানের একটি ঐতিহাসিক কাঠামো নির্মাণ করেছেন, যাকে ফিকহ বলা হয়। ফিকহকে 'প্রায়োগিক শারি'আহ' বলা যায় যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছার বাস্তবায়নের জন্য বিস্তারিত ও প্রায়োগিকভাবে ফিকহ প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এ অর্থে শারি'আহ ও ফিকহ ভিন্ন। তবে ফকীহদের পরিভাষায় শারি'আহ বলতে শুধুমাত্র ব্যবহারিক বিধি-বিধানকে বোঝানো হয়ে থাকে। এ অর্থে শারি'আহ ও ফিকহ সমার্থক।

শারি'আহ হলো মূল বিধান, ফিকহ হলো সে বিধানের ব্যবহারিক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ। ফিকহ কখনোই শারি'আহ বিরোধী হতে পারে না; বরং শারি'আহকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগের মাধ্যম। শারি'আহ আল্লাহ প্রদত্ত চূড়ান্ত বিধান, আর ফিকহ সে বিধানের মানবীয় উপলব্ধি ও প্রয়োগ। কুরআন ও সুন্নাহয় বর্ণিত নীতিমালা, দিক-নির্দেশনা, ধারণা ও আইনের সমন্বিত সমাহার হচ্ছে 'শারি'আহ', যা অপরিবর্তনীয়, চিরন্তন। পক্ষান্তরে মুসলিম স্কলারদের শারি'আহ উপলব্ধির ভিত্তিতে রচিত মতামত, ব্যাখ্যা ও নীতিমালা হচ্ছে 'ফিকহ', যা যুগের সাথে পরিবর্তনশীল।

## শারি'আহ ও ফাতাওয়া

শারি'আহর সাথে ফাতাওয়ার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। 'ফাতাওয়া' শব্দের অর্থ ব্যক্তির অভিমত ও উপদেশ। ফাতাওয়া শব্দটি করআনেও এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ

'লোকজন আপনার কাছে (এ বিষয়ে) ফাতাওয়া জানতে চায়। বলুন, (এ বিষয়ে) আল্লাহই তোমাদের ফতোয়া দিচ্ছেন'।[9]

ফাতাওয়া হলো নির্দিষ্ট প্রশ্ন, ঘটনা বা পরিস্থিতির আলোকে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস ও কাওয়াইদ ফিকহিয়্যার ভিত্তিতে কোনো যোগ্য মুফতির প্রদত্ত শরঈ মতামত বা সিদ্ধান্ত। সঠিক ফাতাওয়া কখনোই শারি'আহর বিরোধী হয় না। রাসুল (সা) বলেন,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

[9]. আল-কুরআন, ৪: ১৭৬

'যখন কোনো বিচারক ইজতিহাদ করে সিদ্ধান্ত প্রদান করে এবং সঠিক হয়, তবে তার জন্য দুইটি সওয়াব। আর যখন সে ইজতিহাদ করে সিদ্ধান্ত প্রদান করে কিন্তু ভুল হয়, তবুও তার জন্য একটি সওয়াব রয়েছে'।[10]

ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন,

تَغَيُّرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

সময়, স্থান, পরিস্থিতি, নিয়ত ও সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তনের কারণে ফাতাওয়া পরিবর্তিত ও ভিন্ন হতে পারে।[11]

শারি'আহ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত চূড়ান্ত ও চিরস্থায়ী বিধান, আর ফাতাওয়া হলো সে বিধানের আলোকে নির্দিষ্ট বাস্তবতার জন্য প্রদত্ত মানবীয় সিদ্ধান্ত। তাই শারি'আহ অপরিবর্তনীয় হলেও ফাতাওয়া পরিবর্তনযোগ্য।

এক কথায়, শারি'আহ হচ্ছে আল্লাহর আইন, ফাতাওয়া হচ্ছে শারি'আহর আলোকে মানবীয় সিদ্ধান্ত।

সুতরাং ফিকহ হলো শারি'আহর উপলব্ধি আর ফাতাওয়া হলো ফিকহের প্রয়োগ। ফাতাওয়া প্রত্যেক স্থান ও সময়ের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে; অর্থাৎ স্থান, সময় বা ব্যক্তিভেদে ফাতাওয়া ভিন্ন হতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায়, শারি'আহ হলো পথ। ফিকহ হলো শারি'আহর উপলব্ধি যা শারি'আহর অনুশাসনকে নীতিমালায় পরিণত করে। আর ফাতাওয়া হলো সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ফিকহের সে নীতিমালার প্রয়োগ। শারি'আহ, ফিকহ, ফাতাওয়া কোনোটিই আইন নয়। আইনকে আরবীতে 'কানুন' বলা হয়। আর আইন ও কানুন রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না থাকলেও শারি'আহ, ফিকহ, ফাতাওয়া উপস্থিত থাকবে; কিন্তু ইসলামী আইন বা কানুন রাষ্ট্রব্যবস্থা ছাড়া উপস্থিত থাকে না।

---

[10]. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারি, সহিহ আল-বুখারি, হাদিস নং- ৭৩৫২; আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, সহিহ মুসলিম হাদিস নং- ৪৫৮৪, ৪৩৩৮

[11]. ইমাম ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, ই'লামুল মুয়াক্কিইন আন রাব্বিল আলামিন (বৈরুত: দারুল কুতুব আল- ইলমিয়্যাহ) খ. ৩ পৃ. ৩-৪

## শারি'আহ ও আ'দাত

আ'দাত অর্থ আচার-অভ্যাস ও রীতিনীতি। শারি'আহর সাথে আ'দাতের কিছুটা সম্পর্ক আছে। আ'দাত হলো ঐতিহ্য, জনগণের আচরণ ও রীতিনীত। আর মুসলিম জনগণ ইসলামের সাথে শত শত বছর সম্পৃক্ত থাকার কারণে তাদের মধ্যে যে রীতিনীতি গড়ে উঠেছে, তার সঙ্গে ইসলামের গভীর ও ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সেসব রীতিনীতি সর্বাংশে ইসলাম নয় তবে মুসলিম জনগণের রীতিনীতির সাথে ইসলামের জোরালো সম্পর্ক রয়েছে। কারণ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গার রীতিনীতি ভিন্ন হতে পারে। ইসলাম বহুবিধ সংস্কৃতি ও প্রথাকে ধারণকারী দ্বীন। মুসলিমরা ইসলাম অনুশীলনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈচিত্র্যকে ধারণ করে। সেগুলো তাদের প্রথা (আ'দাত)। এটা তারা গড়ে নিয়েছে। এটা সমাজের মানুষের বেড়ে উঠার ধারা। এতে যেমন অন্তর্ভুক্ত হয় ইসলামের উপাদান, তেমনি এতে সমাবেশ ঘটে সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক উপাদানেরও। তা হতে পারে চীনা, মিসরীয় কিংবা বাংলাদেশী। বিভিন্ন জাতি ও দেশের মানুষের স্বতন্ত্র পন্থায় জীবনধারণ পদ্ধতি শারি'আহর মূল্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত; কিন্তু তা শারি'আহ নয়। আবারও বলছি, শারি'আহ আ'দাত নয়। আ'দাত হলো- ঐতিহ্য, রীতি, প্রচলন। যদিও ইসলামী শারি'আহ থেকে উদ্ভুত মুসলিম আ'দাত ও ঐতিহ্যকে আমাদের সমাদর করতে হবে। সেজন্য ইসলামে এর একটি মর্যাদা রয়েছে, যদিও তা সরাসরি ঐশী কোনো বিষয় নয়। আ'দাত হলো সে ঐতিহ্য-যা সমাজে সময়ের পরিক্রমায় বিকশিত হয়েছে। যেমন কোনো উপলক্ষ্যকে উদযাপন, খাওয়া, পান করার পদ্ধতি ও পোশাকের স্টাইল।[12]

আমাদের এতক্ষণের আলোচনার সারনির্যাস হলো নিম্নরূপ:

- শারি'আহ হলো ইসলামী জীবনপদ্ধতি যা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত।
- দ্বীন হলো সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা যা যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন।
- ফিকহ হলো শারি'আহর উপলব্ধি বা সমঝ যা শারি'আহকে নীতিমালায় পরিণত করে।

---

12. শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

Dhaka University Institutional Repository

- ফতোয়া হলো সুনির্দিষ্ট বিষয় ও পরিস্থিতিতে ফিকহি নীতিমালার প্রয়োগ যা একটি অভিমত বা উপদেশ হিসেবে বিবেচিত হবে।
- আদাত হলো সমাজের রীতিনীতি যা শারি'আহ নয়, তবে শারি'আহ থেকে অনুপ্রাণিত।

সারকথা হলো- শারি'আহ কী? এটি সব সময় একটি বড় প্রশ্ন। সহজ কথায় শারি'আহ হলো সকল বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশনা। অতএব শারি'আহ হলো কুরআন ও সুন্নাহ। যাকে দ্বীনও বলা যায়। আর কুরআন ও সুন্নাহর প্রায়োগিক উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা হলো ফিকহ। ফিকহ ভুলও হতে পারে, সঠিকও হতে পারে। ফিকহ সময়ের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হতে পারে। কিছু বিষয় অনুধাবনের ক্ষেত্রে ফিকহ হতে পারে সম্পূর্ণ কিংবা অসম্পূর্ণ। কিন্তু শারি'আহ সবসময়ই সম্পূর্ণ। যখন আমরা কুরআন পড়ি, তখন আমরা জানি যে, এটা আল্লাহর বাণী তথা শারি'আহ কিন্তু যখন আমরা ইমাম শাফেয়ীর 'কিতাবুল উম্ম' কিংবা ইমাম আবূ ইউসুফের 'কিতাবুল খারাজ' ইত্যাদি পড়ি, তখন আমরা জানি যে, এটা শারি'আহর পাঠ নয়; বরং এটা ফিকহের পাঠ। যা কুরআন থেকে আহরিত এবং কুরআন থেকে অনেক বেশি আলাদা। কুরআন হলো অব্যর্থ, সঠিক ও নিখুঁত; কিন্তু ফিকহ নিখুঁত নয়। কুরআন পরিবর্তনযোগ্য নয়, এটা সকল সময় ও স্থানের জন্য নির্ধারিত। আমরা কুরআনে কোনো পরিবর্তন সাধন করতে পারব না। আমরা কুরআনে কোনো অধ্যায় সংযোজন কিংবা বিয়োজন করতে পারব না। কিন্তু আমরা ফিকহে নতুন অধ্যায় ও নতুন ইস্যু সংযোজন করতে পারব।[13]

## ইসলামী শারি'আহর বৈশিষ্ট্যাবলী

ইসলামী শারি'আহ আল্লাহর মনোনীত চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ একটি জীবন বিধানের নাম। ইসলাম ধর্মকে আল্লাহ এমন সব অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন, যা পৃথিবীর অন্য ধর্মগুলোতে পাওয়া যায় না। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে টিকে থাকবে। পবিত্র কুরআনে এসেছে,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

---

[13]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

‘আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম’।[14]

ইসলামী শারি’আহর অসংখ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এখানে তুলে ধরা হলো-

## ০১. ইসলামী শারি’আহ আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা

ইসলামী শারি’আহ আল্লাহ-প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা। এ শারি’আহ প্রণয়ন করেছেন সে মহান স্রষ্টা, যিনি মানুষ ও জগতসমূহ সৃষ্টি করেছেন। অতএব স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে মানুষের জন্য কখন কি কল্যাণকর তা তিনিই ভালো জানেন। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

‘আপনার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে তাদের কোনো এখতিয়ার নেই। আল্লাহ পবিত্র, মহান এবং তারা যে শরীক করে তা হতে তিনি উর্ধ্বে’।[15]

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

‘যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক অবহিত’।[16]

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

‘আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়’।[17]

সুতরাং ইসলামী শারি’আহ হচ্ছে সরাসরি আল্লাহ প্রদত্ত পরিপূর্ণ জীবন-বিধান, যা জিবরাইল আ. এর মাধ্যমে মুহাম্মদ সা. এর উপর দীর্ঘ তেইশ বছরে নাযিল হয়েছে। ইসলামী শারি’আহ সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত ও মানবতার জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর জীবন-বিধান। এ কারণেই আল্লাহ তা’আলা

---

[14]. আল-কুরআন, ৫: ৩

[15] . আল-কুরআন, ২৮: ৬৮

[16] . আল-কুরআন, ৬৭: ১৪

[17] . আল-কুরআন, ৯: ৯৭

মানবতার জীবন যাপনের জন্য কল্যাণকর জীবনপদ্ধতি ইসলামী শারি'আহ নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন,

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلامُ

'নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা'।[18] তিনি অন্যত্র বলেন,

ومن يَبْتَغِ غَيْرُ الإسلام دينا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

'কেউ ইসলাম ব্যতিত অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইলে তার থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে'।[19] বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একমাত্র মনোনীত ও গ্রহণযোগ্য জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম। এর বাইরে অন্য কোনো জীবন-বিধান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং ইহ ও পরকালে মুক্তির একমাত্র মাধ্যম হলো ইসলাম।

## ০২. ইসলামী শারি'আহ পূর্ণাঙ্গ ও বিশ্বজনীন জীবনব্যবস্থা

ইসলামী শারি'আহ একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিশ্বজনীন জীবনব্যবস্থা। ইসলামী শারি'আহর সকল বিধি-বিধান ও মৌলিক নীতিমালাসমূহ দেশ-জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য এবং সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য। এ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ومَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ

'আর আমি তো আপনাকে সৃষ্টিকুলের জন্য রহমতস্বরূপই পাঠিয়েছি'।[20] তিনি আরো বলেন,

قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

---

18 . আল-কুরআন, ৩: ১৯

19 . আল-কুরআন, ৩: ৮৫

20. আল-কুরআন, ২১: ১০৭

‘বলুন, হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের কাছে প্রেরিত আল্লাহর রাসূল’।[21]

তিনি আরো বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

‘আর আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি’।[22]

তিনি আরো বলেন,

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرً

‘বরকতময় সত্ত্বা, যিনি ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী কিতাব) অবতীর্ণ করেছেন তাঁর বান্দার উপর, যাতে সে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করে’।[23] তিনি আরো বলেন,

يأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُوا

‘হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো’।[24]

এসব আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, ইসলামী শারি’আহ একটি আন্তর্জাতিক ও বিশ্বজনীন জীবনব্যবস্থা। আল্লাহ শুধু মুসলিমদের জন্য নয়, ইসলাম শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য নয়, কুরআন শুধু মুসলিমদের জন্য নয় এবং মহানবী সা. শুধু মুসলিমজাতির জন্য নয়, বরং আল্লাহ, কুরআন, ইসলাম ও মহানবী সা. বিশ্বের সকল জাতি-গোষ্ঠীর জন্য। পক্ষান্তরে মানবরচিত মতবাদ ও ধর্মগুলো একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের জন্য রচিত হয়ে থাকে, আর ইসলামী শারি’আহ নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের সীমানা পেরিয়ে সারা বিশ্বের সর্বকালের, সর্বযুগের সব মানুষের জন্য। এ শারি’আহ শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, আরব-অনারব, প্রাচ্য-

---

[21]. আল-কুরআন, ৭: ১৫৮

[22]. আল-কুরআন, ৩৪: ২৮

[23]. আল-কুরআন, ২৫: ১

[24]. আল-কুরআন, ৪৯: ১৩

প্রাশ্চাত্যের সকলের জন্য। এতে কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িকতা, পক্ষপাতিত্ব, প্রতিক্রিয়াশীলতা বা শ্রেণীবৈষম্য নেই।

ইসলামী শারি’আহ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা’আলা বলেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً

‘আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবনব্যবস্থারূপে মনোনীত করলাম’।[25]

মানব জীবনের এমন কোনো দিক নেই যার আলোচনা এ শরীয়তে নেই। একান্ত ইবাদত-বন্দেগী থেকে শুরু করে আখলাক, আদব-কায়দা, পারিবারিক বিষয়াদি, সামাজিক রীতিনীতি, রাজনীতি, শাসননীতি, আন্তর্জাতিকনীতি, প্রশাসনিক, রাষ্ট্র পরিচালনা, রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়, কর/খাজনা, সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, চুক্তি, ভাড়া, অপরাধ ও শাস্তির বিধিবিধান তথা হুদূদ, কিসাস, তাযীর এবং জিহাদ ইত্যাদি মানব জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা এ শরীয়তে নেই। সব কিছুই এতে বিদ্যমান আছে। সুতরাং ইসলামী শারি’আহ একটি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা।

## ০৩. ইসলামী শারি’আহ মুজিয বা অক্ষমকারী জীবনব্যবস্থা

ইসলামী শারি’আহ একটি মুজিযা বা অলৌকিক জীবনব্যবস্থা। এ দাবি করেছে খোদ কুরআন। কুরআন আসমানী কিতাব ও ইলাহী গ্রন্থ। যারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেছে, কুরআন তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছে, মোকাবেলা করার দাওয়াত দিয়েছে।

আল্লাহ তা’আলা পর্যায়ক্রমে ঘোষণা করেছেন

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

[25]. আল-কুরআন, ৫: ৩

‘আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, তাতে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে তোমরা এর অনুরূপ কোনো সূরা আনয়ন করো এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান করো’।[26] তিনি আরো বলেন,

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

‘তারা কি বলে, সে (হযরত মুহাম্মদ সা.) এটা রচনা করেছে? বলো, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন করো এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর যাকে পার আহবান করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও’।[27] তিনি আরো বলেন,

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

‘বলো, যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং যদি তারা পরস্পরকে সাহায্যও করে, তবুও তারা এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না’।[28]

উল্লেখিত আয়াতসমূহে সন্দেহবাদী আর মুশরিকদেরকে কুরআনের অনুরূপ কোনো গ্রন্থ বা সূরা আনয়ন করতে বলা হয়েছে। আর কোনো সূরা বা গ্রন্থ কুরআনের অনুরূপ হতে হলে তার মধ্যে কুরআনের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকতে হবে। থাকতে হবে অলৌকিকতার সকল দিক। কারণ কুরআন শুধু শব্দচয়ন, বাক্য-বিন্যাস, সাহিত্যরস, শিল্প-অলংকার ও ভাষাতত্ত্বের বিচারেই অলৌকিক নয়; বরং ভাব, তথ্য, উচ্চতর চিন্তা-দর্শন, অদৃশ্য জ্ঞান ও চিরন্তন নির্দেশনার বিচারেও এক জ্বলন্ত মুজিযা। তিনি আরো বলেন,

فَإِلَّم يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِل بعلم الله وأن لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ

‘যদি তারা তোমাদের আহবানে সাড়া না দেয়, তবে জেনে রাখো, এটা আল্লাহর ইলম মুতাবিক অবতীর্ণ এবং তিনি ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই। সুতরাং তোমরা কি আত্মসমর্পণ করবে না?’[29]

---

26 . আল-কুরআন, ২: ২৩

27 . আল-কুরআন, ১০: ৩৮

28 . আল-কুরআন, ১৭: ৮৮

29 . আল-কুরআন, ১১: ১৪

## ০৪. ইসলামী শারি'আহ সহজ ও যুগোপযুগী জীবনব্যবস্থা

ইসলামী শারি'আহ সর্বকালেই যুগোপযুগী ও প্রগতিশীল। কেননা কালের আবর্তনে উদ্ভুত সকল সমস্যার সমাধানের জন্য কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক চিন্তা-গবেষণার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এতে রয়েছে। সুতরাং যাবতীয় নতুন অবস্থার সাথে তা সামঞ্জস্যশীল হতে সক্ষম। মুহাম্মদ সা. এর যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যেমন এর সফল কার্যকারিতা রয়েছে, তেমনি কিয়ামত পর্যন্ত এর কার্যকারিতা অক্ষুন্ন থাকবে। কেননা কিয়ামত পর্যন্ত এটিই আল্লাহর দেয়া সর্বশেষ ও একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। প্রতিটি যুগেই যত সমস্যা ও সংকট সৃষ্টি হোক, কুরআন তার সমাধান দিতে সক্ষম। সুতরাং ইসলামী শারি'আহর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো- ইসলামী শারি'আহ সর্বযুগেই যুগোপযুগী ও প্রগতিশীল।

ইসলামী শারি'আহ অত্যন্ত সহজ ও কঠোরতামুক্ত। মানুষ যাতে ইসলামী শারি'আহর আহকাম অত্যন্ত সহজে পালন করতে পারে মহান আল্লাহ তাআলা সেভাবেই শারি'আহর নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। তদুপরি পালন করতে গিয়ে যখনই কেউ কোনো যুক্তিগ্রাহ্য সমস্যার মুখোমুখি হয়, তখনই তার উপর থেকে হুকুমের ভার হালকা করে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান এবং তোমাদের জন্য কঠোরতা তিনি চান না'।[30]

ইসলামী শরীয়তে এমন কোনো দিক নেই যা পালন করা মানুষের জন্য কষ্টসাধ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

'আল্লাহ দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি'।[31] তিনি আরো বলেন,

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

'আল্লাহ কারো উপর এমন কোনো দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত'।[32]

---

30 . আল-কুরআন, ২: ১৮৫

31 . আল-কুরআন, ২২: ৭৮

32 . আল-কুরআন, ২: ২৮৬

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

إنما بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تَبْعَثُوا مُعَسِرِينَ

‘তোমাদেরকে সহজতার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে; কঠিনতার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি’।[33]

তিনি আরো বলেন,

يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا

‘মানুষের সাথে সহজতার আচরণ করো, অযথা কঠিন করো না। সুসংবাদ দিও, ঘৃণা ও বঞ্চিত করো না’।[34] অতএব ইসলামী শারি’আহ সহজে পালনীয় ও কঠোরতামুক্ত একটি জীবনব্যবস্থা এতে কঠোরতা ও বক্রতার কোনো লেশমাত্র নেই। আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। সুতরাং তিনি এমন জীবন-বিধানই দিয়েছেন যা মানুষ পালন করতে সক্ষম।

## ০৫. ইসলামী শারি’আহ ইহকাল ও পরকালের সমন্বিত জীবনব্যবস্থা

মানবরচিত বিধি-বিধান শুধু মানুষের পার্থিব জীবনকে সম্পৃক্ত করেছে। তাতে পরকালকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। স্বীকার করা হয়নি পরকালীন ফলাফলকেও। কিন্তু ইসলামী শারি’আহ একদিকে যেমন ইবাদাত পালনের মাধ্যমে মানুষকে আখিরাতমুখী হবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে, অন্যদিকে দুনিয়ার বাস্তব জীবনের প্রয়োজন ও দাবী পূরণের নির্দেশও তাকে দিয়েছে। দুনিয়ার কাজ ও ব্যস্ততার মধ্যেও যাতে মানুষ আল্লাহর ইবাদাত পালন করে সেদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা’আলা বলেন,

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

“‘সে সব লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেদিনকে যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি

---

[33]. তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত, খ. ৫, পৃ. ২৩৪, উদ্ধৃত: শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

[34]. প্রাগুক্ত, সহিহ আল-বুখারি, হাদিস নং- ৬৯; প্রাগুক্ত, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৭৩২

বিপর্যয় হয়ে পড়বে।”[35] ইসলামী শারই’আহ দুনিয়া ও আখিরাত দু’টিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তার দ্বারা আখিরাত কামনা করো, এবং দুনিয়ায় তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না।”[36] এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে—ইসলাম উভয় জীবনের সমন্বয় চায়। ইহকালীন ন্যায়-বিচার পরকালীন সফলতার পূর্ব শর্ত, এ মর্মে আল্লাহ তা’আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার ও উত্তম আচরণের নির্দেশ দেন।”[37]

এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ন্যায় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ শারি’আহর অন্যতম মূল লক্ষ্য। আল্লাহ তা’আলা আরও বলেন,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“আল্লাহ বেচা-কেনাকে বৈধ করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।”[38]

অর্থনীতি, পরিবার, সমাজ সবকিছুতেই ইসলামী শারি’আহ স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়।

ইবাদত মানুষকে পরকালের জন্য প্রস্তুত করে। এ মর্মে আল্লাহ তা’আলা বলেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ

“নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীলতা ও অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখে।”[39] সুতরাং এ কথা স্পষ্ট হলো যে, ইবাদত শুধু আধ্যাত্মিক নয়; বরং নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি ঘটায়। ইবাদাত পালন শেষে তাদেরকে জীবিকা অন্বেষণের নির্দেশও প্রদান করেছেন। যেমন আল্লাহ তা’আলা বলেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ

---

35 . আল-কুরআন, ২৪: ৩৭

36 . আল-কুরআন, ২৮: ৭৭

37 . আল-কুরআন, ১৬: ৯০

38 . আল-কুরআন, ২: ২৭৫

39 . আল-কুরআন, ২৯: ৪৫

“সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) সন্ধান করো।”[40]

এসব আয়াতে ইসলামী শারি’আহ একদিকে দুনিয়ায় চলার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য ও আয়-রোজগার করার কথা বলেছে, অপরদিকে দুনিয়ার মোহ যেন আখিরাতকে ভুলিয়ে না দেয় সেদিকেও সতর্ক করেছে। জীবনের প্রয়োজনে দুনিয়া অর্জন করতে বলেছে এবং আখিরাতে জবাবদিহির জন্য প্রস্তুতি নিতেও বলেছে।

## ০৬. ইসলামী শারি’আহ মধ্যমপন্থী ও ইনসাফপূর্ণ জীবনব্যবস্থা

কুরআন ইসলামী শারি’আহকে এমন এক জীবনব্যবস্থা হিসেবে চিত্রিত করেছে, যা অতিরিক্ততা ও ঘাটতি—উভয়কেই বর্জন করে, এবং ন্যায়, ভারসাম্য ও মানবিকতার ওপর ভিত্তি করে। সুতরাং ইসলামী শারি’আহ একটি মধ্যমপন্থী ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এতে যেমন নেই সীমালংঘন, বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা, তেমনি নেই ছাড়াছাড়ি ও শিথিলতাও। পক্ষান্তরে অপরাপর ধর্ম ও মতবাদ গুলোর কোনোটি অতি বাড়াবাড়ির শিকার হয়েছে, আবার কোনোটি অতি ছাড়াছাড়ির শিকার হয়েছে। কিন্তু ইসলামী শারি’আহ বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির মাঝামাঝি একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যমপন্থী জীবনব্যবস্থা।

ইসলাম ইবাদতে অতিরিক্ত কষ্ট বা অবহেলা—দুটোই নিষিদ্ধ করেছে। যেমন আল্লাহ তা’আলা বলেন,

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীনে কোনো সংকীর্ণতা রাখতে চান না।”[41] ইসলামের বিধান সহজ, মানবিক এবং ভারসাম্যপূর্ণ। তিনি আরো বলেন,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

“আর অনুরূপভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানবগোষ্ঠীর ওপর সাক্ষী হতে পার।”[42] তিনি আরো বলেন,

لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ

---

[40]. আল-কুরআন, ৬২: ১০

[41]. আল-কুরআন, ২২: ৭৮

[42]. আল-কুরআন, ২: ১৪৩

“তোমরা স্বীয় ধর্মে বাড়াবাড়ি করো না।”[43] তিনি আরো বলেন,

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

“আপনি নিজের নামায আদায়কালে স্বর অতি উচ্চ করেও পড়বেন না এবং নিঃশব্দেও পড়বেন না। এতদুভয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন।”[44] তিনি আরো বলেন,

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না, বরং এতদুভয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করে।”[45] তিনি আরো বলেন,

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

“যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার আনুগত্য করবেন না।”[46]

এসব আয়াত দ্বারা জানা যায়, ইসলামী শারি’আহ ইবাদাত-বন্দেগী, মুআমালাত-মুআশারাত, আমল-আখলাক, সামাজিকতা ও শিষ্টাচার সর্বক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যমপন্থী। এতে না আছে বাড়াবাড়ি এবং না আছে ছাড়াছাড়ি। না আছে ইফরাত এবং না আছে তাফরীত। ইসলামী শারি’আহ ইনসাফপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ইসলামী শারি’আহর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“আল্লাহ ন্যায়-নীতি, পরোপকার ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করার হুকুম দেন এবং অশ্লীল-নির্লজ্জতা ও দুষ্কৃতি এবং অত্যাচার-বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করতে পারো।”[47] তিনি আরো বলেন,

---

43 . আল-কুরআন, ৫: ৭৭

44 . আল-কুরআন, ১৭: ১১০

45 . আল-কুরআন, ২৫: ৬৭

46 . আল-কুরআন, ১৮: ২৮

47 . আল-কুরআন, ১৬: ৯০

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক।"[48] তিনি বলেন,

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

"বলুন, আমার রব আমাকে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন।"[49] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"মানুষের মাঝে বিচার করতে হলে ন্যায়বিচার করো।"[50] বিচার হবে পক্ষপাতহীনভাবে—ধনী, গরিব, শত্রু–মিত্র সবার ক্ষেত্রে সমান। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে 'আদল' শব্দের অর্থ ন্যায় ও ইনসাফ। এসব আয়াতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেককে তার যথাযথ অধিকার দিতে বলা হয়েছে। সুতরাং ইসলামী শারি'আহর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ইসলামী শারি'আহ একটি ইনসাফপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

## ০৭. ইসলামী শারি'আহ চিরন্তন ও স্রষ্টা কর্তৃক সুরক্ষিত জীবনব্যবস্থা

ইসলামী শারি'আহ চিরন্তন, চিরস্থায়ী ও সুরক্ষিত একটি জীবনব্যবস্থা। স্বয়ং আল্লাহ এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। তাই এটি মানব-রচিত কোনো ব্যবস্থা নয়, বরং স্রষ্টার এক নিখুঁত, নিরাপদ ও টিকে থাকা ব্যবস্থা। এর উৎস সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা নিজে নিয়েছেন বলেই তা একমাত্র চিরস্থায়ী জীবনব্যবস্থা। ইসলামী শারি'আহর মৌলিক নীতিমালা প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে নির্ধারিত হয়েছে। এ নীতিমালা স্থায়ী, গতিশীল, অপরিবর্তনীয়। স্থান-কাল-পাত্রভেদে তাতে পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। ইসলামী শারি'আহর ছোট-বড় সকল বিষয় সেভাবেই সংরক্ষিত আছে, যেভাবে চৌদ্দশত বছর পূর্বে ছিলো। কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই সংরক্ষিত থাকবে বলে আল্লাহ তা'য়ালা নিজে তার দায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

---

[48]. আল-কুরআন, ৪: ১৩৫

[49]. আল-কুরআন, ৭: ২৯

[50]. আল-কুরআন, ৪: ৫৮

“বস্তুত এ উপদেশ বাণী (কুরআন) আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণ করব।”[51]

ইসলামের শিক্ষা কিয়ামত পর্যন্ত সকল সময়, সকল সমাজ ও সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এটি সময়-নির্ভর নয়, বরং সর্বকালের জন্য বৈধ ও উপযোগী।

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ

“যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন কামনা করবে, তা কখনো গ্রহণ করা হবে না।”[52] তিনি আরো বলেন-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نَبِيٍ إِلا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“(হে নবী!) তোমার পূর্বে যখনই আমি কোন রাসূল বা নবী পাঠিয়েছি, তার ক্ষেত্রে অবশ্যই এ ঘটনা ঘটেছে যে, যখন সে (আল্লাহর বাণী) পড়েছে শয়তান তার পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে (কাফেরদের অন্তরে) কোন প্রতিবন্ধক ফেলে দিয়েছে। অতঃপর শয়তান যে প্রতিবন্ধক ফেলে আল্লাহ তা অপসারণ করেন তারপর নিজ আয়াতসমূহ সুদৃঢ় করে দেন। বস্তুত আল্লাহ প্রভূত জ্ঞান ও প্রভূত হিকমতের মালিক।”[53]

কুরআনের কোনো আয়াত বদলানো, পরিবর্তন করা বা লোপাট করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ

“আল্লাহর বাণীতে কোনো পরিবর্তন নেই।”[54] মানুষের বানানো আইন সময়ের সাথে পুরনো হয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহর আইন অপরিবর্তনীয় চিরকালীন।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا

“তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায়ের দিক থেকে পরিপূর্ণ।”[55]

---

51 . আল-কুরআন, ১৫: ৯

52 . আল-কুরআন, ৩: ৮৫

53 . আল-কুরআন, ২২: ৫২

54 . আল-কুরআন, ১০: ৬৪

55 . আল-কুরআন, ৬: ১১৫

আল্লাহর বিধান সর্বকালের জন্য যথার্থ, ন্যায়ভিত্তিক ও সত্যনিষ্ঠ। এটি সর্বকালের, সর্বসময়ের, সর্বলোকের জন্য উপযোগী জীবনব্যবস্থা। পবিত্র কুরআনের পূর্ববর্তী সকল কিতাব পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিলো। কারণ আল্লাহ তাআলা সেগুলো হেফাজতের দায়িত্ব নেননি। পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিজে নিয়েছেন। এজন্য ইসলামী শারি'আহ সব ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকৃতি থেকে সংরক্ষিত একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থার নাম।

## ইসলামী শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী শারি'আহ হল আল্লাহ প্রদত্ত এমন এক সর্বাঙ্গীন জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। ইতিহাস সাক্ষী—মানুষের তৈরি আইন যতবার সমাজ পরিচালনার একমাত্র দায়িত্ব নিয়েছে, ততবারই তা ঘাটতি, অন্যায়, স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থান্বেষী শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। তাই আল্লাহ মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রেরণ করেছেন এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা—যার নাম ইসলামী শারি'আহ। এই শারি'আহ মানবতার প্রকৃতমুখী, ন্যায়ভিত্তিক, ভারসাম্যপূর্ণ এবং আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত সফলতার একমাত্র পথ। মানবজীবনে শারি'আহর প্রয়োজনীয়তার প্রধান কারণগুলো নিচে তুলে ধরা হলো।

### ১. মানুষের সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য শারি'আহ অপরিহার্য

মানুষ বুদ্ধিমান হলেও তার জ্ঞান সীমাবদ্ধ, অভিজ্ঞতা সীমিত এবং আকাঙ্ক্ষা স্বার্থান্বেষী হতে পারে। ফলে মানুষ নিজ থেকে সর্বোত্তম জীবনব্যবস্থা তৈরি করতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন—

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

"নিশ্চয়ই এই কুরআন মানুষকে সবচেয়ে উত্তম ও সোজা পথে পরিচালিত করে।"[56] অতএব, মানুষেকে পথহারা হওয়া থেকে রক্ষা করতে এবং সঠিক পথের দিশা দিতে শারি'আহ আবশ্যক।

### ২. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য শারি'আহের প্রয়োজন

মানব-রচিত আইন অনেক সময় পক্ষপাতদুষ্ট হয়। আল্লাহর আইন সম্পূর্ণ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ

---

[56]. আল-কুরআন, ১৭: ৯

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় ও উত্তম আচরণের নির্দেশ দেন।"[57] সমাজে শান্তি ও সমতা বজায় রাখতে শারি'আহ অপরিহার্য। অন্যদিকে মানুষকে সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

"কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা থেকে যেন বিরত না রাখে। ন্যায় প্রতিষ্ঠা করো, কারণ ন্যায়ই তাকওয়ার নিকটতর।"[58] অর্থাৎ, শত্রু হলেও তার প্রতি অন্যায় করা যাবে না। ইসলামী শারি'আহতে এমন ন্যায়বোধ রয়েছে যা পৃথিবীর অন্য কোনো মানব-রচিত আইনে নাই।

### ৩. মানবতার মৌলিক অধিকার রক্ষা করতে শারি'আহ প্রয়োজন

ইসলাম পাঁচটি মৌলিক অধিকারকে রক্ষা করা শারী'আহর উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেছে। এগুলো হলো—১. জীবন রক্ষা ২. ধর্ম রক্ষা ৩. সম্পদ রক্ষা ৪. বুদ্ধি রক্ষা ৫. বংশ/পরিবার রক্ষা

কুরআনে এসেছে—

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

"আল্লাহ যার জীবন হারাম করেছেন তাকে হত্যা করো না।"[59]

শারি'আহ ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কে নিরাপদ রাখে। ফলে মানবাধিকার সর্বোত্তমভাবে নিশ্চিত হয়।

### ৪. দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য

শারি'আহ এমন জীবন পদ্ধতি যা ইহকাল ও পরকাল দু'টিরর সফলতা নিশ্চিত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

"যা দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাত কামনা করো, আর দুনিয়ার অংশ ভুলে যেয়ো না।"[60] সুতরাং ভারসাম্যপূর্ণ জীবন পেতে শারি'আহর বিকল্প নাই।

### ৫. সামাজিক বিশৃঙ্খলা রোধ করে শান্ত সমাজ গঠন করে

শারি'আহ অপরাধ দমন, পরিবার রক্ষা, অর্থনৈতিক ন্যায় বজায় রাখার বিধান দিয়েছে।

---

57 . আল-কুরআন, ১৬: ৯০

58 . আল-কুরআন, ৫: ৮

59 . আল-কুরআন, ৬: ১৫১

60 . আল-কুরআন, ২৮: ৭৭

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ

"তোমরা ইনসাফের সাথে সঠিকভাবে ওযন কর।"[61] সুতরাং সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় শারি'আহর প্রয়জনীয়তা অপরিহার্য।

**৬. মানুষকে ভুল-অবিচার থেকে রক্ষা করে**

মানবজীবনে প্রবৃত্তি, লোভ, হিংসা ভুল সিদ্ধান্তের কারণ হয়। শারি'আহ সেই প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ

"তারা তোমাকে (রাসূলকে) বিচারক না মানা পর্যন্ত সত্যিকার মুমিন নয়।"[62] সুতরাং জ্ঞানভিত্তিক ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের জন্য শারি'আহ জরুরী।

**৭. পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে শারি'আহ মানবজীবনের সকল ক্ষেত্র আচ্ছাদন করে**

ইসলাম শুধু কিছু ইবাদত নয়; বরং এটি একটি সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ইবাদত, নৈতিকতা, পরিবার, রাজনীতি, বিচারব্যবস্থা, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, সংস্কৃতি—সবকিছুর বিধান শারি'আহতে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

"আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করেছি।"[63]

**৭. নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শারি'আহ প্রয়োজন**

মানুষ শুধু দেহ নয়; তার আত্মা ও নৈতিকতা আছে। দেহের প্রয়োজনীয়তা যেমন খাবার-পানীয়, আত্মার প্রয়োজনীয়তা সত্য, নৈতিকতা, সৎকর্ম। শারি'আহ এসবকে পরিশুদ্ধ করে। সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ—প্রত্যেকটি মানুষের ভেতর নৈতিকতা, ধৈর্য, ত্যাগ, সততা ও আত্মসংযম সৃষ্টি করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ

61 . আল-কুরআন, ৫৫: ৯

62 . আল-কুরআন, ৪: ৬৫

63 . আল-কুরআন, ৫: ৩

"নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীলতা ও অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখে।"[64] অর্থাৎ নৈতিক উন্নতির জন্যও শারি'আহ অপরিহার্য।

### ৭. মানুষের প্রবৃত্তি ও ভুল থেকে রক্ষা করতে শারি'আহ প্রয়োজন

মানুষ ভুল করে, আবেগে ভেসে যায়, স্বার্থে প্রভাবিত হয়। তাই আল্লাহর আইনই প্রকৃত নিরাপদ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

"কসম আপনার প্রতিপালকের! ততক্ষণ তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ না তাদের পারস্পরিক বিরোধে আপনাকে বিচারক হিসেবে মানে।"[65] অতএব, ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তের জন্য আল্লাহর আইনই প্রয়োজন।

ইসলামী শারি'আহ এমন একটি জীবনব্যবস্থা, যা মানুষেকে ইহকালের পাশাপাশি পরকাল সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। এটি মানুষের পাঁচটি মৌলিক অধিকার রক্ষা করে, ন্যায়সঙ্গত সমাজ প্রতিষ্ঠা করে, নৈতিকতা উন্নত করে, জীবনকে ভারসাম্যপূর্ণ করে এবং দুনিয়া–আখিরাত উভয়ের সফলতা নিশ্চিত করে। মানব-রচিত আইন যেখানে সীমাবদ্ধ, পক্ষপাতদুষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী, সেখানে ইসলামি শারি'আহ চিরন্তন, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবকল্যাণমুখী। এই কারণেই ইসলামী শারি'আহ মানবজীবনে অপরিহার্য, জরুরি এবং সর্বকালের জন্য প্রয়োজনীয়।

## ইসলামী শারি'আহ ও প্রচলিত আইনের মধ্যে পার্থক্য

ইসলামী শারি'আহর মতোই প্রচলিত মানব রচিত আইনসমূহ যদিও মানুষের কল্যাণ সাধনের অঙ্গীকার করে এবং সমাজের আইন, শৃংখলা, নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করার আশাবাদ ব্যক্ত করে, কিন্তু এর সাথে ইসলামী শারি'আহর রয়েছে অনেক পার্থক্য, যাতে ইসলামী শারি'আহর শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও মর্যাদা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে সকল মানব রচিত মতবাদ ও আইনের উপর, যা মানুষ তার সীমাবদ্ধ বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে রচনা করেছে। এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তুলে ধরা হলো-

মানুষের সামাজিক জীবন সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য আইন অপরিহার্য।
কিন্তু আইন দুই ধরনের—
১) **ইসলামী শারি'আহ:** যা আল্লাহ প্রেরিত

---

[64] . আল-কুরআন, ২৯: ৪৫

[65] . আল-কুরআন, ৪: ৬৫

২) **প্রচলিত বা মানব-রচিত আইন:** যা মানুষের অভিজ্ঞতা, প্রয়োজন এবং মতামতের উপর ভিত্তি করে তৈরি।

উভয়ই সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে, কিন্তু উৎস, উদ্দেশ্য, পরিধি, সীমাবদ্ধতা এবং ফলাফলে তাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

### ১. উৎসের দিক থেকে পার্থক্য

ইসলামী শারি'আহ

- আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ
- উৎস: কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস
- মানবিক ভুল থেকে মুক্ত

প্রচলিত আইন

- মানুষ দ্বারা প্রণীত
- উৎস: সংসদ, বিশেষজ্ঞ কমিটি, বিচার বিভাগের রায়
- ভুল, পক্ষপাত ও স্বার্থের সম্ভাবনা আছে

কুরআন থেকে দলিল: আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ– "বিধান একমাত্র আল্লাহর।"[66]

### ২. লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিক থেকে

ইসলামী শারি'আহ

- দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের কল্যাণ নিশ্চিত করে।
- পাঁচটি মৌলিক বিষয় রক্ষা করে: দ্বীন, জীবন, বুদ্ধি, বংশ, সম্পদ।
- নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি এর প্রধান লক্ষ্য।

প্রচলিত আইন

- শুধু দুনিয়াবি শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্র পরিচালনাই প্রধান উদ্দেশ্য।
- নৈতিকতা, আখিরাত বা আধ্যাত্মিক দিক বিবেচনায় থাকে না।

---

[66]. আল-কুরআন, ১২: ৪০

### ৩. পরিবর্তনশীলতা ও স্থায়িত্ব

ইসলামী শারি'আহ

মূলনীতি স্থায়ী ও চিরন্তন

- কিন্তু প্রয়োগের অনেক ক্ষেত্র নমনীয়
- সময় পরিবর্তন হলেও নীতিমালা অপরিবর্তিত

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণ করব।"[67]

প্রচলিত আইন

- রাজনৈতিক দল, সমাজ বা অর্থনীতির পরিবর্তনে আইন দ্রুত বদলায়
- নির্বাচন পরিবর্তনের মাধ্যমে আইনও বদলে যায়
- দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নেই

### ৪. সর্বজনীনতা ও পরিধি

ইসলামী শারি'আহ

- সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রযোজ্য।
- গোত্র, জাতি, রাষ্ট্র, অঞ্চলভেদে ভিন্ন নয়।
  ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, অর্থনীতি, রাজনীতি, বিচার, পরকালের জবাবদিহ, সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রচলিত আইন

- নির্দিষ্ট রাষ্ট্র বা সমাজের জন্য সীমাবদ্ধ।
- দেশের সীমানা বদলালে আইনও বদলায়।

---

67 . আল-কুরআন, ১৫: ৯

এখানে কেবল রাষ্ট্র পরিচালনা ও সামাজিক সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। ব্যক্তিগত, নৈতিকতা বা আখিরাতের নির্দেশনা এখানে নেই।

### ৫. নৈতিকতার ভিত্তি

ইসলামী শারি'আহ

আইন ও নৈতিকতা একই উৎস থেকে এসেছে।

- ভালো–মন্দ, হালাল–হারাম আল্লাহর নির্ধারিত।

প্রচলিত আইন

- অনেক আইন নৈতিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের মতামত অনুযায়ী নৈতিকতা পরিবর্তনশীল।
- উদাহরণ: সুদ, জুয়া, সমলিঙ্গ বিবাহ—যা ইসলামে নিষিদ্ধ, কিন্তু মানব-রচিত আইনে বৈধ হতে পারে।

### ৬. শাস্তির দিক থেকে পার্থক্য

ইসলামী শারি'আহ

- শাস্তিতে ন্যায়, সমতা এবং ভীতি—সবই নিশ্চিত থাকে।
- শাস্তির উদ্দেশ্য শুধু প্রতিহিংসা নয়; বরং সংশোধন, শিক্ষা ও সমাজ রক্ষা।

প্রচলিত আইন

- শাস্তি অনেক সময় রাজনৈতিক বা সামাজিক স্বার্থের ভিত্তিতে নির্ধারিত।
- অপরাধ দমনে অনেক সময় অকার্যকর।

### ৭. বিচারকের অবস্থান

ইসলামী শারি'আহ

- বিচারক শারি'আহর বিধান অনুযায়ী বিচার করেন।
- আল্লাহর সামনে জবাবদিহির ভয় থাকে।

প্রচলিত আইন

- বিচারক মানুষের তৈরি আইন অনুযায়ী বিচার করেন।
- জবাবদিহি শুধু রাষ্ট্র ও সংবিধানের কাছে সীমাবদ্ধ।

### ৮. মানবিক কল্যাণের পরিপূর্ণতা

ইসলামী শারি'আহ

- দয়া, ক্ষমা, ইহসান, ন্যায়—সবই একসাথে ভারসাম্যপূর্ণ।

প্রচলিত আইন

- মানবিক আবেগ বা নৈতিকতার তুলনায় সরকারি নীতিকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

### ৯. ব্যবসায় ও অর্থনীতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামী শারি'আহ

- সুদ হারাম
- ঘুষ, প্রতারণা নিষিদ্ধ
- সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনের ব্যবস্থা (যাকাত)

প্রচলিত আইন

- সুদ বৈধ
- সম্পদ বৈষম্যের বিরুদ্ধে মৌলিক নীতির ঘাটতি

### ১০. আখিরাতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামী শারি'আহ

- প্রতিটি আমলের হিসাব আখিরাতে দিতে হবে—এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষ আইন মানে।

প্রচলিত আইন

- জবাবদিহি কেবল এই দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ
- গোপন অপরাধের কোনো পরকালীন শাস্তি নেই

ইসলামী শারি'আহ মানবসৃষ্ট কোনো আইন নয়; এটি স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রদত্ত সুদৃঢ়, চিরন্তন, ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণমুখী জীবনব্যবস্থা। অন্যদিকে প্রচলিত আইন মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তা পরিবর্তনশীল ও সীমাবদ্ধ। সুতরাং শারি'আহ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র—সবক্ষেত্রে গভীর কল্যাণ নিশ্চিত করে, যা প্রচলিত আইনের তুলনায় অধিক পরিপূর্ণ, ন্যায়সঙ্গত ও সর্বজনীন।

| **বিষয়** | **ইসলামী শারি'আহ** | **প্রচলিত আইন** |
|---|---|---|
| উৎস | আল্লাহ | মানুষ |
| উদ্দেশ্য | দুনিয়া–আখিরাতের কল্যাণ | দুনিয়াবি শৃঙ্খলা |
| স্থায়িত্ব | চিরন্তন | পরিবর্তনশীল |
| নৈতিকতা | ধর্মীয় নীতিভিত্তিক | সামাজিক-রাজনৈতিক ভিত্তিক |
| শাস্তি | ন্যায় ও প্রতিরোধমূলক | মানবমতভিত্তিক |
| ক্ষেত্র | ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত | মূলত রাষ্ট্রীয় জীবনে সীমাবদ্ধ |
| ফলাফল | পরিপূর্ণ ন্যায়, শান্তি | সীমিত ও পরিবর্তনশীল ফলাফল |

উপরের সারণির মাধ্যমে ইসলামী শারি'আহ ও প্রচলিত আইনের মধ্যে পার্থক্যের সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো।

## ইসলামী শারি'আহর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ইসলামী শারি'আহ মানবতার কল্যাণের জন্য প্রেরিত এক পরিপূর্ণ আইনব্যবস্থা। এর লক্ষ্য শুধুমাত্র বিধান প্রয়োগ নয়; বরং মানুষের জীবন, ধর্ম, পরিবার, সম্পদ, বুদ্ধি ও মর্যাদা রক্ষা করা; ন্যায়, শান্তি ও মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা; দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সফলতার পথ দেখানো। সুতরাং ইসলামী শারি'আহ কেবল আইনের সমষ্টি নয় বরং এটি মানব জীবনের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের বিশুদ্ধ ও সক্রিয় জীবনব্যবস্থা।

ইসলাম শুধু ব্যক্তিগত ইবাদত নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ও মানবকল্যাণমুখী জীবনব্যবস্থা, যার মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো "মাকাসিদুশ শারি'আহ" অর্থাৎ শারি'আহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ। আল্লাহর প্রেরিত বিধান কোনো ব্যক্তিগত লাভ বা অযৌক্তিক কঠোরতা সৃষ্টির জন্য নয়; বরং মানুষের কল্যাণ, ন্যায়, ভারসাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠাই এর মূল লক্ষ্য। এ কারণে ইসলামি আইনচিন্তায় "মাকাসিদ" ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

# দ্বিতীয় অধ্যায়
# মাকাসিদুশ শারি'আহর পরিচিতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

**সারসংক্ষেপ**

এ অধ্যায় পাঠান্তে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে আবগত হওয়া যাবে তা হলো: মাকাসিদ এর পরিচিতি, শারি'আহর পরিচিতি, মাকাসিদুশ শারি'আহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিভাষাসমূহ যেমন, মাকসাদ ও গায়াহ, মাকসাদ ও হিকমাহ, মাকসাদ ও ইল্লাহ, মাকাসিদ ও মাসালিহ, মাকসাদ ও মুনাসাবাহ এবং মাকসাদ ও মা'না।

**মাকাসিদুশ শারি'আহর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ**

রাসুলের যুগে মাকাসিদ, সাহাবীদের যুগে মাকাসিদ, তাবেয়ীদের যুগে মাকাসিদ, ফিকহের ইমামগণ কর্তৃক মাকাসিদের প্রয়োগ, ইমাম আল-হারামাইন আল-জুওয়াইনী ও মাকাসিদ, ইমাম আল-গাযালী ও মাকাসিদ, ইমাম আল-ইয্য ইব্ন আবদুস সালাম ও মাকাসিদ, ইমাম ইবন তাইমিয়াহ ও মাকাসিদ, ইমাম ইব্ন কাইয়্যিম ও মাকাসিদ, ইমাম আশ্-শাতিবী ও মাকাসিদ, ইমাম আশ্-শাতিবীর পরবর্তী সময়ে মাকাসিদ, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী ও মাকাসিদ।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যার উদ্দেশ্য কেবল আচার-আচরণ বা বিধি-নিয়ম পালনে সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানবজীবনের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। শারি'আহর সকল বিধি-বিধান আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞা ও কল্যাণমুখী উদ্দেশ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ কল্যাণমূলক লক্ষ্যসমূহই "মাকাসিদুশ শারি'আহর" নামে পরিচিত। মাকাসিদ শব্দের অর্থ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়, আর শারি'আহ অর্থ আল্লাহপ্রদত্ত বিধান; অর্থাৎ মাকাসিদুশ শারি'আহ বলতে বোঝায়, শারি'আহর বিধানসমূহের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, হিকমত ও নীতিমালা।

ইসলামের শুরু থেকেই শারি'আহর বিধি-বিধানের পেছনে উদ্দেশ্য থাকার ধারণা স্বতঃসিদ্ধ ছিল। নবী করিম ﷺ বিভিন্ন সময়ে হুকুমের কারণ, উদ্দেশ্য ও কল্যাণ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে মাকাসিদের প্রয়োগশীল রূপ তুলে ধরেছেন, যদিও তখন এ বিষয়ে কোনো স্বতন্ত্র তাত্ত্বিক কাঠামো গঠিত হয়নি। তাবিঈন যুগ থেকে মাসলাহা (কল্যাণ),

কিয়াস (তুলনা), ইস্তিহসান (সুন্দর সমাধান), সাদুজ্জারায়ে (ক্ষতির পথ রুদ্ধ করা)–এর মতো নীতিগুলো ফিকহ চর্চার ভিত গঠন করে, যা পরবর্তীতে মাকাসিদ তত্ত্বের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

প্রথমদিকে মাকাসিদের আলোচনা ধারাবাহিক বিশ্লেষণমূলক না হলেও ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং বিশেষত ইমাম শাফেয়ী "আর-রিসালা" গ্রন্থে শারি'আহর উদ্দেশ্যমূলক বিধান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। তবে মাকাসিদ তত্ত্ব তাত্ত্বিক ও সুসংবদ্ধ রূপ লাভ করে ইমাম আল-হারামাইন আল-জুয়াইনি (৪৭৮ হি.) ও তাঁর শিষ্য ইমাম গাযালীর (৫০৫ হি.) মাধ্যমে। গাযালী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "আল-মুস্তাসফা"তে মানবকল্যাণের পাঁচটি মূল ভিত্তি—ধর্ম, জীবন, বুদ্ধি, সম্পদ এবং বংশ রক্ষাকে শারি'আহর 'ضرورية' বা মৌলিক উদ্দেশ্য হিসেবে উপস্থাপন করেন। পরে ইমাম ইজ্জুদ্দিন ইবনে আব্দুস সালাম (৬৬০ হি.) "কাওয়ায়িদুল আহকাম"–এ বিধানের হিকমত ও মাকাসিদকে প্রজ্ঞামূলক রূপ দেন।

মাকাসিদ তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ ও দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন ইমাম শাতিবী (৭৯০ হি.) তাঁর "আল-মুয়াফাকাত" গ্রন্থে। তিনি মাকাসিদকে কেবল ফিকহি নীতির আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং শারি'আহর সামগ্রিক দর্শন, মানবিক কল্যাণ এবং সমাজের নৈতিক কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

সমসাময়িক যুগে বিশ্বের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ইসলামী আইনব্যবস্থাকে আরও প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন তৈরি করেছে। ফলে মাকাসিদ তত্ত্বের গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক দার্শনিক ও ফিকহ গবেষক যেমন—শেখ রশীদ রিদা, মুহাম্মদ তাহির ইবনে আশুর, ইউসুফ আল-কারজাভী, আহমদ রাইসউনী প্রমুখ—মাকাসিদের ভিত্তিতে নতুন ইজতিহাদ, আইন সংস্কার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মানবাধিকার, অর্থনীতি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে তুলেছেন। তাই আজ মাকাসিদুশ শারি'আহ কেবল ফিকহের একটি অংশ নয়; বরং এটি ইসলামি আইনশাস্ত্রের আত্মা, উদ্দেশ্য ও সামগ্রিক মানবকল্যাণের দিকনির্দেশনা।

বর্তমান বিশ্বে মুসলিম সমাজ যে নৈতিক, সামাজিক ও বিচারিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি—সেগুলোর সমাধানে মাকাসিদ চিন্তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাকাসিদ আমাদের শেখায় যে শারি'আহর প্রকৃত লক্ষ্য হলো মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করা; ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা,

স্বাধীনতা, মর্যাদা ও মানবিকতার সর্বোচ্চ সুরক্ষা প্রতিষ্ঠা করা। ফলে মাকাসিদুশ শারি'আহ অধ্যয়ন করা শুধু ইসলামী জ্ঞানের অংশ নয়; বরং এটি একটি জীবন্ত দর্শন, যা যুগের চাহিদা অনুযায়ী ইসলামী আইন ও সমাজকে নবজাগরণ ও উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এ অধ্যায়ে মাকাসিদুশ শারি'আহর পরিচিতি, উৎপত্তি, ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

## ১. মাকাসিদুশ শারি'আহর পরিচিতি

### ১.১) মাকাসিদ এর পরিচিতি (مفهوم المقاصد)

**আভিধানিক অর্থ**

মাকাসিদ (مقاصِد) শব্দটি বহুবচন, এর একবচন 'মাকসাদ' (مقصَد) ও 'মাকসিদ' (مقصِد) । মূলশব্দ 'কাসদ', যার অর্থ: উদ্দেশ্য করা, ধাবিত হওয়া, অন্বেষণ করা, দৃঢ় সংকল্প করা, অভিমুখী হওয়া, অটল থাকা, মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা, সোজা পথ, পরিমিতি, ইত্যাদি। অতএব আভিধানিকভাবে মাকাসিদ এর অর্থ দাঁড়ায়, কোনো কিছু অনুসন্ধান করার জন্য উক্ত বিষয়ের অভিমুখী হওয়া, তার উপর নির্ভর করা, এবং সর্বোপরি তা অর্জনের জন্য মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। মাকাসিদের ব্যবহারিক অর্থের সাথে উপরোক্ত শাব্দিক অর্থের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে; কারণ ইসলামী শারি'আহর লক্ষ্য হচ্ছে, মানবকল্যাণ অর্জন, এ পথে ধাবিত হওয়া, এর উপর নির্ভরশীল হওয়া, অটল থাকা এবং সর্বোপরি তা অর্জনের লক্ষ্যে বিধি-বিধান প্রণয়নে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ।

"কাসদ" শব্দের ব্যবহার কুরআনুল কারিমেও রয়েছে যেমন,

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ

"আল্লাহ তা'য়ালার ওপরই (নির্ভর করে মানুষদের) সরল পথ নির্দেশ করা, (বিশেষ করে) যেখানে কিছু বক্র পথও রয়েছে।"[68]

মাকাসিদ ছাড়াও কতিপয় শব্দ রয়েছে যেগুলো মাকাসিদের ভাব ও অর্থের প্রতিনিধিত্ব করে, যেমন প্রজ্ঞা (حكم), অন্তর্নিহিত কারণ (علل), অভ্যন্তরীণ তাৎপর্য (معانى), জনকল্যাণ (مصالح), ইত্যাদি । গোড়ার দিকের স্কলারগণ মাকাসিদ বুঝাতে গিয়ে এসব শব্দ ব্যবহার করেছেন ।

68 . আল-কুরআন, ১৬: ৯

**পারিভাষিক অর্থ**

পারিভাষিক অর্থে মাকাসিদ বলতে যা বোঝানো হয়ে থাকে প্রথম দিকে যারা মাকাসিদ নিয়ে আলোচনা করেছেন বা গ্রন্থ রচনা করেছেন, তারা একে সে অর্থে সংজ্ঞায়িত করেননি। এ প্রসঙ্গে ড. নুমান জাগীম বলেন,

"পূর্বসূরী স্কলারগণ নীতি-নির্ধারণী বিশেষ শব্দ বা বাক্য দিয়ে পারিভাষিকভাবে মাকাসিদকে সংজ্ঞায়িত করেননি। ইমাম আশ-শাতিবী যদিও মাকাসিদের ওপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, ব্যাপকভাবে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, তবুও তিনি সুনির্ধারিতভাবে মাকাসিদের পারিভাষিক কোন সংজ্ঞা প্রদান করেননি। হয়তোবা এক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন সীমা বা পরিধি নির্ধারণের মাধ্যমে মাকাসিদের ব্যাপক পরিসরকে সীমাবদ্ধ করতে পছন্দ করেননি।"[69] ইমাম আল-আমিদী (৫৫১-৬৩১ হি.) মাকাসিদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

المقصود من شرع الحكم: إمّا جلب مصلحة أو دفع مضرة أو مجموع الأمرين.

"শারি'আহর বিধি-বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোন কল্যাণ অর্জন, অথবা অকল্যাণ অপসারণ, অথবা দু'টোই।"[70]

মাকাসিদের পরিচয় দিতে গিয়ে ইমাম ইবন তাইমিয়া (৬৬১-৭২৮) বলেন,

"সেসব মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার কল্যাণের জন্য তাঁর আদেশ-নিষেধের মধ্যে অন্তর্নিহিত রেখেছেন এবং যাতে তাঁর পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ফুটে উঠে।"[71]

ভারতবর্ষের প্রখ্যাত স্কলার ও মুজাদ্দিদ শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (১১৭৬ হি.) ইলমুল মাকাসিদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, মাকাসিদের জ্ঞান হচ্ছে দীনের যাবতীয় অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অবগত হওয়া,

---

[69] . 'নুমান জাগীম, ত্বরুকুল কাশফ আন মাকাসিদিশ শারি', পৃ. ২৫ উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, মাকাসিদ আশ-শারীয়াহ (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল" রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৮), পৃ. ২২

[70]. আল-আমিদী, ছাইফ উদ্দীন, আল-ইহকাম ফি উসূল আল-আহকাম, রিয়াদ: দারুস সামিয়ী, ২০০৩ইং, খ. ৩, পৃ. ৩৩৯, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

[71] . ইবন তাইমিয়াহ, আহমদ ইবন আব্দুল হালিম, মাজমু আল-ফাতাওয়া, ১৩৯৮হি, খ. ৩, পৃ. ১৯, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

শারি'আহর বিধি-বিধানের অন্তর্নিহিত হিকমাত, তাৎপর্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করা এবং বিশেষ কাজকর্মের (ইবাদাত) নিগূঢ় ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।[72]

ইসলামী স্কলার ইবনে আশুর (১২৯৬-১৩৯৩ হি.) মাকাসিদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,
বিধি-বিধান প্রণয়নের সাধারণ উদ্দেশ্যাবলি হচ্ছে, সে সকল অন্তর্নিহিত মর্ম ও তাৎপর্য যা ইসলামী শারি'আহর সুনির্দিষ্ট কোন এক ধরনের বিধানের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না; বরং সকল কিংবা অধিকাংশ বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়ে আসছে।[73]

প্রখ্যাত ইসলামী স্কলার আল্লাল আল-ফাছী (১৩২৮-১৩৯৪ হি.) বলেন,
ইসলামী শারি'আহর প্রতিটি বিধানে শারি'আহ প্রণেতা যে উদ্দেশ্য ও রহস্য অন্তর্নিহিত রেখেছেন তাই হচ্ছে মাকাসিদুশ শারি'আহ।[74]

আহমাদ রাইসুনী (জন্ম ১৯৫৩ খৃ.) মাকাসিদের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে,
মানবকল্যাণ নিশ্চিতকল্পে যে সকল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শারি'আহর বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে তাই হচ্ছে মাকাসিদুশ শারি'আহ।[75]

## ১.২) শারি'আহ এর পরিচিতি (مفهوم الشريعة)

### আভিধানিক অর্থ

শারি'আহ (الشريعة) শব্দটির প্রাচীন অর্থ হলো পানির দিকে যাবার পথ। উট মরুভূমিতে যে পথ দিয়ে পানির অন্বেষণে যায়, সে পথকে আরবীতে শারি'আহ বলে। শাব্দিক অর্থে শারি'আহ শব্দের দ্বারা এমন সহজ, সরল ও মসৃণ পথকেও বোঝানো হয় যার মাধ্যমে পানি প্রবাহিত হয়। আবার

---

72. শাহ ওয়ালি উল্লাহ আল-দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহি আল-বালিগা, বইরুত, দারুল মারিফাহ, ২০০৪, খ. ১, পৃ. ৯, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

73. ইব্‌ন আশুর, মুহাম্মদ আত্‌-তাহির, মাক্বাসিদ আশ্‌-শারীয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ, তিউনিশিয়া: আল-শারিকাহ আত্‌-তুনিসিয়্যাহ, পৃ. ৫১, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

74. আল-ফাছী, আল্লাল, মাক্বাসিদ আশ-শারীয়াহ আল-ইসলামিয়াহ ওয়া মাকারিমুহা, কাসাবালাঙ্কা: মাকতাবাহ আল-ওয়াহদাহ আল-আরবিয়্যাহ, ১৯৯৩, পৃ. ৭, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

75. আল-রাইছুনী, আহমদ, নাযারিয়াত আল-মাকাসিদ ইনদা আল-ইমাম আল-শাতিবী, রিয়াদ: আল-দারুল আলামিয়্যাহ লিল কিতাব আল-ইসলামী, পৃ. ৭, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

কখনো আরবরা এ শব্দকে পানির উৎস বোঝানোর জন্যও ব্যবহার করে থাকে, যেখানে মানুষ আসা–যাওয়া করে এবং পানি পান করে পরিতৃপ্তি লাভ করে থাকে।

**পারিভাষিক অর্থ**

পারিভাষিক আর্থে শারি'আহ বলতে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত ব্যবহারিক বিধি-বিধানের সমষ্টিকে বোঝানো হয়ে থাকে, যা পালন করা মানুষের উপর আবশ্যিক করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

"আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শারি'আহ ও সুস্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি।"[76]

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে শারি'আহ শব্দটিকে 'সুস্পষ্ট পথ' অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا

"আমি আপনাকে শারি'আহ (তথা একটি সুস্পষ্ট পথ) এর উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। অতএব আপনি এর উপরই চলুন।"[77] এ আয়াতে 'আমি আপনাকে শারি'আহর উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি' কথাটিতে 'শারি'আহ' শব্দের মূল অর্থ হলো 'পথ'। আল্লাহ তাআলা একটি পথ দেখিয়েছেন এবং বলেছেন, আপনি যদি এ পথের অনুসরণ করেন তবে এটি আপনাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্যের পথে পরিচালিত করবে। এটাই শারি'আহর অর্থ। এছাড়াও শারি'আহ শব্দটি দীন, ধর্ম, জীবনপদ্ধতি, নিয়ম-নীতি, সহজ-সরল পথ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রখ্যাত তাবেয়ী ক্বতাদাহ (৬১-১১৮ হি.) বলেন,

শারি'আহ বলতে আল্লাহর পক্ষ থেকে যাবতীয় আদেশ-নিষেধ, সীমারেখা, আবশ্যকীয় কাজ ইত্যাদিকে বুঝানো হয়; কারণ এগুলো সত্য ও সঠিক পথে চলার প্রতি ধাবিত করে।[78]

---

76 . আল-কুরআন, ৫: ৪৮

77 . আল-কুরআন, ৪৫: ১৮

78 . আত-তাবারী, ইব্‌ন জারীর, জামে আল-বায়ান ফি তা'ওয়ীল আল-কুরআন, ১৩২৯হি. খ. ২৫, পৃ. ৮৮; আল-রাযী, ফখরুদ্দীন, মাফাতিহ আল-গায়ব, মিসর: আল-মাতবাআহ আল-খায়রিয়্যাহ, ১৩০৮হি, খ. ৭, পৃ. ৩৩২, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

ইবনুল আছীর (৫৫৫- ৬৩০ হি.) তাঁর 'আন নিহায়া' গ্রন্থে বলেন,

الشريعة ما سنه الله لعباده من الدين وافترضه عليهم

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে জীবনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন এবং যেসব বিধি-বিধান তাদের উপর আবশ্যিক করেছেন, তা-ই হচ্ছে শারি'আহ।[79]

সুতরাং শারি'আহর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থের মধ্যে সম্পৃক্ততা খুবই সুস্পষ্ট। আভিধানিক অর্থে শারি'আহ পানির উৎস কিংবা এমন পথ বুঝানো হয়ে থাকে যা মানুষকে পানির নিকট নিয়ে যায়, যার ফলে মানুষ জীবনী শক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। একইভাবে পারিভাষিক অর্থেও শারি'আহ দ্বারা এমন সব ব্যবহারিক বিধি-বিধানকে বুঝানো হয়, যা মানুষকে স্থায়ী জীবনের পথ নির্দেশ করে এবং যা পালন করার মাধ্যমে মানুষ সে জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়।[80]

### ১.৩) একনজরে মাকাসিদু শারি'আহ:

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে মাকাসিদু শারি'আহর যে পরিচয় পাওয়া যায় তা সংক্ষেপে নিম্নোক্তভাবে সারণিবদ্ধ করা যায়:

| | |
|---|---|
| নাম | ইলমুল মাকাসিদ<br>ইলমু মাকাসিদুশ শারি'আহ |
| সংজ্ঞা | ঐ সব মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যা বাস্তবায়নের নিমিত্তে ইসলামী আইনের বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। |
| আলোচ্য বিষয় | ইসলামের বিধি-বিধানের সাথে মাসালিহ তথা জনকল্যাণ সাধন এবং মাফাসিদ তথা অকল্যাণ দূরীভূতকরণের সম্পৃক্ততা। |
| মাকাসিদের জ্ঞান অর্জনের ফলাফল | ইসলামী শারি'আহর নুসূস তথা কুরআন-হাদীসের বক্তব্যসমূহের মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবন।<br>বাহ্যিকভাবে বিরোধপূর্ণ দলিল-প্রমাণের ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান এবং অগ্রাধিকার প্রদানের যোগ্যতা অর্জন। |

[79] . ইবনুল আছীর, মায়দুদ্দীন, আন-নিহায়াহ ফি গারীব আল-হাদীছ, ঈছা আল-হালাবী, খ. ২, পৃ. ২৩১, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

[80]. আল-আলিম, ইউছুফ হামিদ, আল-মাকাসিদ আল-আম্মাহ লি আশ-শারীয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ, ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, রিয়াদ: আদ-দারুল আলামিয়্যাহ লিল কিতাব আল-ইসলামী, ১৯৯৪ইং, পৃ. ২২ উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

| | |
|---|---|
| | যথাযথভাবে ফাতওয়া দেয়ার সক্ষমতা অর্জন।<br>শারীয়াহ'র বিধি-বিধানের অন্তর্নিহিত হিকমাত ও তাৎপর্য উদঘাটন করার যোগ্যতা অর্জন।<br>শারি’আহর মৌলিক ও সার্বিক মূলনীতির সংরক্ষণ। |
| সম্পৃক্ততা | মাকাসিদুশ শারি’আহ ফিকহ ও উসূলে ফিকহ সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়। |
| গুরুত্ব | ইসলামী শারি’আহর সাথে সম্পৃক্ততার কারণে এর গুরুত্ব অত্যধিক। শারি’আহর গভীর জ্ঞান ও ভারসাম্যপূর্ণ বোধ অর্জনের নিমিত্তে মাকাসিদের জ্ঞান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। |
| সূচনাকারী | ইমাম আশ্-শাতিবী এবং পরবর্তীতে ইব্ন আশুর মাকাসিদুশ শারি’আহকে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে সূচনা করেন। |
| উৎস | কুরআন, সুন্নাহ, শারি’আহর বিধি-বিধানের সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ (ইসতেকরা) এবং মুসলিম স্কলারদের গবেষণা প্রসূত মতামত (ইজতেহাদ)। |
| শর'য়ী বিধান | মুসলিম উম্মাহর সকল সদস্যের ওপর ফরযে কেফায়া<br>মুজতাহিদের জন্য ফরযে আইন<br>মুকাল্লিদের জন্য মুস্তাহাব। |
| সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ | মাকাসিদের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, তাৎপর্য, প্রকারভেদ, উৎস, মূলনীতি, উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নের পদ্ধতি, শারি’আহর যাবতীয় দলিল-প্রমাণের সাথে এর সম্পৃক্ততা ইত্যাদি। |

সারণি: এক নজরে মাকাসিদুশ শারি’আহর পরিচিতি[81]

## ২. মাকাসিদুশ শারি’আহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিভাষাসমূহ

কতিপয় পরিভাষা রয়েছে যা কোন কোন অর্থে মাকাসিদুশ শারি’আহর সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ। এ পর্যায়ে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

### ২.১) মাকসাদ ও গায়াহ (المقصد والغاية)

গায়াহ (**الغاية**) শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন কিছুর চূড়ান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, সর্বোচ্চ স্থান, চূড়ান্ত সীমা, ইত্যাদি। পরিভাষায় কোন বিধানের ক্ষেত্রে শারি’আহ প্রণেতার চূড়ান্ত লক্ষ্য–উদ্দেশ্যকে গায়াহ বলা হয়ে থাকে।

---

[81]. মাস’উদ সাবরী, বিদায়াত আল-কাসিদ ইলা ইলমিল মাকাসিদ, ২০১৫ পৃ. ৫, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

এ অর্থে গায়াহ শব্দের মধ্যে মাকসাদ এর অর্থও রয়েছে। তবে গায়াহ শব্দের মাধ্যমে আংশিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বোঝানো হয়ে থাকে, পক্ষান্তরে মাকসাদ এর মাধ্যমে ব্যাপক ও সর্বজনীন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বোঝানো হয়। যেমন বলা হয়ে থাকে, ইবাদতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য (غاية العبادات), লেনদেনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য (غاية المعاملات), ইত্যাদি। কিন্ত এক্ষেত্রে সচরাচর শারি'আহর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের জন্য গায়াহ (الغاية) শব্দটি ব্যবহার করা হয় না।[82]

ইবাদাত ও মুয়ামালাত তথা লেনদেন এর জন্য নির্দিষ্ট করে গায়াহ শব্দটি ব্যবহারপূর্বক ইমাম আল-গাযালী বলেন, ইবাদাতের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং লেনদেনের ফলাফল হচ্ছে, ব্যক্তি আল্লাহকে সত্যিকারভাবে জেনে-বুঝে ও তাঁর প্রতি অনুরক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে।[83]

মাকসাদ (مَقْصَد) এবং গায়াহ (غَايَة)—দুইটি শব্দই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবস্তুকে নির্দেশ করে, তবে আরবি ভাষা ও ইসলামী উসূল শাস্ত্রে এদের মাঝে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। অতএব শুধুমাত্র আংশিক কিংবা বিশেষ কোন ক্ষেত্রের মাকাসিদ বুঝানোর জন্য গায়াহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

### ২.২) মাকসাদ ও হিকমাহ (المقصد والحكمة)

হিকমাহ অর্থ: প্রজ্ঞা, সুস্থ বিচারবোধ, কোনো কিছুকে যথাস্থানে স্থাপন করা। শারি'আতের পরিভাষায়, হিকমাহ বলতে বোঝায় কোনো বিধানের অন্তর্নিহিত কল্যাণ, লাভ, সুফল বা যে উপকারের দিকে বিধানটি পরিচালিত হয়।

ফিক্হ এবং উসূলে ফিক্হ এর পরিভাষায় হিকমা (الحكمة) শব্দের মাধ্যমে শারি'আহর কোন বিধানের পরিণতি বা ফলাফল বোঝায়, যা হয়ত কোন কল্যাণ বয়ে আনে কিংবা অকল্যাণকে প্রতিহত কিংবা অপসারণ করে। কখনো হিকমাহ দ্বারা আংশিক কোন মাকসাদ বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়, অস্তিত্বহীন বস্তুর লেনদেন (بيع المعدوم) হারাম হওয়ার হিকমাত হচ্ছে লেনদেন থেকে যাবতীয় অস্পষ্টতা (جهالة) দূরীভূত করা, যা শেষ পর্যন্ত ঝগড়া-ফাসাদের দিকে ধাবিত করতে পারে।[84]

ইমাম আল-আমিদী বলেন,

---

[82]. মায়রুয়ী, হামদান মুসলিম, মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ: দিরাছাহ মুসতালাহিয়্যাহ, মিসর: আল-মাজলিস আল-আলা আশ্-শু'উন আল-ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

[83]. আল-গাযালী, আবু হামিদ, আল-মুছতাসফা, খ. ২, পৃ. ৩১০, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

[84]. মাযরুয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

হিকমাহ  হচ্ছে কোন বিধানের অপরিহার্য অনুষঙ্গ, যার উদ্ভব সংশ্লিষ্ট বিষয় বা পরিস্থিতি থেকে হতে পারে কিংবা নাও হতে পারে। যদি সংশ্লিষ্ট বিষয় বা পরিস্থিতি থেকে তার উদ্ভব না হয় তাহলে হয়তো তা উক্ত বিষয় বা পরিস্থিতির আবশ্যকীয় কোন অবস্থা বা গুণাগুণ হতে পারে, আবার তা নাও হতে পারে ।

যেমন ভ্রমণরত অবস্থায় সালাত সংক্ষিপ্ত করা এবং সিয়াম পালন না করার অনুমতি দেয়া হয়েছে সফর থেকে সৃষ্ট কষ্ট লাঘব করার জন্য।[85]

সুতরাং মাকসাদ ও হিকমাহ'র মধ্যে ব্যাপকতা ও নির্দিষ্টকরণের সম্পর্ক রয়েছে। প্রতিটি হিকমাহ মাকসাদ কিন্ত প্রতিটি মাকসাদ হিকমাহ হিসেবে বিবেচিত নয়; কারণ কখনো হিকমাহ সংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট গুণ কিংবা বিষয়টি অস্পষ্ট থাকে । উপরন্ত মাকাসিদ এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক যা হিকমাহ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

**২.৩) মাকসাদ ও ইল্লাহ (المقصد والعلة)**

উসূলে ফিক্হ'র পরিভাষায় ইল্লাহ'র সংজ্ঞা হচ্ছে :

ইল্লাহ এমন একটি বিষয় , যা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট  হিকমাহ  অর্জনের উদ্দেশ্যে শারি'আহর বিধান প্রণীত হয়, অর্থাৎ যার মাধ্যমে কোন কল্যাণ অর্জন কিংবা অকল্যাণ দুরীভূত হয়। উক্ত কল্যাণ আনন্দদায়ক কোন বিষয় কিংবা তার কোন উপলক্ষ কিংবা তার পরিপূর্ণতা  দানকারী হতে পারে । আবার  অকল্যাণ , বেদনাদায়ক কোন বিষয় কিংবা তার কোন উপলক্ষ কিংবা তার লাঘবকারী কোন বিষয় হতে পারে। উপরন্ত, উক্ত কল্যাণ এবং অকল্যাণ হয়তবা মানসিক অথবা শারীরিক কিংবা পার্থিব অথবা অপার্থিব হতে পারে।[86]

'ইল্লাহ' কারণ-উপলক্ষ এবং লক্ষ্য–উদ্দেশ্য উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। অপরদিকে মাকাসিদ কারণ–উপলক্ষকে নয়; বরং শুধু মাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। এমনিভাবে ইল্লাহ'র মাধ্যমে কোন বিধান হারাম তথা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণের প্রতি নির্দেশ করা হয়।

'আত-তাক্বরীর ও আত-তাহবীর' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে:

---

85 . আল-আমিদী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮৬, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

86 . আল-হাজ্জ, ইব্ন আমীর, আত-তাকরীর ওয়া আত-তাহবীর, মিসর: আল-আমিরিয়্যাহ, খ. ৩, পৃ. ১৪১, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

জেনে রাখা দরকার, কখনো কোন বিষয় তার নিজস্ব কারণে হারাম করা হয়, অর্থাৎ বিষয়টি মূলগত বিচারেই হারাম। যেমন মদ পান করা, মৃত জন্ত ভক্ষণ করা, ইত্যাদি। সুতরাং উক্ত হারামের ইল্লাহ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বস্তুর নিজস্ব প্রকৃতি, আর এক্ষেত্রে তা হচ্ছে নেশা সৃষ্টি (الإسكار) এবং মৃত্যু (الموت)।[87]

অন্যান্য বিষয়ের তুলানায় আদেশ-নিষেধ ইত্যাদির সাথে ইল্লাহ'র সম্পর্ক অত্যধিক। এখান থেকে মাকাসিদ এবং ইল্লাহ'র মধ্যকার সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোন বিষয়ের আদেশ-নিষেধ ইত্যাদির ইল্লাহ'র সার্বিক পর্যবেক্ষণ থেকেই উক্ত বিধানের মাকাসিদের সন্ধান পাওয়া যায়।

সুতরাং ইল্লাহ এবং মাকসাদ এর মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। ইল্লাহ'হ পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ, কারণ তা সুনির্দিষ্ট কোন বিধানের সাথে সম্পৃক্ত। অপরদিকে মাকসাদ এর পরিধি ব্যাপক, কারণ তা সার্বিক এবং সামগ্রিক। হ্যাঁ, কখনো ইল্লাহ'র মাধ্যমে সরাসরি মাসলাহা (مصلحة) বা কল্যাণ অর্জন অথবা মাফছাদাহ (مفسدة) বা অকল্যাণ বর্জন ইত্যাদি বোঝানো হয়ে থাকে এবং সেক্ষেত্রে ইল্লাহ মাকসাদ এর সমার্থকবোধক এবং উভয় এক ও অভিন্ন। নিম্নের সারণিতে ইল্লাহ, হিকমাহ ও মাকাসিদের পার্থক্য দেখানো হলো:

| ভ্রমণরত অবস্থায় নামায সংকিপ্ত করা এবং রোযা ভঙ্গ করার বৈধতার বিধান | মাকসাদ | হিকমাহ | ইল্লাহ |
|---|---|---|---|
| | মানুষের জন্য শারি'আহ পরিপালন সহজ করা | কষ্ট লাঘব করা | ভ্রমণের সম্ভাব্য কষ্ট |

সারণি- ইল্লাহ হিকমাহ মাকসিদের মধ্যকার পার্থক্য[88]

## ২.৪) **মাকাসিদ ও মাসালিহ (المقاصد والمصالح)**

মাকাসিদ ও মাসালিহ উভয়ের মাঝে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। মাকাসিদুশ শারি'আহ মূলত পাঁচটি মৌলিক মূলনীতির মাঝে আবর্তিত যা হচ্ছে, ধর্ম – বিশ্বাস, জীবন, সহায়-সম্পত্তি, মান-সম্মান এবং বিবেক-বুদ্ধির হেফাজত ও সংরক্ষণ করা। এ সব মূলনীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাসালিহ (مصالح)

[87]. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৬, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

[88]. মাস'উদ সাবরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

তথা জনকল্যাণ অর্জন এবং মাফাছিদ (مفاسد) তথা অকল্যাণ অপসারণ । মাসলাহা'র পরিচয় দিতে গিয়ে ইমাম আল-গাযালী বলেন,

"শারি'আহ প্রণেতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণ করা। সৃষ্টির প্রতি শারি'আহ প্রণেতার পাঁচটি উদ্দেশ্য রয়েছে, সে গুলো হচ্ছে, তারা তাদের ধর্ম-বিশ্বাস, জীবন, বিবেক-বুদ্ধি, বংশের ধারাবাহিকতা এবং সহায়-সম্পত্তির সুরক্ষা করবে। যা কিছুই এ সকল মৌলিক বিষয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করবে তা হচ্ছে মাফছাদাহ বা অকল্যাণ, আর এ অকল্যাণ প্রতিহত করাই হচ্ছে মাসলাহা তথা কল্যাণ"।[89]

সুতরাং ইমাম আল-গাযালী মাসলাহা ও মাকাসিদুশ শারি'আহকে এক ও অভিন্ন হিসেবে বিবেচনা করেছেন। উপরোক্ত পাঁচটি মৌলিক বিষয় হচ্ছে মাসালিহ এর মৌলিক ও মূল ভিত্তি, যা পালন কিংবা লঙ্ঘন করার সাথে মাকাসিদুশ শারি'আহ পালন কিংবা লঙ্ঘন করা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এছাড়াও গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়ার বিবেচনায় মাকাসিদ ও মাসালিহ উভয় অত্যাবশ্যকীয় (ضروريات) প্রয়োজনীয় (حاجيات) এবং সৌন্দর্যবর্ধক (تحسينيات) এ তিনটি স্তরে সুবিন্যস্ত। উপরন্ত মাকাসিদ ও মাসালিহ উভয় কতিপয় মূলনীতি যেমন কষ্ট লাঘব করা (رفع الحرج), ক্ষতির অপসারণ (نفى الضرر), কর্মের শেষ পরিনতি বিবেচনা করা (مآلات الأفعال), ইত্যাদি মুলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।[90]

নিচের সারণিতে মাকাসিদ ও মাসালিহের সম্পর্কের ভিত্তিতে মাকাসিদের মর্মকথা ও স্তরসমূহ তুলে ধরা হলো:

| | |
|---|---|
| মাকাসিদের মর্মকথা | ধর্ম-বিশ্বাসের সংরক্ষণ (حفظ الدين)<br>জীবনের নিরাপত্তা (حفظ النفس)<br>বংশের হেফাযত (حفظ النسل)<br>বিবেক-বুদ্ধির সুরক্ষা (حفظ العقل)<br>সহায়-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ (حفظ المال) |
| মাকাসিদের স্তর | অত্যাবশ্যকীয় (ضروريات)<br>প্রয়োজনীয় (حاجيات)<br>সৌন্দর্যবর্ধক (تحسينيات) |

[89]. আল-গাযালী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৭, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

[90]. মাযরুয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

২.৫) **মাকসাদ ও মুনাসাবাহ (المقصد والمناسبة)**

মুনাসাবা (المناسبة) শব্দের আভিধানিক অর্থ সামঞ্জস্যতা (الملائمة), কাছাকাছি (المقاربة) , সাদৃশ্যতা (المشاكلة) ইত্যাদি।

উসূলে ফিক্হ এর পরিভাষায় মুনাসাবাহ হচ্ছে,
এমন একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিষয়, সাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধিতেই যার উপর ভিত্তি করে বিধান প্রণয়ন করা যায় এবং যা শারি'আহর মাকসাদ হওয়ার উপযুক্ততা রাখে, অর্থাৎ যার মাধ্যমে কোন কল্যাণ অর্জন কিংবা অকল্যাণ দূরীভূত হয়।[91]

কখনো কখনো মুনাসাবাহকে ইখালাহ, মাসলাহা, ইসতিদলাল, রি'আয়াতুল মাকাসিদ, তাখরীজুল মানাত ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।[92]

উক্ত আলোচনা থেকে উসূলবিদগণের নিকট মাকাসিদের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। উসূলবিদগণ মাকাসিদ'কে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন যে, এর সাথে শারি'আহর বিধি-বিধানের ইল্লাহ হওয়ার উপযুক্ততা জুড়ে দিয়েছেন। এমনকি তারা শর্তারোপ করেছেন যে, শারি'আহর বিধানের অন্তর্নির্হিত যে হিকমাত ও তাৎপর্যের ক্ষেত্রে মাকাসিদ বিবেচনায় রাখা হবে, কিংবা যেখানে মাকাসিদ বাস্তবায়িত হবে, তা-ই ইল্লাহ হওয়ার উপযুক্ত হবে, অন্যথায় তা ইল্লাহ হওয়ার উপযুক্ত হবে না।[93]

২.৬) **মাকসাদ ও মা'না (المقصد والمعنى)**

কখনো কখনো শারি'আহর বিধানের অন্তর্নির্হিত হিকমাত, তাৎপর্য ও মাকাসিদ বুঝানোর জন্য মা'না (المعنى) শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন মুসলিম স্কলারগন কখনো কখনো বলে থাকেন, এ মা'নার (المعنى) ভিত্তিতে উক্ত বিধানটি প্রণয়ন করা হয়েছে, অর্থাৎ এ মাকসাদ কিংবা এ তাৎপর্যের নিরিখে উক্ত বিধানটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এমনিভাবে কখনো কখনো ফকীহগণ ইল্লাহ'র পরিবর্তে ও মা'না (المعنى) শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন।[94]

---

91 . আল-আমিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৩৩, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

92. আল-শাওকানী, ইরশাদ আল-ফুহুল, পৃ. ৮৯৬, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

93. আল-কীলানী, কাওয়ায়িদুল মাকাসিদ ইনদা আল-ইমাম আল-শাতিবী, পৃ. ৫৩; জী, উমর মুহাম্মদ, মাকাসিদ আশ-শারীয়াহ, পৃ. ২৮ উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

94 . জাবহা জী, উমর মুহাম্মদ, মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ, পৃ. ২৮; মাকসিদ আশ্-শারীয়াহ ইনদা ইবন তাইমিয়াহ, পৃ. ৫৬ উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

## ৩. মাকাসিদুশ শারি'আহর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মানব সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই মাকাসিদের সূচনা শুরু হয়। মাকাসিদ কেবল ইসলাম ধর্মের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসুলগণের মাধ্যমে যত শারি'আহ প্রেরণ করেছেন, সবগুলোর সাথেই মাকাসিদ জড়িত। এমনকি স্বয়ং সৃষ্টিকুলের সাথে জড়িয়ে আছে মাকাসিদ, যা নিম্নের আয়াত সমূহ থেকে স্পষ্ট উপলব্দি করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি জ্বীন ও মানব জাতি সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদত করার জন্য।"[95]

নবী-রাসূল ও শারি'আহ প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

" আমি সুসংবাদদাতা ও ভিতি- প্রদর্শনকারী হিসেবে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে।"[96] অন্য আয়াতে বলেন,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

"কোন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকে শাস্তি দান করি না।"[97] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

"আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাঁর মাধ্যমে এ প্রত্যাদেশ করেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর।"[98]

সুতরাং নবি-রাসূল ও শারি'আহ প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে এক আল্লাহর গোলামি করার নির্দেশ প্রদান ও আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

আদম আ. এর ঘটনায় দেখা যায়, আল্লাহ তা'আলা যখন আদম আ. ও তাঁর স্ত্রীকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন, তখন তাদেরকে দুনিয়ায় জীবন যাপনের জন্য কতিপয় মূলনীতি ও গাইডলাইন দিয়েছিলেন, যেখানে তাদের চলার পথের দিশা এবং এর লক্ষ্য–উদ্দেশ্য বলে দেয়া হয়েছিল।

---

[95]. আল-কুরআন, ৫১: ৫৬

[96]. আল-কুরআন, ৪: ১৬৫

[97]. আল-কুরআন, ১৭: ১৫

[98]. আল-কুরআন, ২১: ২৫

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْنَا اهبطوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُون

"আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই দুনিয়াতে চলে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়াত পৌঁছে, তবে যারা আমার সে হেদায়াত অনুসারে চলবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তাগ্রস্ত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না। আর যারা তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী; অনন্তকাল তারা সেখানে থাকবে।"[99]

নবী-রাসূলদের জীবন চরিত বিশ্লেষণে এ বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাদের দাওয়াত ছিল আল্লাহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। আদ জাতির প্রতি হুদ আ. এর দাওয়াত দেখা যায়, তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন এবং শিরক থেকে আল্লাহর নিকট তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার দাওয়াত দিয়েছেন।

হুদ আ. তাদের বলেছেন ,

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ

"আর হে আমার জাতি তোমাদের পালনকর্তার নিকট তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন কর; তিনি আকাশ থেকে তোমাদের উপর বারি ধারা বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন।"[100]

এটিই ছিল মূলত তাদের ইবাদাতের মাকাসিদ এবং আন্তর্নিহিত কল্যাণ, যার মাধ্যমে তাদেরকে ইবাদাত তথা এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে আহ্বান করা হয়েছিল। শুয়াইব আ. তার জাতিকে বলেছিলেন,

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ

"তোমাদের সংশোধন করা ব্যতিরেকে আমি তো আর কিছু চাই না।"[101]

[99] . আল-কুরআন, ২: ৩৮,৩৯

[100] . আল-কুরআন, ১১: ৫২

[101] . আল-কুরআন, ১১: ৮৮

সংশোধন করা একটি মহান কাজ যা শুয়াইব আ. এর দাওয়াতের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল। এমনিভাবে দাওয়াতের লক্ষ্য–উদ্দেশ্য বর্ণনা করে নূহ আ. তার জাতিকে বলেছিলেন,

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

"অতঃপর আমি বলেছি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন, তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদীনালা প্রবাহিত করবেন।"[102]

সুতরাং নূহ আ. এর দাওয়াতের লক্ষ্য–উদ্দেশ্য ছিল তার জাতির লোকদের দুনিয়া ও আখিরাতের সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। যারা নবী-রাসূলগণের হেদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের দেখানো পথে চলবে এবং ভাল কাজ করবে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের নিশ্চিয়তার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"যে সৎকর্ম করবে পুরুষ হোক কিংবা নারী এবং সে ঈমানদার, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং কাজের প্রতিদান হিসেবে তাদের যা প্রাপ্য তা থেকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করব।"[103]

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে এগুলোই হচ্ছে মৌলিক মাকাসিদ। যার বাস্তবায়ন নিশ্চত করার নিমিত্তে আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং বিভিন্ন শারি'আহ নাযিল করেছেন। সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামে এ সকল মাকাসিদের বাস্তবায়ন পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে।

### ৩.১) রাসুলের যুগে মাকাসিদ

নববী যুগে মাকাসিদের প্রতি কতটুকু লক্ষ্য রাখা হতো, তা বোঝার জন্য নিম্নে কিছু ঘটনা উল্লেখ করছি-

---

102 . আল-কুরআন, ৭১: ১০-১২

103 . আল-কুরআন, ১৬: ৯৭

মসজিদ ইসলামের প্রতীক। যেখানে আযান দেয়া হয়, নামায আদায় করা হয় এবং আল্লাহর নাম বুলন্দ করা হয়। এজন্য মসজিদ নির্মাণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যদি কোনো অঞ্চলের মানুষ এ সিদ্ধান্তের উপর অটল থাকে যে, আমরা আযান দিবো না, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। নববী যুগে মুনাফিকরা একটি মসজিদ নির্মাণ করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো মসজিদের বাহানায় তারা এক জায়গায় একত্রিত হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। নিজেদের ঘৃণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য তারা ইসলামের একটি প্রকাশ্য প্রতীকের আশ্রয় নিচ্ছিলো। এমনকি সে মসজিদ উদ্বোধন করার জন্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সা.-কে আহ্বান করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাদের সে ষড়যন্ত্রের রহস্য ফাঁস করে দেন এবং কুরআনুল কারীমের আয়াত নাযিল করে বলে দেন যে, এ মসজিদ আল্লাহর যিকর ও তাঁর ইবাদতের জন্য নির্মাণ করা হচ্ছে না, বরং মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ইসলামের ক্ষতি সাধন করার জন্য নির্মাণ করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সে ঘৃণিত পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করে বলেন,

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ - قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

"অপরদিকে যারা (মুসলিম সমাজের) ক্ষতিসাধন, অবাধ্যচরণ ও ঈমানদারগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং ইতিপূর্বে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের গোপন ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের জন্য মসজিদ নির্মাণ করেছে, তারা অবশ্যই শপথ করে বলবে, আমরা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই তা নির্মাণ করেছি। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। আপনি কখনো সে মসজিদে দাঁড়াবেন না (নামায পড়বেন না)। যে মসজিদটির ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই আল্লাহভীতির উপর স্থাপিত সে মসজিদই (মসজিদে কুবা অথবা মসজিদে নববী) আপনার দাঁড়ানোর জন্য অগ্রগণ্য। সে মসজিদে এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন পছন্দ করে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের পছন্দ করেন।"[104]

ইসলামে মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর যিকর, ইবাদত ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা, কিন্তু মনাফিকদের এই মসজিদ সেই উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হচ্ছিলো না, বরং এই উদ্দেশ্যকে আরো ধ্বংস করার জন্য নির্মাণ করা হচ্ছিলো। এজন্য আল্লাহর রাসূল সা. মসজিদটিকে জ্বালিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন। এটি যদিও ইসলামের প্রকাশ্য একটা প্রতীক ছিলো, কিন্তু উদ্দেশ্য ছিলো ইসলামের ক্ষতি সাধন করা। এজন্য প্রকাশ্য প্রতীকের পরোয়া না করে উদ্দেশ্যের দিকে তাকিয়ে সেটা নির্মূল করার

[104]. আল-কুরআন, ৯: ১০৭, ১০৮

নির্দেশ দেয়া হয়। এ দ্বারা বুঝা যায়, কোনো কাজ প্রকাশ্যে শারি'আহ অনুযায়ী হলেও সেটা যদি শারি'আহর বিপরীত উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার করা হয়, তাহলে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে।

মাকাসিদের প্রতি লক্ষ্য রাখার নববী যুগের আরেকটি আলোকিত ঘটনা হলো হযরত হাতেব ইবনে আবী বালতাআ' রা. এর চিঠি। হযরত হাতেব ইবনে আবী বালতাআ' রা. বদরী সাহাবী ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় মদীনা হতে রাসূলুল্লাহ সা. এর রওয়ানা হবার সংবাদ গোপন রাখা হয়। পরিকল্পনা ছিলো দশ হাজার সৈন্য নিয়ে আকস্মিক মক্কার নিকটবর্তী পৌঁছে যাবে। এরপর মক্কাবাসী বিশাল সৈন্যবাহিনী দেখে ভয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে এবং কোনো যুদ্ধ ও রক্তপাত ছাড়াই মক্কা বিজয় হবে। এ পরিকল্পনা সম্পর্কে মাত্র শীর্ষ কয়েকজন সাহাবীই জানতেন। হযরত হাতেব ইবনে বালতাআর উপর মক্কাবাসীর অনেক দয়া ও করুণা ছিলো। তাই তিনি সেই দয়ার প্রতিদান দেয়ার জন্য এক নারীকে একটি চিঠি দিয়ে মক্কায় প্রেরণ করেন। চিঠিতে তিনি রাসূলুল্লাহ সা. এর পরিকল্পনার কথা মক্কাবাসীকে অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ সা. ওহীর মাধ্যমে এই রহস্য ফাঁসের চিঠি সম্পর্কে জেনে যান। সাথে সাথে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এবং হযরত আলী ইবনে আবী তালিব রা.-কে প্রেরণ করেন যে, এক মহিলা গোপন চিঠি নিয়ে মক্কায় রওয়ানা হয়েছে। তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসো। তাঁরা বিদ্যুৎ গতিতে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায় নারীকে ধরে ফেলেন এবং চিঠি তলব করেন। সে চিঠির কথা অস্বীকার করে। তাঁরা চিন্তা করলেন, রাসূলুল্লাহ সা. মিথ্যা বলতে পারেন না। অপরদিকে এই চিঠি যদি মক্কায় পৌছে যায়, তাহলে তারা প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। ফলে রক্তপাত ঘটবে এবং হাজার হাজার লোক শহীদ হয়ে যাবে। এত বড় ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য চিঠি অনুসন্ধান করে বের করা অবশ্যই জরুরী। তাই তারা নারীকে ভয় দেখালেন যে, তুমি যদি চিঠি না দাও তাহলে আমরা তোমাকে উলঙ্গ করে চেক করবো। এতে নারী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মাথার চুলের ভাঁজ থেকে চিঠিটি বের করে দেয়। এই ঘটনায় একদিকে নারীকে উলঙ্গ করার ক্ষতি ছিলো, অপরদিকে হাজার হাজার মানুষের রক্ত ঝরা এবং পবিত্র মাসে পবিত্র শহরের পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার ক্ষতি ছিলো। প্রকাশ থাকে যে, উলঙ্গ করার ক্ষতির তুলনায় রক্ত ঝরার ক্ষতি অনেক বড় ছিলো। এজন্য বড় ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং বড় মাসলাহা অর্জনে খাতিরে সাহাবায়ে কেরাম ছোট ক্ষতিকে মেনে নিতে পছন্দ করেন। ফলে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন, যদি নারী চিঠি না দেয়, তাহলে তারা তাকে উলঙ্গ করে সার্চ করবে। এটা মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রতি লক্ষ্য রাখার এক আলোকিত উদাহরণ।

আরো একটি উদাহরণ হলো এক যুদ্ধে বনু গাতফানের দশ হাজার লোক মদীনা অবরোধ করে। অপরদিকে বনু কুরায়যা মুসলিমদের সাথে কৃত চুক্তি লঙ্ঘন করে। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সা. মদীনার এক তৃতীয়াংশ ফলের বিনিময়ে বনু গাতফানের সাথে সমঝোতা করতে চাইলেন। যাতে শত্রুর শক্তি ভেঙ্গে দেয়া যায়। হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর রা. এবং হযরত সা'দ ইবনে মা'আয রা. রাসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সা.! এ সিদ্ধান্ত কি আল্লাহর ওহী, যার বাস্তবায়ন আমাদের জন্য জরুরী? না এটা কোনো যুদ্ধ কৌশল? রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, এটা ওহী নয়, বরং যুদ্ধ কৌশল। তখন দুই সাহাবী বললেন, আমরা জাহেলী যুগেও তাদেরকে কিছু দেয়া পছন্দ করতাম না। আর এখন তো আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ও আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আমরা মদীনার ফল কীভাবে দিতে পারি? আমরা তাদের সাথে লড়াই করবো। রাসূলুল্লাহ সা. তাদের কথা মেনে নেন। এ ঘটনায় পরিষ্কার স্পষ্ট হয় যে, মাকাসিদ ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়।

এ তো কয়েকটা উদাহরণ মাত্র। নতুবা বাস্তবতা হলো শারি'আহর মাকাসিদ সর্বদাই তাঁদের সামনে ছিলো। নববী যুগেও সাহাবায়ে কেরামের যেসব ঘটনা সংঘটিত হতো, তাও মাকাসিদের আলোকেই ফয়সালা হতো।[105]

### ৩.২) সাহাবীদের যুগে মাকাসিদ

সাহাবাদের যুগ ছিল মাকাসিদ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের যুগ। যদিও জ্ঞানের স্বতন্ত্র ও পৃথক বিষয় হিসেবে মাকাসিদ এ যুগে অস্থিত্ব লাভ করেনি, তবুও ফাতওয়া দেয়া কিংবা ইসলামী বিধানে ইজতিহাদ ও চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে মাকাসিদ বিদ্যমান ও বিবেচ্য ছিল। সাহাবাদের মতামত ও কাজে মাকাসিদের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন,

لما سئل ابن عباس عن الجمع بين الصلوات قال : أراد ألا يحرج أحدا من أمته.

"ইবন আব্বাসকে রা. একাধিক নামায একসাথে পড়ার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তিনি স. তাঁর উম্মতের কোন সদস্যকে কষ্টের মধ্যে ফেলতে চাননি।"[106]

---

105 . শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১-২৮৪

106. প্রাগুক্ত, সহিহ মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরিন, অধ্যায়: আল-জামউ বাইনা আস-সালাতাইন ফি আস-সাফার, হাদিস নং- ১৬৬৩

ধর্ম–বিশ্বাসের সুরক্ষার জন্য হারিয়ে যাওয়া কিংবা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকায় সাহাবীগণ কুরআন সংকলনের উপর সহমত পোষণ করেছেন। এমনিভাবে অপরের ধন-সম্পদ সুরক্ষার নিমিত্তে সাহাবীগণ নির্মাতা কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। উপরন্ত দেখা যায় সাহাবা ও তাঁদের পরবর্তীগণ ইসলামী বিধানের অন্তনিরর্হিত কারণ ও হিকমত অনুসন্ধানপূর্বক বিদ্যমান বিধানের উপর কিয়াস করে এর সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য একটি বিষয় অনুরূপ বিধান প্রদান করেছেন।

ইমাম আল-গাযালী বলেন,

কিয়াস এর ক্ষেত্রে সাহাবীগণ হচ্ছেন উম্মতের রোল মডেল । উপরন্ত মাসালিহ এর উপর তাদের নির্ভরশীলতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। যদিও তাঁরা মাসালিহ এর প্রয়োগের ক্ষেত্রকে কতিপয় বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেননি, আবার শর্তহীনভাবে ছেড়েও দেননি।[107]

ইমাম ইবন তাইমিয়াহ বলেন,

নিঃসন্দেহে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ স. এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সর্বাধিক অবগত এবং রাসূলের মাকাসিদ ও অন্তর্নির্হিত তাৎপর্য সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ও অভিজ্ঞ । উপরন্ত মুসলিম জাতির মধ্যে তাঁরাই রাসূলের বেশি বাধ্য ও অনুগত।[108]

ইমাম আশ্-শাতিবি বলেন,

كانوا أفقه الناس في القرآن وأعلم العلماء بمقاصده وبواطنه.

“সাহাবিগণ মানুষের মধ্যে কুরআন-এর ব্যাপারে প্রাজ্ঞ এবং কুরআনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ মাকাসিদের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ।”[109]

সাহাবীগণ বিভিন্ন কারণে মাকাসিদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এ স্তর অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। সে সকল কারণ নিম্নরূপ:

**এক:** রাসূলুল্লাহ স. এর সাক্ষাত এবং তাঁর থেকে সরাসরি শ্রবণ ও গ্রহণ, যা তাঁদের চিন্তা ও বোধশক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে। যেমন

---

107. আল-গাযালী, আল-মানখুল, পৃ. ৪৫২, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

108. ইবন তাইমিয়াহ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৫০৩

109. আশ্-শাতিবী, আল-মুওয়াফাকাত, খ. ৪, পৃ. ২৬১

**দুই:** আরবীয় স্বভাব, আরবী ভাষার সাথে অন্তরঙ্গ পরিচিতি এবং এর শব্দ ও বাক্যের অন্তর্নির্হিত অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে অত্যধিক অবগতি, সাহাবীগণকে অনুধাবন করতে অনেকাংশে সহযোগিতা করেছিল। তাই তাদের পরবর্তীদের ক্ষেত্রে যা কিছু প্রয়োজন ছিলো, যেমন ভাষার নিয়ম-কানুন, উসূলে ফিক্হ এর নিয়ম-নীতি, ইত্যাদি ব্যতিরেকেও সাহাবীগণ কুরআন–হাদীসের শব্দ ও বাক্যের মর্মার্থ এবং সূক্ষ্ম তাৎপর্য সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ছিলেন।

**তিন :** সর্বোপরি সাহাবীগনের তাক্বওয়া, একনিষ্ঠতা ও রাসূলুল্লাহ স. এর পবিত্র সাহচর্যের বরকতের কারণে তারা কুরআন- হাদীস, শারি'আহ, মাকাসিদ ইত্যাদির জ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছিলেন।[110] সাহাবীগনের যুগে মাকাসিদ প্রয়োগ ও ব্যবহারের কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

নামাযের ইমামতির সাথে তুলনা করে আবূ বকর রা. কে মুসলিম উম্মাহর খলিফা নির্বাচন । যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা বজায়, দাওয়াত ও সংস্কার মিশনের ধারাবাহিকতা বজায় ইত্যাদি মাকাসিদ বাস্তবায়ন করা হয়েছিলো।[111]

আবু বকর ও উছমান রা. এর যুগে কুরআনের সংকলন, যার প্রেক্ষিতে দীন সংরক্ষণ, দীনের প্রধান ও মৌলিক উৎসের সুরক্ষা ইত্যাদি মাকাসিদ বাস্তবায়ন করা হয়েছিলো।

যাকাত অস্বীকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, যাতে এর মাধ্যমে শারি'আহর অন্যান্য বিধান ও অস্বীকার করার দ্বার রুদ্ধ হয়। আবু বকর রা. এ ব্যাপারে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেছিলেন এবং অবশেষে সবাই যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্তে একমত হয়েছিলেন । উক্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের মূলভিত্তি ছিলো দীনের সুরক্ষা, ইসলামী রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বজায় থাকা ইত্যাদি মাক্বসিদের বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।[112]

---

110. আল-ইউবী, মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ, পৃ. ৫৯৮; নুমান জাগীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

111. আল-খাদেমী, আল-ইজতিহাদ আল-মাকাসেদী, খ. ১, পৃ. ৭০, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

112. আবদুল কাদের, আল-মাদখাল ইলা ইলমি মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ, পৃ. ২৮ উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৬

উমর রা. কর্তৃক দুর্ভিক্ষের সময় চোরের হাত কর্তন না করা। কারণ দুর্ভিক্ষ চলাকালীন সময়ে প্রয়োজনে কিংবা অভাবের তাড়নায় চুরি করার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই এমতাবস্থায় চুরির অপরাধে হাত কাটার মাধ্যমে মূলত চোরের শাস্তির অন্তর্নিহিত মাকসাদ বাস্তবায়িত হয় না।[113]

উমর রা. কর্তৃক নওমুসলিমদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ প্রদান বন্ধ করে দেয়া । এ যুক্তিতে যে, এখন আল্লাহ তাআলা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন, এখন আর কারো মনোরঞ্জনের প্রয়োজন নেই। মূলত এর মাধ্যমে সহায়-সম্পত্তির সংরক্ষণ এবং মুসলমানদের জন্য উক্ত সম্পত্তির সুরক্ষা, ইত্যাদি মাকাসিদের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে।[114]

গভর্নরদের প্রতি উমর রা. এর নির্দেশ ছিলো, তারা যেন যুদ্ধরত অবস্থায় কোন হদ্দ কার্যকর না করে, যাতে করে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির শত্রুশিবিরে যোগ দেয়ার কোন আশংকা সৃষ্টি না হয়।[115]

একজনকে হত্যার অপরাধে একাধিক ব্যক্তি থেকে ক্বিসাস গ্রহণ করা, যেখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের নিরাপত্তার মাকসাদ বাস্তবায়ন করা এবং অকল্যাণ ও অপরাধের শিকড় উপড়ে ফেলা।[116]

উমর রা. কর্তৃক ফকীহদেরকে মদীনা ত্যাগ করতে নিষেধ করা, যাতে করে তিনি প্রয়োজনের সময় উপযুক্ত পরামর্শ গ্রহণ করতে সক্ষম হন, যার ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের কল্যাণ, স্থিতিশীলতা, দৃঢ়তা ইত্যাদি মাকাসিদ বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়।[117]

দ্বীনের সংরক্ষণ, মাদক ও নেশা থেকে বিবেক-বুদ্ধির সুরক্ষা, মান-সম্মান ও বংশের হেফাজত, চুরি-ডাকাতি থেকে সহায়-সম্পত্তির সংরক্ষণ ইত্যাদি মৌলিক মাকাসিদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই মূলত উছমান রা. এর যুগে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী গঠনের প্রক্রিয়ার শুরু হয়।[118]

### ৩.৩) তাবেয়ীদের যুগে মাকাসিদ

---

[113]. প্রাগুক্ত

[114]. আল-খাদেমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭০, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

[115]. প্রাগুক্ত

[116]. প্রাগুক্ত

[117]. প্রাগুক্ত

[118]. জী, উমর মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭২

তাবেয়ীগণ হচ্ছেন সাহাবীদের পরবর্তী প্রজন্ম এবং তাঁদের শিষ্য। তাঁরা সাহাবীদের মাধ্যমেই শারি'আহর বিধি-বিধান সংক্রান্ত জ্ঞান ও পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। মাকাসিদের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা নিম্নরূপ:

**এক:** "তাবেয়ীগণ সাহাবীদের থেকে যে সকল বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেছিলেন তম্মধ্যে মাকাসিদের জ্ঞান ছিল অন্যতম । মূলত তাবেয়ীদের যুগে মাকাসিদের চর্চা সাহাবীদের যুগের তুলনায় অনেক বেশি ও ব্যাপক ছিলো। কারণ তাদের যুগে এমন অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, সাহাবীদের যুগে যেগুলোর কোন অস্তিত্ব ছিলো না।

তাবেয়ীদের যুগে দু'টি ফিক্হ চিন্তাদর্শন খুবই পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। একটি হচ্ছে, হিজাযে অবস্থিত মাদরাসাতুল আছার (مدرسة الأثر) এবং অপরটি হচ্ছে, ইরাকে অবস্থিত মাদরাসাতুল রাঈ (مدرسة الرأي)। হিজাযের চিন্তাদর্শন উমর, ইবনে উমর, আয়েশা, ইবনে আব্বাছ, আবূ হুরাইরাহ প্রমুখ সাহাবীদের মতামত, ইজতিহাদ ও চিন্তাধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। মূলত এ দর্শনে এসকল সাহাবীর গৃহীত ফিকহী মতামত এবং তদ্বসংশ্লিষ্ট মাকাসিদের চর্চা হতো"।[119]

অপরদিকে ইরাকী চিন্তাদর্শনের শিষ্যরা মনে করতেন, শারি'আহর বিধি-বিধান হচ্ছে যৌক্তিক, যার মাধ্যমে উম্মাহ'র সার্বিক কল্যাণ সাধনই নিশ্চিত করা হয়েছে। মূলত ইজতিহাদ ও চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে এ দর্শন আলী, ইবনে মাস'উদ রা. এবং পরবর্তীতে ইব্রাহীম নাখ'য়ী প্রমুখের ইজতিহাদের রীতি-নীতি ও চিন্তা-ভাবনার ওপর প্রতিষ্টিত হয়েছিল।[120]

ইব্রাহীম নাখ'য়ী মনে করেন, শারি'আহর যাবতীয় বিধি-বিধান যৌক্তিক, অর্থাৎ প্রতিটি বিধানের কোন না কোন অন্তর্নির্হিত হিকমাত ও তাৎপর্য রয়েছে, যা মানব বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে উপলব্ধি করা সম্ভব। শারি'আহর বিধানের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। শারি'আহর বিধান কতিপয় সুনির্দিষ্ট মূলনীতি এবং সুনির্ধারিত হিকমাত ও তাৎপর্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেগুলো মূলত কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই উৎসারিত। এ সকল হিকমাত ও তাৎপর্যের নিরিখেই বিধান প্রণীত হয়েছে। যেখানেই উক্ত হিকমাত ও তাৎপর্য পাওয়া যাবে সেখানেই শারি'আহর বিধান বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং উক্ত ইরাকী দর্শনের শিষ্যরা প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্তর্নির্হিত হিকমাত ও তাৎপর্য অনুসন্ধান

[119] ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

[120] আল-খাদেমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৮-৮১, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

করে থাকেন এবং যেখানেই তা খুঁজে পান সেখানেই বিধান প্রণয়ন করেন। উপরন্ত সংশ্লিষ্ট অন্তর্নির্হিত হিকমাত ও তাৎপর্যের অনুপস্থিতিতে বিধানের কোন অস্তিত্ব তারা স্বীকার করেন না।[121]

**দুই:** বিভিন্ন ইস্যু ও ঘটনায় তাবেয়ীগণ মাকাসিদের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করেছেন। যেমন:

পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়ার বৈধতা, যদি এর মাধ্যমে সার্বিকভাবে জনকল্যাণ অর্জিত হয়;
পণ্য হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত যেকোন প্রকার ক্ষয়- ক্ষতির জন্য নির্মাতা কোম্পানির দায়বদ্ধ থাকা;
তিন তালাক্ব এক সাথে প্রদান করলে তা কার্যকর ও বাস্তবায়িত হওয়া;
বারংবার চুরি-ডাকাতি করার পর তাওবাহ করলে তা কবুল না হওয়া;
তাহলীল তথা পূর্বের স্বামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত বিবাহ বাতিল হওয়া।[122]

**তিন**: সাহাবী ও তাবেয়ীদের সময়কাল ভিন্ন হওয়ার কারণে এবং তাবেয়ীদের সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন নতুন নতুন ঘটনার শার'য়ী সমাধানকল্পে তাবেয়ীদের যুগে মাকাসিদ চর্চা ও প্রয়োগ আরো ব্যাপক আকার ধারণ করে।[123]

**চার:** উপরন্ত সাহাবীদের জ্ঞানের উত্তরাধিকার, ভাষার বিশুদ্ধতা ও অলংকার, নির্মল মানব প্রকৃতি এবং শারি'আহর সার্বিক মূলনীতি সম্পর্কে অবগতি ইত্যাদি কারণে তাবেয়ীগণ মাকাসিদ সম্পর্কে অত্যধিক জ্ঞাত ও অবগত ছিলেন।[124]

### ৩.৪) ফিকহের ইমামগণ কর্তৃক মাকাসিদের প্রয়োগ

মাকাসিদুশ শারি'আহ বলতে শারি'আহর সামগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বোঝায়—যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষের দীন, নফস, আকল, নাসল ও মাল সংরক্ষণ। ইসলামী শারি'আহ একটি উদ্দেশ্যনির্ভর বিধানব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত লক্ষ্যসমূহকে পরবর্তীকালে মাকাসিদুশ শারি'আহ ( مقاصد الشريعة) নামে অভিহিত করা হয়। যদিও মাকাসিদ একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে ইমাম শাতিবী (রহ.)–এর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে, তথাপি এর ব্যবহারিক প্রয়োগ সাহাবায়ে কেরাম ও চার

---

121. আল-হিজাওয়ী, আল-ফিকর আল-ছামী ফি তারিখ আল-ফিকহ আল-ইসলামী, খ. ২, পৃ. ৯৭, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৮

122. ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৮

123. প্রাগুক্ত

124. আল-খাদেমী, প্রাগুক্ত

মাযহাবের ইমামদের ফিকহি সিদ্ধান্তে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। এখানে ফিকহের চার ইমাম কর্তৃক মাকাসিদের প্রয়োগ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা হবে।

ইমামগণ শারি'আহর আহকাম ইসতিমবাত ও ইজতিহাদের জন্য যেসব উসুল ও মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন, তার মধ্যে অধিকাংশের সম্পর্ক মাকাসিদুশ শারি'আহর সাথে সম্পৃক্ত। নিম্নে চার ইমামের ইজতিহাদে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োগ সম্পর্কে তুলে ধরা হলো-

**ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কর্তৃক মাকাসিদের প্রয়োগ**

ইমাম আবু হানিফা (৮০–১৫০ হি.) ফিকহে রায়, কিয়াস ও বিশেষত ইস্তিহসান প্রয়োগের জন্য সুপরিচিত। ইস্তিহসান মূলত এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে সাধারণ কিয়াস পরিত্যাগ করে অধিকতর কল্যাণকর ও সহজ সমাধান গ্রহণ করা হয়। ইমাম আবু হানিফার নিকট ইস্তিহসান ছিল শারি'আহর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একটি কার্যকর উপায়।

"ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ইজতিহাদের উসুল ও মূলনীতি হচ্ছে কিতাব, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস ও ইসতিহসান। তিনি 'ইসতিহসান' এর মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন, যা মাকাসিদুশ শারি'আহর মৌলিক উপকরণ। 'ইসতিহসান' হচ্ছে শারি'আহর কোনো বিধান উদঘাটনে উক্ত বিধানের অন্তর্নিহিত কল্যাণ অর্জনের নিমিত্তে বাহ্যিক যুক্তি (কিয়াসে জলী)-কে গ্রহণ না করে অন্তর্নিহিত যুক্তি (কিয়াসে খফী)-কে প্রাধান্য দেয়া। এই কিয়াসে খফীই হচ্ছে কোনো বিধান পালনে উক্ত বিধানের উপকারিতা, সৌন্দর্য ও মানবকল্যাণ ইত্যাদি সাধিত হওয়া, যা মাকাসিদুশ শারি'আহর মর্মবাণী। অর্থাৎ ইসতিহসান মূলনীতির মাধ্যমেই ইমাম আবু হানীফা রহ. তাঁর ইজতিহাদ মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ইমাম বাযদাভী বলেন, 'ইমাম আবু হানীফা রহ. ইসতিহসান প্রয়োগে এতই দক্ষ ছিলেন যে, তাঁর শিষ্য মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ-শায়বানী তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'ইমাম আবু হানীফা রহ. এর শিষ্যবৃন্দ তাঁর সাথে বিভিন্ন যুক্তি ও কিয়াসের মাধ্যমে বিতর্ক করতেন। অতঃপর যখন তিনি বলতেন, আসতাহসিনু অর্থাৎ আমি ইসতিহসানের প্রয়োগ ঘটাচ্ছি, তখন আর কেউ উক্ত বিষয়ে যুক্তি নির্ভর হয়ে তর্কে জড়াতেন না"।[125]

ইস্তিসনা' (অর্ডারভিত্তিক উৎপাদন চুক্তি)—কিয়াস অনুযায়ী এটি অনিশ্চয়তার কারণে নিষিদ্ধ হওয়ার কথা থাকলেও মানুষের প্রয়োজন ও লেনদেনের স্বার্থ বিবেচনায় তিনি একে বৈধ ঘোষণা করেন। এ

[125]. শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭

সিদ্ধান্তে স্পষ্টভাবে হিফজুল মাল এবং রফ‘উল হারাজ (কষ্ট দূরীকরণ) মাকাসিদের সুস্পষ্ট প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

“উদাহরণ স্বরূপ ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ইজতিহাদে চুরির শাস্তির বিধানে তাঁর মাকাসিদ দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠে। যদি কয়েকজন লোক মিলে কারো ঘরে চুরি করার ফন্দি করে এবং এর প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন স্বরূপ পাহারা দেয়া, গর্ত করা, ঘরে প্রবেশ করা, মাল বাহির করা ইত্যাদি কাজ তাদের নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়, এ ক্ষেত্রে কিয়াস অনুযায়ী বিধান হচ্ছে শুধুমাত্র যে ব্যক্তি বা যারা ঘর থেকে মাল বাহির করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলো তারাই চুরির শাস্তি পাবে, অন্যেরা নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা রহ. এ ক্ষেত্রে কিয়াস অনুযায়ী হুকুম না দিয়ে ইসতিহসান মূলনীতিকে ব্যবহার করেন এবং চুরির ফন্দির প্রস্তুতি থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত যারাই জড়িত ছিলো তাদের সকলের একই শাস্তির রায় দেন। কেননা, চুরির শাস্তি শারি’আহর মূল লক্ষ্য নয়: বরং শারি’আহর মূল লক্ষ্য হচ্ছে চুরির কাজকে বন্ধ করা ও মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করা। তাই ইমাম আবু হানীফা রহ. কিয়াসকে গ্রহণ না করে ইসতিহসান মূলনীতি প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পৃক্ত সকলের শাস্তির বিধান করে চুরির পথকে বন্ধ করতে চেয়েছেন এবং মাকাসিদুশ শারি’আহকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। উল্লেখ্য যে, এখানে ইসতিহসান হচ্ছে বাহ্যিক কিয়াসকে গ্রহণ না করে জনকল্যাণ বিবেচনায় তদপেক্ষা উত্তম আরেকটি মূলনীতিকে গ্রহণ করার নাম, যা মাকাসিদের সমার্থক”।[126]

ইমাম আবু হানীফার উসূলকে অনুসরণ করে তাঁর শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদও মাকাসিদুশ শারি’আহর আলোকে ইজতিহাদ করেছেন।[127]

### ইমাম মালিক রহ. কর্তৃক মাকাসিদের প্রয়োগ

ইমাম মালিক রহ. কিয়াস ও মাসালিহ মুরসালাহ (জনকল্যাণ) গ্রহণে অন্যান্য ইমামের তুলনায় অধিক অগ্রগামী। মাসালিহ মুরসালাহ হচ্ছে এমন জন্যকল্যাণ বিবেচনা, যার অর্জন কিংবা বর্জনের ব্যাপারে ইসলামের ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক কোনো ধরনের দলীল নেই।[128]

---

[126]. আহমদ বিন আলী আর-রাযী আল-জাসসাস, আল ফুসূল ফিল উসুল, খ. ৪, পৃ. ২৩৯, উদ্ধৃত: শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭-২৮৮

[127]. আশ-শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১২৬

[128]. রায়সূনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪, উদ্ধৃত: শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯

ইমাম মালিকের ইজতিহাদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হচ্ছে মাসালিহ মুরসালা ও জনকল্যাণকে বিবেচনায় রাখা। এটি যুক্তিনির্ভর গবেষণার উত্তম পদ্ধতি বিধায় তিনি এটিকে তাঁর ইজতিহাদের একটি স্বতন্ত্র মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মাসালিহ মূলনীতির মৌলিক দাবী হলো কল্যাণ অর্জন ও ক্ষতিকে দূরীভূত করা, যা মাকাসিদুশ শারি'আহর মর্মকথা। মালিকী মাযহাবে মাসালিহ'র প্রয়োগ মানে শুধুমাত্র মাসালিহ মুরসালাহকে গ্রহণ নয়, বরং এর মানে হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহর নুসূস (ভাষ্য) অনুধাবন করা এবং কিয়াস প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণ সাধনকে বিবেচনায় রাখা। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাতিবী বলেন, ইমাম মালিক শারি'আহ প্রণেতার মাকাসিদকে বিবেচনায় রাখার পাশাপাশি বিধি-বিধানের কল্যাণমূলক দিকগুলোও অনুধাবনে এমন গভীরভাবে নিবিষ্ট ছিলেন যে, তিনি তাঁর ইজতিহাদে মাকাসিদের সীমানা থেকে বের হতেন না (অর্থাৎ তিনি তাঁর ইজতিহাদে মাকাসিদের মর্মবাণী তথা মানবকল্যাণকে নিশ্চিত করতেন) এবং এর কোনো মূলনীতির বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করতেন না।[129]

মালিকী মাযহাবে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে কোনো একটি মতকে প্রাধান্য (তারজীহ) দেয়ার মূলনীতি প্রসঙ্গে কাযী আয়ায রহ. বলেন, 'তৃতীয় বিবেচ্য দিকটির ক্ষেত্রে অনেক প্রখর চিন্তা-ভাবনা এবং গোঁড়ামীমুক্ত সঠিক অন্তর প্রয়োজন। এই বিবেচ্য দিকটি হচ্ছে শারি'আহর আইনী সূত্র বা কাওয়ায়িদের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং শারি'আহ প্রণেতার পক্ষ থেকে উদ্দিষ্ট হিকমাহ (রহস্য)-কে অনুধাবন করা।[130]

মাকাসিদুশ শারি'আহ ও মাসালিহ মুরসালাহকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই ইমাম মালিক 'সাদ্দয-যারায়ি' নামক মূলনীতি প্রয়োগ করেন। এ মূলনীতি তিনি এমন ব্যাপকভাবে অবলম্বন করেন, যা অন্য কোনো ইমাম করেননি। তাই মালিকী ফিকহের প্রায় সকল অধ্যায়ে এর প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। মূলত 'সাদ্দুয-যারায়ি' হচ্ছে মাসালিহ মুরসালাহ এর একটি প্রায়োগিক রূপ। এটিকে মালিকী মাযহাবে এত বেশি প্রয়োগ করা হয়েছে যে, একে দারুল হিজরার ইমাম তথা ইমাম মালিকের একটি বিশেষত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এভাবেই ইমাম মালিক রহ. মাকাসিদ দৃষ্টিভঙ্গিকে লালন করে ইজতিহাদ

---

[129]. আশ-শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩২-১৩৩, উদ্ধৃত: শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত

[130]. কাযী আয়ায, তারতীবুল মাদারিক ওয়া তাকরীবুল মাসায়িল, খ. ১, পৃ. ৯২, উদ্ধৃত: শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত পৃ. ২৯০

করেন এবং মাকাসিদুশ শারি'আহকে সর্বাপেক্ষা বেশি বিবেচনাকারী হিসেবে তাঁর মাযহাবই বিবেচিত হয়।[131]

আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে মিসওয়াক করার হুকুম সম্পর্কে মাকাসিদ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইমাম মালিক রহ. এর অভিমত। ইবনুল আরাবী বর্ণনা করেন, আলেমগণ মিসওয়াকের হুকুম সম্পর্কে ইখতিলাফ করেন। ইসহাক বলেন, সালাতের পূর্বে মিসওয়াক করা ওয়াজিব। তাই যে ইচ্ছাকৃত একে বাদ দিবে তার সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, এটি ওযুর একটি সুন্নাত। ইমাম মালিক রহ. বলেন, মুখে গন্ধ তৈরি হয় এমন অবস্থায় আমি একে মুস্তাহাব তথা উত্তম মনে করি। এখানে ইমাম ইসহাক ইমাম মালিক রহ, হাদীসের অন্তর্নিহিতি অর্থ এবং মিসওয়াকের উদ্দেশ্য ও ও শাফেয়ী রহ. হাদীসের বাহ্যিকতার আলোকে হুকুম দিয়েছেন। পক্ষান্তরে পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য করে হুকুম দিয়েছেন।[132]

এ ছাড়াও কুরআন মাজীদ একত্রিত করা, কারাগার ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান গঠন, রাষ্ট্রীয় রেকর্ড সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা এসব সিদ্ধান্তের মাধ্যমে হিফজুদ্দীন, হিফজুন নফস এবং নিযামুল উম্মাহ (উম্মাহর শৃঙ্খলা) সংরক্ষিত হয়েছে।

### ইমাম শাফেয়ী রহ. কর্তৃক মাকাসিদের প্রয়োগ

ইমাম শাফেয়ী রহ. মাকাসিদুশ শারি'আহর মৌলিক নীতিমালার ভিত্তি স্থাপন করেন উসূলুল ফিকহ রচনার মাধ্যমে। তাঁর ইজতিহাদের মূলনীতির অন্যতম সৌন্দর্য হচ্ছে 'মাসালিহে আম্মা' (সাধারণ কল্যাণ)। এটিকে তিনি ইজমা ও কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি মাসালিহ মুরসালাহকেও কিয়াসের অধীনে রেখেই ব্যবহার করেন।

ইমাম জুওয়াইনীর ভাষ্যমতে, ইমাম শাফেয়ীই সর্বপ্রথম মাকাসিদ পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। তিনি বলেন, 'তাকবীরের মাধ্যমে সালাতের শুরু, সালামের মাধ্যমে সালাতের শেষ এবং রুকু ও সিজদার সংখ্যা নির্ধারণ ইত্যাদির কোনো বিশেষত্ব নেই বলে যারা মনে করেন এবং এগুলোকে 'তাওকীফী' বিষয় মনে করেন, তাদের সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী রহ. তাঁর 'রুতাবুন নাযার' গ্রন্থে বলেন, যে ব্যক্তি

---

[131]. মুহাম্মাদ, হিশাম আল-বুরহানী, সাদ্দুয যারায়ি' ফিশ শরীআহ আল ইসলামিয়াহ, পৃ. ৬১৫, উদ্ধৃত: শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত

[132]. আবূ বকর বিন আরাবী আল-মালেকী, আরেদাতুল আহওয়াযি বি শরহি সহীহ আত-তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ৩৯, উদ্ধৃত: শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত

এমন ধারণা পোষণ করে, সে মূলত মাকাসিদুশ শারি'আহ সম্পর্কে অজ্ঞ। অর্থাৎ মাকাসিদুশ শারি'আহর সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান না থাকায় সে এগুলোকে তাওকীকী বিষয় মনে করেন।[133]

ইমাম শাফেয়ী বলেন, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে যা নাযিল করেছেন তার প্রতিটি বিষয়ই হচ্ছে মানবতার জন্য রহমত ও হিদায়াত স্বরূপ। যে কুরআনের জ্ঞান চর্চা করে সে কেবল একে রহমত ও হিদায়াত হিসেবে বোঝতে পারে। পক্ষান্তরে যে কুরআনের জ্ঞান চর্চা করে না সে তা বোঝতে পারে না। যে কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞ সে তা বোঝতে পারে না। পক্ষান্তরে যে কুরআনের জ্ঞান রাখে, সে এ ব্যাপারে অজ্ঞ নয়।[134]

উদাহরণস্বরূপ আকল ও বিবেক-বুদ্ধি রক্ষায় ইমাম শাফেয়ী রহ. এর বক্তব্য প্রাণিধানযোগ্য। মানুষের মেধাশক্তি রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, আকলকে নষ্ট করা হারাম। কেননা আকল নষ্ট করা ফরযসমূহকে প্রত্যাখ্যান করার সমতুল্য এবং আকল নষ্ট করার মাধ্যমেই মানুষ হারামের মধ্যে নিমজ্জিত হয়। তাই আকলকে রক্ষা করার জন্য ইসলাম জ্ঞানার্জন ও শিক্ষাদানকে আবশ্যিক করেছে এবং পাশাপাশি মদ পান, মদের তৈরি ঔষধ সেবন, পাশা বা দাবা খেলা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেছেন।[135]

আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম জুওয়াইনী কর্তৃক বিবাহের মাকাসিদ। তিনি বিবাহের শ্রেণীবদ্ধ অনেক মাকাসিদের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন মানসিক প্রশান্তি অর্জন, পারস্পারিক ভালোবাসা ও মমতা বিনিময়, চক্ষু শীতলকরণ, সৌন্দর্য অবলোকন, শক্তি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, পারস্পারিক সহযোগিতা, যুগল সম্পর্ক বজায় রাখা, বৈধ বিনোদন, বিনোদনে বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্রিকতা বজায় রাখা, স্বাস্থ্যরক্ষা, পরিবার গঠন, প্রজনন, যৌনশক্তির রক্ষা, স্রষ্টার আনুগত্য ও ইবাদত, অনুগত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি ও রাসূলের মনতুষ্টি, মানবতার অব্যাহত ধারা চালু রাখা, বাংশানুক্রম রক্ষা, স্রষ্টার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং পরকালীন পুরস্কার প্রাপ্তি ইত্যাদি।[136]

---

133. আল-জুওয়াইনী, আল বুরহান ফী উসূলিল ফিকহ, খ. ২, পৃ. ৮৭৪, উদ্ধৃত: শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত পৃ. ২৯১

134. মুহাম্মদ ইবন ইদ্রীছ আল-শাফেয়ী, আর-রিসালাহ, পৃ. ১৯, উদ্ধৃত: শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত পৃ. ২৯২

135. আহমদ বেফাক বিন মুখতার, মাকাসিদুশ শরীআহ ইনদাল ইমাম আশ-শাফিঈ, পৃ. ৩৬৯, উদ্ধৃত: শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত

136. হিশাম বিন সাঈদ আযহার, মাকাসিদুশ শরীআহ ইনদা ইমামিল হারামাইন, পৃ. ৩২১, উদ্ধৃত: শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর পরে তাঁর মাযহাবেই মাকাসিদের অগ্রদূত ইমাম জুওয়াইনী, ইমাম গাযালী ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, ইমাম সাইফুদ্দীন আমিদী, ইমাম আল-ইযয বিন আব্দুস সালাম প্রমুখের আবির্ভাব হয়, যারা মাকাসিদ দর্শনকে তাত্ত্বিক রূপ দানে অনবদ্য ভূমিকা রাখেন।

**ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রহ. কর্তৃক মাকাসিদের প্রয়োগ**

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রহ, তাঁর ইজতিহাদে মাসালিহ মুরসালাহকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেন এবং এটিকে তাঁর ইজতিহাদের একটি মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে ইবনে দাকীক আল-ঈদ ও আল-কারাফী রহ. স্পষ্টভাবে এমন মন্তব্য করেন। তবে ইমাম আহমাদ রহ. কিয়াসকে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে তার অধীনেই মাসালিহ মুরসালাহকে গণ্য করেন। হাম্বলী মাযহাবের অনেক ফতোয়া যেগুলো মাসালিহ মুরসালার উপর ভিত্তি করে দেয়া হয়েছে, তা এ কথা প্রমাণ করে যে, মাসালিহ মুরসালাহ শুধুমাত্র যুক্তি নির্ভর নয়; বরং এটি কুরআন ও সুন্নাহর নসের ভিত্তিতে দালিলিক প্রমাণের একটি পন্থা।[137]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. উল্লেখ করেন, মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের জন্য শারি'আহর যেসব কল্যাণ, সৌন্দর্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে তা যে অস্বীকার করে, সে ভুল পথে আছে ও ভ্রষ্ট হয়েছে এবং আবশ্যকীয়ভাবে তার কথার ভ্রান্তি প্রমাণিত। তিনি আরো বলেন, অদ্যাবধি আমি সাহাবায়ে কিরাম থেকে এমন কোনো বিষয় পাইনি, যে ব্যাপারে তাঁরা মতবিরোধ করেছেন, কিন্তু তাতে কিয়াস ছিলো না।[138]

তবে সঠিক কিয়াস ও ভুল কিয়াসের জ্ঞান হচ্ছে সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ জ্ঞান। এ সঠিক ও মর্যাদার জ্ঞান একমাত্র তিনিই জানেন যিনি শারি'আহর মাকাসিদ, মাহাসিন, মাসালিহ, আসরার এবং শারি'আহর গভীর হিকমাহ, ব্যাপক রহমত ও আদল সম্পর্কে অভিজ্ঞ।

উদাহরণস্বরূপ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর অনুমোদিত নগদ অর্থ ওয়াকফ (ক্যাশ ওয়াকফ) এর বিধান উল্লেখযোগ্য। ওয়াকফ হচ্ছে মূলধনকে জমা রাখা আর লাভকে দাতব্য ও জনকল্যাণমূলক কাজে খরচ করা।[139]

---

137. ওয়াহবা আয-যুহাইলী, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, পৃ. ৭৮৩-৭৮৫, উদ্ধৃত: শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত পৃ. ২৯৩

138. ইবন তাইমিয়া, প্রাগুক্ত , খ. ৩২, পৃ. ২৩৪, উদ্ধৃত: শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত

139. ইবন কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ১৮৫, উদ্ধৃত: শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত

ফকীহগণের মতে, যে সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে নষ্ট হয়ে যায় না কিংবা কমে যায় না, তাই ওয়াকফ করা যায়। পক্ষান্তরে যা ব্যবহারের মাধ্যমে নষ্ট হয়ে যায় কিংবা কমে যায় যেমন দিরহাম দিনার ইত্যাদি ওয়াকফ করার ব্যাপারে ফকীহগণ মতবিরোধ করেছেন। এটিই অধিকাংশ ফকীহর মত।[140]

নগদ অর্থ ওয়াকফ করার মাকাসিদ হচ্ছে এর উপকারিতা ও মানবকল্যাণের মাত্রা অনেক বেশি, বিশেষত বর্তমান যুগে। কেননা, ওয়াক্ফ একটি কল্যাণমুখী কাজ। বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী দাতব্য প্রতিষ্ঠান এ ধরনের ওয়াকফের খুব মুখাপেক্ষী। কোনো কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠানের এমন বিনিয়োগ করা খুব প্রয়োজন, যা উৎপাদন বৃদ্ধি করে। সুতরাং নগদ অর্থের ওয়াক্ত জায়েয এমন মত গ্রহণের মাধ্যমে নানা ধরনের কল্যাণজনক ও উন্নয়নমূলক কাজের দ্বারা ব্যাপকভাবে উন্মোচিত হবে, যা ব্যক্তি ও সমাজের ব্যাপক কল্যাণ সাধন করবে এবং অনেক সমস্যার সমাধান করবে।[141]

পরবর্তীতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর মাযহাবের অনুসারী মাকাসিদ বিশেষজ্ঞ নাজমুদ্দীন আল-তুফী, ইবনে তাইমিয়াহ ও ইবনে কাইয়্যিম প্রমুখগণের আবির্ভাব হয়, যাঁরা মাকাসিদ তত্ত্বের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ফিকহের চার ইমাম প্রত্যক্ষভাবে "মাকাসিদুশ শারি'আহ" পরিভাষা ব্যবহার না করলেও তাঁদের ইজতিহাদ ও ফিকহি সিদ্ধান্তসমূহ শারি'আহর উদ্দেশ্য দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। ফলে বলা যায়, তাঁদের ফিকহই মাকাসিদুশ শারি'আহর একটি সুদৃঢ় ও ব্যবহারিক ভিত্তি স্থাপন করেছে, যা পরবর্তী যুগে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে বিকশিত হয়।

**তুলনামূলক বিশ্লেষণ**

চার ইমামের মাকাসিদ প্রয়োগের পদ্ধতিতে পার্থক্য থাকলেও উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন এবং শারি'আহর কল্যাণ সাধন।

| **ইমাম** | **মাকাসিদ প্রয়োগের প্রধান মাধ্যম** |
|---|---|
| ইমাম আবু হানিফা রহ. | ইস্তিহসান, রায় |
| ইমাম মালিক রহ. | মাসালিহ মুরসালাহ |

[140]. আলী বিন সুলাইমান আল-মিরদাবী, আল-ইনসাফ ফী মা'রিফাতির রাজিহী মিনাল খেলাফ, খ. ৭, পৃ. ১১, উদ্ধৃত: শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত

[141]. মাজেদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল-আসকার, মাকাসিদুশ শরীআহ ফিল মুআমালাতিল মালিয়াহ, পৃ. ১৯৭, উদ্ধৃত: শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত

| | |
|---|---|
| ইমাম শাফি‘ঈ রহ. | কিয়াস ও ‘ইল্লাহ |
| ইমাম আহমাদ রহ. | যরূরাত ও হাজাহ |

**ফিকহী মূলনীতিতে মাকাসিদুশ শারি’আহ**

“ফিকহী মূলনীতিসমূহে গভীরভাবে চিন্তা করলে সেখানে মাকাসিদুশ শারি’আহর রূপ ও প্রাণ খুঁজে পাওয়া যায়। শারি’আহর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এমন বহু ফিকহী মূলনীতি গড়ে উঠেছে যেখানে মানুষের কল্যাণ সাধন ও ক্ষতি দূর করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, যা মাকাসিদশ শারি’আহর আলোচ্য বিষয়। নিম্নে মাকাসিদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কয়েকটি মূলনীতি উল্লেখ করা হলো:

১) الأمور مقاصدها (সকল বিষয় তার উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়িত হবে)

২) درء المفاسد أولى من جلب المصالح (কল্যাণ অর্জন অপেক্ষা ক্ষতি দূর করা অগ্রগণ্য হবে)

৩) الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (অপেক্ষাকৃত ছোট ক্ষতি মেনে নিয়ে বৃহত্তর ক্ষতি দূর করতে হবে)

৪) الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة (হাজাত বা প্রয়োজন কখনও কখনও যরুরিয়্যাত বা অতি প্রয়োজনের স্থান গ্রহণ করে, তা সাধারণ বা বিশেষ পর্যায়ের হোক)

৫) الضرر يزال (ক্ষতি দূর করতে হবে)

৬) الضرر لا يزال بالضرر (একটি ক্ষতিকে অন্য ক্ষতির সাহায্যে দূর করা যাবে না)

৭) الحرج منفي (কাঠিন্য নিষিদ্ধ)

৮) الضرورات تبيح المحظورات (প্রয়োজন নিষিদ্ধ বস্তুকে মুবাহ বা বৈধ করে)

এসব ফিকহী মূলনীতিতে মানুষের কল্যাণ সাধন ও ক্ষতি দূর করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, যা মাকাসিদের আলোচ্য বিষয়”।[142]

**৩.৫) ইমাম আল-হারামাইন আল-জুওয়াইনী ও মাকাসিদ**

ইমাম আল-হারামাইন আল-জুওয়াইনী তাঁর আল-বুরহান গ্রন্থের একাধিক স্থানে মাকাসিদ সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন। তিনি মাকাসিদের কতিপয় মূলনীতি ও প্রকারভেদ বিশ্লেষণ করেছেন। মাকাসিদকে তিনি অতি জরুরী (ضروريات) , প্রয়োজনীয় (حاجيات) ও সৌন্দর্যবর্ধক (تحسينيات) এ তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন।[143]

---

142. শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

143. আল-জুওয়াইনী, প্রাগুক্ত , খ. ২, পৃ. ৭৯, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

এ ছাড়াও তিনি কতিপয় মূলনীতি পেশ করেছেন, যেমন,

‘প্রত্যক্ষ কিয়াস পরিত্যাজ্য হবে যদি তা এমন কোন মৌলিক নীতির সাথে সাংঘর্ষিক হয়, যা কোন জরুরী ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত । উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, সামজ্ঞস্যতার বিবেচনায় যদি কিসাসের বিধান পরিত্যাগ করতে হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতার বিবেচনা পরিত্যাগ করতে হবে এবং কিসাস কায়েম করতে হবে। যেমন একজনকে হত্যার অপরাধে কিসাস স্বরূপ একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করা’।[144]

এছাড়াও তিনি কতিপয় বিধি-বিধান, যেমন ইবাদাত, কিসাস, হুদূদ, ক্রয়- বিক্রয়, ইজারা প্রদান ইত্যাদির মাকাসিদ আলোচনা করেছেন।[145]

ইমাম আল- জুওয়াইনী মাকাসিদের জ্ঞান অর্জনকে দ্বীনের গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেন,

ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر  والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة

যে ইসলামী শারি’আহর আদেশ- নিষেধ ইত্যাদির মাকাসিদ সম্পর্কে ভালভাবে অবগত নয় সে মূলত ইসলামী শারি’আহর প্রণয়ন সংক্রান্ত গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী নয়।

এর উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন,

যে ব্যক্তি মনে করে সালাতে তাকবীর বলার ক্ষেত্রে  শারি’আহর কোন মাকসাদ নেই; বরং এটি একটি কাকতালীয় বিষয়, সে মূলত মাকাসিদ আশ্-শারি’আহ এবং ইসলামের যাবতীয় আদেশ-নিষেধের অন্তনির্হিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতার জানান দিল।[146]

### ৩.৬) ইমাম আল-গাযালী ও মাকাসিদ

মাকাসিদুশ শারি’আহ ইসলামী আইনশাস্ত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আর ইমাম আল-গাযালী (রহ.) এ তত্ত্বের বিকাশে অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি শারি’আহর লক্ষ্যগুলোকে কেবল নিছক বিধি-বিধান হিসেবে দেখেননি, বরং সেগুলোকে মানবকল্যাণের মূল ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ইমাম আল-জুওয়াইনীর পর তাঁর শিষ্য ইমাম আল-গাযালী মাকাসিদের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মাকাসিদের ব্যাপারে তাঁর লিখনি ছিল আরো সুস্পষ্ট এবং তাৎপর্যপূর্ণ। মানব সমাজের কল্যাণ সাধন

[144]. প্রাগুক্ত

[145]. প্রাগুক্ত

[146]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

ও এর রক্ষনাবেক্ষণকে তিনি ইসলামী শারি'আহর উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করেন। গুরুত্ব ও তাৎপর্যের আলোকে তিনি জনকল্যাণকে, অতিজরুরী, প্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত বা সৌন্দর্যবর্ধক এ তিনটি স্তরে বিভক্ত করেন। এ ছাড়া প্রতিটি স্তরের কতিপয় বিষয় উল্লেখ করেছেন যা সংশ্লিষ্ট স্তরের পরিপূর্ণতা দানকারী হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ইমাম আল- জুওয়াইনী যা উল্লেখ করেছেন তার সাথে তিনি যা সংযুক্ত করেছেন তা হচ্ছে পরিপূর্ণতা দানকারী বিষয়াদি। এছাড়াও তিনি উপরোক্ত তিনটি স্তরের অনেক উদাহরণ আলোচনা করেছেন।

ইমাম আল- গাযালী পাঁচটি মৌলিক ও জরুরী বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং এগুলোর সংরক্ষণ ইসলামী বিধি-বিধানের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন। উপরোক্ত যে সকল বিধানের মাধ্যমে এগুলো সংরক্ষণ করা যাবে তিনি তাও আলোচনা করেছেন। তিনি মৌলিক ও জরুরী মাকাসিদকে পাঁচটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন, যা ইতঃপূর্বে তার শাইখ করেননি। ইমাম আল-গাযালী বলেন,

ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم .

সৃষ্টির জন্য বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে শারি'আহর পাঁচটি মূল উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো হচ্ছে তাদের ধর্ম-বিশ্বাস, জীবন, বিবেক, বংশ এবং সম্পদের হেফাযত।[147]

ইমাম আল-গাযালী মাকাসিদ জানা ও চেনার উপায় বর্ণনা করে বলেন,

ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والاجماع

মাকাসিদ আশ-শারি'আহ কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে অবগত হওয়া যাবে।[148]

এছাড়াও তিনি বিভিন্ন দলিল- প্রমান উল্লেখ করেছেন যেগুলোর মাধ্যমে মাকাসিদ প্রমাণিত ও সাব্যস্ত করা যাবে। তিনি বলেন,

প্রত্যেক কল্যাণ যা শারি'আহর ঐ সকল মাকসাদ এর সংরক্ষণ নিশ্চিত করে যেগুলো কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত, উক্ত কল্যাণও মাকাসিদ এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং মাকাসিদ এর যাবতীয় মূলনীতি সেক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।[149]

---

[147]. আল-গাযালী, প্রাগুক্ত , খ. ২, পৃ. ৪৮১, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত পৃ. ৫৩

[148]. প্রাগুক্ত

[149]. প্রাগুক্ত

এছাড়াও ইমাম আল-গাযালী মাকাসিদ সম্পর্কিত আরো কতিপয় মূলনীতি আলোচনা করেছেন । যেমন. أن كل ما يتضمن حفظ الأصول الخمسة فهو مصلحة , وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ورفعها مصلحة .

যে সব বিষয় উপর্যুক্ত পাঁচটি মৌলিক বিষয় সংরক্ষণের গ্যারান্টি দেয় তা-ই মাসলাহা বা কল্যাণ । আবার যে সব বিষয় উপর্যুক্ত পাঁচটি মৌলিক বিষয় বিনষ্ট করে তা-ই মাফসাদাহ বা ক্ষতি এবং তা দূরীভূত করা হচ্ছে মাসালহা।

উক্ত পাঁচটি মৌলিক বিষয় সংরক্ষণ করা জরুরিয়্যাতের পর্যায়ভুক্ত এবং এটি সর্বোচ্চ স্তরের মাসলাহা।[150]

إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشرع رفع أشد الضررين وأعظم الشرين .

যখন দু'টি মন্দ কিংবা দু'টি ক্ষতিকর বিষয় পরস্পর সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে, তখন অপেক্ষাকৃত স্বল্প ক্ষতি ও মন্দ মেনে নিয়ে বেশি ক্ষতি ও মন্দ রোধ করাই হচ্ছে শারি'আহর বিধি-বিধানের উদ্দেশ্য।[151]

যে সব কল্যাণ শারি'আহর ঐ সকল মাকসাদ এর সংরক্ষণ নিশ্চিত করে না যেগুলো কুরআন , সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত অথবা এমন কল্যাণ যা শারি'আহর বিধি-বিধানের সাথে মানানসই নয়, সে কল্যাণ বাতিল এবং প্রত্যাখ্যাত।[152]

এছাড়াও ইমাম গাযালী বর্ণিত অপর একটি মূলনীতি হচ্ছে, مخالفة مقصود الشرع حرام

মাকাসিদ আশ-শারি'আহর বিরোধী অবস্থান নেয়া হারাম।[153]

ইমাম গাযালী মনে করতেন, যদি কোনো নতুন সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধান সরাসরি কুরআন বা সুন্নাহতে নেই, তবে বিচারককে দেখতে হবে ওই বিষয়টি উপরের পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্যের কোনোটিকে রক্ষা করছে কি না। যদি কোনো কাজ এ পাঁচটি বিষয়ের কোনো একটিকে রক্ষা করে, তবে তাকে 'মাসলাহা' হিসেবে গণ্য করা যাবে। তার এ মাকাসিদ তত্ত্বই পরবর্তীতে ইমাম আল-

[150]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

[151]. প্রাগুক্ত

[152]. প্রাগুক্ত

[153]. প্রাগুক্ত

শাতিবি এবং আধুনিক ফকীহদের জন্য একটি মজবুত ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে, যা বর্তমান সময়ের জটিল আইনি সমস্যা সমাধানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

### ৩.৭) ইমাম আল-ইযয ইবন আবদিস সালাম ও মাকাসিদ

তিনি মাকাসিদের আলোচনায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। তিনি মাসালিহ নিয়ে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন যার নাম দিয়েছেন (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) " কাওয়াইদ আল-আহকাম ফি মাসালিহ আল-আনাম" অর্থাৎ, সৃষ্টিকুলের কল্যাণে নিবেদিত ইসলামী বিধি-বিধানের মূলনীতি। উক্ত গ্রন্থে তিনি মাসালিহ এবং মাফাসিদের সত্যিকার তাৎপর্য, প্রকারভেদ, শ্রেণীবিন্যাস, মাসালিহের মাঝে তুলনামূলক আলোচনা, মাসালিহ এবং মাফাসিদের মাঝে অগ্রাধিকার, মাফাসিদের মাঝে তুলনামূলক আলোচনা এবং একটিকে অপরটির ওপর অগ্রাধিকার প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত গ্রন্থ তিনি মাসালিহ সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন, এটিই মূলত মাকাসিদ। তিনি মাসালিহ ও মাকাসিদ শব্দের সমানভাবে ব্যবহার করেছেন। কখনো মাসালিহ দ্বারা মাকাসিদ, আবার কখনো মাকাসিদ দ্বারা মাসালিহ উদ্দেশ্য করেছেন।[154]

মাকাসিদ আশ-শারি'আহ বিষয়ে ইমাম আল-ইযয ইবন আবদিস সালাম এর আরও কয়েকটি বক্তব্য নিম্নে আলোচনা করা হলো:

الشريعة كلها مصالح : إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح

ইসলামী শারি'আহর পুরোটাই হচ্ছে মাসালিহ তথা কল্যাণ অর্জন, চাই তা অকল্যাণ দূর করার মাধ্যমে হোক, কিংবা কল্যাণকর কিছু অর্জন করার মাধ্যমে হোক।[155]

والمقصود بالشرائع إرفاق العباد

শারি'আহর বিধি-বিধানের চূরান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবতার প্রতি সদয় হওয়া।[156]

---

154. ইমাম আল-ইযয ইবন আবদিস, কাওয়াইদ আল-আহকাম ফি মাসালিহ আল-আনাম , খ. ১, পৃ. ১০, ৪৩, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

155. প্রাগুক্ত পৃ. ৫৭

156. প্রাগুক্ত

জেনে রাখো, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে এমন বিধান প্রণয়ন করেছেন যা উক্ত কাজের মাকাসিদ এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে এবং সংশ্লিষ্ট কল্যাণ অর্জনে সহায়তা করে।[157]

মহান আল্লাহর প্রতিটি বিধি-বিধানের সাথে হিকমাত তথা অন্তর্নির্হিত তাৎপর্য জড়িত রয়েছে এবং শারি'আহ প্রণীত সংশ্লিষ্ট উপায়-উপকরণ ও শর্তাদির মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে।[158]

আমরা কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত মাকাসিদগুলো অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করলে বোঝতে পারবো, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি ছোট বড় কল্যাণ (خير) অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং প্রতিটি ছোট বড় অকল্যাণ (شر) থেকে বারণ করেছেন। সাধারণত 'খাইর' বলতে কল্যাণ অর্জন (جلب المصالح) এবং অকল্যাণ বর্জন(درء المفاسد) বুঝানো হয়।[159]

### ৩.৮) ইমাম ইবন তাইমিয়াহ ও মাকাসিদ

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়ার লিখনীতে মাকাসিদ সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা বিদ্যমান। তিনি ইসলামী বিধি-বিধানের অন্তর্নির্হিত হিকমাত, সৌন্দর্য ও মাকাসিদের জ্ঞান অর্জনকে ইসলামী শারি'আহতে পাণ্ডিত্য অর্জনের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করেছেন।[160]

মাকাসিদ সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করেছেন, যেমন কৌশল অবলম্বন (الحيل), খারাপ কাজের পথ বন্ধ করা (سد الذرائع), বিধি-বিধানের অন্তর্নির্হিত কারণ অনুসন্ধান (تعليل الأحكام), ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[161]

'ইমাম ইবন তাইমিয়াহ মাকাসিদ আশ-শারি'আহর জ্ঞানকে দ্বীনের মধ্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যিক বিবেচনা করে বলেন, "যে ব্যক্তি কোন কাজের সত্তাগত গুণকে অস্বীকার করে, কাজকে শুধু নির্দেশের সাথে সম্পৃক্ত করে এবং সে মনে করে কাজের সাথে নিরেট সম্বোধন ছাড়া অন্য কোন কিছুর সম্পৃক্ততা নেই; এর মাধ্যমে সে শারি'আহর বিধানের অন্তর্নির্হিত কল্যাণ-অকল্যাণ, ভালো-মন্দ, শারি'আতের বিধানাবলিও তার ইল্লাহ'র মধ্যকার সামঞ্জস্যতাকে অস্বীকার করে। তাছাড়া এর মাধ্যমে সে দ্বীনের বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যিক একটি

---

157. প্রাগুক্ত

158. প্রাগুক্ত

159. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

160. ইবন তাইমিয়াহ, প্রাগুক্ত , খ. ১১, পৃ. ৩৫৪, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত পৃ. ৬০

161. আল-ইউবী, প্রাগুক্ত, খ. ৬২, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

বিষয়ের অস্বীকার করে, তা হচ্ছে শারি'আহর বিধি- বিধানের অন্তর্নির্হিত হিকমাত, তাৎপর্য, মাকাসিদ, অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য ইত্যাদি জানা, বোঝা ও উপলব্ধি করা'।[162]

এছাড়াও ইমাম ইবন তাইমিয়াহ সঠিক এবং বাতিল কিয়াস এর মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষেত্রে মাকাসিদের জ্ঞানকে আবশ্যিক হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, সঠিক এবং বাতিল কিয়াসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার জ্ঞান অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞান। যে ব্যক্তি ইসলামী শারি'আহর বিধি-বিধানের মাকাসিদ, অন্তর্নির্হিত তাৎপর্য, শারি'আহর সৌন্দর্যের অসংখ্য বিষয়, শারি'আহ কর্তৃক মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, শারি'আহ সংশ্লিষ্ট পরিপূর্ণ হিকমাত, সীমাহীন উদারতা ও শর্তহীন আদল-ইনসাফ ইত্যাদি বোঝতে সক্ষম হবে সে কেবল সঠিক এবং বাতিল কিয়াসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে সক্ষম হবে।[163]

উল্লেখ্য যে, ইমাম ইবন তাইমিয়াহ তাঁর আলোচনায় 'মাসালিহ' শব্দের বেশি ব্যবহার করেছেন এবং মাসালিহ সংক্রান্ত বিভিন্ন মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন প্রকার মাসালিহ এর অগ্রাধিকার দেয়ার মূলনীতি ও পদ্ধতি, অগ্রাধিকার প্রদানের গ্রহণযোগ্য মাপকাঠি, সৎ কাজের নির্দেশ এবং অসৎ কাজের প্রতিবিধান করার ক্ষেত্রে মাসালিহ (কল্যাণ) ও মাফাসিদ (অকল্যাণ) জানা ও বোঝার গুরুত্ব, মাসালাহা'র ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টির কারণ ইত্যাদি আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। [164]

উপরন্ত ইমাম ইবন তাইমিয়াহ কতিপয় বিধান প্রণয়নের সংশ্লিষ্ট মাকাসিদ ও হিকমাত বর্ণনা করেছেন। যেমন শাসনকার্য পরিচালনা এবং শাসক নিয়োগের মাকাসিদ, মুশরিকদের বিরোধিতার বিধানের মাকাসিদ, জিহাদের মাকাসিদ ইত্যাদি।[165]

### ৩.৯) ইমাম আশ-শাতিবী ও মাকাসিদ

ইমাম আবু ইসহাক আশ-শাতিবীকে মাকাসিদ শাস্ত্রের ইমাম বলা হয়। তার পূর্বে এ শাস্ত্রের আলোচনা শুরু হয়েছিলো; কিন্তু তিনিই প্রথম এটাকে একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রের রূপ দান করেন। এজন্য

---

162. ইবন তাইমিয়াহ, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৩৫৪, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

163. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

164. প্রাগুক্ত

165. প্রাগুক্ত

ইমাম শাতিবীর চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি অতীতের সকল চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবেষ্টন করে। এ ময়দানে তার চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিই পরিপূর্ণ ও সর্বজনীন। তারপর শায়খ ইবন আশুর ইমাম শাতিবীর কাজের মধ্যে শুধু সংযোজন ও বৃদ্ধিই করেননি, বরং তার চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব রূপদানে পরিপূর্ণ চেষ্টা চালিয়েছেন। এজন্য ইবন আশুরের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির অধ্যয়ন চিন্তার দরজা খুলে দেয়।

ইমাম শাতিবী রহ. তার 'আল-মুওয়াফাকাত' গ্রন্থে মাকাসিদকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন-

**প্রথম প্রকার: مقاصد الشارع বা শারি'আহ প্রণেতার মাকাসিদ**

**দ্বিতীয় প্রকার: مقاصد المكلف বা বান্দার মাকাসিদ**

এ দুই প্রকারের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ:

প্রথম প্রকার: مقاصد الشارع বা শারি'আহ প্রণেতার মাকাসিদ

শারি'আহ প্রণয়নকারী সত্তা একমাত্র আল্লাহ তাআলা। শারি'আহ প্রণয়নের দ্বারা আল্লাহ তাআলার কী উদ্দেশ্য, কেন তিনি শারি'আহর বিধি-বিধান নাযিল করলেন, এসব বিধি-বিধান নাযিলের পিছনে তাঁর কী উদ্দেশ্য লুকায়িত? এটাকেই শারি'আহ প্রণেতার মাকাসিদ (مقاصد الشارع) বলা হয়। আল্লাহ তা'আলার কোনো কাজ হিকমাহ ও প্রজ্ঞা থেকে খালি হয় না। আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যেসব বিধান নাযিল করেছেন তা দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য কী? কেন তিনি শারি'আহর এসব বিধান প্রণয়ন করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তরই প্রথম প্রকার।

"এ প্রকার মাকাসিদকে ইমাম শাতিবী রহ. চারভাগে বিভক্ত করেছেন-

১) قصد الشارع في وضع الشريعة (শারি'আহ প্রণয়নের ক্ষেত্রে শারি'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য)

২) قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام (শারি'আহ বোঝার ক্ষেত্রে শারি'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য)

৩) قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها (বান্দাকে শারি'আহর নির্দেশ অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে শারি'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য)

৪) ( قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة) (বান্দাকে শারি'আহর বিধিবিধানের আওতায় আনার ক্ষেত্রে শারি'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য)"।[166]

এ চার প্রকার মাকাসিদকে ইমাম শাতিবী রহ. مقاصد الشارع (শারি'আহ প্রণেতার মাকাসিদ) শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এ চার প্রকার মাকাসিদ হলো 'শারি'আহ প্রণেতার মাকাসিদ'। যার বিশ্লেষণ নিম্নরূপ:

**১) قصد الشارع في وضع الشريعة (শারি'আহ প্রণয়নের ক্ষেত্রে শারি'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য)**

শারি'আহ প্রণেতা মহান আল্লাহ তা'আলা কী উদ্দেশ্যে এ শারি'আহ প্রণয়ন করেছেন? ইমাম শাতিবীর নিকট শারি'আহর বিধি-বিধান প্রণয়নের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে বান্দার মাসলাহা বা কল্যাণ নিশ্চিত করা। ইমাম শাতিবী বলেন, শারি'আহর বিধি-বিধান এজন্য প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে শারি'আহ মানুষের কাছে যে মাসলাহা বা কল্যাণ প্রত্যাশা করে তা যেনো পূর্ণ হয়। সংক্ষেপে যাকে বলা যায় تحفيظ الشريعة باختيار المصالح। অর্থাৎ বান্দা কর্তৃক শারি'আহর বিধি-বিধান পালনের মধ্য দিয়ে শারি'আহর মাসালিহ ও কল্যাণ গ্রহণপূর্বক শারি'আহ সংরক্ষণ করা। এটাই শারি'আহর মাকাসিদ।

**২) قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام (শারি'আহ বোঝার ক্ষেত্রে শারি'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য)**

তাফহীমে শারি'আহ বা শারি'আহ বোঝার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য কী? এ প্রসঙ্গে ইমাম শাতিবী রহ. দুটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন-

০১. শারি'আহ 'আরবী ভাষায়' নাযিল হয়েছে
০২. শারি'আহ উম্মিদের প্রতি নাযিল হয়েছে

**শারি'আহ আরবী ভাষায় নাযিল হওয়ার ব্যাখ্যা**

[166]. শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৬

শারি'আহ আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে- এর উদ্দেশ্য হলো শারি'আহর প্রথম উৎস কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। এটা বোঝার জন্য আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা ছাড়া কুরআন ও শারি'আহ বোঝা সম্ভব নয়। সুতরাং তাফহীমে শারি'আহ বা শারি'আহ বোঝার জন্য যেমন আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য, তেমনিভাবে শারি'আহর মাকাসিদ বোঝার জন্যও আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। ইমাম শাতিবী রহ. বলেন,

الشريعة عربية، وإن كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم، فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة ، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة

শারি'আহ আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে; তাহলে শারি'আহ সে ব্যক্তিই পূর্ণাঙ্গভাবে বোঝতে সক্ষম, যে আবরী ভাষা পূর্ণাঙ্গভাবে বোঝতে সক্ষম। যদি আমরা ধরে নিই, কেউ আরবী ভাষা বোঝার ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরের, তাহলে সে শারি'আহ বোঝার ক্ষেত্রেও প্রাথমিক স্তরের হবে। এমনিভাবে যদি সে আরবী ভাষা বোঝার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরের হয়, তাহলে সে শারি'আহ বোঝার ক্ষেত্রেও মাধ্যমিক স্তরের হবে। মাধ্যমিক স্তরের ব্যক্তি চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হতে পারে না। আর যদি সে আরবী ভাষা বোঝার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত স্তরের হয়, তাহলে সে শারি'আহ বোঝার ক্ষেত্রেও উচ্চ স্তরের হবে।[167]

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إنا أنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"আমি কুরআনকে আরবী ভাষায় নাযিল করেছি। যাতে তোমরা বোঝতে পারো।"[168]

তিনি আরো বলেন-

لِسَانُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ إليهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ

"তারা যার প্রতি এটা আরোপ করে যে, এর ভাষা আরবী নয়। অথচ এটা (কুরআন) স্পষ্ট আরবী ভাষা।"[169]

---

167. শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২, ৪৮৩

168. আল-কুরআন, ১২: ২

169. আল-কুরআন, ১৬: ১০৩

এসব আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। আর আরবী শব্দসমূহের একাধিক অর্থ, ভিন্ন ভিন্ন মর্ম এবং সমার্থক শব্দাবলী থাকে। এসব কিছু দাবী করে, যতক্ষণ পর্যন্ত আরবী ভাষার সব রীতিনীতি ও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে দক্ষতা অর্জিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সঠিক অনুবাদ  করা সম্ভব নয়।

**কুরআন উম্মিদের প্রতি নাযিল হওয়ার ব্যাখ্যা**

শারি'আহ  উম্মিদের প্রতি নাযিল হয়েছে- ইমাম শাতিবী এ কথাকে هذه الشريعة المباركة أمية বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।[170] অর্থাৎ যারা শারি'আহর প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ এবং যাদের উপর শারি'আহ প্রথম নাযিল হয়েছে, তারা 'উম্মী' ছিলেন তথা লেখাপড়া জানতেন না। তাদের শুভ্র প্রকৃতি অনুযায়ী কুরআন নাযিল হচ্ছিলো। এজন্য তাতে সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গভাবে মানবতার মাসালিহ ও কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

**৩) قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها (বান্দাকে শারি'আহর নির্দেশ অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে শারি'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য)**

মানুষকে শারি'আহ পালনে বাধ্য করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য কী? অর্থাৎ মানুষ কোন পর্যায়ে শারি'আহ পালনে বাধ্য এবং কোন পর্যায়ে বাধ্য নয়? এ প্রশ্নের উত্তরে ইমাম শাতিবী রহ. দুটি বিষয় আলোচনা করেছেন-

**০১. এমন হুকুম পালনে বাধ্য করা যা মানুষের শক্তি ও সামর্থের বাইরে:**

প্রথম বিষয় হলো এমন কাজের হুকুম দেয়া যা মানুষের শক্তি ও সামর্থের বাইরে। ইমাম শাতিবী বলেন, শারি'আহ মানুষকে এমন কাজের হুকুম দেয়নি যা তার শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে। পবিত্র কুরআন পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছে-

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"আল্লাহ কারো উপর তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বভার চাপান না।"[171]

---

[170]. আশ-শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৬

[171]. আল-কুরআন, ২: ২৮৬

শারি'আহ পালনে মানুষকে বাধ্য করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য হলো বান্দার শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে শারি'আহর উপর আমল করতে বাধ্য করা। যেসব বিষয় পালন করা বান্দার শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে, সেসব বিষয় তার কাছে দাবী করা শরীয়তে অনুমোদন নেই।

উদাহরণস্বরূপ মানুষের প্রাকৃতিক বিষয়াবলী যেমন খাওয়া, পান করা, ঘুমানো, বাথরুম করা ইত্যাদি এবং জন্মগত গুণাবলী যেমন মোটা হওয়া, পাতলা হওয়া, লম্বা হওয়া, খাটো হওয়া ইত্যাদি বিষয়াবলি। এসব বিষয়াবলী বান্দার শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে। কারণ যদি কাউকে বলা হয়, তুমি কখনো ঘুমাবে না, পানাহার করবে না বা বাথরুম করবে না অথবা তুমি খাটো আছো লম্বা হয়ে যাও বা লম্বা আছো খাটো হয়ে যাও। এসব বিষয় বান্দার ক্ষমতার বাইরে। তাই আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে এমন নির্দেশ দেন নাই। মানুষকে তার শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে নির্দেশ দেয়া যেহেতু শারি'আহর উদ্দেশ্য নয়, তাই ইমাম শাতিবী এ বিষয়ে আলোচনা করেননি।[172]

**০২. এমন হুকুম পালনে বাধ্য করা যা মানুষের শক্তির ভেতরে তবে তাতে কিছু কষ্ট আছে:**

"দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কুরআন ও সুন্নাহ মানুষকে সেসব বিষয় পালনে বাধ্য করেছে, যাতে মানুষের শক্তি ও সামর্থ্য আছে। তবে তাতে কিছু কষ্ট আছে। এখন কথা হলো- কোন বিধানে কী পরিমাণ কষ্ট পাওয়া যায় তা কীভাবে নির্ণয় করা হবে। অনেক সময় স্পষ্ট হয় না যে, তাতে কষ্ট আছে কি না এবং থাকলে কি পরিমাণ আছে। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ তাআলা একে অপরকে মহব্বত করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহব্বতের সম্পর্ক অন্তরের সাথে যা মানুষের সাধ্যের মধ্যে নেই। অথচ শারি'আহর বিধি-বিধান মানুষের সাধ্যের মধ্যে। তাহলে আল্লাহ তাআলা কি সাধ্যের বাইরে নির্দেশ দিলেন? এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে স্পষ্ট হয় যে, আসলে শারি'আহর বিধানের সম্পর্ক উপকরণের সাথে যা অর্জন করা মানুষের সাধ্যের মধ্যে। যেমন মহব্বত করার নির্দেশের অর্থ হলো এমন উপকরণ গ্রহণ করা যা দ্বারা মহব্বত সৃষ্টি হয়। এটা সাধ্যের ভিতরে।

**৪) قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة (বান্দাকে শারি'আহর বিধি-বিধানের আওতায় আনার ক্ষেত্রে শারি'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য)**

---

172. ইমাম শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৩

মানুষকে শারি'আহর বিধি-বিধানের অধীনের আনার ক্ষেত্রে শারি'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য কী? এ ব্যাপারে ইমাম শাতিবী বলেন, মুকাল্লাফ তথা মানুষকে শারি'আহর বিধি-বিধানের আওতায় আনার ক্ষেত্রে শারি'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে নফসের গোলামী থেকে বের করে আনা, যাতে সে নিজের ইচ্ছায় আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দা হয়ে যায়। মানুষকে শারি'আহর বিধি-বিধানের আওতায় আনার দ্বারা শারি'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য হলো, যাতে মানুষ নফস ও প্রবৃত্তির গোলাম না হয়ে আল্লাহর গোলাম হয়ে যায়।

**দ্বিতীয় প্রকার: مقاصد المكلف বা বান্দার মাকাসিদ**

'মুকাল্লাফ' দ্বারা উদ্দেশ্য বান্দা তথা যাদের জন্য শারি'আহর বিধি-বিধান নাযিল করা হয়েছে। শারি'আহর বিধি-বিধান পালনের দ্বারা বান্দার উদ্দেশ্যকেই বান্দার মাকাসিদ (مقاصد المكلف) বলা হয়। মানুষের মধ্যে অক্ষম ও নাবালেগ শিশু ছাড়া বাকি সবাই শারি'আহর মুকাল্লাফ তথা তাদের উপর শারি'আহর বিধান প্রযোজ্য। তাদের কাজ হলো আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলা। এই আনুগত্যকেই আরবী ভাষায় 'তাকলীফ' বলা হয়। আর যারা আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলেন তাদেরকে 'মুকাল্লাফ' তথা বান্দা বলা হয়। কুরআনুল কারীম এ অর্থেই বলেছে,

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"আল্লাহ কারো উপর তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বভার চাপিয়ে দেন না।"[173]

"শারি'আহর বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে বান্দার উদ্দেশ্য কী হবে? এবং কোন নিয়ত ও চেতনায় সে আমল করবে? এটাই مقاصد المكلف তথা মানুষের মাকাসিদ ও উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাতিবী বলেন, সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আমল চাই ইবাদত হোক বা আচার-অভ্যাস হোক। তাতে মানুষের নিয়ত ও ইচ্ছারই মৌলিক ভূমিকা থাকে। কোনো আমলের পিছনে আমলকারীর ইচ্ছা ও নিয়তই সে আমলের গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়। মানুষের নিয়ত ও ইচ্ছা দ্বারাই আমল সঠিক অথবা বাতিল হয়। আমল কখন ইবাদত হয় এবং কখন রিয়া ও লোকপ্রদর্শন হয়- তা নিয়ত ও ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। ইচ্ছা ও নিয়তের কারণেই আমল ফরয অথবা নফল হয়, বরং ঈমান

---

[173]. আল-কুরআন, ২: ২৮৬

অথবা কুফর হয়। দেখুন, সিজদা একটি আমল। যদি সেটা আল্লাহর জন্য করা হয় তাহলে তা ঈমান হবে আর গায়রুল্লাহর জন্য করা হলে তা কুফর হবে। সিজদা একই আছে। কিন্তু ইচ্ছা ও নিয়ত তার অবস্থানকে বদলে দিচ্ছে। সুতরাং আমলের সাথে নিয়ত ও ইচ্ছা সংশ্লিষ্ট হলেই কেবল তা শারি'আহর বিধান হিসেবে বিবেচিত হবে। যদি কোনো নিয়তই না থাকে তাহলে তা শারি'আহর বিধান হবে না। যেমন ঘুমের মধ্যে আমল ও পাগলের আমলের কোনো হুকুম নেই।

ইমাম শাতিবী মাকাসিদুশ শারি'আহর উপর ব্যাপক ও বিশাল কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি মাকাসিদুশ শারি'আহর বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে এটিকে একটি স্বতন্ত্র জ্ঞান ও শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্ট করেছেন। ইমাম শাতিবীর পূর্বে বিভিন্ন উসূলবিদ আলেম ও ফকীহ ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে মাকাসিদুশ শারি'আহ বিষয়ে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা পেশ করেছেন। তাদের মধ্যে ইমাম জুওয়াইনী (মৃত্যু ৪৭৮ হিজরী), ইমাম গাযালী (মৃত্যু ৫০৫ হিজরী), ইমাম রাযী (মৃত্যু ৬০৬ হিজরী), ইমাম আমেদী (মৃত্যু ৬৩১ হিজরী), ইমাম ইযযুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম (মৃত্যু ৬৬০ হিজরী), ইমাম শিহাবুদ্দীন কারাফী (মৃত্যু ৬৮৫ হিজরী), ইমাম নাজমুদ্দীন তুফী (মৃত্যু ৭১৬ হিজরী), ইমাম ইবনে তাইময়িা (মৃত্যু ৭২৮), ইমাম ইবনুল কায়্যিম (মৃত্যু ৭৫১ হিজরী) প্রমুখ উলামায়ে কিরাম ও উসূলবিদগণ এ ময়দানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন এবং এ শাস্ত্রকে উত্তরোত্তর উন্নতি, প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেন। তবে ইমাম আবু ইসহাক শাতিবী রহ. এ শাস্ত্রের জনক ও ইমাম"।[174]

### ৩.১০) শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী ও মাকাসিদ

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) (১৭০৩–১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ, সংস্কারক এবং ফিকহের নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তিনি ইসলামী জ্ঞানচর্চায় এমন এক নতুন ধারা সূচনা করেন যেখানে শারি'আহর বাহ্যিক রূপের পাশাপাশি এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বা "মাকাসিদুশ শারি'আহ" এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। তাঁর মতে, শারি'আহর মূল লক্ষ্য হলো মানুষের কল্যাণ, ন্যায়বিচার ও সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা। নিচে তাঁর দৃষ্টিতে মাকাসিদের গুরুত্ব সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

### ১. মাকাসিদুশ শারি'আহর মৌলিক ধারণা

174. শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৩, ৪৯৪

"মাকাসিদুশ শারি'আহর" অর্থ শারি'আহর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ইসলামী শারি'আহ কেবল আইন বা বিধান নয়; বরং এটি মানবকল্যাণের পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা। শারি'আহর প্রতিটি বিধান মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদাকে কেন্দ্র করে। আর সে গুলো হলো-

1. ধর্ম (الدين),
2. জীবন (النفس),
3. বুদ্ধি (العقل),
4. বংশ বা বংশধারা (النسل),
5. সম্পদ (المال)

**২. শরিয়তের গভীর উপলব্ধি অর্জনের মাধ্যম**

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) এর মতে, শরিয়তের বিধান শুধু আচার-অনুষ্ঠান নয়; এগুলোর পেছনে মানুষের কল্যাণ, ন্যায়বিচার, ভারসাম্য ও সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিহিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি শরিয়তের মাকাসিদ বোঝতে পারে, সে-ই শরিয়তের প্রকৃত রুহ উপলব্ধি করতে সক্ষম।

**৩. "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা"-য় মাকাসিদের তাত্ত্বিক ভিত্তি**

শাহ ওয়ালিউল্লাহর বিখ্যাত গ্রন্থ "حجة الله البالغة" (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা) মাকাসিদুশ শারি'আহ বিষয়ের এক মৌলিক উৎস। তিনি সেখানে শারি'আহর বিধানসমূহকে যুক্তি, প্রজ্ঞা ও সামাজিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেছেন।

তাঁর উক্তি:

إن الله تعالى وضع الشرائع لتكميل الناس في مصالحهم، ودفع الفساد عنهم

"আল্লাহ তাআলা শারি'আহ প্রণয়ন করেছেন মানুষের কল্যাণ সাধন ও অনিষ্ট দূর করার জন্য"।[175] এ বক্তব্যে তিনি শারি'আহর মর্মার্থকে কল্যাণমুখী ও উদ্দেশ্যভিত্তিক দৃষ্টিকোণে উপস্থাপন করেছেন যা মাকাসিদ চিন্তার ভিত্তি।

**৪. শারি'আহর লক্ষ্য: ন্যায় ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা**

---

[175]. শাহ ওয়ালিউল্লাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ২

শাহ ওয়ালিউল্লাহর মতে, শারি'আহর প্রতিটি বিধান সমাজে ভারসাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রণীত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন আর আমাদের দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করুন"।[176]

এখানে স্পষ্ট যে শারি'আহ কেবল আখিরাতে নয়, বরং দুনিয়াতেও মানুষের কল্যাণ কামনা করে।

### ৫. ইবাদতের মাকাসিদ: আত্মিক ও সামাজিক উন্নয়ন

শাহ ওয়ালিউল্লাহ ইবাদতের পেছনের উদ্দেশ্যকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, সালাত, সিয়াম, হজ্ব ও যাকাত এগুলো কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এগুলোর মাধ্যমে মানবআত্মার পরিশুদ্ধি ও সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বলে,

إن العبادات شرعت لتزكية النفس وتقويم الأخلاق وربط العبد بخالقه

ইবাদত শরীয়ত সম্মত হয়েছে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে, চরিত্রকে শোধন করতে এবং বান্দাকে তার রবের সঙ্গে যুক্ত করতে।

### ৬. ইজতিহাদ ও ফিকহি মতভেদ নিরসনে মাকাসিদের ভূমিকা

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মনে করেন, মুজতাহিদদের মতভেদ প্রায়ই শারি'আহর উদ্দেশ্য বোঝার পার্থক্যের কারণে ঘটে। তাই সঠিক ইজতিহাদ করতে হলে মাকাসিদ গভীরভাবে অনুধাবন করা জরুরি। তিনি বলেন,

من لم يتدبر مقاصد الشريعة وقع في الغلط وابتعد عن الصواب

"যে শারি'আহর উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা করে না, সে ভুলে পতিত হয় এবং সত্য থেকে বিচ্যুত হয়"।[177]
অতএব, শারি'আহর মাকাসিদ বোঝা ছাড়া কোনো মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না।

---

[176]. আল-কুরআন, ২: ২০১

[177]. শাহ ওয়ালিউল্লাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫০

**৭. সামাজিক সংস্কার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় মাকাসিদ**

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মনে করতেন, শারি'আহর বিধানসমূহ মানবজীবনের পাঁচটি মূল চাহিদা (ধর্ম, জীবন, বুদ্ধি, বংশ, ও সম্পদ) রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত।

তাই মাকাসিদ হলো মানবতার কল্যাণ (مصلحة العباد) অর্জনের মাধ্যম। তাঁর দৃষ্টিতে শারি'আহর মূল লক্ষ্য হলো "মানব সমাজে ভারসাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, যাতে মানুষ আল্লাহর উদ্দেশ্য পূরণের যোগ্য হয়।"

শাহ ওয়ালিউল্লাহর মতে, শারি'আহ কেবল ব্যক্তি নয়, পুরো সমাজকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। নৈতিকতা, অর্থনীতি, রাজনীতি ও পারিবারিক জীবনে শারি'আহর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করলে সমাজে ন্যায়, শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি সমাজে "الوسطية" (মধ্যপন্থা)-র নীতি প্রচার করেন, যা মাকাসিদের অন্যতম ফল।

**৮. তাঁর গ্রন্থে মাকাসিদ চিন্তার প্রতিফলন**

বিশেষত তাঁর গ্রন্থ "حجة الله البالغة (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা)" তে মাকাসিদুল শারি'আহর ধারণা সুগভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে প্রতিটি বিধানের পেছনে যুক্তি, উদ্দেশ্য ও সামাজিক কল্যাণের ব্যাখ্যা রয়েছে। উদাহরণ: সালাত, যাকাত, সিয়াম, ও হজ্বের মতো ইবাদতের পেছনে মানুষের আত্মিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিহিত আছে।

**৯. শারি'আহর উদ্দেশ্য: মানবকল্যাণ ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা**

শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ বলেন,

إنَّ اللهَ تعالى وضَعَ الشرائعَ لِتَكميلِ النَّاسِ في مَصالِحِهِم، ودَفعِ الفَسادِ عنهم، وتَرتيبِ العالَمِ على أكمَلِ نظامٍ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা শরিয়াত প্রণয়ন করেছেন মানুষের কল্যাণ সম্পূর্ণ করার জন্য, তাদের থেকে অনিষ্ট দূর করার জন্য এবং বিশ্বব্যবস্থাকে সর্বোত্তম ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য।"[178]

এখানে শাহ ওয়ালিউল্লাহ স্পষ্ট করে বলেন যে শরিয়তের প্রতিটি বিধান মানবজীবনের মঙ্গল ও ভারসাম্য রক্ষার জন্যই। এটি মাকাসিদুশ শারি'আহ মূল দর্শন "جلب المصلحة ودرء المفسدة" (কল্যাণ অর্জন ও অনিষ্ট প্রতিরোধ)।

---

[178]. প্রাগুক্ত খ. ১, পৃ. ২৫

## ১০. ইবাদতের মাকাসিদ: আত্মিক পরিশুদ্ধি ও সামাজিক ঐক্য

শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ বলেন,

إنَّ العباداتِ شرعت لِتَزكِيَةِ النَّفسِ، وتقويمِ الأخلاقِ، وربطِ العبدِ بخالقِهِ، ولتوحيدِ الجماعةِ على طاعةِ اللهِ

"ইবাদতসমূহ প্রণীত হয়েছে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য, চরিত্রকে শোধন করার জন্য, বান্দাকে তার রবের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার জন্য এবং সমাজকে আল্লাহর আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য।"[179]

সালাত, সিয়াম, যাকাত ইত্যাদির পেছনে কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং মানুষের আত্মিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিহিত এটাই মাকাসিদের প্রতিফলন।

## ১১. সমাজে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠাই শারি'আহর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য

শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ বলেন,

إنَّ الشريعةَ جاءت لتُقيمَ الموازينَ بينَ أفرادِ الناسِ، في الدينِ والدنيا جميعًا

"শারি'আহ এসেছে মানুষদের মধ্যে ধর্মীয় ও দুনিয়াবি সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য।"[180]

অর্থাৎ, শারি'আহর লক্ষ্য শুধু আখিরাত নয়, দুনিয়াতেও সুবিচার, ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা এটাই মাকাসিদুশ শারি'আহর পূর্ণ ধারণা।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর মতে —

"যে মাকাসিদুশ শারি'আহ বোঝে, সে ইসলামের প্রকৃত রুহ বুঝতে পারে।" শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর চিন্তায় মাকাসিদুশ শারি'আহ এমন এক কেন্দ্রীয় ধারণা, যা ইসলামী শারি'আহকে একটি জীবন্ত, প্রজ্ঞামূলক ও মানবকল্যাণমুখী ব্যবস্থায় রূপ দেয়। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম সমাজকে পুনরায় আত্মসচেতনতা, ভারসাম্য ও ন্যায়বিচারের পথে আহ্বান জানায় — যা আজও সমান প্রাসঙ্গিক ও প্রেরণাদায়ক।

---

[179]. প্রাগুক্ত খ. ২, পৃ. ৬০

[180]. প্রাগুক্ত খ. ২, পৃ. ৭৮

পরিশেষে, মাকাসিদুশ শারি'আহর ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতার উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ উপসংহারে আসতে পারি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি শাস্ত্র হিসেবে সূচনাকাল থেকে অদ্যাবধি মাকাসিদুশ শারি'আহ তিনটি স্তর অতিক্রম করেছে:

**প্রথম স্তর:** অপরাপর বিষয়ের সাথে মাকাসিদ অধ্যয়ন। এ স্তরে মাকাসিদ এককভাবে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে আলোচনা ও অধ্যয়ন করা হয়নি। এ স্তর সাহাবা ও তাবেয়ীদের যুগ থেকে শুরু করে ইমামুল হারামাইন আল-জুওয়াইনীর সময়কাল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ।

**দ্বিতীয় স্তর:** স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে মাকাসিদ অধ্যয়ন। এ স্তরে জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে মাকাসিদ সম্পর্কে আলোচনা, বিশ্লেষণ ও অধ্যয়ন করা হয়েছে। এ স্তর ইমাম আল-জুওয়াইনী থেকে শুরু করে আল-ইযয ইবন আব্দুস সালাম, ক্বারাফী, ইবন তাইমিয়াহ এবং ইবন কাইয়্যিম প্রমুখের সময়কাল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ।

**তৃতীয় স্তর:** চূড়ান্ত ও পৃথক গ্রন্থ রচনা। এ স্তরে মাকাসিদুশ শারি'আহর ওপর পৃথক রচনার ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে। ইমাম আশ-শাতিবী, ইবন আশুর, আল্লাল ফাছী প্রমুখের সময়কাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি পর্যন্ত এ স্তর বিস্তীর্ণ।[181]

এটি ছিল যুগ পরিক্রমায় মাকাসিদুশ শারি'আহর উৎকর্ষ ও ক্রমবিকাশ। অন্যান্য সকল বিষয়ের ন্যায় মাকাসিদুশ শারি'আহর উপর ব্যাপক আকারে গ্রন্থ রচিত হয়নি, যতক্ষণ না এটি জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। অবশ্যই ইতঃপূর্বে মাকাসিদের উপর আলোচনা ছিল; কিন্তু তা স্বতন্ত্রভাবে ছিল না বরং উসূলে ফিকহের একটি অংশ হিসেবে তা আলোচনা করা হয়েছে। স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে পরিচিতি লাভের পর মাকাসিদুশ শারি'আহর উপর বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং অদ্যাবধি রচিত হচ্ছে।

---

181 আল-ইউবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

# তৃতীয় অধ্যায়
# কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মাকাসিদুশ শারি'আহর গুরুত্ব ও উপকারিতা

**সারসংক্ষেপ**

এই অধ্যায় পাঠান্তে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে আবগত হওয়া যাবে তা হলো:

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মাকাসিদুশ শারি'আহর গুরুত্ব যেমন,

এক. মুজতাহিদ, বিচারক ও শাসকের জন্য মাকাসিদের গুরুত্ব

দুই. ইসলামী শারি'আহর শিক্ষার্থীদের জন্য মাকাসিদের গুরুত্ব

তিন. দাঈ ইলাল্লাহ ও সংস্কারকদের জন্য মাকাসিদের গুরুত্ব

চার. সাধারণ মুসলিমের জন্য মাকাসিদের গুরুত্ব

পাঁচ. অমুসলিমদের জন্য মাকাসিদের গুরুত্ব

মাকাসিদুশ শারি'আহ চর্চার উপকারিতা যেমন,

১. শারি'আহর প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝতে সহায়তা করে

২. ফিকহি মতবিরোধে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান গ্রহণে সহায়তা করে

৩. সময়, পরিবেশ ও সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে

৪. ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করে

৫. ন্যায়বিচার ও মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে

৬. চরমপন্থা ও ভুল ব্যাখ্যা প্রতিরোধ করে

৭. রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা রাখে

৮. মুসলিম সমাজে নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি করে

৯. দাওয়াহ ও ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরতে কার্যকর

ইসলামী শারি'আহ কেবল কিছু বিধি-বিধানের সমষ্টি নয়; বরং মানবজীবনের কল্যাণ, সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এ শারি'আহর গভীরতর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও দর্শনকে বলা হয় মাকাসিদুশ শারি'আহ অর্থাৎ, শরীয়তের প্রতিটি বিধানের পেছনে আল্লাহর যে হিকমত, কল্যাণ ও উপকার নিহিত, তা অনুধাবন করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

মাকাসিদুশ শারি'আহর গুরুত্ব এ কারণে অপরিসীম যে, এটি ইসলামী বিধানগুলোকে কেবল বাহ্যিকভাবে নয়, বরং উদ্দেশ্যমূলকভাবে বোঝতে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে পরিষ্কার হয়- শারি'আহ মানবজাতির পাঁচটি মৌলিক বিষয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়: দ্বীন, জীবন, বুদ্ধি, বংশ/সম্মান ও সম্পদ। এ পাঁচটি মূল লক্ষ্য যখন ঠিকভাবে রক্ষা পায়, তখন ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায়, সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

মাকাসিদুশ শারি'আহর উপকারিতা বহুমাত্রিক। এটি ইসলামী আইনকে সময়, পরিবেশ ও অবস্থার সাথে যথাযথভাবে প্রয়োগের পথ নির্দেশ করে; জটিল ফিকহি সমস্যায় ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা গ্রহণে সহায়তা করে; মুসলিম সমাজে দায়িত্বশীলতা, নৈতিকতা ও সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটায়। আধুনিক যুগের দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে মাকাসিদুশ শারি'আহ এক আলোকবর্তিকার মতো কাজ করে- যা আমাদের শেখায় কীভাবে আদর্শকে অটুট রেখে বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এভাবে মাকাসিদুশ শারি'আহ কেবল ফিকহের একটি শাখা নয়; বরং ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রাণ-যা শারি'আহর মানব কল্যাণমূলক চেতনা ও সর্বজনীন প্রজ্ঞাকে সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা করে।

## ১. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মাকাসিদুশ শারি'আহর গুরুত্ব

ইসলামী আইনের শিক্ষার্থী ও গবেষকদের নিকট সুস্পষ্ট যে, মাকাসিদুশ শারি'আহ উসূলে ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। এমনকি ইবন আশুর মাকাসিদুশ শারি'আহকে এ শাস্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সুতরাং মাকাসিদ উসূলে ফিকহের একটি অংশ। প্রাচীন ও বর্তমানে যারা মাকাসিদ নিয়ে কলম ধরেছেন, তারা কখনো উসূলে ফিকহের একটি অধ্যায় হিসেবে এর আলোচনা করেছেন, আবার কখনো এর উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন।

অতএব মাকাসিদ অধ্যয়ন ও জানার গুরুত্ব সরাসরি উসূলে ফিকহ জানা এবং অধ্যয়নের সাথে সম্পৃক্ত। উসূলে ফিকহ জানা এবং এতে দক্ষ হওয়া ব্যতীত যেমন শারি'আহর বিভিন্ন উৎস থেকে বিধান নির্ণয় করা এবং নতুন কোন বিষয়ে শারি'আহর সমাধান দেয়া সম্ভব নয়, তেমনি মাকাসিদের জ্ঞানের অভাবেও তা সম্ভবপর নয়। ইসলামী আইনের সামগ্রিক কিংবা বিশেষ মাকাসিদের উপর পূর্ণ জ্ঞান ব্যতিরেকে বিশুদ্ধ ও সঠিকভাবে কোন বিষয়ে ইসলামের সমাধান প্রদান করা সম্ভব নয়।

তাই ইমাম আশ-শাতিবী বলেন,
যখন কেউ এমন পর্যায়ে উন্নীত হবে যে, সে প্রতিটি অধ্যায়ে ও বিষয়ে শারি'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, তখনি কেবল সে শারি'আহর শিক্ষা দান, ফতোয়া প্রদান এবং আল্লাহর

বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ স. এর প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা লাভ করবে।[182]

অপর এক স্থানে তিনি বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্কলারগণ ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন, যখন তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মাকাসিদ বিবেচনায় উদাসীনতা প্রদর্শন করেন।[183]

এ কারণে ইমাম আশ-শাতিবী সিদ্ধান্তমূলক মতামত দিয়ে বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন এবং সুন্নাহর মাকাসিদ সম্পর্কে অবগত নয়, তার জন্য এ দুটি বিষয় নিয়ে কথা বলা বৈধ হবে না।[184]

ইমাম আশ-শাতিবীর উক্ত বক্তব্য থেকে এটি সুস্পষ্ট যে ইজতিহাদ তথা ইসলামী আইনের গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষকের অবশ্যই মাকাসিদ আশ-শারি'আহর পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে এবং বিশেষ করে গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মাকাসিদের ব্যাপারে দক্ষ হতে হবে ।

শাফেয়ী মাযহাবের আইন প্রণয়নের উৎস বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম আল- জুওয়াইনী বলেন, ইমাম আশ- শাফেয়ী (১৫০-২০৪হি.) সর্বপ্রথম কুরআন কারীমে দৃষ্টিপাত করতেন, এরপর মুতাওয়াতির হাদীস তথা অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বহু লোক হতে বর্ণিত হাদীস, অতঃপর আহাদ (প্রতি স্তরে কমপক্ষে একজন বর্ণনাকারীর বর্ণিত) হাদীসের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন। এগুলোর মধ্যে সমাধান খুঁজে না পেলে তিনি কিয়াস তথা যুক্তির আশ্রয় না নিয়ে ইসলামী শারি'আহর সার্বিক মূলনীতি এবং সর্বজনীন মাকাসিদের প্রতি মনোনিবেশ করতেন। যদি সংশ্লিষ্ট ঘটনার মাকাসিদের আলোকে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারতেন, তাহলে তিনি ইজমা তথা পূর্ববর্তী মুজাহিদগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের আশ্রয় নিতেন, যদি সেখানেও সমাধান না পেতেন তাহলে কিয়াস তথা যুক্তির আশ্রয় নিতেন।[185]

ইমাম আল-জুওয়াইনীর উপরোক্ত বক্তব্য অনুযায়ী ইমাম আশ-শাফেয়ী ইসলামী শারি'আহর সর্বজনীন মূলনীতি ও মাকাসিদকে ইজমার পূর্বে স্থান দিয়েছেন। যদিও উক্ত বক্তব্যটি প্রশ্নসাপেক্ষ; কারণ মাকাসিদুশ শারি'আহর সাথে সাংঘর্ষিক কোন বিষয়ের উপর মুজতাহিদগণের ঐকমত্য অনেকটা অসম্ভব। উপরন্ত ইমাম আশ-শাফেয়ী রচিত 'আর-রিসালাহ' অধ্যয়নে দেখা যায়, তিনি ইজমাকে মাকাসিদের পূর্বে স্থান দিয়েছেন। সর্বোপরি ইমাম আল-জুওয়াইনীর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান

---

182. আশ্-শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১০৬, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

183. প্রাগুক্ত

184. প্রাগুক্ত

185. আল-জুওয়াইনী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭৮, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত পৃ. ৭১

হয় ইজতিহাদ ও ইসতিম্বাত তথা কোন বিষয়ে শারি'আহর বিধান উদঘাটনের ক্ষেত্রে মাকাসিদুশ শারি'আহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর।[186]

মাকাসিদের জ্ঞান অর্জনের সামগ্রিক গুরুত্ব ও ফলাফল নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

| | |
|---|---|
| মাকাসিদের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব ও ফলাফল | حفظ كليات الشريعة ( শারি'আহর মৌলিক ও সার্বিক মূলনীতির সংরক্ষণ) |
| | فهم النصوص ( ইসলামী শারি'আহর নুসুস তথা কুরআন-হাদীসের মূল বাক্যের বোধগম্যতা অর্জন |
| | الترجيح بين الأدلة ( বাহ্যিকভাবে বিরোধপূর্ণ দলিল-প্রমাণের ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান এবং অগ্রাধিকার প্রদানের যোগ্যতা অর্জন) |
| | ضبط الإفتاء ( যথাযথভাবে ফাতওয়া দানে সক্ষমতা অর্জন) |
| | استنباط العلة (শারি'আহর বিধি-বিধানের অন্তর্নিহিত হিকমাত ও তাৎপর্য উদঘাটন করার যোগ্যতা অর্জন) |

সারণি: মাকাসিদের গুরুত্ব ও ফলাফল[187]

যেহেতু মাকাসিদের জ্ঞান সকলের জন্য প্রয়োজন, তাই কোন পর্যায়ে মাকাসিদুশ শারি'আহর জ্ঞান কীভাবে প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

### ১.১) মুজতাহিদ, বিচারক ও শাসকের জন্য মাকাসিদের জ্ঞানের গুরুত্ব

ইসলামী আইনব্যবস্থায় ইজতিহাদ, বিচার ও শাসন এ তিনটি ক্ষেত্রেই সরাসরি মানুষের অধিকার, সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার সাথে সম্পৃক্ত। এসব ক্ষেত্রে শারি'আহর কেবল আংশিক নস বা বাহ্যিক বিধান জানা যথেষ্ট নয়; বরং বিধানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (مقاصد الشريعة) সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান অপরিহার্য। ইমাম শাতিবী (রহ.) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, মাকাসিদের জ্ঞান ব্যতীত শারি'আহর সঠিক প্রয়োগ অসম্ভব। মুজতাহিদ, বিচারক ও শাসকের জন্য মাকাসিদুশ শারি'আহর জ্ঞান অপরিহার্য।

186. ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

187. সাবরী, মাস'উদ, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯,

ইসলামী শারি'আহর দলিল–প্রমাণ ও বিধি-বিধানের সাথে মাকাসিদুশ শারি'আহ গভীরভাবে সম্পৃক্ত। একজন মুজতাহিদ ও ফকীহ'র কাজ হচ্ছে দলিল-প্রমাণ ও বিধি-বিধানের গবেষণা করা, তাই মুজতাহিদ ও ফকীহ'র জন্য মাকাসিদের জ্ঞান থাকা, মাকাসিদ অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন নতুন বিষয়ে ইসলামের বিধান উদঘাটন করতে মুজতাহিদের জন্য মাকাসিদের জ্ঞান অতীব প্রয়োজনীয় ও কার্যকর।

এছাড়া মুজতাহিদ যদি কোন বিষয়ে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর কোন নির্দেশনা না পায়,সে ক্ষেত্রে সে কিয়াস কিংবা অন্যান্য দলিল-প্রমাণের শরণাপন্ন হন। এ ক্ষেত্রে মাকাসিদুশ শারি'আহর জ্ঞান তাকে দলিল-প্রমাণের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সহযোগিতা করে। সাধারণত এ ক্ষেত্রে মুজতাহিদ কিয়াসের দিকে ধাবিত হন। কিয়াস করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান কোন বিধান থেকে ইল্লাহ তথা অন্তর্নিহিত কারণ ও রহস্য উদঘাটন করতে হয়। এ ইল্লাহ অবশ্যই মাকাসিদুশ শারি'আহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। উদঘাটিত এ ইল্লাহ'র আলোকে নতুন বিষয়ের জন্য পরবর্তীতে যে বিধান প্রণয়ন করা হবে তাও অবশ্যই মাকাসিদুশ শারি'আহর সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না ।

মুজতাহিদের নিকট বাহ্যিকভাবে কোন দলিল-প্রমাণ সাংঘর্ষিক মনে হলে, মাকাসিদের আলোকে তিনি উভয় দলিলের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হবেন। এছাড়া কোন বিষয়ে শারি'আহর কোন দলিল, এমনকি কিয়াসও যদি না পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে মাকাসিদের জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপরন্ত কিয়াস থেকে এটি উত্তম, কারণ কিয়াসের ক্ষেত্রে একটি আংশিক বিষয়ের সাথে অন্য একটি আংশিক বিষয়ের তুলনা করা হয়, কিন্তু মাকাসিদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শারি'আহর মৌলিক ও সর্বজনীন,যা অকাট্য কিংবা অকাট্য হওয়ার নিকটতর, মূলনীতির আলোকে সমাধান দেয়া হয়। তাই স্কলারগণ সার্বিক জনকল্যাণ বিবেচনায় সমাধান প্রধান করাকে একটি মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং যে বিষয়ে প্রত্যক্ষ কোন বিধান বা দলিল পাওয়া যায় না সে ক্ষেত্রে সার্বিক জনকল্যাণ বিবেচনায় ইসলামী বিধান প্রণয়ন করতে বলেন। ইসলামী শারি'আহ পুরোটাই মানবকল্যাণে রচিত, তাই যেখানে জনকল্যাণ ও জনস্বার্থ বজায় থাকবে সে আলোকেই শারি'আহর বিধান প্রণয়ন করতে হবে। এভাবেই ইসলামী শারি'আহ কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য সকল বিষয়ের সমাধান প্রদানে সক্ষম হবে।[188]

অনুরূপ বিচারকের জন্যও মাকাসিদের জ্ঞান আবশ্যক। বিচারিক কার্যক্রম, বিচার পদ্ধতি, রায় প্রদান ইত্যাদি অবশ্যই মাকাসিদুশ শারি'আহর আলোকে হতে হবে। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে বিচারের

[188]. ইবন আশুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫-১৮৭ উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩, ৭৪

রায়ে ভিন্নতা আসতে পারে, মাকাসিদের আলোকে তা নির্ধারণ করতে হবে। সুবিচার নিশ্চিত করা, আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও মাকাসিদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামী শাসনব্যবস্থায় শাসকের সিদ্ধান্তসমূহকে বলা হয় সিয়াসাহ শার'ইয়্যাহ, যার ভিত্তি হলো জনকল্যাণ। শাসকের জন্য মাকাসিদ জানা অপরিহার্য, যাতে তার সিদ্ধান্ত জনগণের কল্যাণ ও শারি'আহর উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। করনীতি, নিরাপত্তা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা—এসব ক্ষেত্রে সরাসরি নস পাওয়া যায় না। এখানে শাসক হিফযুন নফস, হিফযুল মাল ও হিফযুদ্দীন–এর আলোকে নীতি নির্ধারণ করেন।

সুতরাং মুজতাহিদ, বিচারকও শাসক সকলের জন্য মাকাসিদের জ্ঞান অতীব প্রয়োজনীয়। তবে এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, ইসলামী স্কলার কিংবা ইসলামী আইনের গবেষক সবাই মাকাসিদের জ্ঞান লাভ করা এবং তা বোঝা ও উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে অবশ্যই সমপর্যায়ের হবে না। স্বীয় সাধনা ও প্রচেষ্টা এবং আল্লাহ প্রদত্ত মেধা ও যোগ্যতার কারণে তাদের অনুধাবন ক্ষমতা ও উপলব্ধির মাত্রা অবশ্যই ভিন্ন পর্যায়ের হবে।[189]

অতঃএব মুজতাহিদ, বিচারক ও শাসক এ তিন শ্রেণির দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের জন্য মাকাসিদুশ শারি'আহর জ্ঞান কেবল একটি অতিরিক্ত যোগ্যতা নয়; বরং এটি তাঁদের দায়িত্ব পালনের মৌলিক শর্ত। মাকাসিদবিহীন ইজতিহাদ, বিচার ও শাসন শারি'আহর প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা সৃষ্টি করে। সুতরাং বলা যায়, মাকাসিদুশ শারি'আহ ইসলামী আইন ও শাসনব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ।

### ১.২) ইসলামী শারি'আহর শিক্ষার্থীদের জন্য মাকাসিদের জ্ঞানের গুরুত্ব

ইসলামী শারি'আহ অধ্যয়ন কেবল নুসূস মুখস্থ করা বা ফিকহি মাসআলা জানা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়; বরং শারি'আহর সামগ্রিক দর্শন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করাই এর মূল উদ্দেশ্য। এ প্রেক্ষাপটে মাকাসিদুশ শারি'আহর জ্ঞান ইসলামী শারি'আহর শিক্ষার্থীদের জন্য একটি মৌলিক ও অপরিহার্য বিষয়। মাকাসিদের জ্ঞান শিক্ষার্থীকে আংশিক দৃষ্টিভঙ্গি, জাহিরবাদিতা ও বিভ্রান্ত ব্যাখ্যা থেকে রক্ষা করে এবং তাকে ভারসাম্যপূর্ণ, গভীর ও দায়িত্বশীল আলিম হিসেবে গড়ে তোলে।

---

189. হাবিব, মাকাসিদুশ শারি'আহ আল-ইসলামীয়া, পৃ. ৯৫, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬

ইসলামী শারি'আহর শিক্ষার্থী যারা এখনো মুজতাহিদ স্কলারদের পর্যায়ে পৌঁছেনি, মাকাসিদের জ্ঞান খুবই প্রয়োজনীয়। তাদের উচিত অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি মাকাসিদুশ শারি'আহর জ্ঞানার্জন করা। এ জ্ঞান শিক্ষার্থীর সামনে ইসলামী শারি'আহর একটি সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটিয়ে তোলে। যার ফলে সে প্রতিটি বিষয়ের প্রকৃত তাত্ত্বিক তাৎপর্য উপলব্ধিকরতে পারবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন বিষয়টি শারি'আহর অন্তর্ভুক্ত, যেমন উসূলে ফিক্হ এবং কোনটি অন্তর্ভুক্ত নয়, যেমন তর্কশাস্ত্র, তা পার্থক্য করতে সক্ষম হবে। প্রতিটি বিষয় যা মানব সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করে, হোক তাৎক্ষণিক বা বিলিম্বিত, তা ইসলামী শারি'আহর অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে প্রতিটি বিষয় যা সমাজে ক্ষতি, বিশৃঙ্খলা এবং কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তা ইসলামী শারি'আহর অন্তর্ভুক্ত নয়। তা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক করা হয়েছে।[190]

ইমাম ইবন কাইয়্যিম বলেন,
মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের নিশ্চয়তা প্রদানে ইসলামী শারি'আহর বিধি-বিধান প্রণীত। ইসলামী শারি'আহর বিধি-বিধানের পুরোটাই আদল-ইনসাফের মাপকাঠি, মানব জাতির জন্য রহমত, মানব কল্যাণে নিবেদিত এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ। সুতরাং যদি কোন বিধান ইনসাফের পরিবর্তে অবিচার প্রতিষ্ঠা করে, রহমতের পরিবর্তে নিষ্ঠুরতার দিকে ধাবিত করে, কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ বয়ে আনে, প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজের পরিবর্তে অনর্থক ব্যস্ততায় লিপ্ত করে, তাহলে উক্ত বিধান অবশ্যই ইসলামী শারি'আহর অন্তর্ভুক্ত নয়, যদিও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে তাকে ইসলামী শারি'আহর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[191]

মাকাসিদুশ শারি'আহ অধ্যয়ন  করার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী বিধি-বিধান প্রণয়নে ইসলামের মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবে, যা বাস্তবায়নের জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীর বিশ্বাসের পাল্লা আরো ভারী হবে, ইসলামী শারি'আহর প্রতি তার ভালবাসা, দায়িত্বানুভূতি, মানসিক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি এটি ইসলামের উপর তার অবস্থানকে আরো শক্তিশালী করবে। সে তার ধর্ম-বিশ্বাস এবং জীবন-বিধান ইসলামকে নিয়ে গর্ব করতে শিখবে। অতএব মাকাসিদুশ শারি'আহর অধ্যয়ন শিক্ষার্থীর মধ্যে ইসলামী শারীয়াহ

---

[190]. মুস্তফা আয-যুহাইলী, মাকাসিদ আশ-শারীয়াহ, পৃ. ৩০৯, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

[191]. ইবন কাইয়্যিম, ই'লাম আল-মুওয়াক্কিয়িন, তাহকীক: শাইখ আব্দুর রহমান আল-ওয়াকীল, খ. ৩, পৃ. ৫, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

অধ্যয়ন এবং ইসলামী বিধানের অন্তনির্হিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানার অধিক আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হবে।[192]

উপরন্ত মাকাসিদুশ শারি'আহর একজন শিক্ষার্থী যদি ইজতিহাদ করার পর্যায়ে পৌঁছাতে সক্ষম না হয়, তথাপিও এর মাধ্যমে সে ফকীহদের বিভিন্ন মতামতের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং স্থান, কাল ও পাত্রভেদে উপযুক্ত সমাধান প্রদান করতে সক্ষম হবে। মাকাসিদের জ্ঞান এ ক্ষেত্রে সঠিক ও উপযুক্ত মতটি বাছাই করতে তাকে সহযোগিতা করবে, যা ইসলামী শারি'আহর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং মানব সমাজের কল্যাণ বয়ে আনবে এবং অকল্যাণ ও ক্ষতিকর বিষয় দূর করবে।[193]

### ১.৩) দাঈ ইলাল্লাহ ও সংস্কারকদের জন্য মাকাসিদের জ্ঞানের গুরুত্ব

ইসলামী দাওয়াহ ও সমাজসংস্কার কার্যক্রম কেবল ভাষণ, নস উদ্ধৃতি বা বাহ্যিক নির্দেশনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর মূল লক্ষ্য হলো মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা, সমাজ থেকে অনাচার দূর করা এবং কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্যসমূহ যথাযথভাবে অর্জনের জন্য মাকাসিদুশ শারি'আহর জ্ঞান দাঈ ইলাল্লাহ ও সংস্কারকদের জন্য অপরিহার্য। মাকাসিদ দাওয়াহকে প্রজ্ঞাপূর্ণ, বাস্তবমুখী ও কল্যাণনির্ভর করে তোলে এবং সংস্কার কার্যক্রমকে ভারসাম্যহীনতা ও চরমপন্থা থেকে রক্ষা করে।

একজন দাঈ ইলাল্লাহ ও সমাজ সংস্কারককে অগ্রাধিকার নির্ধারণনীতি অনুসরণ করতে হবে। সমাজসংস্কারে সব সমস্যাকে একযোগে সমাধান করা সম্ভব নয়। মাকাসিদ দাঈ ও সংস্কারককে অগ্রাধিকার নির্ধারণে সহায়তা করে—কোনটি জরুরি (ضروري), কোনটি প্রয়োজনীয় (حاجي) এবং কোনটি শোভনীয় (تحسيني)। এর ফলে দাওয়াহ ও সংস্কার কার্যক্রম ফলপ্রসূ হয়।

একজন দাঈ ইলাল্লাহ ও সমাজ সংস্কারককে দাওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমাহ অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

192. মুস্তফা আয-যুহাইলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

193. আহমাদ আর-রাইসুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০

“হে নবী! প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও।”[194]

এ হিকমাহ মূলত নস, বাস্তবতা ও মাকাসিদের মধ্যে সঠিক সমন্বয়ের ফল। মাকাসিদের জ্ঞান দাঈকে সমাজ, সংস্কৃতি ও মানুষের মানসিকতা বিবেচনায় নিয়ে দাওয়াহ উপস্থাপনে সক্ষম করে। দাওয়াহ ও সংস্কার কার্যক্রমে কখনো অতিরিক্ত কঠোরতা, আবার কখনো অযাচিত শৈথিল্য দেখা যায়। মাকাসিদ দাঈকে এ দুই প্রান্তিকতা থেকে রক্ষা করে এবং মধ্যপন্থা অবলম্বনে সহায়তা করে।

সমাজসংস্কার হঠাৎ ও জোরপূর্বক বাস্তবায়নের বিষয় নয়। সমাজের অনাচার নিরসনে ধাপে ধাপে সংস্কার করতে হয়। রাসূল (স.) এর মাক্কী দাওয়াহ পর্যায়ক্রমিক সংস্কারের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মাকাসিদ সংস্কারককে ধৈর্য, পর্যায়ক্রম ও কল্যাণের নীতি অনুসরণে দিকনির্দেশনা দেয়। সংস্কারককে প্রায়ই দুই কল্যাণ বা দুই ক্ষতির মধ্যে একটি বেছে নিতে হয়। মাকাসিদের আলোকে বৃহত্তর কল্যাণ অর্জন ও ক্ষুদ্র ক্ষতি সহ্য করার নীতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয়, যা সমাজে স্থিতিশীল সংস্কার নিশ্চিত করে।

“সমাজের দা'য়ী ও সংস্কারকদের ক্ষেত্রেও মাকাসিদের জ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাভাবিকভাবে যারা মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করবে এবং সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করবে তাদের অবশ্যই ইসলামী শারি'আহর জ্ঞান থাকতে হবে। তাদের অবশ্যই জ্ঞানী, ফকীহ ও অভিজ্ঞ হতে হবে। মুজতাহিদের পর্যায়ে না হলেও তাদের অবশ্যই শিক্ষার্থীর পর্যায়ে কিংবা ন্যূনতম মাকাসিদের জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। মাকাসিদের জ্ঞানের মাধ্যমে তারা তাদের করণীয়, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে পারবে। নবী-রাসূল কিংবা আসমানী কিতাব প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারবে এবং সে লক্ষ্যেই আত্মনিয়োগ করতে পারবে। মাকাসিদের জ্ঞানের মাধ্যমে তারা স্থান,কাল ও পাত্রভেদে করণীয় ঠিক করে নিতে পারবে,যা সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করবে এবং অকল্যাণ দূরীভূত করবে। মাকাসিদের জ্ঞান কর্মক্ষেত্রে তাদেরকে আরো জ্ঞানী, বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, আত্মপ্রত্যয়ী ও নিবেদিত করে তুলবে। ইসলামী শারি'আহর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অবগতি তাদের বিশ্বাসের ভিতকে আরো মজবুত করবে, সঠিক কর্মকৌশল নির্ধারণে সহযোগিতা করবে এবং জনকল্যাণ নিশ্চিত করবে”।[195]

---

[194]. আল-কুরআন, ১৬: ১২৫

[195]. মুস্তফা আয-যুহাইলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

দাঈ ইলাল্লাহ ও সংস্কারকদের জন্য মাকাসিদুশ শারি'আহর জ্ঞান কোনো ঐচ্ছিক জ্ঞান নয়; বরং এটি দাওয়াহ ও সংস্কার কার্যক্রমের সঠিক দিকনির্দেশক। মাকাসিদ দাওয়াহকে রহমত, প্রজ্ঞা ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে এবং সংস্কারকে চরমপন্থা ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করে। সুতরাং বলা যায়, মাকাসিদুশ শারি'আহ দাওয়াহ ও সমাজসংস্কারের প্রাণস্বরূপ।

### ১.৪) সাধারণ মুসলিমের জন্য মাকাসিদের জ্ঞানের গুরুত্ব

ইসলামী শারি'আহ কেবল আলিম, মুজতাহিদ বা বিচারকদের জন্য সীমাবদ্ধ কোনো জ্ঞানব্যবস্থা নয়; বরং এটি প্রতিটি মুসলিমের জীবননির্দেশিকা। সে কারণে শারি'আহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ন্যূনতম সচেতনতা সাধারণ মুসলিমের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাকাসিদের জ্ঞান একজন মুসলিমকে ইবাদত, লেনদেন, সামাজিক আচরণ ও নৈতিক জীবনে শারি'আহর সঠিক রূহ অনুধাবনে সহায়তা করে এবং তাকে গোঁড়ামি, বিভ্রান্তি ও অতিরঞ্জন থেকে রক্ষা করে।

সাধারণ মুসলিমরা নিজেদের মধ্যে ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি লালন করে থাকে এবং সময়ে সময়ে তার বহিঃপ্রকাশও ঘটে থাকে। দেখা যায় অনেক সময় বিভিন্ন ইস্যুতে তারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে ইসলামী শারি'আহর মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকার কারণে তারা তাদের যথাযথ করণীয় নির্ধারণে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে না। মাকাসিদের জ্ঞান তাদেরকে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করবে। কোন কর্মকৌশলের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে ইসলামের কল্যাণ হবে, সমাজের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে এবং মানবতার কল্যাণ হবে মাকাসিদের জ্ঞানের মাধ্যমে তারা তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

ইসলামের মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের জ্ঞান তার অন্তরকে প্রশস্ত করার পাশাপাশি তার চিন্তার দিগন্তও উম্মোচন করবে। মাকাসিদের জ্ঞান একজন মুসলিমকে আধুনিক সকল মতবাদ মোকাবিলা করার শক্তি যোগায়। এর মাধ্যমে তার নিকট সকল মতবাদের ভুল-ভ্রান্তি, আত্মপ্রবঞ্চনা, প্রতারনা, বাহ্যিক চাকচিক্য ইত্যাদি সুস্পষ্ট হওয়ার সাথে সাথে ইসলামী বিধানের সৌন্দর্য, গভীরতা, জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠায় এর গুরুত্ব ইত্যাদি প্রতিভাত হয়ে উঠে।[196]

তাইতো ইমাম আল-গাযালী বলেন,

---

[196]. প্রাগুক্ত

শারি'আহর বিধি-বিধানের অন্তনির্হিত তাৎপর্য, মাসলাহা, হিকমাত ইত্যাদির অবগতি অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করে এবং বিধি-বিধান গ্রহণ ও এর সত্যায়নকে দ্রুততর করে। সাধারণত মানবচিত্তে জোরপূর্বক বা না বোঝে ইবাদাত করার তিক্ততার তুলনায় যৌক্তিক বিধি-বিধান, যা জনকল্যাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা গ্রহণ করতে বেশি প্রস্তুত থাকে। তাইতো ওয়াজ-নসিহত, শারি'আহর সৌন্দর্য এবং অন্তনির্হিত সূক্ষ্ম তাৎপর্য আলোচনা এবং শারি'আহর দলিল-প্রমাণ ও মাসলাহা যে একই সুতোয় আবদ্ধ ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনা করাও উত্তম (মুস্তাহাব)। ব্যক্তির জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী তার নিকট শারি'আহর সৌন্দর্য ও এর প্রতি অবিচলতা বৃদ্ধি পায়।[197]

সাধারণ মুসলিমের জন্য মাকাসিদুশ শারি'আহর জ্ঞান কোনো বিশেষায়িত তাত্ত্বিক বিষয় নয়; বরং এটি তার দ্বীনি জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনার একটি কার্যকর হাতিয়ার। মাকাসিদ সাধারণ মুসলিমকে দ্বীনের রূহ, ভারসাম্য ও মানবিকতা অনুধাবনে সক্ষম করে এবং তাকে বিভ্রান্তি ও চরমপন্থা থেকে সুরক্ষা দেয়। অতএব বলা যায়, মাকাসিদুশ শারি'আহ সম্পর্কে সচেতনতা একজন মুসলিমকে সচেতন, দায়িত্বশীল ও কল্যাণমুখী জীবনযাপনে সহায়তা করে।

### ১.৫) অমুসলিমদের জন্য মাকাসিদের জ্ঞানের গুরুত্ব

ইসলামী শারি'আহকে অনেক সময় অমুসলিম সমাজে কেবল কিছু কঠোর দণ্ডবিধি বা আচারগত বিধানের সমষ্টি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যার ফলে শারি'আহ সম্পর্কে ভুল ধারণা ও ভীতি (Islamophobia) সৃষ্টি হয়। এ প্রেক্ষাপটে মাকাসিদুশ শারি'আহর জ্ঞান অমুসলিমদের নিকট ইসলামী শারি'আহ প্রকৃত রূহ, মানবিকতা ও কল্যাণমুখী দর্শন অনুধাবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি। মাকাসিদ শারি'আহ বিধানসমূহের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে এবং প্রমাণ করে যে, ইসলাম একটি ন্যায়ভিত্তিক ও মানবকল্যাণকামী ব্যবস্থা।

"সাধারণত স্থান,কাল,পাত্র সর্বক্ষেত্রে নিজের স্বার্থ অন্বেষণে মানুষ সর্বদা ব্যস্ত থাকে। নিজের জন্য যা কল্যাণকর তা অর্জন করতে এবং যা ক্ষতিকর তা থেকে দূরে থাকতে মানুষ সর্বদা সচেষ্ট থাকে। লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজের সাধ্যের সবটুকু ত্যাগ করতেও মানুষ দ্বিধাবোধ করে না। এমনকি লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলে আত্মহত্যা করে নিজের জীবন নিঃশেষ করে দিতেও মানুষ কুণ্ঠাবোধ করে না। তথাকথিত উন্নত বিশ্বে এ ধরনের আত্মহত্যার সংখ্যা অনেক বেশি দেখা যায়। মাকাসিদুশ শারি'আহর জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মানুষ ইসলামী শারি'আহর মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানতে, বোঝতে

---

[197]. আল-গাযালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪১, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

এবং উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। তারা আরো বোঝতে পারবে, ইসলামী বিধি-বিধান তাদের যাবতীয় কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং যাবতীয় অকল্যাণ দূরীভূত করার নিশ্চয়তা দেয়। মাকাসিদের জ্ঞান মানুষকে আরো উপলব্ধি করতে শিখায়, ইসলামী বিধি-বিধান মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে, দুর্ভাগ্য থেকে সৌভাগ্য এবং দুঃখ থেকে সুখের পথ নির্দেশ করে থাকে। তাই দেখা যায়, বিপুল সংখ্যক অমুসলিম যখনি ইসলামের মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে তখনি তারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। সুতরাং অমুসলিমদের জন্যও মাকাসিদের জ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ''।[198]

অমুসলিমদের জন্য মাকাসিদুশ শারি'আহর জ্ঞান ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বশর্ত নয়; বরং এটি ইসলামী শারি'আহকে ন্যায়সংগতভাবে বোঝার একটি বুদ্ধিবৃত্তিক মাধ্যম। মাকাসিদ ইসলামী শারি'আহর মানবিকতা, ন্যায়পরায়ণতা ও সার্বজনীন কল্যাণমূলক চরিত্র উন্মোচন করে এবং মুসলিম–অমুসলিম পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ সুগম করে।

### ১.৬) আধুনিক সমস্যাবলীর সমাধানে মাকাসিদুশ শারি'আহর গুরুত্ব

আধুনিক যুগ বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, বৈশ্বিক অর্থনীতি এবং সামাজিক রূপান্তরের যুগ। এই পরিবর্তনের ফলে মানবসমাজে এমন বহু নতুন সমস্যা (النوازل المعاصرة) সৃষ্টি হয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে সরাসরি ও সুস্পষ্ট নস (نص) পাওয়া যায় না। এ প্রেক্ষাপটে ইসলামী শরীআহ'র স্থায়িত্ব, সার্বজনীনতা ও যুগোপযোগিতা প্রমাণের জন্য মাকাসিদুশ শরী'আহ একটি অত্যন্ত কার্যকর ও অপরিহার্য পদ্ধতিগত হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়। মাকাসিদ শরী'আহর মৌলিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আধুনিক সমস্যার শরী'আতসম্মত সমাধান প্রদানে দিকনির্দেশনা দেয়।

'মাকাসিদুশ শারি'আহ ফিকহ শাস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। ইসলামের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, সৌন্দর্য ও তাৎপর্যের আলোকে বিধান নির্ধারণ, বিচার ও সিদ্ধান্ত দানের ক্ষেত্রে এ জ্ঞান অতীব প্রয়োজন। এ বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান ব্যতীত কারো পক্ষে কোনো বিষয়ে বিশুদ্ধ ও সঠিকভাবে ইসলামের সমাধান প্রদান করা সম্ভব নয়। আমরা যুগে যুগে মুজতাহিদগণকে দেখতে পাই যে, কোনো বিষয়ে সমাধান দেয়ার প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষ মাকাসিদকে তাঁরা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেন। সময়ের আবর্তনে মানুষের জীবনে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। যাকে

[198]. হাবিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

'নাওয়াযিল' বলা হয়। এ সকল 'নাওয়াযিল' বা নিত্যনতুন সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন করতে হয়। ইজতিহাদের ভিত্তিতে এ নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শরীআহ'র লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। এ ছাড়া আইনটি কেন প্রণয়ন করা হচ্ছে, এর উদ্দেশ্য কী, আইনটি দিয়ে মানুষের কী কল্যাণ সাধিত হবে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আনা হয়। তাই বল যায়, যেসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইসলামী শারি'আহর বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে, সেগুলোকে নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা মাকাসিদুশ শারি'আহর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সুতরাং 'নাওয়াযিল' তথা সমসাময়িক সমস্যাবলীর সমাধানে মাকাসিদুশ শারি'আহর জ্ঞান কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কারণ মাকাসিদুশ শারি'আহ নব উদ্ভাবিত জটিল ও কঠিন সমস্যাবলীর সমাধান পেশ করার ক্ষেত্রে আলেম ও ফকীহগণের নিকট একটি গ্রহণযোগ্য শাস্ত্র ও মাইলফলক। ইসলাম যে সর্বযুগেই সর্বাধুনিক ও প্রাসঙ্গিক, সর্বযুগেই গতিশীল ও সৃষ্টিশীল এবং সর্বযুগেই জীবনের সকল চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম এ কথা প্রমাণ করতে মাকাসিদুশ শারি'আহ অত্যন্ত কার্যকর। মাকাসিদুশ শারি'আহ শাস্ত্রে এমন কিছু সর্বজনীন নীতিমালা স্থান পেয়েছে, যা মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত ও দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবন, কর্মজীবন, সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন এবং দাওয়াত, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আত্মশুদ্ধি, জনকল্যাণ, রাজনীতি ও সংগঠনসহ ধর্ম ও ব্যক্তিগত সকল ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্বাচন, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ, সুশৃঙ্খলা আনয়ন এবং সুন্দর ও সুচারুরূপে দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য একটি যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

বর্তমান যুগকে বিশ্বায়নের যুগ বলা হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতার ফলে পৃথিবী একটি গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। এই যুগে এমন সব নতুন নতুন সমস্যা সামনে আসছে, যা অতীতে কখনো দেখা যায়নি। আজকের সমস্যাগুলো অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি জটিল। এসব সমস্যার সমাধান তালাশ করার ক্ষেত্রে মাকাসিদুশ শারি'আহকে সামনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। এমনকি আমাদের সাংগঠনিক, প্রাতিষ্ঠানিক জাতীয় ও নিজেদের ছোট-বড় ইস্যুর সমাধানের ক্ষেত্রেও মাকাসিদুশ শারি'আহকে সামনে রাখা দরকার।

আমাদের বিশ্বাস, সময়ের জিজ্ঞাসাসমূহের জবাব দেয়ার ক্ষেত্রে যদি মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়, তাহলে দুনিয়াবাসীর সামনে এ কথা প্রমাণিত হবে যে, ইসলামী শারি'আহ শুধু মুসলমানদের জন্যই নয়, বরং গোটা পৃথিবীর জন্যই আপদমস্তক রহমত ও কল্যাণ। শান্তি, নিরাপত্তা,

ইনসাফ ও সত্যের জন্য পিপাসার্ত মানবতা এই শারি'আহয় এমন সম্পদ খুঁজে পাবে, যা পৃথিবীর অন্য কোনো ব্যবস্থায় নেই'।[199]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো, মুজতাহিদ, বিচারক, শাসক, দা'য়ী, সংস্কারক, শিক্ষার্থী এবং সাধারণ মানুষ, সর্বস্তরের মুসলিমের জন্য মাকাসিদের জ্ঞান অতীব জরুরী। শুধু মুসলিম নয়; বরং অমুসলিমদের জন্যও মাকাসিদের জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং ইসলামী আইনে ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতা অর্জনের জন্য মাকাসিদুশ শারি'আর জ্ঞান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী আইনে গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রে মাকাসিদুশ শারি'আহ একটি অন্যতম প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত। 'নাওয়াযেল' তথা সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে শারি'আর বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদিসের সুস্পষ্ট বাণীর অনুপস্থিতিতে মাকাসিদের জ্ঞান কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। বর্তমান পৃথিবীর বরেণ্য ইসলামী স্কলারগণ মাকাসিদ চর্চায় নিয়োজিত রয়েছেন এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনার কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী আইন অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মাকাসিদ একটি আবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কোর্স হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

আধুনিক সমস্যাবলীর সমাধানে মাকাসিদুশ শারি'আহ ইসলামী আইন চর্চার একটি অপরিহার্য পদ্ধতিগত ভিত্তি। এটি শারি'আহর স্থায়িত্ব ও গতিশীলতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে এবং প্রমাণ করে যে, ইসলাম কেবল অতীতমুখী নয়; বরং প্রতিটি যুগের জন্য কল্যাণমুখী ও কার্যকর জীবনব্যবস্থা। সুতরাং বলা যায়, মাকাসিদুশ শারি'আহ আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামী শারি'আহর সবচেয়ে শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার।

## ২. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মাকাসিদুশ শারি'আহর উপকারিতা

ইসলামী শারি'আহ কেবল বিধি–নিষেধের সমষ্টি নয়; বরং এটি একটি সুসংহত, কল্যাণমুখী ও উদ্দেশ্যনির্ভর জীবনব্যবস্থা। কুরআন ও সুন্নাহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে স্পষ্ট হয় যে, শারি'আহর প্রতিটি বিধানের পেছনে নির্দিষ্ট হিকমাহ, রহস্য ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এই অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ও কল্যাণসমূহই মাকাসিদুশ শারি'আহ নামে পরিচিত। ইসলামী শারি'আহ মানুষকে কষ্ট লাঘব ও সহজীকরণ নীতি অনুসরণের নির্দেশনা দেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[199]. শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২, ৮৪

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান, তোমাদের জন্য কঠোরতা চান না।"[200]

এ আয়াতটি রামাদানের সাওম সংক্রান্ত বিধানের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যেখানে সফর ও অসুস্থ অবস্থায় রোযা না রেখে পরে কাযা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে শারি'আহর বিধান মানুষের সক্ষমতা ও বাস্তবতা বিবেচনায় প্রণীত। এ আয়াত শারি'আহর অন্যতম মৌলিক মাকাসিদ কষ্ট লাঘব এর প্রতি ইঙ্গিত করে। মাকাসিদের জ্ঞান শারি'আহকে কঠোর ও অসহনীয় হিসেবে উপস্থাপন না করে সহজ ও বাস্তবমুখী হিসেবে অনুধাবনে সহায়তা করে।

"হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী রহ. তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'র ভূমিকায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে মাকাসিদুশ শরীআহ শাস্ত্রের উপকারিতার কথা তুলে ধরেছেন। তিনি ইলমুল মাকাসিদকে 'ইলমু আসরারিদ দ্বীন' (দ্বীনের বিধিবিধানের রহস্যজ্ঞান) আখ্যা দিয়েছেন। 'রহমাতুল্লাহিল ওয়াসিয়া' নামে উক্ত গ্রন্থের একটি সুন্দর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন দারুল উলূম দেওবন্দের সাবেক শাইখুল হাদীস মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরী রহ.। এ ব্যাখ্যগ্রন্থের সাহায্যে আমরা শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী রহ, কর্তৃক উপস্থাপিত মাকাসিদুশ শারি'আহ শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার সার-সংক্ষেপ তুলে ধরব"।[201]

"ইমাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী রহ. মাকাসিদ শাস্ত্রের তিনটি তাৎপর্য ও ফায়দা উল্লেখ করেছেন- ০১. এ শাস্ত্র পাঠককে দ্বীন ও শরীয়তের বিষয়ে প্রাজ্ঞ করে গড়ে তোলে। যেমন কবিতার সাথে কবির, যুক্তি-প্রমাণের সাথে তর্কশাস্ত্রবিদের, ব্যাকরণ ও অলংকরের সাথে ভাষাবিদের এবং ফিকহের সাথে এর নীতিশাস্ত্রবিদের মতোই এ বিদ্যায় বিশেষজ্ঞগণ সম্পূর্ণ দ্বীনকে গভীর ও নিবিড়ভাবে বোঝার ও আত্মস্থ করার সক্ষমতা অর্জন করে।

০২. এ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞানগত ভ্রান্তি ও অন্ধকারে কিয়াস করার প্রবণতা থেকে সুরক্ষিত থাকে। সে রাতে জ্বালানি কুড়িয়েদের মতো নয়, যে ভালো-মন্দ ও কাজের-অকাজের পার্থক্য করতে পারে না। সে নালা থেকে মুক্তা তুলে আনা অবিবেচক ডুবুরিদের মত নয়, যে মুক্তার পরিবর্তে পাথরকুচি, ইটের টুকরা ও আবর্জনা হাতড়ায়। কারণ নালা-প্রণালায় মুক্তা আসবে কোত্থেকে? সে বিকারগ্রস্ত উটের মতো বাঁকা চালে চলে না এবং সে অন্ধ উটনীর পিঠে আরোহীর মতোও নয়। সে

[200]. আল-কুরআন, ২: ১৮৫

[201]. শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

এমনও নয় যেমন কেউ দেখল, চিকিৎসক কাউকে কমলা খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। ফলে সে কিয়াস করে কমলার অনুরূপ হওয়ার কারণে মাকাল খাওয়া শুরু করল (যা অত্যন্ত তিতা ও বিস্বাদ)।

০৩. এ শাস্ত্র জানার ফলে দ্বীন ও শারি'আহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়। অর্থাৎ শারি'আহর বিধিবিধানের হিকমাহ ও রহস্য জানার ফলে মুমিনের ইয়াকীন ও বিশ্বাস সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছায়। যেমন কোনো সত্যবাদী কাউকে বলল, বিষ মানুষের জীবন বিনাশ করে। সে তার কথা নির্দ্বিধায় ধায় বিশ্বাস করল। এরপর সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রমাণাদির দ্বারা আরো জানতে পারল, বিষের মাঝে তীব্র মাত্রায় তাপ ও শুষ্কতা রয়েছে, যা মানব শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, তখন তার সে সংবাদদাতার সংবাদের প্রতি চূড়ান্ত আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টি হয়।

মোটকথা, উপরিউক্ত ফায়দাসমূহের কারণে এ শাস্ত্র দাবি করছে, যারই এ বিদ্যার্জনের সুযোগ ও সামর্থ হবে, সে যেন তার জীবনের মূল্যবান সময় এ বিদ্যার্জনের জন্য ব্যয় করে এবং ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতে মুআক্কাদা আদায় করার পর যেন এ বিদ্যার্জনে সময় ব্যয় করাকে সৌভাগ্য মনে করে। সে যেন এ সাধনাকে নিজের পরকালের জন্য পাথেয়স্বরূপ জ্ঞান করে এবং নফল ইবাদাতের চেয়ে এ বিদ্যার্জনকে প্রাধান্য দেয়"।[202]

"এরপর শাহ সাহেব রহ. বলেন, এটি অত্যন্ত জটিল ও কঠিন শাস্ত্র। যে কারো পক্ষে এর গভীরে প্রবেশ করা ও সংকলন-সম্পাদনা করা সম্ভব নয়। এ শাস্ত্র লিখন ও সংকলন করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু যোগ্যতা, প্রজ্ঞার সমৃদ্ধতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি হওয়া দরকার, যা কারো পক্ষে এককভাবে অর্জন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। এ শাস্ত্রে কলম ধরার জন্য চারটি বিষয় অতি আবশ্যক-

০১. শারি'আহর সকল শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য ও মুজতাহিদসুলভ দক্ষতা বাঞ্ছনীয়।
০২. ইলুম লাদুন্নী অর্জন।
০৩. উচ্চতম মেধা, সুস্থ বোধ, আলাপে ও রচনায় প্রাজ্ঞ ও বক্তব্য উপস্থাপনে দক্ষ।
০৪. সমস্ত মৌল ও অমৌল বিষয়ের যথার্থতা নির্ণয়ের দক্ষতা ও বিষয়াবলিকে দালিলিককরণের প্রজ্ঞা।

---

[202]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫, ৮৬

একথা স্পষ্ট যে, এ সমস্ত বিষয়ে বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ ব্যক্তি শতাব্দীতে একজনই জন্মায়। আর এমন ক্ষণজন্মা ব্যক্তির দ্বারাই কেবল কোনো বিস্ময়কর সৃষ্টি আবিষ্কার করা সম্ভব"।[203]

## তিনটি ভুল ধারণা ও তার প্রতিকার

"এরপর শাহ সাহেব রহ. বলেন, অনেকে ধারণা করে যে, এ শাস্ত্রটি সংকলন ও গ্রন্থস্থ করা সম্ভব নয়। কারণ-

০১. এ শাস্ত্রের ধারা ও উপধারাগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য।

০২. অথবা এ কাজ শরীআহসম্মত নয়। কেননা, পূর্ববর্তী মনীষীগণ বিদ্যার এ শাস্ত্রটি সংকলন করেননি। অথচ তারা প্রিয় নবী সা. এর কাছাকাছি সময়ের লোক ছিলেন। তাদের জ্ঞানও অনেক বেশি ছিলো। অতএব এ কাজ তাদের না করা এ কথা প্রমাণ করে যে, এ বিষয়টি লিপিবদ্ধ না করা সম্বন্ধে তারা একমত হয়েছিলেন।

০৩. অথবা এ কথা বলা হয়, এ বিষয়টি সংকলন করার মধ্যে বিশেষ কোনো উপকারিতা নেই। কেননা, শারি'আহর বিধানের উপর আমল করা এর হিকমাহ, কল্যাণ ও কার্যকারণ জানার উপর নির্ভরশীল নয়"।[204]

## প্রথম ধারণার জবাব

"এ শাস্ত্রের ধারা ও উপধারাগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য'- এ বক্তব্যের জবাবে শাহ সাহেব রহ. বলেন, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ শারি'আহর বিধিবিধানের হিকমাহ, আসরার ও ইল্লাত উদ্ভাবন ও আবিষ্কার একটি জটিল ও কঠিন বিষয় হলেও একথা দ্বারা এ ফলাফল দাঁড় করানো ঠিক নয় যে, এ বিদ্যার গ্রন্থনা ও সংকলন সম্ভব নয়। কেননা, কোনো বিভাগ ও বিষয় জটিল হলেই তা আবিষ্কারে কেউ উদ্যোগী হবে না, কেউ তা বাস্তব অস্তিত্বদানে উৎসাহী হবে না এমন কথা ঠিক নয়। দেখুন একটি বিভাগ ও বিষয় আছে, যেটি দ্বীনের বিধানের হিকমাহ ও তত্ত্ব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের চেয়েও জটিল ও কঠিন, তা হচ্ছে ইলমে কালাম। যাকে 'ইলমুয যাত ওয়াস সিফাত' এবং 'ইলমুত তাওহীদ'ও বলা হয়। এ বিভাগে আল্লাহর সত্তা ও তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। ইলমুল কালামের আলোচ্যবিষয় মহাজটিল হওয়ার কারণ হলো তাতে আল্লাহর সত্তা ও তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়, যা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়। অনেক ক্ষেত্রে মানব বিবেক তা আয়ত্ব ও উপলব্ধি করতে অক্ষম প্রমাণিত হয়। এর স্বরূপ ও গভীরতা আয়ত্ব ও উপলব্ধি করা সাধ্যাতীত

---

203. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭, ৮৮

204. প্রাগুক্ত

বিষয়। কেননা, তিনি অনন্ত ও অসীম। কিন্তু যখন প্রয়োজন হয়েছে, তখন আল্লাহ তাআলা এমন যোগ্য আলেম তৈরি করেছেন, যারা এ জ্ঞান ও বিদ্যাটিকে উপযুক্ত পরিমাণে সফলতার সাথে সম্পাদন ও গ্রন্থস্থ করেছেন। তারা এমন স্পষ্টরূপে এর বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন যে, এরপর আর এ বিষয়ে কিছু সংযোজনেরও দরকার নেই। অতএব যেহেতু ইলমে কালামের মতো এমন মহাকঠিন বিষয়ও গ্রন্থস্থ করা সম্ভব হয়েছে, তখন মাকাসিদুশ শরীআহ তো সে অপেক্ষা অনেক সহজ, তাহলে কেন একে গ্রন্থাকারে সম্পাদিতরূপে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে না?

আসল কথা হচ্ছে প্রত্যেক বিদ্যা প্রথমে কঠিন মনে হয়। ধারণা করা হয়, এ বিষয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয় এবং এর আদ্যোপান্ত আত্মস্থ করে গ্রন্থস্থ করা সাধ্যাতীত বিষয়। তবে যেভাবে উল্লুক ও বানরকে শায়েস্তা করার জন্য লাঠির সাহায্য নেয়া হয় এবং বাঘ ও হাতিকে সার্কাসে খেলা দেখানোর জন্য শাস্তিদায়ক উপায়ের সাহায্যে বশীভূত করা হয়, তেমনি যে কোনো কঠিন বিদ্যাকে যখন সাধনা, উপায় ও উদাহরণের সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা হয়, তখন তাও আত্মস্থ হয়ে যায়। তার নীতিমালা ও বিষয়সূচি প্রণয়নও সহজ হয়ে যায়”।[205]

**দ্বিতীয় ধারণার জবাব**

“এ কাজ শরীআহসম্মত নয়। কেননা, পূর্বসূরী মনীষীগণ বিদ্যার এ শাস্ত্রটি সংকলন করেননি'- এ বক্তব্যের জবাবে শাহ সাহেব রহ. বলেন, মাকাসিদ সংকলন ও প্রণয়ন বিদআত আখ্যায়িত হবে। কারণ শরীআহ জ্ঞানের সকল শাস্ত্র যদি ইজমাবিরোধী ও বিদআত হয়, তবে সকল ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা তথা ইলমুত তাফসীর, ইলমুল হাদীস, ইলমূল ফিকহ প্রভৃতি সকল শাস্ত্র নবীযুগের পরে রচিত ও গ্রন্থিত হয়েছে। আসল কথা হচ্ছে কাজটি খায়রুল কুরুন-এ সম্পাদিত হয়েছে বা হয়নি একথা বিদআত হওয়া বা না হওয়ার ভিত্তি নয়, বরং বিদআত হওয়া না হওয়ার ভিত্তি হচ্ছে বিষয়টি মৌলভাবে খায়রুল কুরুনে মওজুদ ছিলো কি ছিলো না। যদি এর মৌলত্ব সে সময় মওজুদ থেকে থাকে এবং শাখা-প্রশাখা পরে বিস্তার লাভ করে থাকে, তবে তা আদৌ বিদআত সাব্যস্ত হবে না। তবে হ্যাঁ, সে মহান যুগে যদি বিষয়টির আদৌ কোনো অস্তিত্ব বা মৌলত্ব উপস্থিত না থাকে, বরং পরবর্তী সময়ে এর জন্ম ও বিস্তার ঘটেছে, নিঃসন্দেহে তা বিদআত। দ্বীন নয় এমন বিষয় দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে বিদআত। দ্বীনের কোনো বিষয় বিশ্লেষণ ও পূর্ণাঙ্গতা দান করা বিদআত নয়। যে সকল বিষয়ের মৌলত্ব অনুসরণীয় আদর্শ তিন যুগে পাওয়া যাবে, তবে এর বিশ্লেষণ পরবর্তী সময়ে করা হয়েছে অথবা সময়ের প্রয়োজনে আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, তা বিদআত নয়।

[205]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮, ৮৯

যেমন কুরআন নাযিলের সময় থেকে দ্বীনের শিক্ষা-দীক্ষার ধারা চলে আসছে। খোদ রাসূলে কারীম সা.-এর দায়িত্বের মধ্যে কুরআনের শিক্ষাদান অন্তর্ভুক্ত ছিলো। আর কুরআনের বিষয়ে তিনি যা কিছু বলেছেন, তা হচ্ছে তাফসীর। সাহাবায়ে কিরামও পবিত্র কুরআনের বহু বিষয় সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করেছেন, তা-ও তাফসীরের অন্তর্ভুক্ত। এরপরও পরবর্তীতে ইলমে তাফসীর সংকলিত হয়েছে। অতএব তা বিদআত নয় এবং তা ইজমা ভঙ্গ করা হয়েছে বলে সাব্যস্ত নয়"।[206]

**"প্রশ্ন:** ঠিক আছে, এখন এ বিভাগ ও বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন ও সংকলন বিদআত নয় বটে, কিন্তু যেহেতু এগারশ' বছর পর্যন্ত এ বিষয়ক কোনো গ্রন্থের প্রয়োজন হয়নি, সেহেতু এখন এমন বিষয়ের গ্রন্থ প্রণয়ন জরুরী হয়ে দাঁড়াল কেন? এখন পর্যন্ত যেভাবে উম্মাহর গাড়িখানা এ বিষয়টি ছাড়া চলতে পেরেছে, একে ছাড়া আগেও চলেছে, এর অবর্তমানেও গাড়িটিকে কোথাও দাঁড়িয়ে থাকতে হয়নি, অতএব এখন এ কাজ করার দরকার কী?

**উত্তর:** 'প্রয়োজন' হচ্ছে আবিষ্কারের মা। যখন কোনো কিছুর 'প্রয়োজন' দেখা দেয়, তখন লোকেরা সে দিকে মনোযোগী হয় এবং ভাবতে থাকে, এ 'প্রয়োজন' কীভাবে পূরণ করবে। এ সময় বুদ্ধিমান লোকেরা বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতি আবিষ্কার করে এবং সাধারণ লোকেরা সামনে যেটি পায় সেটিই গ্রহণ করে। সকল আবিষ্কার ও উদ্ভাবন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বেলায় এ একই সূত্র প্রযোজ্য। মাকাসিদ শাস্ত্রটিরও আগে তেমন প্রয়োজন পড়েনি। তবে এখন এর 'প্রয়োজন' দেখা দিয়েছে। এজন্য এখন এর গ্রন্থনা ও সংকলন সম্পাদনা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

একথা জানা দরকার যে, নিম্নোক্ত কারণে পূর্ববর্তী সময়ের লোকদের শরীআহ'র বিধিবিধানের মাকাসিদ ও যুক্তি জানার প্রয়োজন হয়নি:

০১. নবীযুগের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে এবং নবী সাহচর্যের মহিমাগুণে তাঁদের আকীদা ও আমল পরিচ্ছন্ন ও শুদ্ধতায় উদ্ভাসিত ছিলো।

০২. তাঁদের সময় পর্যন্ত উম্মতের মাঝে মতদ্বন্দ্ব ও বিরোধের মাত্রা তেমন লক্ষণীয় ছিলো না।

০৩. প্রমাণিত বিষয়ে সন্দেহপ্রবণতা তাদের মানসিকতায় আদৌ ছিলো না। তারা শরীআহ-উদ্ধৃত বিষয়কে বিবেকানুগ করার অপ্রবণতায় ভুগতেন না। এ কারণে তাদের অন্তরগুলো পরম স্বস্তি ও সন্তোষে প্রদীপ্ত ছিলো।

০৪. তখন সর্বত্র প্রচুর যোগ্য আলিম ছিলেন। লোকেরা যে কোনো কঠিন ও জটিল বিষয়ের সমাধানের ব্যাপারে তাদের শরণাপন্ন হতেন।

---

[206]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

উক্ত কারণসমূহে পূর্ববর্তী মনীষীগণের জন্য মাকাসিদ ও হিকমাহ শাস্ত্র সম্বন্ধে আলাদা গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন পড়েনি। যেমন ইলমে হাদীস বিষয়ক বিভিন্ন শাস্ত্র- গরীবুল হাদীস, আসমাউর রিজাল, মুশকিলুল হাদীস, উলূমুল হাদীস, মুখতালিফুল হাদীস, ফিকহুল হাদীস ও রেওয়ায়েতে হাদীস ইত্যাদি বিষয়ে আলাদা গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হয়নি"।[207]

## তৃতীয় ধারণার জবাব

যেহেতু শরীআহ'র বিধান পালন তার মহৎ উদ্দেশ্যাবলী ও যুক্তি জানার উপর নির্ভরশীল নয়, তাই এ শাস্ত্র সংকলনে কোনো ফায়দা নেই'- এ বক্তব্যের জবাবে শাহ সাহেব রহ. বলেন, এ ধারণা বাস্তবতার বিপরীত এবং প্রজ্ঞাপ্রসূত নয়। কেননা, এ শাস্ত্রের মাঝে বহু মহান কল্যাণ ও উপকারিতা নিহিত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নিচে কয়েকটি উপকারিতা তুলে ধরা হচ্ছে:

## মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রথম উপকারিতা

"মাকাসিদ ও হিকমতে শারি'আহ শাস্ত্রটি রাসূলুল্লাহ সা. এর মহান মুজিযাসমূহের মধ্য থেকে একটি মহান মুজিযা বোঝতে সাহায্য করে, সেটি হচ্ছে তাঁর আনীত পবিত্র শারি'আহ যদি তাঁর আনীত শারি'আহ (কুরআন-সুন্নাহ'র বিধিবিধান) এর প্রতি গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়, তবে তিনি যে সত্য নবী সে কথা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। কেননা, কোনো মানুষ বিধানাবলির এমন কোনো সমগ্রতা তুলে ধরতে সক্ষম নয়, যার মধ্যে এত বেশি পরিমাণে রহস্য ও মহৎ উদ্দেশ্যবলী বিধৃত হয়েছে। এ বিষয়টি মানুষের সাধ্যের বাইরে। এটি হচ্ছে বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তার একান্ত নিজের কাজ। তাই একান্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধানিক এ সমগ্রতা ও সম্পূর্ণতা প্রিয় নবী সা. এর উপর নাযিল করা হয়েছে, যা তিনি মানুষের নিকট তুলে ধরেছেন। তাই এর গভীরতা স্পর্শ ও উপলব্ধি করার জন্য শারি'আহর বিধানাবলির মাকাসিদ, হিকমাহ ও আসরার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। শরীআহ যেসব বিধি-বিধান দিয়েছে, সেসবের মাকাসিদ ও হিকমাহ সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়া এ শাস্ত্রের জ্ঞান ছাড়া আদৌ সম্ভব নয়"।[208]

## মাকাসিদুশ শারি'আহর দ্বিতীয় উপকারিতা

---

[207]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১, ৯২

[208]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩, ৯৪

"প্রত্যেক মুসলিম বিশ্বাস করে, নবী করীম সা. যে দ্বীন ও শরীআহসহ আগত হয়েছেন, সে দ্বীন সত্য, সে শারি'আহ সত্য। যদি এ বিশ্বাস লালনের সঙ্গে মুমিনরা শারি'আহর আসরার, সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও এর মাকাসিদ সম্বন্ধেও অবগতি লাভকরে, তবে তা তাদের অনাবিল বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করবে, এর প্রতি তাদের আস্থা আরও দৃঢ় হবে। এর ফলে তাদের পরিপূর্ণ মানসিক স্বস্তি অর্জিত হবে। আর দ্বীনের প্রতি অন্তরের এ স্বস্তি ও আস্থা শারি'আহর কাম্য বটে।

আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীম আ. রবের দরবারে আবেদন করেছিলেন, তিনি যেন তাঁকে মৃতকে জীবিতকরণ প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করান। এর ফলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, তোমার কি এর উপর ঈমান নেই? তিনি জবাবে বলেছিলেন, নেই কেন! তবে আমি চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করতে চাচ্ছি, যেন আমার অন্তরের আস্থা আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে মৃতকে জীবিতকরণ প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করান"।[209]

## মাকাসিদুশ শারি'আহর তৃতীয় উপকারিতা

"সালিক অর্থাৎ আধ্যাত্ম সাধকগণ নফল ইবাদতে মগ্ন হয়ে উদ্দেশ্য সাধনে ব্রত হন। তারা সাফল্যও অর্জন করেন। যদি তারা ইবাদতের রহস্য ও গূঢ়তত্ত্ব জেনে সাধনায় মনোনিবেশ করেন, এর ফলে যদি তারা ইবাদতের প্রাণ ও তার নূর উপলব্ধি ও অবলোকন করতে সক্ষম হন- যেমন সালিকগণ যে যিকির করেন, তারা যদি এর মাহাত্ম সম্পর্কে অবগত হন এবং পূর্ণ মনোযোগের সাথে ইবাদত করতে সচেষ্ট হন এবং যদি এসবের প্রকৃতি ও গুণাগুণ অর্জনে আত্মনিয়োগ করেন, তবে অল্প ইবাদত অশেষ ফল দান করবে। সে অন্ধকারে হাতড়ে মরা থেকে রক্ষা পাবে। এ কারণে ইমাম গাযালী রহ. তার ইসলাহে নফস বিষয়ক গ্রন্থসমূহে ইবাদতের সূক্ষ্ম রহস্যাবলী অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করেছেন"।[210]

## মাকাসিদুশ শারি'আহর চতুর্থ উপকারিতা

"ফিকহবিদদের মাঝে বিধি-বিধানের শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধে মতভিন্নতা দেখা দেয়। তাদের মতভিন্নতার ভিত্তি হচ্ছে আহকামের মাকাসিদ ও ইল্লাতের ভিন্নতা নির্ধারণ। অর্থাৎ মূল সূত্রে উল্লিখিত বিধানের ইল্লাত ও কার্যকারণ নির্ধারণে ভিন্ন ভাবনা ও ধারণাই মতভিন্নতার মূল কারণ। এজন্য মাসআলার শাখা ও উপশাখায় মতভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন- সুদের কারণ নির্ণয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে

---

209. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

210. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

এ অধ্যায়ের উপধারাসমূহেও স্বভাবিক কারণে মতভেদ হয়েছে। এবার বোঝতে হবে, ইল্লাত ও কার্যকারণ নির্ধারণে কার ধারণা সঠিক। আর ধারণার সঠিকত্ব নির্ণয়ের জন্যই এ মাকাসিদুশ শারি'আহ শাস্ত্রের আবশ্যকতা। এবার এ শাস্ত্রের দ্বারা নির্ণয় করা যাবে আলোচিত ইল্লাত, রহস্য ও গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে ফকিহগণ যে কারণ তুলে ধরেছেন, তার কোনটি সঠিক ও শুদ্ধ। এ কারণে মাকাসিদুশ শরীআহ শাস্ত্রের প্রয়োজন। তাদের উদ্ঘাটিত যে ইল্লাত ও কারণটি মূল মাকাসিদ ও হিকমতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রমাণিত হবে, সেটিকে প্রাধান্য দেয়াই বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচিত হবে"।[211]

## মাকাসিদুশ শারি'আহর পঞ্চম উপকারিতা

"বিভ্রান্ত লোকেরা একথা বলে বহু ইসলামী বিধানের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি করেছে যে, তা যুক্তি ও বুদ্ধিসম্মত নয়। তারা বলে, বুদ্ধি যা সমর্থন করে না তা বর্জন করা উচিত, নতুবা তার বুদ্ধিসম্মত কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করানো উচিত। যেমন- কবর আযাব সম্পর্কে তারা বলেন, বুদ্ধি ও বাস্তবতা একে অস্বীকার করে। তারা হিসাব, পুলসিরাত ও আমল পরিমাপ করার বিষয়েও এমন ধরণের কথা বলে। তারা কুরআন ও হাদীসের বিষয়েও বিতর্ক তুলে বিকৃত ব্যাখ্যা দান করে।

এক শ্রেণী তো সন্দেহের ফেতনা মারাত্মকভাবে উস্কে দিচ্ছে এবং বলছে, রমাদানের সাওম ফরয আর শাওয়ালের প্রথম দিন রোযা হারাম হওয়ার যৌক্তিকতা কী? তারা এ ধরণের আরও বহু বিতর্ক সৃষ্টি করছে। একদল লোক তো সওয়াব ও আযাববিষয়ক কুরআনের ভাষ্য ও হাদীসের বাণী নিয়ে মারাত্মক উপহাস করে। তারা মনে করে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রলোভন ও লালসা সৃষ্টি করা মাত্র। কেননা, এসব কথার আদৌ কোনো ভিত্তি নেই। বিষয়টি এত দূর পর্যন্ত গড়ায় যে, মুতাযিলাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোকটি (ইবনুর রাওয়ান্দি) উঠে দাঁড়াল এবং সে একটি হাদীস বানিয়ে ফেলল- বেগুন যেকোনো উদ্দেশ্যে খেলে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে। এর দ্বারা সে বোঝাতে চেয়েছে, মুসলিমরা ভালো-মন্দ পার্থক্য করার যোগ্যতা রাখে না। এসব ফেতনা-ফাসাদের পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়ার জন্য শরীআহ'র প্রতিটি বিধানের মাকাসিদ ও হিকমাহ তুলে ধরা এবং এ বিষয়ে নীতিনির্ধারণী গ্রন্থ রচনা করা ছাড়া উপায় কী? পবিত্র কুরআনে যেভাবে বিরোধ ও মিমাংসা শাস্ত্রের বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে এর দ্বারা বাতিলপন্থীদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে

[211]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬, ৯৭

সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সেভাবে হেকমতে শরীআহ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করাও অত্যন্ত জরুরী। যেন এর সাহায্যে সকল ফেতনার পথ রুদ্ধ করে দেয়া যায়"।[212]

## মাকাসিদুশ শারি'আহর আরো কিছু উপকারিতা

"০১. এ জ্ঞানের মাধমে শরীআহ'র বিধিবিধান প্রণয়নের পেছনের অন্তর্নিহিত কারণ, তাৎপর্য, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও ফলাফল বোঝা সম্ভব হয়।

০২. এ জ্ঞানের ফলে শরীআহ ও বাস্তবতার নিরিখে বিভিন্ন কাজের মর্যাদা ও অবস্থান জানা যায়। অনুরূপভাবে এর মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের লাভ-ক্ষতি ও কল্যাণ-অকল্যাণের তারতম্য ও অবস্থান জানা যায়।

০৩. এ জ্ঞানের ফলে ফকীহ নতুন উদ্ভুত সমস্যাসমূহে বাস্তবনিষ্ঠ ও জনবান্ধব সমাধান দিতে সক্ষম হন।

০৪. এ জ্ঞানের মাধ্যমে শারি'আহর সম্পূরক দলীলসমূহ (যেমন কিয়াস, ইসতিসলাহ, ইসতিহসান, সাদ্দুয যারায়ে', উরফ প্রভৃতি)র আলোচনা বোঝতে সহজ হয় এবং তা যথাযথ উপায়ে প্রয়োগ করে সঠিক বিধান নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

০৫. এ জ্ঞানের ফলে ফিকহী মতবিরোধ ও মাযহাবী পক্ষপাতিত্ব হ্রাস পায়। উল্লেখ্য যে, ক্ষেত্রবিশেষে মুজতাহিদগণের মধ্যে কেউ কেউ শুধু সুনির্দিষ্ট দলীলের দিকে দেখেন, আবার কেউ দলীলের সাথে সাথে শারি'আহর মৌলিক মাকাসিদের প্রতিও লক্ষ্য রাখেন। এর ফলে অনেক সময় তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। যেমন- সালাতের জামাআতের উদ্দেশ্যে মহিলাদের জন্য মসজিদে গমন প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে যারা কেবল সুনির্দিষ্ট দলীলের দিকে দেখেছেন, তাদের মতে- সাধারণভাবে মহিলাদের জন্য জামাআতে উপস্থিত হবার উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করা জায়েয। পক্ষান্তরে যারা দলীলের সাথে সাথে মাকাসিদুশ শারি'আহ বা শারি'আহর মৌলিক উদ্দেশ্যে যেমন- তাদের নিরাপত্তা ও ইজ্জত-আব্রু রক্ষা প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন, তারা বিষয়টিকে সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল মনে করেন। অতএব, যে ব্যক্তির মধ্যে শারি'আহর মাকাসিদ সম্পর্কে জ্ঞান থাকবে, তার পক্ষে ফকীহগণের এ মতবিরোধকে স্বাভাবিকভাবে নেয়া সহজ হবে এবং সে এর জন্য পক্ষপাতমূলক আচরণ করবে না।

০৬. এ জ্ঞানের ফলে একজন ব্যক্তির পক্ষে এ কথা বোঝা সম্ভব হয় যে, শারি'আহর সকল দলীল সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং একটি অপরটির সম্পূরক। এগুলোর মধ্যে যে বিরোধ দেখা যায়, তা নিতান্তই

---

[212]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

বাহ্যত কিংবা দলীলের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বোঝার ব্যাপারে নিজেদের অক্ষমতার ফল। মাকাসিদ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ যে কোনো ব্যক্তি শারি'আহর বাহ্যত এ বিরোধপূর্ণ দলীলসমূহের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

০৭. এ জ্ঞানের মাধ্যমে কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যের সঠিক অর্থ ও মর্ম নিধারণ করা সম্ভব হয়। উল্লেখ্য যে, কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যের একাধিক অর্থ, নানাবিধ তাৎপর্য ও বিভিন্ন ইঙ্গিত থাকতে পারে। কোন অর্থটি কোথায় প্রযোজ্য হবে- মাকাসিদুশ শারি'আহর জ্ঞান তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে থাকে।

০৮. এ জ্ঞানের মাধ্যমে শারি'আহর বিধিবিধানের প্রতি ব্যক্তির ঈমান ও আস্থা বৃদ্ধি পায় এবং অবস্থা-সময়-স্থানভেদে এসব বিধানের উপযোগিতা, কার্যকারিতা ও নানাবিধ কল্যাণ সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম দেয়"।[213]

কুরআন সুন্নাহর আলোকে মাকাসিদুশ শারি'আহর উপকারিতা বহুমাত্রিক ও গভীর। এটি শারি'আহকে রহমত, ন্যায় ও মানবকল্যাণের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করে। মাকাসিদ ছাড়া শরী'আহ বোঝা আংশিক থেকে যায় এবং এর প্রয়োগ কখনো কখনো বিকৃত হতে পারে। অতএব বলা যায়, মাকাসিদুশ শারি'আহ কুরআন ও সুন্নাহ বোঝার এক অবিচ্ছেদ্য চাবিকাঠি।

[213]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০, ১০২

# চতুর্থ অধ্যায়

## শারি'আহর উৎস ও দলিল-প্রমাণের সাথে মাকাসিদের সম্পর্ক।

**সারসংক্ষেপ**

আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীর কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আবার সৃষ্টি করে কোন বিধি-বিধান না দিয়ে এমনিতেই ছেঁড়েও দেননি। আর ইসলামী শারি'আহর বিধি-বিধান প্রণয়নে তাঁর রয়েছে সুমহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, যা মাকাসিদুশ শারি'আহ হিসেবে পরিচিত। মূলত তাঁর নিজের নয় বরং সৃষ্টিকুলের কল্যাণ সাধনই এ শারি'আহর মূল উদ্দেশ্য। অত্র অধ্যায়ে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রামাণিকতা এবং শারি'আহর অন্যান্য দলিল-প্রমাণের সাথে মাকাসিদের সম্পৃক্ততা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায় পাঠান্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অবগত হওয়া যাবে:

১. মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রামাণিকতা;

২. শারি'আহর বিধান প্রণয়নে মাকাসিদের অস্তিত্ব;

৩. সর্বসম্মতভাবে গৃহীত শারি'আহর প্রাথমিক দলিল-প্রমাণের সাথে মাকাসিদ এর সম্পৃক্ততা;

৪. শারি'আহর দ্বিতীয় পর্যায়ের দলিল-প্রমাণের সাথে মাকাসিদ এর সম্পৃক্ততা যেমন,
মাকাসিদ ও কুরআন কারীম, মাকাসিদ ও সুন্নাহ, মাকাসিদ ও ইজমা, মাকাসিদ ও কিয়াস, মাকাসিদ ও মাসালিহ মুরসালাহ বা জনকল্যাণ, মাকাসিদ ও ইসতিহসান, মাকাসিদ ও কাউলুস-সাহাবী, মাকাসিদ ও শারউ মান কাবলানা, মাকাসিদ ও সাদ্দুজ-যারায়ি, মাকাসিদ ও উরফ।

শারি'আহর দলিল-প্রমাণ ও বিধি-বিধানের সাথে মাকাসিদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যেহেতু দলিল থেকেই বিধি-বিধান উদ্ভাবন করা হয় এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে বিধান প্রণয়ন করা হয়, সুতরাং এ সকল বিধান পালন করার মাধ্যমে অর্জিত হবে কাঙ্খিত মাকাসিদ। অন্যান্য সব কিছুর তুলনায় শারি'আহর দলিল-প্রমাণসমূহ শারি'আহ প্রণেতার মাকাসিদ বোঝা ও অনুধাবন করার জন্য সবচেয়ে বেশি সহায়ক। শারি'আহর নুসূস তথা শব্দ কিংবা বাক্য থেকে সংশ্লিষ্ট মাকাসিদ অনুধাবন করা যায়।

সকল সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করাই শরিয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য। এ সকল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হয়তোবা আল্লাহর জন্য অথবা মানুষের জন্য হবে। প্রথমটি গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ আল্লাহ তাআলা তার সৃষ্টিকুলের প্রতি মুখাপেক্ষী নয়। যদি সকল সৃষ্টি একযোগে আল্লাহর দাসত্ব করে, সবাই আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর আনুগত্য করে তথাপিও তারা আল্লাহর রাজত্বে অতিরিক্ত কোন কিছু সংযোজন করতে সক্ষম হবে না। অনুরূপভাবে সৃষ্টিকুল যদি একযোগে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করে পাপাচারে লিপ্ত হয়ে একসাথে আল্লাহর নাফরমানী করে, তথাপিও তারা আল্লাহর রাজত্বে কোন বিয়োজন ঘটাতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

"হে মানবকুল, তোমরা আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহ, তিনি অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত।"[214]

অতএব শারি'আহ প্রণয়নের পিছনে আল্লাহর নিজের কল্যাণের কোন উদ্দেশ্য নেই। বরং মানব সৃষ্টি ও বিধান নাযিলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মূলত তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"শুধুমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।"[215]

অর্থাৎ ইবাদত করা আবশ্যক করা হয়েছে এমন একটি উদ্দেশ্যে যা জিন ও মানব জাতির দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। তা হচ্ছে তাকওয়া অর্জন। কুরআন কারীমে এসেছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে মানব সমাজ। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আশা করা যায় এর মাধ্যমে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে।"[216]

তাকওয়ার উদ্দেশ্য ও ফলাফল হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জন। নিচে শারি'আহর দলিল-প্রমাণের সাথে মাকাসিদুশ শারি'আহর সম্পর্ক আলোচনা করা হয়েছে।

---

[214]. আল-কুরআন, ৩৫: ১৫

[215]. আল-কুরআন, ৫১: ৫৬

[216]. আল-কুরআন, ২: ২১

## শারি’আহর দলিল-প্রমাণের সাথে মাকাসিদ এর সম্পর্ক: (علاقة المقاصد بالأدلة الشرعية)

শারি’আহর দলিল-প্রমাণের সাথে মাকাসিদ শক্তভাবে সম্পৃক্ত; কারণ দলিল-প্রমাণের ফলাফল এবং উদ্দেশ্যই হচ্ছে মাকাসিদ। দলিল বলতে শারি’আহর বিধান প্রণয়নমূলক নুসূস এবং তার উপর ভিত্তি করে প্রণীত স্কলারদের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত (ইজমা) এবং কিয়াস ইত্যাদি বোঝানো হয়। দলিল থেকেই বিধি-বিধান উদ্ভাবন করা হয় এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে বিধান প্রণয়ন করা হয় এবং এ সকল বিধান পালন করার মাধ্যমে অর্জিত হবে কাঙ্ক্ষিত মাকাসিদ ।

## ১. মাকাসিদ ও কুরআনুল কারীম (علاقة المقاصد بالقرآن الكريم)

কুরআন মাজীদ ইসলামী শারি’আহর প্রধান উৎস হওয়ায় স্বভাবতই মাকাসিদের সন্ধানে সর্বপ্রথম কুরআনের মুখাপেক্ষী হতে হবে। ইমাম আশ–শাতিবী বলেন,

মাকাসিদুশ শারি’আহ নিয়ে যে চিন্তা-গবেষণা করতে চায় তার জন্য এর মৌলিক উৎস ও মূলসূত্রকে এড়িয়ে যাওয়া বৈধ হবে না। যেহেতু কুরআন সকল মূলনীতির উৎস ও শারি’আহর ভিত্তি, তাই তাকে এড়িয়ে গেলে বহু সামগ্রিক ও শাখাগত মাকাসিদ অজানা থেকে যাবে। শারি’আহর বিধি-বিধান প্রণয়নের অন্যান্য সকল মূলনীতি যেমন সুন্নাহ,ইজমা, কিয়াস ইত্যাদি মূলত কুরআনুল কারীম থেকেই চয়িত ও নিঃসরিত।[217]

### কুরআন-কারীমে মাকাসিদের বর্ণনা

আল্লাহ তা’আলা কুরআন কারীমে ঘোষণা দিয়েছেন, কুরআন মৌলিকভাবে সকল কিছুর সমাধান সম্বলিত একটি গ্রন্থ। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

“আমি আপনার প্রতি এরূপ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, যাতে রয়েছে প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত এবং মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ।”[218]

কুরআন কারীমে যে সব বিষয়ের আলোচনা এসেছে তম্মধ্যে মাকাসিদুশ শারি’আহর আলোচনা অন্যতম। তা বিভিন্ন স্থানে, নানাবিধ পদ্ধতিতে এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে আলোচনা করা হয়েছে।

---

217. ইমাম আশ-শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৪৬, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

218. আল-কুরআন, ১৬: ৮৯

কুরআনুল কারীমে সামগ্রিকভাবে যে সব মাকাসিদ এর আলোচনা এসেছে তার কতিপয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

**এক: কষ্ট দূরীকরণের মাকসাদ (مقصد رفع الحرج)**

কুরআনুল কারীমে এসেছে,

مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ.

"আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না।"[219]

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ.

"দ্বীনের বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না।"[220]

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ কামনা করেন এবং তিনি তোমাদের জন্য কষ্টকর বিষয় কামনা করেন না।"[221] এ সব আয়াত থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, যাবতীয় কষ্টদায়ক বিষয় থেকে মানুষকে পরিত্রান দেয়া এবং তাদের থেকে কষ্ট ও অকল্যাণ দূর করা ইসলামী শারি'আহর একটি মাকসাদ তথা বিধি-বিধানের অন্তর্নির্হিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।

**দুই: একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর ইবাদত করার মাকসাদ**

কুরআনে এসেছে,

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

"তারা তো আদিষ্ট হয়েছিলো আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে।"[222]

অন্যত্র এসেছে,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"জ্বীন ও মানব সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য।"[223]

---

219. আল-কুরআন, ৫: ৬

220. আল-কুরআন, ২২: ৭৮

221. আল-কুরআন, ২: ১৮৫

222. আল-কুরআন, ৯৮: ৫

223 . আল-কুরআন, ৫১: ৫৬

উপরন্ত নবীদের দাওয়াতের মিশনের আলোচনায় বলা হয়েছে, তারা শুধুমাত্র এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে মানুষকে আহ্বান করতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"আমি প্রত্যেক জাতি থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি এ বার্তা দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর এবং শয়তানের অনুসরণ থেকে বিরত থাক।"[224] এ জাতীয় আয়াতগুলো পর্যবেক্ষণ করলে সবাই সহমত পোষণ করবে যে, কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর ইবাদত করার কথাই বিভিন্নভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি যদি বলা হয়, এটিই হচ্ছে ইসলামী শারি'আহর অন্যতম মৌলিক মাকসাদ, তাহলে একটুও অতিরিক্ত হবে না।

**তিন: কথায় ও কাজে ইনসাফ করার মাকসাদ**

কুরআন কারীমের একাধিক আয়াতে এ মাকসাদটি আলোচিত ও স্বীকৃত হয়েছে।
আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"আল্লাহ তোমাদেরকে আদল ও ইহসানের নির্দেশ দিয়েছেন।" [225] অন্যত্র এসেছে,

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا

"তোমরা যখন কথা বলবে তখন ইনসাফ করবে।"[226] অন্যত্র আরো এসেছে,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

"যদি তোমরা আশংকা করো তোমরা সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে একজনকেই বিবাহ করবে।"[227] মু'আমালাত তথা সার্বিক লেনদেনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তিকে তার প্রাপ্ত অধিকার প্রদান এবং তার ন্যায্য অধিকার নষ্ট না করার নাম হচ্ছে আদল-ইনসাফ। অপরদিকে ইবাদাতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করে মধ্যম পন্থায় আদায় করার নাম আদল-ইনসাফ, যেভাবে নবী (স.) আদায় করতেন। এ প্রসংগে ইবন তাইমিয়াহ বলেছেন,

---

[224]. আল-কুরআন, ১৬: ৩৬

[225]. আল-কুরআন, ১৬: ৯০

[226]. আল-কুরআন, ৬: ১৫২

[227]. আল-কুরআন, ৪: ৩

العدل في العبادات من أكبرمقاصد الشريعة.

“ইবাদাতের ক্ষেত্রে আদল-ইনসাফ বজায় রাখা শারি’আহর একটি অন্যতম মাকসাদ।”[228]

**চার: ঐক্য ও সহাবস্থান বজায় রাখা এবং ঝগড়া ও বিরোধ থেকে নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য**

কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতে নানাবিধ পদ্ধতিতে এ মাকসাদ এর আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইসলাম উম্মাহকে একটি দেহের ন্যায় বিবেচনা করেছে। বিরোধ সে ঐক্যকে ভেঙে দেয়। ঐক্য হচ্ছে সকল শক্তি ও সফলতার উৎস, যেসকল বিষয় ঐক্য বিনষ্ট করে তা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ

“নিশ্চয় যারা দ্বীনের ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন দায়িত্ব তোমার নয়।”[229] অন্যত্র এসেছে,

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ

“তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়ার পরও বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করেছে।”[230] এছাড়াও আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

“তোমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না , অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শৌর্য-বীর্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে।”[231] অন্যত্র এসেছে,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ

“তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।”[232]

এভাবে বিভিন্ন আয়াতে এ মাকসাদের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঝগড়া-বিবাদ মানুষের অন্তরে বিদ্বেষ ও হিংসা জন্ম দেয়। শারি’আহ চায় ভ্রাতৃত্ব ও সহাবস্থান টেকসই হোক। ঝগড়া বিরোধ

---

228. ইবনে তাইমিয়া, হাকিকাত আস-সাওম, পৃ. ৬৪

229. আল-কুরআন, ৬: ১৫৯

230. আল-কুরআন, ৩: ১০৫

231. আল-কুরআন, ৮: ৪৬

232. আল-কুরআন, ৩: ১০৩

থেকে নিষেধাজ্ঞা কেবল নৈতিক উপদেশ নয়; বরং এর গভীর মাকাসিদ হলো—শান্তি প্রতিষ্ঠা, উম্মাহর ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সহাবস্থান, জান-মাল-ইজ্জত সংরক্ষণ এবং দাওয়াহর কার্যকারিতা নিশ্চিত করা। এ কারণেই ইসলামী শারি'আহ ঐক্যকে ফরযের ন্যায় গুরুত্ব দিয়েছে এবং বিভেদকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করেছে।

## পাঁচ: কুরআনে মৌলিক মাকাসিদের বর্ণনা

এছাড়াও কুরআন কারীমে শারি'আহর মৌলিক মাকাসিদ তথা অত্যাবশ্যকীয় (জরুরিয়্যাত), প্রয়োজনীয় (হাজিয়্যাত)এবং সৌন্দর্যবর্ধক (তাহসীনিয়্যাত) বিষয়সমূহের আলোচনা করা হয়েছে এবং এগুলোর সংরক্ষণ ও হেফাযতের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে ।

ইমাম আশ–শাতিবী বলেন,
শারি'আহর অভ্যন্তরীণ মৌলিক মূলনীতিগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই, কুরআনুল কারীমে এগুলোর সংরক্ষণ ও হেফাযতের পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে জরুরিয়্যাত, হাজিয়্যাত ও তাহসীনিয়্যাত এবং এ তিন প্রকারের প্রত্যেকটিই পরিপূর্ণতা দানকারী বিষয়।[233]

## কুরআনুল কারীম বোঝার ক্ষেত্রে মাকাসিদের গুরুত্ব

কুরআন কেবল বিচ্ছিন্ন বিধানসমূহের সমষ্টি নয়; বরং এটি একটি উদ্দেশ্যনির্ভর কিতাব। মাকাসিদ জানা থাকলে আয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়। কুরআনুল কারীম অধ্যয়ন ও গবেষণা এবং এর অর্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রেও মাকাসিদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কোন বিষয়ে যদি কুরআনের কোন আয়াত, হাদীস, কিংবা সাহাবীদের বক্তব্য পাওয়া না যায়, সে ক্ষেত্রে গবেষক আরবী ভাষায় তার পাণ্ডিত্যের মাত্রানুযায়ী কুরআনুল কারীমের আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জানতে সচেষ্ট হয়। এমতাবস্থায় কুরআনের এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও চিন্তা-গবেষণা অবশ্যই মাকাসিদুশ শারি'আহর সাথে সাংঘর্ষিক তো নয়ই; বরং সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

"কুরআন কারীমের শব্দাবলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে। কোন স্থানে কোন অর্থটি গ্রহণ করা হবে তা ইসলামী শারি'আহর সর্বজনীন নীতিমালা এবং মাকাসিদের আলোকে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। মাকাসিদ সম্পর্কে সচেতন নয় এমন ব্যক্তি কোন শব্দের বাহ্যিক অর্থ

---

233. ইমাম আশ-শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৬৮, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

গ্রহণ করতে পারে, যা সেক্ষেত্রে শারি'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য নয়। ইসলামী শারি'আহর সর্বজনীন মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক এবং মাকাসিদুশ শারি'আহর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সকল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রত্যাখ্যাত হবে। সুতরাং কুরআনুল কারীম অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রে মাকাসিদের জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ"।[234]

মাকাসিদুশ শারি'আহ কুরআন বোঝার চাবিকাঠি। এটি ছাড়া তাফসীর হয় খণ্ডিত, প্রয়োগ হয় কঠোর, আর দাওয়াহ হয় নিষ্প্রাণ। মাকাসিদসহ কুরআন বোঝা মানে—উদ্দেশ্যসহ হুকুম বোঝা, রহমতের আলোয় আয়াত ব্যাখ্যা করা, কুরআনকে জীবনের বাস্তব পথনির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করা।

## ২. মাকাসিদ ও হাদীসে নববী (علاقة المقاصد بالسنة النبوية)

হাদীসে নববী কুরআনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ। এতে শারি'আহর উদ্দেশ্য কেবল বর্ণিত নয়, বরং বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো।[235]

মাকাসিদুশ শারি'আহর জ্ঞান অর্জন এবং তা অনুধাবনের ক্ষেত্রে কুরআন কারীমের পাশাপাশি সুন্নাহর জ্ঞানও আবশ্যক। মূলত কুরআন ও সুন্নাহ এ দু'য়ের উপরই ইসলামী শারি'আহর ভিত প্রতিষ্ঠিত । তাই মাকাসিদ অনুধাবনের ক্ষেত্রে সুন্নাহকে আমলে না নেয়ার অর্থ হচ্ছে, শারি'আহর একটি মৌলিক ভিতের ব্যাপারে অমনোযোগী থাকা এবং তদ্বসংশ্লিষ্ট মাকাসিদ সম্পর্কে অবগত না হওয়া। ইসলামী শারি'আহর মৌলিক উৎস কুরআন এবং সুন্নাহ পরিপূর্ণ অধ্যয়ন ও গবেষণা ব্যতিরেকে কোন গবেষকের পক্ষে সার্বিকভাবে মাকাসিদের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।

উসূল বিশারদগণের মতে, কুরআনের সাথে সংশ্লিষ্টতার দিক থেকে সুন্নাহ বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। কতিপয় সুন্নাহ যা কুরআনে বর্ণিত বিধানকে প্রতীয়মান ও নিশ্চিত করে । মাকাসিদ অনুধাবনের ক্ষেত্রে এ সকল সুন্নাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এ ক্ষেত্রে একাধিক কুরআনের আয়াত ও হাদীস এক ও অভিন্ন অর্থের প্রতি নির্দেশ করে থাকে। আবার সুন্নাহর অনেক বাণী সুস্পষ্টভাবে মৌলিক ও বিশেষ মাকাসিদের প্রতি দিকনির্দেশ করে থাকে, যা কুরআনের একাধিক আয়াতের সামঞ্জস্যপূর্ণ।

---

[234]. হাবিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭ উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

[235]. আল-কুরআন, ৫৯: ৭

কুরআন কারীমে এসেছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

"হে মু'মিনগণ, তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা সে ঘরের অধিবাসীদের থেকে অনুমতি গ্রহণ কর এবং তাদেরকে সালাম প্রদান কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। যদি তোমরা ঘরে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও; তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্য রয়েছে অনেক পবিত্রতা, তোমরা যা করো, আল্লাহ তা ভালোভাবেই অবগত আছেন"।[236]

উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে অনুমতি প্রার্থনা করা উত্তম এবং এর পাশাপাশি রাসূল স. উক্ত বিধানের কতিপয় মাকাসিদ উল্লেখ করে বলেন,

إنما جعل الاستئذان من أجل البصر

"অনাকাঙ্খিত দৃষ্টি থেকে সুরক্ষার জন্যই অনুমতি প্রার্থনার বিধান দেয়া হয়েছে"।[237]

বিবাহের মাকাসিদ বর্ণনা করে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ

"তাঁর একটি নিদর্শন এ যে , তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সহধর্মিণীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ কর এবং তিনি তোমাদের মাঝে সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।"[238] অপরদিকে বিবাহের মাকাসিদ বর্ণনা করে রাসূল স. বলেন,

يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج . فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج.

---

[236]. আল-কুরআন, ২৪: ২৭, ২৮

[237]. প্রাগুক্ত, সহিহ আল-বুখারি, হাদিস নং- ৫৮৮৭

[238]. আল-কুরআন, ৩০: ২১

হে যুব সম্প্রদায় তোমাদের যাদের সামর্থ আছে বিবাহ করে নাও; কারণ বিবাহ দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে।[239]

এছাড়াও কতিপয় সুন্নাহ স্বতন্ত্রভাবে এমন বিধান প্রদান করে যা কুরআন কারীমে বর্ণিত হয়নি । মাকাসিদ অনুধাবনের ক্ষেত্রে এ প্রকারের সুন্নাহও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এ প্রকারের সুন্নাহ এমন সকল বিধান ও তদ্বসংশ্লিষ্ট মাকাসিদ বর্ণনা করে যা কুরআন কারীমে প্রত্যক্ষভাবে বর্ণিত হয়নি। যেমন কোন মেয়ে এবং তার ফুফু অথবা খালাকে একই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হাদীসে হারাম করা হয়েছে এবং উক্ত বিধানের মাকাসিদ বর্ণনায় রাসূল স. বলেন,

إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن.

"তোমরা (নারীরা) যদি এমনটি কর তাহলে এর মাধ্যমে যেন নিজেদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করলে"।[240]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, মাকাসিদের জ্ঞান অর্জন ও তা অনুধাবনের ক্ষেত্রে সকল প্রকারের সুন্নাহর জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তেমনিভাবে সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন ও যথাযথভাবে এর প্রয়োগের ক্ষেত্রেও মাকাসিদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইতঃপূর্বে আশ-শাতিবীর উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর মাকাসিদের ব্যাপারে অবগত নয়, এ দু'বিষয়ে কথা বলা ও এতে গবেষণা করা তার জন্য সমীচীন নয়।[241]

হাদীসে নববী মাকাসিদের জীবন্ত তাফসীর। এতে শারি'আহর লক্ষ্য স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়— মাকাসিদ ছাড়া হাদীস বোঝা হলে তা হয়, আক্ষরিক ও সংকীর্ণ, আর মাকাসিদসহ বোঝা হলে তা হয় ভারসাম্যপূর্ণ ও জীবনঘনিষ্ঠ।

## ৩. মাকাসিদ ও ইজমা (علاقة المقاصد بالإجماع)

ইজমা' হলো কোনো যুগের মুজতাহিদদের শারি'আহ সম্মত বিষয়ে ঐকমত্য। এ ঐকমত্য কেবল মতের মিল নয়; বরং শারি'আহর মাকাসিদ রক্ষায় সম্মিলিত বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াস। কোন বিষয় বা

[239]. প্রাগুক্ত, সহিহ আল-বুখারি, হাদিস নং- ৪৭৭৮

[240]. আবু হাতিম মুহাম্মদ ইবন হিব্বান আল-বুস্তি, সহীহ ইবনে হিব্বান, অধ্যায় হুরমাত আল-মিনাকাহাহ, হাদিস নং- ৪১১৬

[241]. হাবিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

বিধানের ক্ষেত্রে সকল স্কলারগণের ঐকমত্যকে ইজমা’ বলে। উসূলবিদগণ ইজমা’র সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন,

اتفاق مجتهدي أمة محمد (صلعم) في عصر من العصور بعد وفاته على حكم من الاحكام الشرعية.

“রাসূল স. এর ওফাত পরবর্তী যে কোন যুগে শারি’আহর যে কোন বিধানের উপর রাসূল স. এর উম্মতের সকল মুজতাহিদের (শারি’আহর বিষয়ে গবেষক ও পণ্ডিত ) ঐকমত্য পোষণ করার নাম ইজমা।”[242]

মাকাসিদের জ্ঞান অর্জন ও তা বোঝার ক্ষেত্রে ইজমা’র গুরুত্ব অপরিসীম। যে সব মাকাসিদের উপর ইজমা’হয়েছে তা যেসব মাকাসিদের উপর ইজমা’ হয়নি তার থেকে বেশি শক্তিশালী এবং অত্যধিক বিবেচনার উপযুক্ত।

অপরদিকে ইজমা’ সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রেও মাকাসিদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু মুজতাহিদগণের ঐকমত্য ব্যতিরেকে ইজমা’ সংঘটিত হয় না, তাই ইজমা হওয়ার জন্য ইজতিহাদ ( শারি’আহর বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণা ) আবশ্যক এবং ইজতিহাদ করার জন্য মাকাসিদের জ্ঞান আবশ্যক। ইমাম আশ-শাতিবীর বক্তব্য অনুযায়ী যে ব্যক্তির মাকাসিদের জ্ঞান নেই সে কুরআন-হাদীসে গবেষণার অনুপযুক্ত। মাকাসিদের ব্যাপারে অজ্ঞ ব্যক্তি যেহেতু ইজতিহাদ করার অযোগ্য , তাই তার ইজতিহাদ করার কোন অধিকার নেই। এছাড়াও কোন বিষয়ে কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য না থাকলে সে ক্ষেত্রে মাকাসিদুশ শারি’আহর উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে ইজমা সংঘটিত হতে পারে, সে ক্ষেত্রে মাকাসিদ’ই ইজমার দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে। সুতরাং মাকাসিদ ও ইজমার মধ্যকার সম্পৃক্ততা সুস্পষ্ট।[243]

ইজমা’ ও মাকাসিদ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। মাকাসিদ লক্ষ্য নির্ধারণ করে আর ইজমা’ সে লক্ষ্য রক্ষার সম্মিলিত নিশ্চয়তা দেয়। অতএব, কুরআন–সুন্নাহর পর ইজমা‘কে গ্রহণ করা মানে শারি’আহর উদ্দেশ্যকে সম্মিলিতভাবে স্বীকৃতি দেওয়া।

## ৪. মাকাসিদ ও কিয়াস (علاقة المقاصد بالقياس)

---

[242] আল-গাযালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রগুক্ত, পৃ. ১০৪

[243] হাবিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রগুক্ত

কিয়াস (القياس) এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, তুলনা করা, অনুমান করা, ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে কিয়াস হচ্ছে,

إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت.

"একটি বিষয়ের সুপরিচিত বিধানের সাথে তুলনাকর অপর একটি বিষয়ের বিধান দেয়া, যদি দু'টি বিষয়ের অন্তনির্হিত কারণ (ইল্লাহ) এক ও অভিন্ন হয়।"[244]

কিয়াস হলো নতুন বিষয়ের হুকুম নির্ধারণে কুরআন–সুন্নাহে বিদ্যমান অনুরূপ বিষয়ের উপর কার্যকর ইল্লত (العِلّة) অনুসরণ করা। এ ইল্লত নির্ধারণই মূলত মাকাসিদভিত্তিক চিন্তা।

কিয়াস ইসলামী আইনের অন্যতম একটি উৎস, যা গুরুত্ব ও মর্যাদার দিক থেকে চতুর্থ স্থানে অধিষ্ঠিত এবং ইসলামী আইনের প্রসিদ্ধ চার মাযহাব কর্তৃক গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত। উসূলে ফিক্হ এর গ্রন্থাবলীতে কিয়াছের বিস্তারিত বিধান ও নীতিমালা আলোচনা করা হয়েছে। কোন বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমার অনুপস্থিতিতে কিয়াছের শরণাপন্ন হতে হয়।[245]

ইমাম আশ-শাফেয়ী বলেন,

আমরা প্রথমে ইজমা অতঃপর কিয়াস অনুযায়ী মীমাংসা করি, কিয়াস ইজমার তুলনায় দুর্বল দলিল; তাই কেবলমাত্র প্রয়োজনের তাগিদেই কিয়াসের সাহায্য নিতে হয়। কেননা কোন হাদীসের উপস্থিতিতে কিয়াস অনুযায়ী মীমাংসা করা বৈধ হবে না। যেমন ভ্রমণরত অবস্থায় পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে পানির অনুপস্থিতিতে তায়াম্মুম করলে পবিত্রতা অর্জিত হয়; কিন্তু পানির উপস্থিতিতে তায়াম্মুম দিয়ে পবিত্রতা অর্জিত হয় না।[246]

যে ইল্লত শরী'আহর উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তা গ্রহণযোগ্য কিয়াস হতে পারে না। যেমন, মদ নিষিদ্ধ হওয়ার ইল্লত আঙ্গুর থেকে তৈরি হওয়া নয় বরং নেশা সৃষ্টি করার মাধ্যমে আকল নষ্ট করাই হলো তার ইল্লত। এটি حفظ العقل (আকল সংরক্ষণ) যা মাকাসিদের অন্তর্ভুক্ত।

## ৫. মাকাসিদ ও মাসালিহিল মুরসালা বা জনকল্যাণ (علاقة المقاصد بالمصلحة المرسلة)

---

[244]. আল-বায়দাভী, আল-মিহাজ, পৃ. ২০৯, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

[245]. ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ . ১০৫

[246]. ইমাম আশ-শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৯

মাসালিহুল মুরসালা হলো এমন জনকল্যাণ, যার পক্ষে নির্দিষ্ট কোনো নস (কুরআন–সুন্নাহ) নেই, আবার যার বিরুদ্ধেও কোনো নস নেই, তবে শারি'আহর সার্বিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি মূলত মাকাসিদুশ শারি'আহর বাস্তব প্রয়োগ।

যে সকল মাসালিহ সুস্পষ্টভাবে ইসলামে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত তার সাথে মাকাসিদের সম্পর্ক সুস্পষ্ট। মাকাসিদ বলতে মূলত এমন প্রকার মাসালিহ বা জনকল্যাণকে বোঝানো হয় যা ইসলামে গৃহীত ও স্বীকৃত। কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে যে সব বিষয় জনকল্যাণ হিসেবে বিবেচিত তা ইসলামী শারি'আহর মাপকাঠিতে স্বীকৃত না হলে তাকে সত্যিকার মাসালিহ হিসেবে বিবেচনা করা হবে না । সর্বোপরি যে সকল কল্যাণ ইসলামে স্বীকৃত শুধুমাত্র তা মাসালিহ ও মাকাসিদ হিসেবে গ্রহণযোগ্য ও বিবেচিত হবে।

"কিন্তু যে সব মাসালিহ গ্রহণযোগ্য হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে শারি'আহর বিশেষ কোন দলিল – প্রমাণ নেই; বরং মৌলিক ও সর্বজনীন বিধি-বিধান এবং মাকাসিদের মাধ্যমে প্রমাণিত, মাকাসিদের সাথে এগুলোর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় । কোন প্রকারের জনকল্যাণ গ্রহণযোগ্য হবে না বা এর উপর ভিত্তি করে কোন বিধান প্রণয়ন করা যাবে না যতক্ষণ না মাকাসিদুশ শারি'আহর সাথে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় ও মাকাসিদ অর্জনে সহায়ক হয়। কুরআন-কারীমের সংকলন, বিভিন্ন ধরনের অফিস এবং রেজিস্ট্রার ইত্যাদির সূচনা এ প্রকারের মাসলাহার অন্তর্ভুক্ত"।[247]

শারি'আহর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হওয়া কিংবা না হওয়ার দিক থেকে মাসালিহ (المصالح) তথা কল্যাণ তিন প্রকার:

**এক. গ্রহণযোগ্য মাসালিহ (المصالح المعتبرة )**

এ প্রকারের মাসালিহ'র গ্রহণযোগ্যতা শারি'আহর দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিত এবং তা শারি'আহর স্বতন্ত্র দলিল হিসেবে বিবেচিত। এ প্রকারের মাসালিহ মূলত শারি'আহর নস এবং ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত বিধি-বিধানের অন্তর্নিহিত হিকমাত ও তাৎপর্যের মাধ্যমে প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হয়ে থাকে। কোন কোন সময় তা কিয়াস তথা তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমেও সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

---

[247]. হাবিব, পৃ. ৪১, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

**দুই. প্রত্যাখ্যাত মাসালিহ ( المصالح الملغاة):**
এ প্রকারের মাসালিহ যা শারি'আহর দৃষ্টিতে প্রত্যাখ্যাত। এর গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে শারি'আহর কোন দলিল-প্রমাণ নেই। ফলে কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য কিংবা বিবেচনার উপযুক্ত নয়।

**তিন. মাসালিহ মুরসালাহ (المصالح المرسلة):**
নিঃশর্তে মাসালিহ; এমন প্রকার মাসালিহ যা গ্রহণযোগ্য হওয়া কিংবা না হওয়ার ব্যাপারে শারি'আহর সুস্পষ্ট কোন দলিল-প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে সার্বিকভাবে শারি'আহর দলিল-প্রমাণের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও এ প্রকার মাসালিহ বিবেচিত ও গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

সাহাবায়ে কিরামের আমলে মাকাসিদের প্রয়োগ- যেমন, কুরআন সংকলন যা রাসূল ﷺ-এর যুগে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাকারে ছিল না। এটি ছিল দ্বীন সংরক্ষণের জন্য সাহাবাদের সিদ্ধান্ত। কারাগার ব্যবস্থা যা উমর (রা.)-এর যুগে প্রবর্তন করা হয়েছে ন্যায়বিচার ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য।

প্রথম দু'প্রকার মাসলাহা'র সাথে মাকাসিদ এর সম্পর্ক স্পষ্ট। যে প্রকার মাসলাহা গ্রহণযোগ্য তা অর্জন করা এবং যে প্রকার মাসলাহা প্রত্যাখ্যাত তা প্রতিরোধ করা শারি'আহর বিধি-বিধানের উদ্দেশ্য। কিন্তু মাকাসিদের সাথে মাসলাহা মুরছালাহ তথা নিঃশর্ত মাসলাহা'র সম্পর্ক আলোচনা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

"কোন কোন স্কলার মাসলাহা মুরছালাহ'কে মতবিরোধপূর্ণ দলিল-প্রমাণের (الأدلة المختلفة فيها) মধ্য গণ্য করেছেন । তারা বলেন, হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের দৃষ্টিতে মাসলাহা মুরছালাহ শারি'আহর দলিল হিসেবে পরিগণিত হবে না, অপরদিকে মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের দৃষ্টিতে মাসলাহা মুরছালাহ শারি'আহর দলিল হিসেবে পরিগণিত হবে"।[248]

মাসালিহুল মুরসালা হতে হলে যে শর্ত গুলো থাকতে হবে। নসের বিরোধী নয়, প্রকৃত ও সাধারণ কল্যাণ, ক্ষণস্থায়ী নয়, যুলুম বা ফিতনা সৃষ্টি না করে; বরং মাকাসিদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

**আধুনিক প্রেক্ষাপটে মাসালিহুল মুরসালা**

- ট্রাফিক সিগন্যাল মানা
- জাতীয় পরিচয়পত্র

---

248. আল-আমিদী, খ. ৪, পৃ. ১৬০, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

- ভ্যাকসিনেশন নীতি
- সাইবার আইন

এসবের মূলভিত্তিই হচ্ছে মাকাসিদুশ শারি'আহ।

মাসালিহুল মুরসালা হলো মাকাসিদের জীবন্ত রূপ। মাকাসিদ লক্ষ্য নির্ধারণ করে আর মাসালিহুল মুরসালা বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করে। অতএব, শারি'আহকে যুগোপযোগী, মানবকল্যাণমুখী ও ভারসাম্যপূর্ণ রাখতে মাকাসিদ ও মাসালিহুল মুরসালা অপরিহার্য।

## ৬. মাকাসিদ ও ইসতিহসান (علاقة المقاصد بالاستحسان)

ইসতিহসান বলতে বোঝায়—কোনো সাধারণ কিয়াস বা বাহ্যিক নিয়ম থেকে সরে এসে অধিক শক্তিশালী দলিল, স্পষ্ট মাসলাহাহ বা ন্যায়ভিত্তিক কারণে ভিন্ন হুকুম গ্রহণ করা। পরিভাষায় ইসতিহসান হচ্ছে ,

العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص

"বিশেষ দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে কোন বিষয়ের মৌলিক বিধান থেকে সংশ্লিষ্ট ও প্রাসঙ্গিক বিধানের দিক প্রত্যাবর্তিত হওয়ার নাম ইসতিহসান।"[249]

আবার অনেকে এর পরিচয় দিয়েছেন,
শক্তিশালী দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ কিয়াস এড়িয়ে তদ্বসংশ্লিষ্ট পরোক্ষ কিয়াস গ্রহণ করাই ইসতিহসান।[250]

সুতরাং ইসতিহসান হচ্ছে, দলিল-প্রমাণের প্রেক্ষিতে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে সাধারণ বিধান এড়িয়ে বিশেষ একটি বিধান গ্রহণ করা। এ অর্থে ইসতিহসান সকল স্কলারের নিকট গ্রহণযোগ্য । ইসতিহসানের আলোকে কোন বিশেষ ইস্যুতে বিশেষ দলিল-প্রমাণের প্রেক্ষিতে ব্যতিক্রম একটি বিধান দেয়া হয়; কিন্তু অপরাপর ইস্যুগুলোতে মৌলিক বিধানই গ্রহণ করা হয়। তাই এই বিশেষ ইস্যুটি মূলত বিশেষ দলিল-প্রমাণের প্রেক্ষিতে মৌলিক বিধান থেকে ব্যতিক্রম । যেমন বাই' সালাম এর বৈধতা; যা রাসূলুল্লাহ স. এর হাদীসের প্রেক্ষিতে ক্রয়-বিক্রয়ের মৌলিক বিধান থেকে ব্যতিক্রম

---

[249]. ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

[250]. উসুল আছ-ছারাখছী, খ. ২, পৃ. ২০৪, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামে যেখানে ক্রয়-বিক্রয়ের মৌলিক বিধান হচ্ছে, বিক্রিত বস্তু অবশ্যই বিদ্যমান থাকতে হবে; কারণ রাসূল স. বলেছেন,

لا تبع ما ليس عندك

"তোমার কাছে যা বিদ্যমান নেই তা নিয়ে ক্রয়-বিক্রয় করো না।"[251] কিন্তু অপর একটি হাদীসের প্রেক্ষিতে এ বিধানের ব্যতিক্রম হিসেবে ইসতিহসানের আলোকে বাই' সালাম (بيع السلم) এর বৈধতা দেয়া হয়েছে।

ইসতিহসানের ক্লাসিক উদাহরণ- কূপে নাপাক বস্তু পরে গেলে কিয়াস অনুযায়ী পুরো পানি নাপাক কিন্তু ইসতিহসান অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি অপসারণ করলেই যথেষ্ট। উদ্দেশ্য কষ্ট দূর করা।

## ৭. মাকাসিদ ও কাউলুস সাহাবী (علاقة المقاصد بقول الصحابي)

কাউলুস সাহাবী বলতে বোঝায় রাসূল (স) এর সাহাবিগণের কোনো বক্তব্য, ফতোয়া বা সিদ্ধান্ত, যা কুরআন–সুন্নাহর সরাসরি উদ্ধৃতি নয়। সাহাবী হচ্ছে ঐ ব্যাক্তি,

من لقي النبي (ص) مؤمنا به ومات على ذلك

"যিনি রাসূলুল্লাহ স. এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়েছেন, তাকে বিশ্বাস করেছেন এবং সে বিশ্বাসের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন"।[252]

"কাউলুস সাহাবী (قول الصحابي) বলতে কোন বিষয়ে সাহাবীদের মতামত, কার্যক্রম, গৃহীত সিদ্ধান্ত, ইত্যাদি বোঝায়। কাউলুস সাহাবী শারি'আহর স্বতন্ত্র কোন দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে কি-না, এ বিষয়ে উসূলবিদগণের একাধিক মতামত রয়েছে। ইবন কাইয়্যিম বলেন, কাউলুস সাহাবী শারি'আহর স্বতন্ত্র দলিল হওয়ার উপর ইসলামী আইনের প্রসিদ্ধ চার মাযহাব ঐকমত্য পোষণ করেছেন"।[253]

মাকাসিদুশ শারি'আহর সাথে কাউলুস সাহাবীর সম্পর্ক অনুধাবন করতে হলে সাহাবীদের সত্যিকার পরিচয় জানা এবং শারি'আহর বিধি-বিধানের বোধগম্যতা, অনুধাবনশক্তি ও চিন্তাশক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের মর্যাদা ও স্থান অনুধাবন করা আবশ্যক। প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বলেন,

---

[251]. প্রাগুক্ত, সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং– ৩৫০৫

[252]. ইবনে হাজার আসকালানী, নুজহাত আল-নাজার, পৃ. ৫১, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

[253]. ইবন কাইয়্যিম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২০, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

তাঁরা ছিলেন মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সবচেয়ে উদার ও কোমল অন্তরের অধিকারী, সবচেয়ে গভীর জ্ঞান ও চিন্তা শক্তিসম্পন্ন, সবচেয়ে কম লৌকিকতার অধিকারী, সবচেয়ে সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সবচেয়ে ভালো অবস্থাসম্পন্ন । তাঁরা এমন জনগোষ্ঠী যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর স. সাহচর্যের জন্য এবং তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচিত করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁদের মর্যাদা অনুধাবন করো এবং তাঁদের পদাংক অনুসরণ করো, কারণ তারাই সঠিক ও সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত।[254]

আল্লাহ তা'আলা রাসুলুল্লাহ স. এর সাহাবীগণকে তাঁর সাহচর্য লাভের জন্য বাছাই করেছেন এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় সকল যোগ্যতা তাঁদেরকে দান করেছেন। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে তাঁরাই সর্বোত্তম অন্তরের অধিকারী, সর্বাধিক জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার আধার এবং নিষ্কলুষ প্রকৃতি ও স্বভাবের অধিকারী। তাঁদের তাকওয়া ও একনিষ্ঠতার কারণে রাসূল (স.) তাঁদেরকে মুসলিম মিল্লাতের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ হিসেবে রেখে গেছেন। তাই দেখা যায়, প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের ইমামগণ থেকে শুরু করে কোন মুসলিম স্কলার তাঁদের রেখে যাওয়া মতামতের বাহিরে যাননি। যাখানে সাহাবীগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন সবাই তা গ্রহণ করেছেন , আর যেখানে সাহাবীগণ থেকে একাধিক মতামত এসেছে সেখানে প্রত্যেক ইমাম স্থান, কাল ও পাত্রভেদে কোন না কোন সাহাবীর মতামত গ্রহণ করেছেন।

সুতরাং সাহাবীগণ যেহেতু উম্মতের মধ্যে বেশি জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী, স্বভাবতই মাকাসিদুশ শারি'আহর ব্যাপারেও তাঁরা সর্বাধিক জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ। মাকাসিদুশ শারি'আহ জানা ও বুঝার ক্ষেত্রে কুরান,সুন্নাহ এবং এ দু'টি থেকে বিধি-বিধান উদ্ভাবন সংক্রান্ত জ্ঞান একান্ত আবশ্যক। নিঃসন্দেহে এ সকল জ্ঞান সাহাবীগনের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। সাহাবীদের মতামত মাকাসিদুশ শারি'আহর সাথে সাংঘর্ষিক এমনটি কখনো দেখা যায় না; কারণ মুসলিম জাতির মধ্যে মাকাসিদের ব্যাপারে তাঁরাই সর্বাধিক অবগত। তাই যে বা যারা তাঁদের কোন মতামত গ্রহণ করবে তা কখনো মাকাসিদুশ শারি'আহর বাইরে যেতে পারে না।

সাহাবীগণ সম্পর্কে ইমাম আশ-শাতিবী আরও বলেন,

---

[254]. ইবন আব্দিল বার, জামে বায়ান আল-ইলম ওয়া ফাদলীহি, খ. ২, পৃ. ৯৭, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত পৃ. ১১৮

শারি'আহর বিধি-বিধান এবং তদসংক্রান্ত মাকাসিদ বোঝার ক্ষেত্রে সাহাবীগণ হচ্ছেন উম্মতের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।[255]

সুতরাং মাকাসিদুশ শারি'আহর সাথে সাহাবীগনের মতামত ও সিদ্ধান্তের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত স্পষ্ট । কাউলুস সাহাবী হলো মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রাথমিক প্রয়োগ। সাহাবিরা উদ্দেশ্য বোঝে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তাঁদের বক্তব্য আমাদের জন্য নিরাপদ দিশা। অতএব, মাকাসিদ বোঝার ক্ষেত্রে কাউলুস সাহাবী উপেক্ষা করলে ফিকহ দুর্বল হয়, আর গ্রহণ করলে ব্যাখ্যা হয় ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত।

## ৮. মাকাসিদ ও শারউ' মান কাবলানা (علاقة المقاصد بشرع من قبلنا)

শারউ মান কাবলানা বলতে বোঝায় পূর্ববর্তী নবী–রাসূলদের প্রতি নাযিলকৃত শারি'আহর বিধানসমূহ, যা কুরআন ও সহিহ সুন্নাহর মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে। উসূলবিদদের মতে এটি তখনই প্রমাণ হবে যদি তা আমাদের শারি'আহ দ্বারা রহিত না হয়, এবং কুরআন–সুন্নাহ অনুমোদন বা নীরব সমর্থন দেয়।

শারউ' মান কাবলানা (পূর্ববর্তী শারি'আহ) বলতে পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলগণের শারি'আহকে বোঝানো হয়, যেমন মূসা ও ঈসা আ. এর শারি'আহ। পূর্ববর্তী শারি'আহর কোন বিধান গ্রহণযোগ্য কিংবা প্রত্যাখ্যাত হবে না যতক্ষণ না এ ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ'র কোন দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। যদি কুরআন- সুন্নাহ এর মধ্যে পূর্ববর্তী শারি'আহর কোন বিধান বর্ণিত হয় এবং তা গ্রহণ করার নির্দেশ থাকে তবে তা কুরআন ও সুন্নাহ,তে বর্ণিত হওয়ার কারণে ইসলামী শারি'আহর বিধান হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি পূর্ববর্তী শারি'আহর কোন বিধান কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা রহিত হয়ে যায়, তবে তা রহিত হয়ে যাবে এবং কার্যক্ষেত্রে আর বিবেচনা করা যাবে না। কিন্তু পূর্ববর্তী শারি'আহর কোন বিধান যদি এরূপ হয়, যা গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর মধ্যে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা পাওয়া যায় না, সে ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ পূর্ববর্তী শারি'আহর কোন বিধান যদি আমাদের শারি'আহতে অগ্রহণযোগ্য, হারাম কিংবা বাতিল হয়ে থাকে তবে কুরআন ও সুন্নাহ এ ব্যাপারে অবশ্যই সরব থাকত। সুতরাং পূর্ববর্তী শারি'আহর বিধান গ্রহণ করা মূলত কুরআন ও সুন্নাহর বিধান গ্রহণ করা এবং কার্যক্ষেত্রে তা বিবেচনায় রাখা। তাই পূর্ববর্তী

[255] . ইমাম আশ-শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩০

শারি'আহর সাথে মাকাসিদের সংশ্লিষ্টতা কুরআন-সুন্নাহর সাথে মাকাসিদের সংশ্লিষ্টতার অনুরূপ, যা ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।[256]

## ৯. মাকাসিদ ও সাদ্দুয-যারায়ী (علاقة المقاصد بسد الذرائع)

সাদ্দুয-যারায়ী' অর্থ হচ্ছে খারাপ কাজের দ্বার বন্ধ করা। আভিধানিক অর্থে সাদ্দ (السد) শব্দের অর্থ হচ্ছে বন্ধ করা, রুদ্ধ করা, ইত্যাদি। আয-যারায়ী, (الذرائع) শব্দটি যারীআ' (الذريعة) শব্দের বহুবচন, এর অর্থ হচ্ছে উপায়, উপকরণ, ওয়াসিলা, ইত্যাদি।[257]

পারিভাষিক দৃষ্টিতে সাদ্দুয–যারায়ী' অর্থ হচ্ছে,

منع الجائز لئلا يتوصل به إلى الممنوع

"বৈধ কোন কিছুকে অবৈধ করা , যাতে এর মাধ্যমে অবৈধ কোন কিছু অর্জন করা সম্ভব না।"[258]

সুতরাং উসূলে ফিকহ'র পরিভাষায় সাদ্দুয-যারায়ী বলতে বোঝানো হয়, সম্ভাব্য সকল পথ, পদ্ধতি এবং উপায়-উপকরণ বন্ধ করে দেয়া, যা প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনে ক্ষতি, ধ্বংস কিংবা কষ্ট বয়ে আনে; যদিও বাহ্যিকভাবে তা নিরাপদ, ক্ষতিমুক্ত কিংবা বৈধ বলে মনে হয়। সার্বিকভাবে ইসলামী আইনের প্রসিদ্ধ সকল মাযহাবেই শারি'আহর বিধানের উৎস হিসেবে সাদ্দুয-যারায়ী স্বীকৃত।

ইমাম আশ-শাতিবী বলেন-

একথা প্রমাণিত যে, সার্বিকভাবে সাদ্দুয–যারায়ী'র মূলনীতির বিষয়ে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে এখানে মতপার্থক্য শুধুওমাত্র এর প্রয়োগ ও বিস্তারিত ব্যবহারের ক্ষেত্রে।[259]

যদি কোন উপায়–উপকরণের ব্যাপারে একথা নিশ্চিতভাবে কিংবা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, তা অকল্যাণ বয়ে আনে তাহলে তা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।

ইমাম ইবন তাইমিয়াহ বলেন,

---

[256]. হাবিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

[257]. ইবন মানযুর, লিসানুল আরব, খ. ৩, পৃ. ২০৭

[258]. ইমাম আশ-শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. 8, পৃ. ১৩০

[259]. ইমাম আশ-শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. 8, পৃ. ১৩০

এ সব উপায়-উপকরণ যদি অধিকাংশ সময়ে হারামের দিকে ধাবিত করে তাহলে উক্ত উপায়-উপকরণও নিঃশর্তভাবে হারাম হবে। যদি এগুলো কখনো হারামের দিকে ধাবিত করে, আবার কখনো না করে , তবে প্রকৃতিগতভাবে হারামের দিকে ধাবিত করে তাহলে তাও হারাম হবে । আবার যদি তা মাঝে মাঝে হারামের দিকে ধাবিত করে এবং এমন হারাম যেখান থেকে গ্রহণযোগ্য কোন কল্যাণ অর্জিত হয় না তাহলে তাও হারাম বলে পরিগণিত হবে।[260]

"ইমাম ইবন কাইয়্যিম এক্ষেত্রে আরো বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি উপরোক্ত উপায়-উপকরণকে একাধিক ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন,

**এক.** এমন উপায় যার সূচনা হয়েছে হারাম তথা অকল্যাণের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যেমন নেশাজাতীয় পানীয় পান করা যা নেশা সংক্রান্ত অকল্যাণ বয়ে আনে। যিনা-ব্যভিচার যা বংশধারা বিনাশ ও বিবাহ বিচ্ছেদসহ আরো অনেক অকল্যাণ বয়ে আনে। এ সব উপায়-উপকরণ শারি'আহর দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং অকল্যাণের মাত্রানুযায়ী এগুলো কখনো নিষিদ্ধ (হারাম) , আবার কখনো অপছন্দনীয় (মাকরুহ) হবে।

**দুই.** এমন উপায় যার জন্ম হয়েছে ভালো কাজের জন্য, কিন্তু এর মাধ্যমে অকল্যাণকর কিছু অর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যেমন , বিবাহ যখন তা তিন তালাকের পর বৈধতার (التحليل) জন্য করা হয়, কিংবা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি যার মাধ্যমে সুদ অর্জন করার ইচ্ছে করা হয় ইত্যাদি।

**তিন.** এমন উপায় যার সূচনা হয়েছে ভালো কাজের জন্য এবং এর মাধ্যমে খারাপ কিছু অর্জন করার উদ্দেশ্য করা হয় না, তবে অধিকাংশ সময়ে তা খারাপ কিংবা অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে। যেমন নিষিদ্ধ সময়ে সাওম আদায় করা, মুশরিকদের উপাস্যদের গালমান্দ করা ইত্যাদি। এ সকল উপায় –উপকরণও শারি'আহর দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ।

**চার.** এমন উপায় যার সূচনা হয়েছে ভালো ও বৈধ কাজের জন্য, তবে কখনো তা অবৈধ ও অকল্যাণকর কাজের দিকে ধাবিত করে, কিন্তু এর মাধ্যমে অর্জিত কল্যাণের পাল্লা সংশ্লিষ্ট অকল্যাণ থেকে ভারী হয়। যেমন, বিবাহের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে এমন নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করা, জালিম শাসকের সামনে উচিত কথা বলা ইত্যাদি।

---

[260]. ইবন তাইমিইয়া, আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা। খ. ৪, পৃ. ১৩০

মাকাসিদুশ শারি'আহর সাথে সাদ্দুয-যারায়ীর সম্পর্ক খুবই স্পষ্ট। সম্ভাব্য সকল ক্ষতি কিংবা কস্তকর পথ লাঘব করা ইসলামী আইনের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য, সাদ্দুয-যারায়ীর মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হয়। কুরআন কারীমে এসেছে,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

"তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের আরাধনা করে তাদেরকে তোমরা গালি দিয়ো না, পরিণামে তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে।"[261]

সুতরাং যদিও কাফের–মুশরেকদের উপাস্যদের মন্দ বলা বৈধ, তথাপিও তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে তা অপর একটি মন্দ কাজের সূচনা না করে এবং আল্লাহকে মন্দ বলার একটি অজুহাত না পেয়ে যায়।

সাদ্দুয-যারায়ী মূলত মাকাসিদুশ শারি'আহর বাস্তবায়ন এবং তা সংরক্ষণ করে। বিভিন্ন উপায়-উপকরণ বাহ্যিকভাবে যদিও বৈধ মনে হয়, কিন্তু তা মানব জীবনে কল্যাণ দূরীকরণ এবং অকল্যাণের পথ সুগম করার মাধ্যমে মাকাসিদুশ শারি'আহ ধ্বংসের সূচনা করে। তাই এ সকল বৈধ উপায় ও পদ্ধতি বন্ধ করার মাধ্যমে মূলত মাকাসিদুশ শারি'আহর বাস্তবায়ন ও হেফাযত করা হয়।[262]

## ১০. মাকাসিদ ও উরফ (علاقة المقاصد بالعرف)

উরফ বলতে বোঝায় সমাজে প্রচলিত এমন রীতি, অভ্যাস বা প্রথা যা, মানুষের কাছে স্বীকৃত, যুক্তিসঙ্গত, এবং শারি'আহ বিরোধী নয়। আভিধানিক দৃষ্টিতে উরফ (**العرف**) বলা হয়, প্রত্যেক ভালো কিছু যা সকলের নিকট পরিচিত এবং যা সবাই সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়া।

পারিভাষিক অর্থে উরফ হচ্ছে,
সকলের নিকট পরিচিত এমন কিছু বিষয় যেগুলো সাধারণত বারংবার ঘটে এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রকৃতির মানুষের নিকট তা গ্রহণীয়।[263]

---

[261]. আল-কুরআন, ৬: ১০৮

[262]. আল-ইউবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

[263]. ইবনে আবেদীন, রাসায়েল, খ. ৪, পৃ. ১৩০

সর্বোপরি উরফ বলতে প্রচলিত রীতি-নীতি বোঝানো হয় যার ব্যাপারে কোন দেশ বা কোন এলাকার সবাই কিংবা অধিকাংশ মানুষ সহমত পোষণ করে। সাধারণত ইসলামী শারি’আহর সকল মাযহাবে উরফ একটি গ্রহণযোগ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃত, যদিও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। প্রচলিত রীতি-নীতি শারি’আহর বিধান হিসেবে গ্রহণযোগ্য এবং বিবেচিত হওয়ার জন্য ইসলামী শারি’আহর স্কলারগণ কতিপয় শর্তারোপ করেছেন। যেমন,

**এক.** উক্ত রীতি-নীতির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সমাজ বা এলাকার সকল কিংবা অধিকাংশ মানুষের সহমত থাকতে হবে;
**দুই.** উক্ত রীতি-নীতি সর্বজনীন ও ব্যাপক হতে হবে;
**তিন.** শারি’আহর মৌলিক কোন বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না;
**চার.** উরফ বিবেচনার সময় তা বিদ্যমান ও কার্যকর থাকতে হবে;

মাকাসিদুশ শারি’আহর সাথে উরফ এর সম্পর্ক খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং উভয়টি একে অপরের পরিপূরক । একথা সন্দেহাতীত যে, যাবতীয় কল্যাণ সাধন ও তার পরিপূর্ণতা দান করা এবং সকল অকল্যাণ ও হ্রাস ঘটানোর লক্ষ্যেই ইসলামী শারি’আহর বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছে। সুতরাং সকল প্রকার ভালো ও কল্যাণকর কিছু অর্জনে শারি’আহ বদ্ধপরিকর এবং সকল প্রকার মন্দ ও অকল্যাণ থেকে শারি’আহর অবস্থান যোজন যোজন দূরে । ইসলামপূর্ব জাহেলী সমাজ বিভিন্ন ধরনের রিতী-নীতি, কৃষ্টি-কালচার, আচার-আচরন ইত্যাদির প্রচলন ছিল। এমতাবস্থায় নিকট ও দূরবর্তী সময়ের জন্য যা কিছু ভালো ও কল্যাণকর ছিলো শারি’আহ তা লালন করেছেন এবং তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। অপরদিকে নিকট ও দূরবর্তী সময়ের জন্য যা কিছু খারাপ ও অকল্যাণকর ছিলো শারি’আহ তা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তার প্রতিপালন নিষিদ্ধ করেছে।

**একনজরে শারি’আহর দলিল-প্রমাণের সাথে মাকাসিদের সম্পর্ক:**

নিম্নোক্ত সারণির মাধ্যমে অত্র অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়সমূহ সংক্ষিপ্তকারে উপস্থাপন করা হলো-

| দলিল-প্রমাণ | সম্পর্ক |
|---|---|
| নস (কুরআন-সুন্নাহ) | কুরআন-সুন্নাহ হচ্ছে মাকাসিদ এর উৎস উপরন্ত কুরআন-সুন্নাহ বোঝার ক্ষেত্রে মাকাসিদের জ্ঞান আবশ্যক |
| ইজমা’ | ইজমার জন্য ইজতিহাদ আবশ্যক, অপরদিকে ইজতিহাদ করার জন্য মাকাসিদের জ্ঞান আবশ্যক |

| | |
|---|---|
| কিয়াস | ইল্লাহ'র বিশুদ্ধতার জন্য মুনাসাবাহ শর্ত । তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইল্লাহ'র অধ্যায়ে মুসলিম স্কলারগণ মাকাসিদ এর আলোচনা করেছেন |
| মাসালিহ মুরসালাহ | মাসালিহ মুরসালাহ বিবেচ্য হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, তা মাকাসিদুশ শারি'আহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে |
| ইসতিহসান | গুরুত্বপূর্ণ কোন কল্যাণ বাস্তবায়ন কিংবা অকল্যাণ প্রতিহত করার প্রেক্ষিতে এক বিধান থেকে অপর একটি বিধান প্রণয়ন করার নাম হচ্ছে ইসতিহসান, যা মূলত মাকাসিদের সারকথা |
| সাদ্দুয-যারায়ী | সাদ্দুয-যারায়ী হচ্ছে শারি'আহর বিধি-বিধানের মাকাসিদ সংরক্ষণের অন্যতম একটি উপায়, অবশ্য ফাতহ আয-যারি'আহ কোন কোন ক্ষেত্রে মাকাসিদ ধ্বংসের অন্যতম একটি উপায় |
| কাউলুস সাহাবী | সাহাবীগণ হচ্ছেন মাকাসিদুশ শারি'আহর ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত |
| উরফ | শারি'আহর বিধি-বিধানের অন্তর্নির্হিত তাৎপর্য হচ্ছে, মাসলাহাহ তথা জনকল্যাণ নিশ্চিত করা। যেহেতু স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে মাসলাহাহ'র ধরন পরিবর্তন হয়ে থাকে, তাই কখনো উরফ এর প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানে পরিবর্তন ঘটে থাকে। |
| শারউ মান কাবলানা | ইসলামী শারি'আহর বিধি-বিধান সংশ্লিষ্ট মাকাসিদের কারণে পূর্ববর্তী সকল শারি'আহ থেকে অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাই এ শারি'আহর মাকাসিদের সংরক্ষণ অন্যান্য শারি'আহর মাকাসিদের সংরক্ষণের তুলনায় বেশি বিবেচ্য। |

সারণি: শারি'আহর দলিল-প্রমাণের সাথে মাকাসিদের সম্পর্ক।[264]

264. সাবরী মাস'উদ, প্রাগুক্ত পৃ. ১৩৩, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

# পঞ্চম অধ্যায়
# মাকাসিদুশ শারি'আহর শ্রেণীবিন্যাস ও স্তর

## সারসংক্ষেপ

এ অধ্যায় অধ্যায়নে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে:

১. মাকাসিদের প্রকারভেদ;

২. গুরুত্ব, বাস্তবায়ন, মৌলিকত্ব, উদ্দেশ্য ও পরিপূর্ণ কিংবা আংশিক হওয়ার দিক থেকে মাকাসিদের বিভিন্ন প্রকার;

৩. মাকাসিদের মৌলিক তিনটি স্তর তথা অত্যাবশ্যকীয়, প্রয়োজনীয় এবং সৌন্দর্যবর্ধক সংশ্লিষ্ট বিবিধ অনুষঙ্গ;

মহান আল্লাহ ইচ্ছে করলে কোন অন্তর্নিহিত কল্যাণ ও তাৎপর্য ব্যতিরেকে আমাদেরকে আদেশ-নিষেধ করতে পারতেন এবং আমরাও তা পালন করতে বাধ্য হতাম, কারণ তিনিই আমাদের প্রতিপালক, আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও বিধানদাতা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা দয়া করে মানুষের জন্য এমন বিধান প্রণয়ন করেছেন, যাতে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। গুরুত্ব ও তাৎপর্যের বিচারে এ ধরনের কল্যাণ (মাসালিহ ও মাকাসিদ) তিন স্তরের হয়ে থাকে: অত্যাবশ্যকীয়, প্রয়োজনীয় ও সৌন্দর্যবর্ধক।

এছাড়াও মাকাসিদ কখনো সামগ্রিক হয়ে থাকে, যেগুলো ইসলামী শারি'আহর বিশেষ কোন বিধানের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং সকল বিধানের সাথে সম্পর্কিত এবং সকল বিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। আবার মাকাসিদ কখনো শাখাগত বা বিশেষ ধরনের হয়ে থাকে, যেগুলো ইসলামী শারি'আহর সকল বিধানের সাথে সম্পর্কিত নয়; বরং নির্দিষ্ট কিংবা বিশেষ কোন বিধানের সাথে সম্পর্কিত হয়ে থাকে।

মাকাসিদের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে মাকাসিদের প্রকারভেদ জানা অতীব জরুরি। প্রকারভেদ বিশ্লেষণ ও জানার মাধ্যমে মাকাসিদের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় এবং কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী অগ্রাধিকার দেয়া যায়।

মাকাসিদুশ শারি'আহকে মূলত তিনটি প্রধান স্তরে ভাগ করা হয়— দরুরিয়াত (অপরিহার্য প্রয়োজন), হাজিয়াত (অতিরিক্ত প্রয়োজন) এবং তহসিনিয়াত (সৌন্দর্যবর্ধক ও পরিপূর্ণতা)। এই তিন স্তর ইসলামী আইনব্যবস্থাকে এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামো উপহার দেয়, যা একদিকে মানুষের মৌলিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং অন্যদিকে নৈতিক-আধ্যাত্মিক উন্নতির পথকে সুগম করে। এছাড়াও সমসাময়িক গবেষণায় মাকাসিদকে সাধারণ (আল-কুল্লিয়্যাহ), আংশিক (আল-জুজইয়্যাহ) এবং বিশেষ (আল-খাসসাহ)—এ ধরনের শ্রেণিতেও বিন্যস্ত করা হয়েছে।

মাকাসিদুশ শারি'আহর এই প্রকারভেদগুলো জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এগুলো ইসলামী বিধানের মূল উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে, ফিকহি বিশ্লেষণকে সহজ করে এবং সময়-পরিবর্তনশীল বাস্তবতার আলোকে শরিয়াহকে যথাযথভাবে প্রয়োগের পথ দেখায়। ফলত, মাকাসিদের শ্রেণিবিন্যাস ইসলামী আইনকে আরও যুক্তিসঙ্গত, বাস্তবসম্মত ও মানবকল্যাণমুখী রূপে প্রকাশ করে।

মাকাসিদুশ শারি'আহ বোঝা ও উপলব্ধি করা এবং তার যথার্থ বাস্তবায়নের জন্য এর প্রকারভেদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা আবশ্যক। নিম্নে মাকাসিদের প্রকারগুলো বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

## বিভিন্ন স্তর ও গুরুত্ব বিবেচনায় মাকাসিদের শ্রেণীবিন্যাস

আল্লাহ তাআলা মানুষের উপর অনেক দায়-দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তিনি তাদেরকে আদেশ করেছেন, নিষেধ করেছেন, নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন। অবশ্যই আল্লাহ কোন কিছুতে সৃষ্টির কাছে দায়বদ্ধ নন। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাকে কেউ কোন ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে পারে না, বরং সৃষ্টিকুল তার কাছে জিজ্ঞাসিত হবে। তিনি জ্ঞানী, দয়ালু এবং কারো মুখাপেক্ষী নন। মানুষের উপর আরোপিত দায়-দায়িত্বগুলো আল্লাহর জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনে না, কিংবা তাঁর থেকে কোন অকল্যাণ দূর করে না। উপরন্ত আল্লাহ তাআলা তাঁর অসীম দয়ায় এমন সকল বিধান প্রণয়ন করেছেন, যা মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে কিংবা তাদের থেকে অকল্যাণ দূর করে, হোক তা তাৎক্ষণিক কিংবা বিলম্বিত। গুরুত্ব ও তাৎপর্যের বিচারে এ ধরনের

কল্যাণ (মাসালিহ) তিন স্তরের হয়ে থাকে, যেমন অত্যাবশ্যকীয় (ضروريات), প্রয়োজনীয় (حاجيات) এবং সৌন্দর্যবর্ধক (تحسينيات)।[265]

উক্ত স্তরসমূহের বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপঃ

## ১. অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদ (ضروريات)

অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদ বলতে সে মৌলিক লক্ষ্যসমূহকে বোঝায়, যেগুলোর সংরক্ষণ ছাড়া মানবজীবন, সমাজব্যবস্থা ও দ্বীনের অস্তিত্বই টিকে থাকতে পারে না। উসূলুল ফিকহের সর্বসম্মত নীতি অনুযায়ী এগুলোই মাকাসিদুশ শারি'আহর সর্বোচ্চ স্তর।

অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদের পরিচয় সম্পর্কে ইমাম আশ-শাতিবী বলেন,
এমন কিছু বিষয় রয়েছে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ বজায় রাখার জন্য যেগুলো অত্যাবশ্যক, কারণ এ সব বিষয়ের অবর্তমানে ইহকালীন কোন কল্যাণ স্বাভাবিক থাকে না; বরং সবকিছুই বিনষ্ট, এলোমেলো ও বিনাশ হয়ে যায়। উপরন্ত (এ সকল বিষয়ের অনুপস্থিতে) আখিরাতেও মুক্তি ও সুখ হারিয়ে সুস্পষ্ট ক্ষতির দিকে টেনে নিয়ে যায়।[266]

কেউ কেউ জরুরিয়্যাত এর পরিচয় দিয়েছেন,
জরুরিয়্যাত ঐসব কল্যাণ যা পাঁচটি মৌলিক মাকাসিদ এর সংরক্ষণকে অন্তর্ভুক্ত করে; সেগুলো হচ্ছে দীন, জীবন, বিবেক, সম্পত্তি এবং বংশের সংরক্ষণ।[267]

এর উদাহরণ হচ্ছে, শারি'আহ সম্মত ইবাদত পালনের মাধ্যমে দীনের সুরক্ষা করা, যেমন– আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, কালেমা শাহাদাত উচ্চারণ করা, সালাত আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, জিহাদ করা, ধর্মদ্রোহীদের মৃত্যু দণ্ড বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি। হালাল খাবার,পানীয় ও আবাসনের মাধ্যমে জীবন ও বিবেক-বুদ্ধির হেফাযত করা, অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হওয়া, কিসাস ও শাস্তির বিধান প্রণয়ন ইত্যাদি।[268]

### অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদের সংখ্যা ও মূল কাঠামো

---

265. ইমাম আশ-শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

266. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

267. ইমাম আল-গাযালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

268. ইমাম আশ-শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

উসূলুল ফিকহের অধিকাংশ ইমাম (গাযালী, শাতিবী, ইবনু আশূর প্রমুখ) একমত যে অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদ পাঁচটি, যা আল-কুল্লিয়্যাতুল খামস (الكليات الخمس) নামে পরিচিত:

### ১. হিফযুদ্দীন (حفظ الدين) দ্বীন সংরক্ষণ

দ্বীন সংরক্ষণের অর্থ হলো—ঈমান, আকীদা, ইবাদত ও দ্বীনি পরিচয় রক্ষা করা। এটি সব মাকাসিদের মধ্যে সর্বোচ্চ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদতের জন্য।"[269]

### ২. হিফযুন নাফস (حفظ النفس) প্রাণ সংরক্ষণ

মানবজীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা শারি'আহর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

"আল্লাহ যে প্রাণকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন, ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না।"[270]

কিসাস, দিয়াত ও আত্মরক্ষার বিধান হিফযুন নাফসের বাস্তব প্রয়োগ।

### ৩. হিফযুল 'আকল (حفظ العقل) বুদ্ধি সংরক্ষণ

শারি'আহর তাকলিফ (দায়বদ্ধতা) আকলের উপর নির্ভরশীল। আর আকল নষ্ট হলে তাকলিফ অর্থহীন হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর এসব শয়তানের কাজের অন্তর্ভুক্ত অপবিত্র জিনিস। সুতরাং তোমরা এগুলো থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[271]

---

[269]. আল-কুরআন, ৫১: ৫৬

[270]. আল-কুরআন, ৬: ১৫১

[271]. আল-কুরআন, ৫: ৯০

মাদক নিষিদ্ধকরণ সরাসরি বুদ্ধি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে।

### ৪. হিফযুন নাসল (حفظ النسل) বংশধারা সংরক্ষণ

মানবসমাজের পবিত্র ধারাবাহিকতা ও পারিবারিক কাঠামো সংরক্ষণ করা শারি'আহর অন্যতম উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً

"আর তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যেয়ো না; নিশ্চয়ই তা অশ্লীল কাজ।"[272]

### ৫. হিফযুল মাল (حفظ المال) সম্পদ সংরক্ষণ

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা শারি'আহর অন্যতম উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"আর তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না এবং মানুষের সম্পদের কোনো অংশ জেনে-বুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকদের কাছে পেশ করো না।"[273]

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"আর চোর পুরুষ ও চোর নারী—তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও; এটি তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[274]

অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদ ইসলামী শারি'আহর মূল ভিত্তি ও প্রাণসত্তা। কুরআন ও সুন্নাহ গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—সব ফরয, হারাম, হদ ও নীতিমালার কেন্দ্রবিন্দু এ পাঁচটি মৌলিক লক্ষ্য। আধুনিক যুগে ফিকহি ইজতিহাদ ও শারি'আহর প্রয়োগে এসব মাকাসিদই ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামী চিন্তার প্রধান মানদণ্ড।

### অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদ সংরক্ষণের পদ্ধতি

---

[272]. আল-কুরআন, ১৭: ৩২

[273]. আল-কুরআন, ২: ১৮৮

[274]. আল-কুরআন, ৫: ৩৮

অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদ দু'ভাবে সংরক্ষিত হতে পারে,

**এক.** ইতিবাচক ও নির্দেশিত কর্মকাণ্ড সংঘটনের মাধ্যমে । অর্থাৎ ইসলামী শারি'আহর যেসব কর্মকাণ্ড অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদের ভিত ও নীতিমালা সুপ্রতিষ্ঠিত করে তা যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমে একে সংরক্ষণ। যেমন, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, সালাত কায়েম, যাকাত প্রদান, রমাদানের সাওম পালন ইত্যাদি দীনের সুরক্ষা ও সংরক্ষণ করে। হালাল খাবার-পানীয় গ্রহণ, বৈধ পোষাক পরিধান বৈধ আবাসনে জীবনযাপন ইত্যাদি জীবনের হেফাজত ও নিরাপত্তা বিধান করে।

**দুই.** নেতিবাচক বা অর্জনীয় কর্মকাণ্ড পরিত্যাগের মাধ্যমে। অর্থাৎ মানব জীবনে সংঘটিত এবং সংঘটিতব্য সম্ভাব্য সকল অকল্যাণ ও ক্ষতিকে প্রতিহত করার জন্য বর্জনীয় কর্মকাণ্ড পরিত্যাগের মাধ্যমে মাকাসিদ সংরক্ষণ। কুফরী নিষিদ্ধ করা , ধর্মদ্রোহিতার শাস্তি প্রদান, জিহাদের বিধান ইত্যাদির উদ্দেশ্য ধর্মের সুরক্ষা। কিসাস ও রক্তপণ দেয়ার বিধান, ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন, এ সকল বিধান জীবন সংরক্ষণ করে। মদ ও যেকোন নেশাজাতীয় কিছু পান করার নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদির বিধানের উদ্দেশ্য বিবেক-বুদ্ধির সুরক্ষা করা। একইভাবে চৌর্যবৃত্তির নিষেধাজ্ঞা, চুরির শাস্তির বিধান ইত্যাদির উদ্দেশ্য হচ্ছে, সহায়-সম্পত্তির হেফাযত করা।

**অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদের পরিপূর্ণতা দানকারী বিষয়**

যা অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদের পূর্ণতা দান করে তাও অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদের অন্তর্ভুক্ত । অর্থাৎ যা ব্যতিরেকে অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদ অর্জিত হলেও এর পরিপূর্ণতা লাভ করা সম্ভব হয় না, তাও অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদের মধ্যে ধর্তব্য। যেমন করনীয় কর্মকাণ্ড থেকে এর উদাহরণ হচ্ছে , ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন, ধর্মের দায়-দায়িত্ব সম্পাদন তথা সংঘবদ্ধভাবে ফরয সালাত আদায় করা, জুমআ'র সালাত আদায় করা ইত্যাদি। অপরদিকে বর্জনীয় কার্যাবলী থেকে এর উদাহরণ হচ্ছে, কিসাসের বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা। এ ধরনের সমতা বিধান অপরিহার্য কিংবা প্রয়োজনীয় কোনটিই নয়; বরং এটি পরিপূর্ণতা দানকারী। সমতা বিধান কিসাসের অন্তর্নিহিত হিকমাত ও তাৎপর্যকে পরিপূর্ণতা দান করবে। এমনিভাবে সামান্য পরিমাণ নেশা জাতীয় পানীয় পান করা ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে; কারণ সামান্য পরিমাণ পান করার সাধ পাওয়ার মাধ্যমে ধীরে ধীরে বেশি পরিমাণ পান করার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে, যা বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট করে দেয়। সুতরাং সামান্য পরিমাণ

পান করা নিষিদ্ধ করার বিধান বেশি পরিমাণ পান নিষিদ্ধ হওয়ার অন্তর্নির্হিত হিকমাত ও তাৎপর্যকে পরিপূর্ণতা দান করবে।[275]

## ২. প্রয়োজনীয় মাকাসিদ (حاجيات)

ইসলামী শারি'আহর মাকাসিদ তিন স্তরে বিভক্ত দারূরিয়্যাত (অত্যাবশ্যকীয়), হাজিয়্যাত (প্রয়োজনীয়) ও তাহসিনিয়্যাত (শোভনীয়)। এর মধ্যে প্রয়োজনীয় মাকাসিদ (হাজিয়্যাত) হলো সে উদ্দেশ্যসমূহ, যেগুলো না থাকলে মানুষের জীবন ও ইবাদতে চরম কষ্ট, সংকীর্ণতা ও দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়; তবে জীবনব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় না।

ইমাম আশ-শাতিবী এ প্রকার মাকাসিদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,
শারি'আহর বিভিন্ন বিধি-বিধান পালনকে সহজ ও সাবলীল করা এবং সংশ্লিষ্ট সাধ্যাতীত কষ্ট লাঘব করার জন্য যা কিছু দরকার হয় তা হচ্ছে প্রয়োজনীয় মাকাসিদ। এ জাতীয় মাকাসিদের অনুপস্থিতে মানুষ দুঃখ –কষ্টের মধ্যে পড়বে; কিন্তু তা এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে না যে, সামগ্রিক জীবন-যাত্রা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে।[276]

অন্য ভাষায়, হাজিয়্যাত সংরক্ষণ না করলে মানুষের জীবন সম্পূর্ণ অচল হয়ে যায় না। আবশ্যকীয় চাহিদা পূরণের কারণে মানব জীবন সচল থাকবে, কিন্তু জীবন-যাত্রা দুঃখ, কষ্ট ও সংকীর্ণতার সম্মুখীন হবে। উল্লেখ্য যে, এ জাতীয় দুঃখ, কষ্ট ও সংকীর্ণতা হয়ত সকল মানুষেকে স্পর্শ করবে না; বরং কেউ এর সম্মুখীন হতে পারে, আবার কেউ নাও হতে পারে। যেমন অসুস্থতা এবং সফরের ক্ষেত্রে প্রদত্ত রুখসাত (বিশেষ ছাড়)। একজন অসুস্থ ব্যক্তি কিংবা মুসাফির ইচ্ছে করলে রুখসাত গ্রহণ না করে পরিপূর্ণভাবে ইবাদত করতে পারে। হয়ত এ ক্ষেত্রে তাদের কষ্ট ও অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু সকল মানুষ এ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে না; বরং শুধুমাত্র অসুস্থ এবং মুসাফির ব্যক্তিই এ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। এমনিভাবে বায়'মুদারাবাহ ও বায় 'ছালাম এর উল্লেখ করা যেতে পারে। মানুষ ইচ্ছে করলে এ দু'টো চুক্তি ব্যতিরেকে জীবনযাপন করতে পারে; কিন্তু যাদের এ দু'টো প্রয়োজন তারা এ দু'টো ব্যতীত কষ্ট কিংবা অসুবিধার সম্মুখীন হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

---

[275]. ইমাম আশ-শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

[276]. ইমাম আশ-শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান, কঠিনতা চান না।"[277] আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।"[278]

### হাজিয়াতের পরিপূর্ণতা দানকারী বিষয়াবলি

যে সকল বিষয় প্রয়োজনীয় মাকাসিদের (হাজিয়্যাত) পরিপূর্ণতা দান করবে তাও হাজিয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ জাতীয় বিষয়গুলোর অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট কল্যাণ অর্জনে কোন অসুবিধা হবে না; কিন্তু তা পূর্ণতা পাবে না। বরং এগুলোর উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট কল্যাণ অর্জনে পূর্ণতা দান করবে। যেমন ভ্রমণকালীন সময়ে দু'ওয়াক্তের সালাত একসাথে আদায় করা। এ বিধান মুসাফিরের ভ্রমণ এবং ভ্রমণকালীন সময়ে সালাত আদায়কে আরো সহজ ও সাবলীল করবে। একইভাবে বিবাহের ক্ষেত্রে সমতা বিধান এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনে পরিপূর্ণতা দান করতে সহযোগিতা করবে, যদিও বিবাহ সংঘটিত হওয়ার জন্য এটি আবশ্যক নয়।[279] প্রয়োজনীয় মাকাসিদ (হাজিয়্যাত) শারি'আহর করুণা, সহজতা ও মানবিকতার প্রকাশ। এগুলো মানুষের জীবন ও দ্বীনি দায়িত্ব পালনে ভারসাম্য রক্ষা করে এবং অযথা কষ্ট ও সংকীর্ণতা দূর করে।

## ৩. সৌন্দর্যবর্ধক মাকাসিদ (تحسينيات)

ইসলামী শারি'আহর মাকাসিদ তিন স্তরে বিন্যস্ত দারূরিয়্যাত (অত্যাবশ্যকীয়), হাজিয়্যাত (প্রয়োজনীয়) ও তাহসীনিয়্যাত (সৌন্দর্যবর্ধক)। এর মধ্যে তাহসীনিয়্যাত হলো সে লক্ষ্যসমূহ, যেগুলো মানুষের জীবনকে শোভন, মার্জিত, নৈতিক ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে। এগুলো না থাকলে জীবনধ্বংস বা চরম কষ্ট হয় না, তবে জীবন রুচিহীন ও নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

ইমাম আশ-শাতিবী এ প্রকার মাকাসিদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

আচার-আচরণ ও অভ্যাসের সুন্দরতম দিকগুলো আয়ত্ত করা এবং সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি যা অপছন্দ করে এমন সব কলুষিত বিষয় পরিত্যাগ করা। এ অর্থে সৎ ও সুন্দর চরিত্রের সমর্থবোধক।[280]

---

277. আল-কুরআন, ২: ১৮৫

278. আল-কুরআন, ২২: ৭৮

279. ইমাম আশ-শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

280. প্রাগুক্ত

নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রদত্ত শারি'আহর সকল বিধি-বিধানই রয়েছে অন্তনির্হিত সৌন্দর্য। ইসলামী শারি'আহতে যা করতে আদেশ করা হয়েছে তা হয়ত ওয়াজিব (অবশ্য কর্তব্য) বা মুস্তাহাব (উত্তম) বা শুধুমাত্র মুবাহ (বৈধ) হবে। এমনিভাবে কোন কাজ থেকে বারণ করা হলে তা হয়ত হারাম (নিষিদ্ধ) বা মাকরুহ (অপছন্দনীয়) হবে। সুতরাং তাহসীনিয়্যাত শারি'আহর সকল বিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যদিও অনেকে ভুলবশত মনে করে, তা শুধুমাত্র মুস্তাহাব বিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । যেমন ইবাদাতের ক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জন, পোষাক পরিধান, সাজসজ্জা, অধিক ভাল কাজ ও দান করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ইত্যাদি। মু'আমালাতের ক্ষেত্রে অপবিত্র বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় না করা, সাক্ষ্য বা নেতৃত্বে দাস না হওয়া, ইমামতিতে মহিলা না হওয়া, নিজে নিজে বিবাহ না করা, যুদ্ধে নারী, শিশু ও সন্ন্যাসী হত্যা না করা ইত্যাদি। অভ্যাসগত বিষয়ের ক্ষেত্রে আহার ও পান করার শিষ্টাচার বজায় রাখা, অপবিত্র ও অপছন্দনীয় খাবার-পানীয় বর্জন ইত্যাদি সৌন্দর্যবর্ধক মাকাসিদের অন্তর্ভুক্ত।[281]

এখানে উল্লেখ্য যে, সৌন্দর্যবর্ধক মাকাসিদ বলতে কোন কিছু করা বা বর্জন করা সুন্দর এমনটি নয়; বরং ওয়াজিব, বিশুদ্ধতা, বৈধতা ইত্যাদির জন্য শর্ত এমন বিষয়ও তাহসীনিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যেমন তাহারাত, পোষাক পরিধান ইত্যাদি। আবার একইভাবে হারাম বা মাকরূহ বিষয়াবলীও তাহসীনিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যেমন অপবিত্র বা অপছন্দনীয় খাবার-পানীয় গ্রহণ করা।

### তাহসীনিয়্যাতের পরিপূর্ণতা দানকারী বিষয়াবলী

এগুলো এমন বিষয় যার মাধ্যমে তাহসীনিয়্যাতের অন্তনির্হিত হিকমাত ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করে। যেমন প্রকৃতির ডাকে সাড়াদানের শিষ্টাচার, পবিত্রতা অর্জনের মুস্তাহাব নিয়ম-নীতি, কুরবানী, আকিকা ইত্যাদির ক্ষেত্রে উত্তমটি বাছাই করা।

### উক্ত তিন প্রকার মাকাসিদের পারস্পরিক সম্পর্ক

ইসলামী শারি'আহতে অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদ মূলত হাজিয়্যাত ও তাহসীনিয়্যাতের মূল। হাজিয়্যাত অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদের পরিপূর্ণতা দানকারী, অনুরূপ তাহসীনিয়্যাতও অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদের পরিপূর্ণতা দানকারী। আবার এটি হাজিয়াতের ও পরিপূর্ণতা দানকারী।[282]

### অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদ হাজিয়্যাত ও তাহসীনিয়্যাতের মূল

281. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩, ১৪৪

282. প্রাগুক্ত

"এ কথা সর্বজন বিদিত যে, সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের জন্য। সুতরাং জীবন সৃষ্টির মূলে রয়েছে ধর্ম এবং এর উপর ভিত্তি করে হবে আখিরাতের পুরস্কার প্রাপ্তি। যাবতীয় কল্যাণ দ্বীন, জীবন, বিবেক–বুদ্ধি, বংশ এবং সহায়-সম্পত্তি এ পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং দুনিয়ার কোন অস্তিত্বই থাকবে না যদি এ পাঁচটি বিষয় ধ্বংস হয়ে যায়, আর আখিরাত তো দুনিয়ার উপরই প্রতিষ্ঠিত।

হাজিয়্যাত জরুরি বিষয়াবলীর চতুর্পার্শ্বেই আবর্তিত হয়। এগুলো জরুরি মাকাসিদের পরিপূর্ণতা দান করে । কখনো জরুরি মাকাসিদ থেকে কষ্টকর বিষয় দূর করে এবং জরুরি মাকাসিদের সম্পাদনকে সহজ ও সাবলীল করে তোলে, যাতে তা আদায় করার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা ও ভারসাম্য বজায় থাকে । যেমন, অসুস্থতা ও ভ্রমণকালীন সময়ের কষ্ট দূর করার জন্য রুখসাতের বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। জীবনের গতিশীলতা বজায় রাখার জন্য ক্রয়-বিক্রয় জরুরি একটি বিষয় এবং সে ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝগড়া-বিবাদ বন্ধ করার জন্য অজ্ঞতা, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি না থাকার শর্তারোপ করা হয়েছে। তাই এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ সকল হাজিয়্যাত জরুরি বিষয়াবলীকে ঘিরেই আবর্তিত হয়ে থাকে। একই বিধান তাহসীনিয়্যাতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ সৌন্দর্যবর্ধক বিষয়গুলো কখনো জরুরি বিষয়ের পূর্ণতা দান করে, আবার কখনো হাজিয়্যাতকে পরিপূর্ণ করে তোলে। সুতরাং যখন এটি জরুরি বিষয়কে পূর্ণতা দান করে তখন এটিও জরুরি হয়ে পড়ে, আবার যখন হাজিয়্যাতকে পরিপূর্ণ করে তোলে তখন তা প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং তাহসীনিয়্যাত এবং জরুরিয়্যাতের পারস্পরিক সম্পর্ক মূল ও শাখার ন্যায়, জরুরিয়্যাত মূল এবং তাহসীনিয়্যাত শাখা ও জরুরিয়্যাতের উপর প্রতিষ্ঠিত"।[283]

**অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদের ক্ষেত্রে সমস্যা হাজিয়্যাত ও তাহসীনিয়্যাতের উপর প্রভাব ফেলে**

"উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো, জরুরিয়্যাতই মূল হাজিয়্যাত তাহসীনিয়্যাত জরুরিয়্যাতের শাখা কিংবা গুণ বা শর্ত। সুতরাং জরুরিয়্যাতের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে হাজিয়্যাত ও তাহসীনিয়্যাতের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়তে বাধ্য। মূলই যখন ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে তখন শাখা-প্রশাখা ও বিশৃঙ্খল হবে এটাই স্বাভাবিক। যেমন ক্রয়-বিক্রয়ের মূল চুক্তি বাতিল হয়ে গেলে সেখানে অজ্ঞতা ও অনিশ্চয়তার প্রশ্ন অর্থহীন। কিসাসের বিধান বহাল না থাকলে সেখানে সমতা বজায় রাখার বিধান বিবেচনায় আনার কোন প্রয়োজন পড়ে না । সুতরাং জরুরি মাকাসিদের বিঘ্ন ঘটলে হাজিয়্যাত ও তাহসীনিয়্যাতের ক্ষেত্রেও বিঘ্ন ঘটতে বাধ্য। কিন্তু এর বিপরিত অবস্থান সঠিক নয়,

283 ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

অর্থাৎ হাজিয়্যাত ও তাহসীনিয়্যাতে বিঘ্ন ঘটলে মৌলিকভাবে জরুরি মাকাসিদের কোন বিঘ্ন ঘটবে না"।[284]

## বাস্তবায়নের সময় বিবেচনায় মাকাসিদের প্রকারভেদ

বাস্তবায়নের সময়ের দিক থেকে মাকাসিদ দু'প্রকার:
এক: তাৎক্ষণিক বা ইহকালীন মাকাসিদ
দুই: বিলম্বিত বা পরকালীন মাকাসিদ

### ১. তাৎক্ষণিক বা ইহকালীন মাকাসিদ

মানুষের জীবনের চলার পথ হিসেবে আল্লাহ তা'আলা শারি'আহর বিধি-বিধান অবতীর্ণ করেছেন। এ বিধি-বিধানের অনুসরণ মানুষের চলার পথ মসৃণ করে, তাদের যাবতীয় কল্যাণের নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং তাদের থেকে যাবতীয় অকল্যাণ প্রতিহত করে। সুতরাং আল্লাহ, তাঁর প্রেরিত কিতাব, নবী ও রাসূল, ফেরেশতা, শেষ দিবস, ভাগ্য ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস, সালাত কায়েম, যাকাত আদায়, সাওম পালন, হজ্জ আদায় ইত্যাদি বিধান মানুষের ইহকালীন যাবতীয় কল্যাণ ও মাকাসিদ প্রতিষ্ঠিত করে, সকল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা প্রদান করে হোক তা অত্যাবশ্যকীয়, প্রয়োজনীয়, সৌন্দর্যবর্ধক কিংবা পরিপূর্ণতা দানকারী কোন বিষয়।[285]

অতএব অত্যাবশ্যকীয় (জরুরিয়্যাত), প্রয়োজনীয় (হাজিয়্যাত) সৌন্দর্যবর্ধক (তাহসীনিয়্যাত) কিংবা পরিপূর্ণতা দানকারী (মুকাম্মিলাত বা তাতিম্মাত), এ সব মাকাসিদ যে দিকে নির্দেশ করে কিংবা এগুলো যার প্রতিনিধত্ব করে তাই হচ্ছে ইহকালীন কিংবা তাৎক্ষণিক মাকাসিদ।

### ২. বিলম্বিত বা পরকালীন মাকাসিদ

পরকালীন মাকাসিদ ও কল্যাণ হচ্ছে ছাওয়াব অর্জন ও শাস্তি থেকে পরিত্রাণ এবং পরকালীন অকল্যাণ হচ্ছে শাস্তি পাওয়া ও ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া । বিলম্বিত মাকাসিদ দ্বারা পরকালীন এ সকল কল্যাণকে বোঝানো হয়। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সাধ্যমত বেশি বেশি পরকালীন মাকাসিদ অর্জন করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং উৎসাহিত করেছেন।[286]

---

[284]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

[285]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

[286]. ইমাম আশ-শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭৯, ১৮০, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত পৃ. ১৫৫

এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম মাকসাদ। এ কারণে অনেক খোদাভীরু ব্যক্তি সর্বোত্তম মাকসাদ তথা পরকালে আল্লাহর সন্তুষ্টি, জান্নাত এবং আল্লাহর দীদার লাভের জন্য দুনিয়ার সকল কিছু ত্যাগ ও কুরবানি করে দিয়েছেন। মাকাসিদ যে ইহকালীন ও পরকালীন উভয় রকমের হতে পারে আল-ইযয ইবন আব্দুস সালাম-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যের দ্বারাও তার সমর্থন হয়:

'দুনিয়ার অধিকাংশ কল্যাণ অর্জন ব্যতিরেকে আখিরাতের কল্যাণ অর্জন পরিপূর্ণ হয় না, যেমন খাবার, পানীয়, বিবাহ, ইত্যাদি নানাবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়। তাই শারি'আহ ইবাদাতকে একাধিক ভাগে বিভক্ত করেছেন, যেমন কতিপয় ইবাদাত যা শুধুমাত্র আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের নিমিত্তেই নিবেধিত, কতক যা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের কল্যাণ অর্জন সম্পর্কিত,কতিপয় ইবাদাত যেখানে ইহকালীন কল্যাণ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত, যেমন যাকাত, আবার কতক যেখানে পরকালীন কল্যাণ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত, যেমন সালাত তদ্রূপ মু'আমালাতও (যাবতীয় লেনদেন) ইসলামী শারি'আহতে একাধিক ভাগে বিভক্ত। কতক প্রকার লেনদেন যেখানে দুনিয়ার কল্যাণ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত, যেমন ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি, ইজারাহ চুক্তি, ইত্যাদি। আবার কতিপয় লেনদেন যেখানে পরকালীন কল্যাণ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত, যেমন ছাওয়াব বা নেকী অর্জনের জন্য ভাড়া দেয়া এবং কতক লেনদেন যেখানে ইহকালীন ও পরকালীন উভয় প্রকার কল্যাণ সংমিশ্রণ রয়েছে'।[287] সৌন্দর্যবর্ধক মাকাসিদ (তাহসীনিয়্যাত) শারি'আহর নান্দনিক ও নৈতিক দিকের প্রতিফলন। এগুলো মানুষের চরিত্রকে উন্নত করে, সমাজকে সভ্য করে এবং দারুরিয়্যাত ও হাজিয়্যাতকে পরিপূর্ণতা দান করে।

---

[287]. ইযযুদ্দীন ইবন আব্দুস সালাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

# ষষ্ঠ অধ্যায়
# মাকাসিদুশ শারি'আহ উদঘাটন ও সাব্যস্তকরনের পদ্ধতি


**সারসংক্ষেপ**

এ অধ্যায়ে মাকাসিদুশ শারি'আহর উদঘাটন, অনুসন্ধান ও সাব্যস্ত করার বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। মাকাসিদুশ শারি'আহ অনুসন্ধান ও প্রমাণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি অবগতির মাধ্যমে মাকাসিদের অপব্যাখ্যা রোধ করা, যত্রতত্র মাকাসিদ দিয়ে দলিল-প্রমাণ পেশ করা, কিংবা মাকাসিদ বাস্তবায়নের অজুহাতে দলিল-প্রমাণ উপেক্ষা করা ইত্যাদি সমস্যা রোধ করা সম্ভবপর হবে।

এ অধ্যায় অধ্যয়ন করলে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে:

১. মাকাসিদুশ শারি'আহ উদঘাটন ও প্রমাণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি;

২. শারি'আহর নুসূসে ব্যবহৃত শব্দ কিংবা বাক্য থেকে মাকাসিদ উদঘাটনের পদ্ধতি;

৩. নুসূসের অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য থেকে মাকাসিদ উদঘাটনের পদ্ধতি;

৪. শব্দ কিংবা বাক্য এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সমন্বয়ে মাকাসিদ উদঘাটনের পদ্ধতি।


কুরআন, হাদীস ও ইজমা অবলম্বনে চিন্তা-গবেষণা ও ইজতেহাদের মাধ্যমে বিভিন্ন পদ্ধতিতে মাকাসিদুশ শারি'আহ উদঘাটন, অনুসন্ধান ও সাব্যস্ত করা যায়। কখনো সরাসরি শারি'আহর নসে ব্যবহৃত শব্দ কিংবা বাক্য থেকে মাকাসিদ উদঘাটন করা যায়। আবার কখনো অর্থ ও তাৎপর্য থেকে মাকাসিদ প্রমাণ করা হয়। আবার কখনো শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমন্বয়ে মাকাসিদ সাব্যস্ত করা হয়।

কুরআনুল কারীম, রাসূলের সুন্নাহ এবং ইজমা তথা স্কলারদের ঐকমত্যের আলোকে চিন্তা-গবেষণা ও ইজতিহাদের মাধ্যমে বিভিন্ন পদ্ধতিতে মাকাসিদুশ শারি'আহ সম্পর্কে জানা, বোঝা ও অবগত হওয়া যায়। মাকাসিদুশ শারি'আহ সম্পর্কে জানতে হলে সর্বপ্রথম গভীর চিন্তা-গবেষণাসহ কুরআন কারীম অধ্যয়ন করতে হয়। কুরআন কারীমের প্রতিটি বিধান গভীরভাবে অধ্যয়ন এবং বিধানের অন্তর্নিহিত হিকামত ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হয়। কুরআনের প্রতিটি বিধানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অন্তর্নিহিত কারণ ও মাকসাদ রয়েছে। কখনো গভীর চিন্তা-গবেষণা ব্যতিরেকে মাকাসিদ সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়, আবার কখনো তার জন্য গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতে হয়। এমনিভাবে রাসূলের সুন্নাহ অধ্যয়নেও মাকাসিদ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। কখনো প্রত্যক্ষভাবে মাকাসিদ উপলব্ধি করা যায়।

আবার কখনো গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণার মাধ্যমে মাকাসিদ সম্পর্কে জানা যায়। চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে মাকাসিদ অবগত হওয়ার মাধ্যমে একদিকে যেমন গবেষক অধিক প্রতিদানের অধিকারী হয়, তেমনি শারি'আহর বিধানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উদঘাটন করার মাধ্যমে তার হৃদয় ও মন প্রশান্তিতে ভরে যায়।

মাকাসিদ অনুধাবন ও উদঘাটনের বিভিন্ন পদ্ধতি অবগত হওয়া এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, এর মাধ্যমে যত্রতত্র মাকাসিদ দাবি করার সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। যারা এমন মাকাসিদ দাবি করে, যা ইসলামী শারীয়াতে বিবেচনাযোগ্য নয় কিংবা মাকাসিদ বাস্তবায়নের দোহাই দিয়ে যারা শারি'আহর দলিল-প্রমাণ উপেক্ষা করে, মাকাসিদ অবগত হওয়ার সঠিক পদ্ধতি জানার মাধ্যমে তাদের এ দাবি নাকচ ও অবাস্তব প্রমাণিত করা যায়। নিম্নে মাকাসিদুশ শারি'আহ উদঘাটন ও সাব্যস্তকরণের পদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

## মাকাসিদুশ শারি'আহ উদঘাটন ও সাব্যস্তকরণের পদ্ধতি

নিম্নোক্ত তিনটি ভাগে মাকাসিদুশ শারি'আহ অবগতি ও উদঘাটন পদ্ধতি আলোচনা করা হলো:

১. মূল নস (শব্দ কিংবা বাক্য) এর মাধ্যমে মাকাসিদ উদঘাটন (اثبات المقاصد بالنصوص)

২. অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য থেকে মাকাসিদ উদঘাটন (اثبات المقاصد بالمعاني)

৩. মূল নস (শব্দ কিংবা বাক্য) এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সমন্বয়ে মাকাসিদ উদঘাটন (اثبات المقاصد بالنصوص والمعاني)

### ১. মূল নস (শব্দ কিংবা বাক্য) এর মাধ্যমে মাকাসিদ সাব্যস্তকরণ (اثبات المقاصد بالنصوص)

মাকাসিদুশ শারি'আহ নির্ধারণের একটি শক্তিশালী ও মৌলিক পদ্ধতি হলো সরাসরি নস (কুরআন বা সহীহ সুন্নাহর স্পষ্ট শব্দ/বাক্য) এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য প্রমাণ করা। যখন শারি'আহর উদ্দেশ্য আল্লাহ বা রাসূল ﷺ নিজেই পরিষ্কারভাবে ভাষায় প্রকাশ করেন, তখন সেখানে ইজতিহাদ বা অনুমানের সুযোগ থাকে না।

"কুরআনুল কারীম ও সুন্নাহর বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যের বাহ্যিক অর্থ, যা প্রত্যক্ষভাবে মাকাসিদের প্রতি ইঙ্গিত করে, তা থেকে মাকাসিদ প্রমাণিত করা যায়। মনের ভাব প্রকাশের সহজ পদ্ধতি হচ্ছে উচ্চারণের সাথে মন-মস্তিষ্ক সর্বপ্রথম যে অর্থের প্রতি ধাবিত হয় তা গ্রহণ করতে হয়। তবে সেখানে

যদি সংশ্লিষ্ট কোন ইঙ্গিত বা দলিল-প্রমাণ থাকে, যার ভিত্তিতে সরাসরি অর্থ এড়িয়ে অন্য একটি তাৎপর্য গ্রহণ করা যায়, সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করতে হবে। যদি এরূপ কিছু না থাকে তাহলে শব্দ বা বাক্যের সরাসরি অর্থই ধর্তব্য হবে এবং সরাসরি অর্থই বক্তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত হবে। তাই উসূলে ফিকহের মূলনীতি হচ্ছে, নস (শব্দ/বাক্য) এবং যাহিরের (স্পষ্ট বক্তব্য) ক্ষেত্রে সরাসরি শব্দ কিংবা বাক্যানুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে"।[288]

কুরআন ও সুন্নাহর নস থেকে নানাবিধ উপায়ে মাকাসিদ উদঘাটন ও সাব্যস্ত করা যায়, তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

### ১.১. কুরান-সুন্নাহর নস-এ মাকাসিদের বর্ণনা (نص القرآن الكريم والسنة المطهرة على المقاصد)

কুরআন হাদীসের বিভিন্ন প্রত্যক্ষ শব্দ ও বাক্যে অকাট্যভাবে কিংবা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে মাকাসিদের মূলনীতি পাওয়া যায়। সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত কুরআন-হাদীসের শব্দ ও বাক্য থেকে যখন অকাট্যভাবে কিংবা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে শারি'আহর কোন মাকসাদ উদঘাটন ও সাব্যস্ত করা হয়, তখন তা এমন পর্যায়ের হয়ে থাকে যে, এর মাধ্যমে ফিকহ মতপার্থক্য দূরীকরণসহ স্কলারদের মাঝে বিতর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে সমাধানমূলক অবস্থান নেয়া সম্ভব হয়।[289] যেমন কুরআনে বলা হয়েছে,

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং তিনি তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না।'[290] অন্যত্র বলা হয়েছে,

وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ

"তোমাদের জন্য কষ্টকর কোন বিষয়কে আল্লাহ দীনের অন্তর্ভুক্ত করেননি।"[291]

---

288. নুমান জাগীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৫, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

289. আহমদ আব্দুল কাদির, আল-মানহাজ আল-মাকাসিদী ওয়া আছারুহু ফি আল-ইজতিহাদ আল-ফিক্হী আল-মুআসির, মাস্টার্স থিসিস, আরবী জার্মান বিজ্ঞান ও টেকনোলোজি বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩, পৃ. ৫০, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান প্রাগুক্ত

290. আল-কুরআন, ২: ১৮৫

291. আল-কুরআন, ২২: ৭৮

উক্ত দু'আয়াতে সুস্পষ্টভাবে দুটি মাকাসিদের কথা  উল্লেখ রয়েছে, সহজ ও সাবলীলতা এবং কষ্টের লাঘবকরণ। অতএব এক্ষেত্রে দ্বিতীয় কোন চিন্তা-ভাবনার অবকাশ নেই।

উল্লেখ্য যে, এ সহজিকরণ এর উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধি-বিধান ও মূলনীতি জানার জন্য আরো নুসূস অবগত হওয়া আব্যশক। সহজ-সাবলীলতা ও কষ্ট লাঘব করার অজুহাত দিয়ে শারি'আহর বিধান নিয়ে খেলা-তামশা করা এবং যথার্থ জ্ঞান ও চিন্তা-গবেষণা ব্যতিরেকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার কোন অবকাশ নেই। রাসূলুল্লাহ স এর বিভিন্ন বাণীতেও মাকাসিদের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ স বলেন,

فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين

"তোমাদেরকে সহজ করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং কঠিন করার জন্য প্রেরণ করা হয়নি।"[292]

অপর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ স বলেন, إن الدين يسر

"নিশ্চয় দীনের বিধি-বিধান পালন অতীব সহজ।"[293]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ স বলেন, لا ضرر ولا ضرار

"নিজের যেমন ক্ষতি করা যাবে না, তেমনি অপরেরও ক্ষতি করা যাবে না।"[294]

উক্ত হাদিসগুলোতে সহজ ও সাবলীল করা, নিজের ও অন্যের ক্ষতি প্রতিরোধ, ইত্যাদির মাকাসিদ উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম আল-গাযালী বলেন,

কুরআন-সুন্নাহ থেকে মাকাসিদুশ শারি'আহ অনুসন্ধান ও সাব্যস্ত করতে হবে। কোন ধরনের মাসলাহাহ তথা জনকল্যাণ যদি কুরআন, সুন্নাহ কিংবা স্কলারদের সর্বসম্মত মতামত (ইজমা) অনুযায়ী বোধ্যগম্য মাকসাদের সাথে সাংঘর্ষিক হয়,তাহলে তা বাতিল এবং পরিত্যাজ্য হবে।[295]

### ১.২. মৌলিক ও প্রত্যক্ষ আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে মাকাসিদ সাব্যস্তকরণ

ইসলামী বিধানের আদিষ্ট কাজটি সম্পাদন এবং সংশ্লিষ্ট কল্যাণ অর্জন হচ্ছে শারি'আহর মাকসাদ, চাই কল্যাণ অর্জন তাৎক্ষণিক কিংবা বিলম্বে হোক। এমনিভাবে নিষিদ্ধ কাজটি বর্জন এবং সংশ্লিষ্ট

---

[292]. প্রাগুক্ত, সহীহ আল-বুখারী,ন হাদিস নং- ৫৭৭৭

[293] প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ৩৯

[294]. মালিক ইবন আনাস ইবন মালিক ইবন আবি আমির আল-আসবাদী আল-মাদানী, মুয়াত্তা মালেক, হাদিস নং- ১৪৩৫,

[295]. আল-গাযালী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩০, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

অকল্যাণ প্রতিরোধ হচ্ছে শারি'আহর মাকসাদ,হোক তা তাৎক্ষণিক কিংবা বিলম্বিত। অতএব আদিষ্ট কাজ বর্জন কিংবা নিষিদ্ধ কাজ সম্পাদন শারি'আহর মাকাসাদের সাথে সাংঘর্ষিক। অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিবেচনা ব্যাতিরেকে যারা শুধুমাত্র শারি'আহর বাহ্যিক ও সাধারণ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করেন,তাদের নিকট এটাই শারি'আহর সাধারণ ও বাহ্যিক আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে মাকাসিদ অনুধাবন ও উদঘাটনের পদ্ধতি। পক্ষান্তরে যারা অন্তর্নিহিত কারণ ও তাৎপর্য বিবেচনা করেন তাদের নিকট এটাই শারি'আহর মূলনীতি,যেখানে প্রতিটি আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে কল্যাণ অর্জন ও অকল্যাণ প্রতিরোধ বিবেচনায় রাখা হয়েছে,হোক তা তাৎক্ষণিক কিংবা বিলম্বিত।[296]

ইমাম আশ-শাতিবী বলেন,

এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, যখন শারি'আহতে কোন বিষয়ের আদেশ করা হয় তখন উক্ত বিষয়টি সংঘটিত বা কার্যকর হওয়া হচ্ছে শারি'আহর মাকসাদ। এমনিভাবে যখন কোন বিষয় থেকে নিষেধ করা হয় তখন উক্ত বিষয়টি সংঘটিত না হওয়া হচ্ছে শারি'আহর মাকসাদ। সুতরাং যদি আদিষ্ট বিষয়টি সংঘটিত না হয় কিংবা নিষিদ্ধ বিষয়টি সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে তা শারি'আহর মাকসাদের বিপরীত হবে। এ বিষয়টি সকলের নিকট সুস্পষ্ট, চাই সে ইল্লাহ ব্যতিরেকে শারি'আহর আদেশ-নিষেধ বিবেচনায় রাখুক, কিংবা আদেশ-নিষেধের সাথে সংশ্লিষ্ট ইল্লাহও বিবেচনায় রাখুক। এটিই হচ্ছে শারি'আহর অন্যতম মূলনীতি।[297]

সরাসরি নসের মাধ্যমে মাকাসিদ সাব্যস্তকরণ হলো মাকাসিদুশ শারি'আহ নির্ণয়ের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও অকাট্য পদ্ধতি। কারণ এখানে শারি'আহ প্রণেতা নিজেই তাঁর উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। তাই এসব নসকে উপেক্ষা করে কোনো ফিকহী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা শারি'আহর রূহের পরিপন্থী।

## ২. অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য থেকে মাকাসিদ উদঘাটন ও সাব্যস্তকরণ (اثبات المقاصد بالمعاني)

---

[296]. আল-ওয়াযানী, আল-মানহাজ আল-মাকাসিদী ওয়া আছারুহু ফী আল-ইজতিহাদ, পৃ. ৫৫, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

[297]. আশ্-শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৯২, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত পৃ. ১৭৭

মাকাসিদুশ শারি'আহ নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইজতিহাদী পদ্ধতি হলো—নসের অন্তর্নিহিত অর্থ, ইশারা, দালালাত ও সামগ্রিক তাৎপর্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে শারি'আহর উদ্দেশ্য উদ্ঘাটন করা। এক্ষেত্রে নসে সরাসরি উদ্দেশ্য উল্লেখ না থাকলেও, বিধানের প্রকৃতি, ভাষাগত ইঙ্গিত ও ফলাফল থেকে মাকসাদ স্পষ্ট হয়ে উঠে।

শারি'আহর বিধানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, ইল্লাত, হিকমাত ইত্যাদি অবগত হওয়ার মাধ্যমেও মাকাসিদ শারি'আহর অবগতি লাভ এবং তা অনুধাবন করা যায়। তবে এ সকল তাৎপর্য ও হিকমাত কুরআন-সুন্নাহর নস বহির্ভূত নয়; বরং তা নস থেকে সংগৃহীত এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্তর্নিহিত অর্থ বা তাৎপর্য থেকে নানাবিধ উপায়ে মাকাসিদুশ শারি'আহর অবগতি লাভ এবং তা সাব্যস্ত করা যায়। নিম্নে এ সকল উপায় আলোচনা করা হলো:

## ২.১. শারি'আহর আদেশ-নিষেধের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে মাকাসিদ সাব্যস্তকরণ (تعليل الأمر والنهي)

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, কখনো কখনো শুধুমাত্র শারি'আহর প্রাথমিক ও সুস্পষ্ট আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা থেকেই মাকাসিদের অবগতি ও অনুসন্ধান লাভ করা যায়। এ পর্যায়ে আলোচনা করা হবে যে, কখনো কখনো এ সকল আদেশ কিংবা নিষেধাজ্ঞার মধ্যে অন্তর্নিহিত কোন তাৎপর্য কিংবা হিকমাত লুকিয়ে থাকে, যা মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রতি নির্দেশ করে। সুতরাং যখনি সংশ্লিষ্ট ইল্লাহ তথা অন্তর্নিহিত হিকমাত উদ্ধার করা যায় তখনি মাকাসিদুশ শারি'আহর অনুধাবন ও অবগতি সম্ভবপর হয়।

'সাধারণত ইল্লাহ বা মাকসাদ উদঘাটনের ক্ষেত্রে ইবাদাত সংশ্লিষ্ট আদেশ-নিষেধের বিষয়ে আল্লাহর আনুগত্য (تعبد) এবং প্রদত্ত বিধানের হুবহু অনুসরণের বিষয়টি প্রাধান্য থাকে। অপরদিকে ইবাদাত ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল বিষয় তথা মু'আমালাতের ক্ষেত্রে জনকল্যাণ অর্জন, সংশ্লিষ্ট কারণ ও তাৎপর্য অনুসন্ধানপূর্বক প্রদত্ত বিধানটি সাদৃশ্যপূর্ণ অপর একটি বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার প্রাধান্য থাকে। সর্বক্ষেত্রে শারি'আহর বিভিন্ন আদেশ-নিষেধের অন্তর্নিহিত মাকসাদ অনুসন্ধান ও অনুধাবন

এবং দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে তা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ-নিষেধের অন্তর্নিহিত হিকমাত ও তাৎপর্য অনুসন্ধান একান্ত আবশ্যক'।[298]

'ইমাম আশ্-শাতিবী তার 'আল-মুওয়াফাকাত' গ্রন্থের 'কিতাবুল আহকাম' এর 'আল-আওয়ামের ওয়া আন-নাওয়াহি' অধ্যায়ে মাকাসিদ অনুসন্ধানের এ পদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পরিশেষে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, নুসূসের বাহ্যিক শব্দ ও অর্থকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে, তবে এর সাথে সাথে নুসূসের অন্তর্নিহিত ইল্লাহ এবং তদ্বসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠিত মাকাসিদ ও মাসালিহ অবজ্ঞা করা যাবে না'।[299]

## ২.২. শারি'আহর অন্যান্য বিধানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে মাকাসিদ সাব্যস্তকরণ (تعليل الأحكام)

ইতোপূর্বে শারি'আহর আদেশ-নিষেধের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে মাকাসিদ অনুসন্ধান ও সাব্যস্ত করার বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে শারি'আহর বিধানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে মাকাসিদ অনুসন্ধান ও সাব্যস্ত করার বিষয় আলোচনা করা হবে। শারি'আহর বিধান কখনো আদেশ কিংবা নিষেধের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়; আবার কখনো আদেশ-নিষেধ ব্যতিরেকে অন্যান্য মাধ্যমেও সাব্যস্ত করা হয়। ইসলামী শারি'আহর বিধি-বিধানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য (ইল্লাহ) উদঘাটনের নানাবিধ উপায় ও পদ্ধতি রয়েছে, যেগুলো 'মাসালিক আল-ইল্লাহ' নামে পরিচিত এবং যেগুলো উসূলে ফিকহের গ্রন্থাবলিতে আলোচনা করা হয়েছে। কখনো নুসূস তথা নস থেকে সরাসরি ইল্লাহ উৎঘাটন করা হয়, যা এখানে উদ্দেশ্য নয়। ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে এটি নুসূস থেকে সরাসরি ও সুস্পষ্টভাবে মাকাসিদ অনুসন্ধান ও উদঘাটনের অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু কখনো ইজমা (স্কলারদের ঐকমত্য), মুনাসাবাহ (সামঞ্জস্য/প্রসঙ্গ), দাওয়ারান (কার্যকর কোন কারণ বা বিষয়ের ধারাবাহিক উপস্থিতি), ছাবাব ও তাকছীম (কার্যকর কোন কারণ বা বিষয়ের পৃথকীকরণ ও বণ্টন), আল-ইমা' (ইশারা-ইঙ্গিত), তানবীহ (সতর্কীকরণ) ইত্যাদির মাধ্যমে ইল্লাহ উদঘাটন করা

[298]. হাবীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

[299] আল-রাইসুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

হয়ে থাকে। এগুলোই মূলত 'মাসালিক আল-ইল্লাহ' বা ইল্লাহ উদঘাটনের উপায় ও পদ্ধতি। এগুলো মাকাসিদুশ শারি'আহর উদঘাটন ও অনুসন্ধানের উপায় ও পদ্ধতি হিসেবেও পরিচিত ও কার্যকর'।[300]

'তবে ইল্লাহ উদঘাটনের সকল পদ্ধতি মাকাসিদুশ শারি'আহর অনুসন্ধান ও উদঘাটনের স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসেবে প্রযোজ্য নয়। যেমন ইজমা তথা স্কলারদের ঐকমত্য, যা মূলত ইল্লাহ উদঘাটনের স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণীয় নয়; বরং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট একটি দলিল থাকা আবশ্যক যার উপর ভিত্তি করে স্কলারগণ সংশ্লিষ্ট ইল্লাহর ওপর ঐকমত্য পোষণ করে থাকেন। উক্ত দলিল ইসলামী শারি'আহর কোন দলিল যেমন, আল-ইমা (ইশারা-ইঙ্গিত), তানবীহ (সতর্কীকরণ), মুনাসাবাহ (প্রসঙ্গ) ইত্যাদির যে কোন একটি হতে পারে। ইজমা শুধুমাত্র উক্ত বিষয়টি ইল্লাহ হওয়ার ব্যাপারে কিংবা সংশ্লিষ্ট বিধানের হিকমাত ও মাকসাদ হওয়াকে নিশ্চিত করে থাকে, যার ফলশ্রুতিতে এটি ধারণার (যান) স্তর থেকে নিশ্চয়তার (ইয়াকীন) স্তরে উপনীত হয়। সুতরাং ইল্লাহ উদঘাটনের স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসেবে ইজমা বিবেচিত নয় এবং অনুরূপভাবে মাকাসিদ অনুসন্ধান ও উৎঘাটনের স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসেবেও ইজমা বিবেচিত নয়'।[301]

### ২.৩. **নীরবতার মাধ্যমে মাকাসিদ সাব্যস্তকরণ (بالسكوت)**

"কখনো কখনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন কিছু করার আদেশ দেয়ার মাধ্যমে শার'য়ী বিধান প্রণয়ন করা হয় যা আবশ্যিক (ওয়াজিব) এবং উত্তম (মুস্তাহাব) নামে পরিচিত। আবার কখনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন কিছু থেকে বারণ করার মাধ্যমে শার'য়ী বিধান প্রণয়ন করা হয় যা নিষিদ্ধ (হারাম) এবং অপছন্দনীয় (মাকরূহ) হিসেবে পরিচিত। আবার কখনো কোন কিছু করা এবং না করা উভয়েরই সুযোগ দেয়ার মাধ্যমে বিধান প্রণয়ন করা হয়ে থাকে, যা মূলত বৈধ (মুবাহ) হিসেবে পরিচিত। আবার কখনো নীরবতা বা কিছু না বলার মাধ্যমেও বিধান প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। প্রয়োজনের সময়ে কিছু না বলে যদি নীরবতা বজায় রাখা হয় তাহলে তা থেকে সংশ্লিষ্ট বিধান বোঝে নেয়া হয়। নীরবতা থেকে শার'য়ী বিধান লাভ করা যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ স. যদি কাউকে কোন কিছু বলতে, করতে কিংবা প্রচার করতে দেখেন, হোক সে মুসলিম, কাফির কিংবা মুনাফিক এবং কিছু না বলে নীরব থাকেন, এর মাধ্যমে উক্ত কাজ সংশ্লিষ্ট বিধান লাভ করা যায়।

---

300. হাবীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

301. নুমান জাগীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২, ১৭৩, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

এটি মৌন সম্মতিমূলক সুন্নাহ (السنة التقريرية) নামে পরিচিত, যার মাধ্যমে শার'য়ী বিধান সাব্যস্ত ও প্রমাণিত হয়। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ স. এর যুগে সংঘটিত কোন ঘটনার ব্যাপারে যদি কুরআন কারীম নীরব থাকে, তাহলে উক্ত নীরবতা থেকে সংশ্লিষ্ট কাজটির বৈধতা প্রমাণিত হয়ে থাকে।

উপরোক্ত অবস্থায় নীরবতা শারীয়াহ'র বিধান বর্ণনা ও প্রণয়নের একটি উপায় হিসেবে বিবেচিত। উপরন্তু পূর্বে বর্ণিত তা'লীল বা কারণ অনুসন্ধান, হিকমাত উদঘাটন, সার্বিক পর্যালোচনা ইত্যাদির যে কোন একটি উপায় অবলম্বনে নীবরতা থেকে ইসলামী শারি'আহর মাকাসিদ অনুসন্ধান ও উদঘাটন করা যাবে"।[302]

উল্লেখ্য যে, শারি'আহর বিধান বর্ণনা থেকে নীবরতা দু'প্রকারের হতে পারে:

**প্রথমত:** 'এমন ঘটনা যেখানে বিধান দেয়া থেকে ইসলামী শারি'আহ নীরবতা পালন করেছে এ কারণে যে, তা আদৌ সংঘটিত হয়নি। ফলে বিধান প্রণয়নের কোন প্রয়োজন পড়েনি। যেমন, এমন ঘটনা, বিষয়, সদ্য সংঘটিত ইস্যু যেগুলো রাসূলুল্লাহ স. এর যুগে সংঘটিত হয়নি বরং রাসূলুল্লাহ স. এর পরবর্তী যুগে হয়েছে। শারি'আহর মূলনীতি ও মৌলিক বিধি-বিধানের আলোকে চিন্তা গবেষণা করত মুসলিম স্কলারগণ এ সব সদ্য সংঘটিত ইস্যুতে শার'য়ী সমাধান প্রদান করে থাকেন: কারণ পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে সব সমস্যার সমাধান মৌলিকভাবে ইসলামে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. এর পরবর্তী যুগে মুসলিম স্কলারগণ যা কিছু করেছেন তা এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত, যেমন কুরআন সংকলন, জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সংরক্ষণ ও সংকলন, বিভিন্ন দফতরও বিভাগ উদ্বোধন, ইত্যাদি বিষয়াবলী রাসূলুল্লাহ স. এর যুগে যেগুলোর কোন অস্তিত্ব ছিল না। এ সকল বিষয়ের বৈধতার ব্যাপারে ইসলামী শারি'আহতে কোন দ্বিমত নেই। এগুলোর মাকাসিদও সুস্পষ্ট; যা উপরে বর্ণিত তা'লীল তথা অন্তর্নিহিত কারণ ও হিকমাত অনুসন্ধান, ইসতিকরা তথা সার্বিক পর্যালোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে উদঘাটন করা যায়। মূলত এ সকল কিছুর বৈধতার মাকাসিদ হচ্ছে, সামগ্রিক জনকল্যাণ অর্জন করা এবং সংশ্লিষ্ট অকল্যাণ ও ক্ষয়-ক্ষতি প্রতিরোধ করা'।[303]

---

[302]. ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

[303]. আশ্-শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪০২, ৪০৩, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

**দ্বিতীয়ত:** ‘এমন বিষয় যা সংঘটিত হওয়ার পর এবং বিধান দেয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শারি’আহ সেখানে নীরবতা পালন করেছে। যেখানে কোন বিধান দেয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শারি’আহ নীরব থেকেছে, সেখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন কম-বেশি না করে প্রদত্ত বিধান হুবহু পালন করা। এক্ষেত্রে কোন ধরনের কম-বেশি করা বিদআত এবং শারি’আহ প্রণেতার উদ্দেশ্যের বিপরীত কাজ হিসেবে গণ্য’।[304]

উল্লেখ্য যে, এ ধরনের কম-বেশি করার নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র ইবাদাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইবাদাত ব্যতীত অন্য কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে (মুআমালাত) এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ স. বলেন, أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ “তোমাদের পার্থিব বিষয়ে তোমরাই অধিক অবগত।”[305]

### ২.৪. **ইসতিকরা (الاستقراء) তথা সার্বিক পর্যালোচনার মাধ্যমে মাকাসিদ সাব্যস্তকরণ**

ইসতিকরার সংজ্ঞায় আশ্-শাতিবী বলেন,

الاستقراء معناه التتبع للجزئيات للوصول إلى معنى كلي منها

“কোন বিষয়ের সামগ্রিক ও মৌলিক একটি বিধানে পৌঁছার লক্ষ্যে উক্ত বিষয়ের শাখা-প্রশাখামূলক বিধানগুলোতে পরিপূর্ণ পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান করার নাম হচ্ছে ইসতিকরা।”[306]

ইমাম আল-গাজালী বলেন,

تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات

“ইসতিকরা হচ্ছে কোন বিষয়ের শাখাগত বিধি-বিধানগুলো একটি একটি করে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা, যার মাধ্যমে এমন একটি মূলনীতি উদঘাটন করা সম্ভব হয় যা সংশ্লিষ্ট সকল শাখাগত বিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে।”[307]

‘ইসতিকরা কখনো কখনো পরিপূর্ণ (الاستقراء التام) হয়ে থাকে, যখন সকল শাখা-প্রশাখামূলক বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয়। এ প্রকারের ইসতিকরা অকাট্য (قطعي) দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে, এতে

---

304. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

305. প্রাগুক্ত, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ৬২৭৭

306. আশ্-শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৯৮, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

307. আল-গাযালী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫১, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

কোন দ্বিমত নেই। আবার কখনো এটি অসম্পূর্ণ (الاستقراء الناقص) হয়ে থাকে যখন অধিকাংশ শাখা-প্রশাখামূলক বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয়। এ প্রকারের ইসতিকরা দলিল হিসেবে বিবেচিত হওয়ার প্রশ্নে মুসলিম স্কলারদের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। অধিকাংশ ফকীহ ও উসূলবিদের মতে এটি অকাট্য নয়; বরং ধারণামূলক (ظني) দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে'।[308]

ইমাম আল-বাইদাভী বলেন: 'এ প্রকারের ইসতিকরা থেকে ধারণামূলক দলিল লাভ করা যায় এবং উক্ত দলিল অনুযায়ী কাজ করা আবশ্যক'।[309]

ইমাম আল-গাযালী বলেন: 'পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান যত বেশি হবে, ধারণা তত বেশি অকাট্য ও শক্তিশালী হবে'।[310]

সুতরাং ইসতিকরা কখনো নুসূস তথা শারি'আহর দলিল-প্রমাণের মধ্যে হয়ে থাকে, যাতে এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাধারণ মাকসাদ অনুসন্ধান করা যায়। এটি মূলত নুসূসের মাধ্যমে মাকাসিদ সাব্যস্ত ও অনুসন্ধান করার নামান্তর। কিন্তু এখানে ইসতিকরা সাধারণত কোন বিষয় সম্পর্কে অকাট্য বিধান দেয়, যদি নুসূস স্পষ্টভাবে বিধান বর্ণনাকারী হয়ে থাকে। আবার কখনো ইসতিকরা নুসূসের অর্থ ও তাৎপর্য এবং বিধি-বিধানের অন্তর্নিহিত হিকমাত ও তাৎপর্যের মাধ্যমে হয়ে থাকে, যেমন বহু লোকের অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাসূত্রে কোন অর্থ ও তাৎপর্য অর্জন করা (التواتر المعنوي)।[311]

অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে মাকাসিদ উদ্ঘাটন হলো শারি'আহর রূহ অনুধাবনের এক গভীর ও সূক্ষ্ম পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মাধ্যমেই শারি'আহ কেবল বিধির সমষ্টি নয়, বরং মানব কল্যাণমুখী এক উদ্দেশ্যনির্ভর ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিভাত হয়।

## ৩. মূল নস এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সমন্বয়ে মাকাসিদ উদঘাটন (اثبات المقاصد بالنصوص والمعاني )

308. আল-যারকাশী, আল-বাহরুল মুহীত, খ. ৬, পৃ. ১০, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

309. আল-ইসফাহানী, শারহ্ মিনহাজ আল-বাইদাভী, খ. ২, পৃ. ৭৫৯, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

310 আল-গাযালী, মি'য়ার আল-ইলম, পৃ. ১১৬, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

311 . ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

মাকাসিদুশ শারি'আহ নির্ণয়ের একটি পরিপক্ক ও ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি হলো মূল নস (কুরআন–সুন্নাহর স্পষ্ট বক্তব্য) এবং সে নসের অন্তর্নিহিত অর্থ, ইশারা ও পরিণতি উভয়ের সমন্বিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে শারি'আহর উদ্দেশ্য উদঘাটন করা।

"প্রাসঙ্গিকতা, পরোক্ষ আকার-ইঙ্গিত, উপলক্ষ্য ইত্যাদির ভিত্তিতে নুসুস তথা শারীয়াহ'র দলিল-প্রমাণের বিশ্লেষণ। ইসলামী শারি'আহর দলিল-প্রমাণ বিশ্লেষণ ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান উদঘাটন করার ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রাসঙ্গিকতা (السياق), পরোক্ষ আকার-ইঙ্গিত (القرائن) উপলক্ষ্য (المقام) ইত্যাদিও বিবেচনায় রাখা হয়। শারি'আহর নস ও দলিল-প্রমাণ বুঝার ক্ষেত্রে সাহাবীগণও এগুলোর প্রতি খেয়াল করেছেন এবং এগুলোকে বিবেচনায় রেখেছেন"।[312] যেমন, আয়েশা রা. বলেন,

ينهاهم النبي – صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم

"সাহাবীদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে রাসূলুল্লাহ স. তাদেরকে সওমে বেসাল বা নিরবচ্ছিন্ন সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন (যাতে তাদের সাধ্যাতীত কষ্ট না হয়)।"[313] অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

نهى النبي – صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه.

"রাসূলুল্লাহ স. রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগানো এবং বিরতিহীনভাবে রোযা রাখা থেকে নিষেধ করেছেন; তবে তিনি তা হারাম করেননি, যাতে কেউ যদি অভ্যস্ত হয়ে থাকে তবে তা থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে তাকে যেন কষ্ট দেয়া না হয়।"[314]

এরূপ অনেক বর্ণনা রয়েছে, যেখানে সাহাবীগণ প্রাসঙ্গিকতা, পরোক্ষ আকার-ইঙ্গিত, উপলক্ষ্য ইত্যাদি বিবেচনায় রেখেছেন। পরবর্তীতে তাদের অনুসারীগণও এগুলো লক্ষ্য করেছেন এবং বিবেচনায় রেখেছেন। অতঃপর পরবর্তীতে মুসলিম স্কলারগণ তসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিধি-বিধান ও মূলনীতি প্রণয়নের মাধ্যমে এগুলোর প্রয়োগ ও বিশ্লেষণকে আরো বিস্তৃত করেছেন।

---

312. প্রাগুক্ত

313 . প্রাগুক্ত, সহিহ মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, অধ্যায়: আন্-নাহয় আনিল ওয়িসাল ফিস্-সাওম, হাদিস নং- ২৬২৭,

314. প্রাগুক্ত, সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সাওম, অধ্যায়: আল-রুখসাহ লি আস্-সায়েম আন ইয়াহতাজেম, হাদিস নং- ২৩৭৬,

নিঃসন্দেহে কোন কথা, বাক্য কিংবা বক্তব্য বোঝার ক্ষেত্রে স্থান, কাল, পাত্র, প্রাসঙ্গিকতা, সংশ্লিষ্ট পরোক্ষ আকার-ইঙ্গিত ইত্যাদির অনেক ভূমিকা থাকে। পরিবেশ-পরিস্থিতি, পরোক্ষ আকার-ইঙ্গিতের ভিন্নতার কারণে একই বক্তব্য থেকে একাধিক অর্থ ও তাৎপর্য পাওয়া যায়। সুতরাং শারি'আহর বিধি-বিধান বোঝা এবং তদ্বসংশ্লিষ্ট মাকাসিদ অনুসন্ধান ও উদঘাটনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা, পরোক্ষ আকার-ইঙ্গিত ও উপলক্ষ্য ইত্যাদির প্রয়োগ ও এগুলো বিবেচনায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

'তাই ইমাম আশ্-শাতিবী কুরআন বোঝার জন্য কুরআন নাযিলের কারণ ও প্রেক্ষাপট জানা ও বোঝা আবশ্যিক বলেছেন। এ প্রসঙ্গে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে তিনি বলেন,

কুরআনের শব্দ ও বাক্যের অলৌকিকত্ব অনুধাবন করার জন্য কুরআনের আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ তাৎপর্য এবং রচনাশৈলী ইত্যাদি জানা আবশ্যক। উপরন্তু এ জন্য আরবী ভাষার বাক্য কিংবা শব্দের অন্তর্নিহিত মাকসাদ ও তাৎপর্য ইত্যাদিও জানা আবশ্যক। এ সব কিছু প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি, প্রেক্ষাপট জানা ও বোঝার উপর নির্ভরশীল। প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি বলতে মূলত সম্বোধন (الخطاب) করার প্রেক্ষাপট, সম্বোধনকারীর অবস্থা, কিংবা শ্রোতামণ্ডলী তথা যাদের সম্বোধন করা হয়েছে তাদের অবস্থা, পারিপার্শ্বিক সব কিছু জানা, বোঝা ও বিবেচনা করার প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে। সাধারণত একই বক্তব্য স্থান, কাল ও পাত্রভেদে, কিংবা বক্তা ও শ্রোতার ভিন্নতার কারণে একাধিক অর্থ ও ভাব প্রদান করার অবকাশ রাখে। যেমন, ইসতিফহাম (استفهام) তথা প্রশ্নবোধক শব্দ, যা প্রশ্ন করা ছাড়াও বিশ্লেষণ, তিরষ্কার ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমর তথা নির্দেশমূলক শব্দ, যা নির্দেশ প্রদান ছাড়াও বৈধতা, ধমকি, অক্ষমতা প্রমাণ ইত্যাদি অর্থের প্রতি নির্দেশ করে থাকে। এগুলোর নির্দিষ্ট যে কোন একটি অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে ব্যাহিক কোন আকার-ইঙ্গিত কিংবা দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন হয়। আর এক্ষেত্রে পরিবেশ-পরিস্থিতি কিংবা প্রেক্ষাপটের মূল্যায়ন মৌলিক দলিল-প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত। অবশ্য সকল পরিস্থিতি অনেক সময় মূল্যায়ন করা কিংবা বিবেচনায় রাখা যায় না। তাছাড়া সকল আকার-ইঙ্গিত কিংবা পরোক্ষ দলিলও সর্বদা বাক্যের সাথে সংযুক্ত থাকে না। সুতরাং কোন প্রেক্ষাপট কিংবা আকার-ইঙ্গিত বোঝা সম্ভব না হলে সেক্ষেত্রে পুরো বাক্য কিংবা বাক্যের সংশ্লিষ্ট অংশ বোঝা যায় না। কুরআন নাযিলের কারণ ও প্রেক্ষাপট বোঝার মাধ্যমে এ জাতীয় সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব বরং কুরআন অনুধাবনের জন্য তা জানা ও বোঝা একান্ত জরুরী। কুরআন

নাযিলের কারণ জানার অর্থ হলো, কুরআন নাযিলের প্রেক্ষাপট ও পরিবেশ-পরিস্থিতি জানা ও বোঝা'।[315]

মূল নস ও তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সমন্বয়ই মাকাসিদুশ শারি'আহ অনুধাবনের সবচেয়ে নিরাপদ ও কার্যকর পদ্ধতি। এতে শারি'আহ তার পূর্ণতা লাভ করে এবং শব্দে দৃঢ়, উদ্দেশ্যে মানবকল্যাণমুখী হয়।

**একনজরে মাকাসিদুশ শারি'আহ উদঘাটন ও সাব্যস্ত করার পদ্ধতি:**

নিম্নোক্ত সারণির মাধ্যমে অত্র অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ সংক্ষিপ্তকারে উপস্থাপন করা যেতে পারে:

| | | |
|---|---|---|
| মাকাসিদুশ শারি'আহর উদঘাটন ও সাব্যস্ত করার পদ্ধতি | শব্দ বা বাক্যের মাধ্যমে (بالنصوص) | * কুরান-সুন্নাহর প্রত্যক্ষ শব্দ বা বাক্যের মাধ্যমে<br>* মৌলিক ও প্রত্যক্ষ আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে<br>* আদেশের সাথে কল্যাণ (المصالح) এবং নিষেধাজ্ঞার সাথে অকল্যাণের (المفاسد) সুস্পষ্ট সম্পৃক্ততার মাধ্যমে<br>* উত্তম, ভাল ও কল্যাণকর বিষয়কে মাসালিহ এবং মন্দ, পাপাচার ও অকল্যাণকর বিষয়কে মাফাসিদ নামকরণের মাধ্যমে<br>* ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ (صيغة العموم) থেকে<br>* কুরান-হাদীসে বর্ণিত শারি'আহর বিধানের অন্তর্নিহিত হিকমাত (العلل) থেকে |
| | | * শারি'আহর আদেশ-নিষেধের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে (تعليل الأمر والنهي) |

315. আশ্-শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৪৭, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

| | | |
|---|---|---|
| | অন্তর্নিহিত অর্থ ও ভাব থেকে (بالمعاني) | * শারি'আহর বিধানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ( تعليل الأحكام) অনুসন্ধানের মাধ্যমে<br><br>* নীরবতার (السكوت) মাধ্যমে<br><br>* ইসতিকরা (الاستقراء) তথা সার্বিক পর্যালোচনার মাধ্যমে |
| | শব্দ বা বাক্য এবং এর অন্তর্নিহিত ভাবের সমন্বয়ে ( بالنصوص والمعني) | * প্রাসঙ্গিকতা (السياق), যোগসূত্র (القرائن), উপলক্ষ্য (المقام) ইত্যাদির মাধ্যমে |

সারণি: মাকাসিদুশ শারি'আহ উদঘাটন ও সাব্যস্ত করার পদ্ধতি।[316]

[316]. ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

# সপ্তম অধ্যায়

## মাকাসিদুশ শারি'আহ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের শার'য়ী উপায়-উপকরণ

### সারসংক্ষেপ

ইসলামী শারি'আহর বিধি-বিধানে মাকাসিদ যথার্থভাবে বাস্তবায়নের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে এমন সব প্রয়োজনীয় পথ ও উপায় অবলম্বন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে মাকাসিদের সংরক্ষণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত সম্ভব। এসব উপায় উপকরণের আলোচনা ও বিশ্লেষণ নিয়ে বর্তমান অধ্যায়ের অবতারণা করা হয়েছে। এ অধ্যায় অধ্যয়ন করলে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে:

১. মাকাসিদুশ শারি'আহ কার্যকর ও বাস্তবায়নের শার'য়ী উপায়-উপকরণ;
২. মৌলিক মাকাসিদ তথা দীন, জীবন, বংশ, বিবেক-বুদ্ধি ও সহায়-সম্পত্তি ইত্যাদি সংরক্ষণের উপায়-উপকরণ;
৩. আদেশমূলক এবং নিষেধসূচক বিধি-বিধান সংশ্লিষ্ট মাকাসিদ সুরক্ষার উপায়-উপকরণ
মাকাসিদ বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার অর্থ, এমন প্রয়োজনীয় পথ ও উপায় অবলম্বন করা, যার মাধ্যমে অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদের সংরক্ষণ ও সুরক্ষা করা যায়। দ্বীন সংরক্ষণ ইসলামী শারি'আহর মাকাসিদ এর মধ্যে অন্যতম এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাকসাদ। জীবন, বিবেক, বংশ ও সম্পত্তি ইত্যাদি ও গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে মাকাসিদুশ শারি'আহ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের শার'য়ী উপায়-উপকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

মাকাসিদুশ শারি'আহ কেবল তাত্ত্বিক আলোচনা নয়; বরং তা শার'য়ী উপায়–উপকরণের মাধ্যমে বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য। শারি'আহ নিজেই এমন কিছু বৈধ মাধ্যম নির্ধারণ করেছে, যেগুলোর সাহায্যে শারি'আহর উদ্দেশ্য (مقاصد) কার্যকর ও সংরক্ষিত থাকে। মাকাসিদের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদ (জরুরিয়্যাত) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল, যা সংরক্ষণের জন্য ইসলামী শারি'আহতে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এছাড়া বাকি সকল প্রকার মাকাসিদ এর

পরিপূরক ও সহযোগী হিসেবে বিবেচিত। মাকাসিদ বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার অর্থ হচ্ছে, এমন সব প্রয়োজনীয় পথ ও উপায় অবলম্বন করা, যার মাধ্যমে অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদের সংরক্ষণ ও সুরক্ষা করা যায়।

দ্বীনের সংরক্ষণই মৌলিক ও চূড়ান্ত মাকসাদ, সুতরাং এর সংরক্ষণের উপায়-উপকরণের আলোচনাই হবে মৌলিক এবং অবশিষ্ট মাকাসিদ সংরক্ষণের উপায়গুলোর বিশ্লেষণ হবে প্রাসঙ্গিক। জীবন, বিবেক, বংশ ও সম্পত্তি ইত্যাদি সংরক্ষণের উপায়গুলো অবলম্বন করা মূলত মৌলিক মাকসাদ তথা দ্বীনের সংরক্ষণ ও সুরক্ষার উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার নামান্তর। সার্বিকভাবে দ্বীন সংরক্ষণের মাকসাদসহ অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য মাকাসিদের বাস্তবায়ন মূলত আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নের মধ্যেই নিহিত। এর মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى

"যে আমার পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না।"[317]

"মূলত আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধানের সঠিক অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমেই মাকাসিদের কার্যকর ও বাস্তবায়ন সম্ভব। মাকাসিদ বাস্তবায়নের উপায়-উপরকণ বলতে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিধি-বিধানের অনুশীলন ও বাস্তবায়নকে বোঝানো হয়ে থাকে। ইসলামী শারি'আহর বিধি-বিধান পালনের মাধ্যমে কীভাবে মাকাসিদের সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন সম্ভব নিম্নে তা আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, কারণ তা হচ্ছে মূল এবং অন্যান্য মাকাসিদ এর প্রাসঙ্গিক ও এর থেকে উৎসারিত। যেহেতু মাকাসিদের ক্ষেত্রে দ্বীনের সুরক্ষা ও সংরক্ষণ সর্বোচ্চ এবং সর্বাগ্রে, তাই তা দিয়ে পরবর্তী আলোচনা শুরু করা হয়েছে"।[318]

## ১. দীন সংরক্ষণের উপায়-উপকরণ (مقاصد حفظ الدين)

---

317. আল-কুরআন, ২০: ১২৩

318. ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

দীন সংরক্ষণ (হিফযুদ্দীন) মাকাসিদুশ শরীআহের অন্যতম মৌলিক লক্ষ্য। কুরআন–সুন্নাহ ও ফিকহী বিধানসমূহের মাধ্যমে শরীআহ দ্বীনকে বিশ্বাস, চর্চা, প্রচার ও সুরক্ষা—এ চার স্তরে সংরক্ষণ করেছে। নিচে সংক্ষেপে ও প্রামাণ্যভাবে দ্বীন সংরক্ষণের উপায়-উপকরণ তুলে ধরা হলো—

দ্বীন সংরক্ষণ ইসলামী শারি'আহর মাকাসিদ এর মধ্যে অন্যতম এবং অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি মাকসাদ। এ গুরুত্বপূর্ণ মাকসাদকে অবহেলা করা, নষ্ট হওয়ার সুযোগ দেয়া, কিংবা পরিবর্তন-পরিবর্ধনের পাত্র বানানোর কোন সুযোগ নেই। একে অবশ্যই পুরোপুরিভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। এ মাকসাদের বিনষ্ট হওয়ার মাধ্যমে অপরাপর মাকসাদগুলোও বিনষ্ট হয়ে যায় এবং ইহকালীন জীবন পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। তাই যারা তাদের দ্বীনকে বিনষ্ট করে ফেলেছে এবং এর আলোয় আলোকিত হতে পারে না এবং অন্তঃদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারে না, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা ঐসব মৃত মানুষের সাথে তুলনা করেছেন যারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি,অনুভূতি ও চিন্তাশক্তি সব কিছু হারিয়ে ফেলেছে। তাদের থেকে কোন উপকার কিংবা কল্যাণকর কিছু আশা করা যায় না।[319]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ

“যে ব্যক্তি মৃত ছিল, যাকে আমি পরে জীবিত করেছি এবং মানুষের মাঝে চলার জন্য আলোকবর্তিকা দিয়েছি, সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে অন্ধকারে রয়েছে এবং সেখান থেকে সে বের হওয়ার নয়” ?[320]

অর্থাৎ, দ্বীনের আলোয় আলোকিত ব্যক্তি এবং দ্বীনচ্যুত হয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত ব্যক্তি কখনো সমান হতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ঈমান লাভের পূর্বে মানুষকে মৃত ব্যক্তির সাথে এবং কুফরীকে অন্ধকারের সাথে তুলনা করেছেন।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ

“যারা কুফরী করে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় উদরপূর্তি করে; আর জাহান্নামই তাদের নিবাস।”[321]

ইসলামী বিধি-বিধানের মাধ্যমে দু'ভাবে দ্বীনের মাকসাদ সুরক্ষা ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।

---

[319]. প্রাগুক্ত

[320]. আল-কুরআন, ৬: ১২২

[321]. আল-কুরআন, ৪৭: ১২

এক. অর্জন বা আদেশমূলক বিধান, দুই. বর্জন বা নিষেধসূচক বিধান।

**প্রথমত: আদেশমূলক বিধানের মাধ্যমে দীন সংরক্ষণের উপায় (جانب الوجود)**

আল্লাহ তা'আলা ইসলামী শারি'আহতে এমন সব বিধান প্রণয়ন করেছেন যার মাধ্যমে দ্বীনের সংরক্ষণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। সত্যিকার দ্বীন ব্যতিরেকে মানুষের অস্তিত্ব থেকেও না থাকার তুল্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ

"হে নবী! আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাব, তোমরা কোন পথেই নও, যে পর্যন্ত না তোমরা তাওরাত, ইঞ্জিল এবং যে গ্রন্থ তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা পুরোপুরি পালন না কর।"[322]

"কুরআন মাজীদের অনেক আয়াতে সত্যিকার দ্বীনের বর্ণনা ও সঠিক আকীদা- বিশ্বাসের কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানী গ্রন্থসমূহ, নবী ও রাসূলগণ, শেষ দিবস, ভাগ্য লিখন ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সালাত কায়েম, যাকাত প্রদান, সিয়াম পালন ও সামর্থবানদের উপর হজ্জ পালনের বিধানসহ বিভিন্ন বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। এমনিভাবে বাস্তব জীবনে দ্বীনের অনুশীলন, মানুষের কর্ণ-কুহরে এর বাণী পৌঁছানো, অন্তরে দ্বীনের অনুভূতি লালন ইত্যাদির প্রতিও দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে বুদ্ধিমত্তা ও সুন্দর উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে দীনের দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে মানুষ মূর্খতার অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত হতে পারে এবং শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ইসলামের সাম্য ও ন্যায়বিচার উপভোগ করতে সক্ষম হয়"।[323]

**দ্বিতীয়ত: নিষেধসূচক বিধানের মাধ্যমে দীন সংরক্ষণের উপায় (جانب العدم)**

দ্বীনের সংরক্ষণ ইসলামী শারি'আহর সর্বোচ্চ এবং মৌলিক মাকসাদ হওয়ায় আল্লাহ তাআলা কাউকে দ্বীনের ব্যাপারে খেল-তামশা করার সুযোগ প্রদান করেননি। ইসলামের কোন বিধান নিয়ে হাসি তামাশা কিংবা কোন বিধানকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার কোন সুযোগ নেই। বিভিন্ন প্রকারের সীমালঙ্ঘন, অপবাদ, অপব্যাখ্যা, খেল-তামাশা ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষতি ও অনিষ্টতা থেকে দ্বীনকে হেফাযতের জন্য

---

[322]. আল-কুরআন, ৫: ৬৮

[323]. যুহাইলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

ইসলামে কতিপয় বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। যেমন দ্বীনের বাণীকে সমুন্নত করা, ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র রুখে দেয়া এবং সম্ভাব্য সকল ফিতনা-ফাসাদ দূর করার জন্য ইসলামে জিহাদের বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। ইসলামে প্রবেশের পর তা পরিবর্তন করে অন্য ধর্মে স্থানান্তরিত হওয়ার কোন সুযোগ রাখা হয়নি; বরং এর জন্য শাস্তি বরাদ্দ করা হয়েছে, যাতে কেউ নিজের খেয়াল-খুশিমত ধর্মকে ব্যবহার করে হাসি-টাট্টার খোরাক বানাতে সক্ষম না হয়। অনুরূপভাবে ধর্মের দোহাই দিয়ে নিজের ইচ্ছা মোতাবেক নতুন বিধি-বিধান প্রণয়ন নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে সম্ভাব্য সকল প্রকারের বিকৃতি, ক্ষতি ও অনিষ্টতা থেকে ধর্মকে সুরক্ষা ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। সুতরাং নেতিবাচক দিক থেকে ধর্মের সংরক্ষণ বলতে নিষেধাজ্ঞা, সতর্কবাণী ও ভীতিপ্রদর্শনমূলক বিধি-বিধানকে বোঝানো হয়।[324]

"দ্বীন সংরক্ষণের উপায় হচ্ছে তা অনুযায়ী কাজ করা, বুদ্ধিমত্তা ও সুন্দর উদাহরণের মাধ্যমে মানুষকে এর প্রতি আহবান করা এবং সবকিছুর বিনিময়ে ইসলামের বাণী সুউচ্চ রাখতে সচেষ্ট হওয়া। অপরদিকে যে বিষয়গুলো দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর, দ্বীনের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক এবং বিকৃতির সহায়ক, সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করতে সচেষ্ট থাকাও দীন সুরক্ষা এবং সংরক্ষণ করার পর্যায়ভুক্ত।"[325]

অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবাণী দ্বীন সংরক্ষণের দায়িত্ব তিনি নিজের উপর রেখেছেন এবং তার নিশ্চয়তাও প্রদান করেছেনে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ

"আমি স্বয়ং এ উপদেশগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।"[326]

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ

"হে নবী! আমি আপনার প্রতি স্মারকগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের জন্য এমন সকল বিষয় বর্ণনা করেন যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।"[327]

---

[324]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭, ২২৮

[325]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

[326]. আল-কুরআন, ১৫: ৯

[327]. আল-কুরআন, ১৬: ৬৮

উল্লেখ্য যে আল্লাহর এ সংরক্ষণের গ্যারান্টির মধ্যে কুরআন ও হাদীস উভয়ই অন্তর্ভুক্ত, কারণ এ দুটিই মানুষের জন্য উপদেশ ও স্মারকগ্রন্থ। আর দ্বীন সংরক্ষণ কেবল শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং ঈমান, ইবাদত, শিক্ষা, দাওয়াহ, আইন, সমাজ ও নৈতিকতা—সমগ্র ব্যবস্থার সমন্বিত প্রয়োগেই হিফযুদ্দীন বাস্তবায়িত হয়।

## ২. জীবন সংরক্ষণের উপায়-উপকরণ (مقاصد حفظ النفس)

জীবন সংরক্ষণ (হিফযুন নাফস) মাকাসিদুশ শারি'আহর অন্যতম মৌলিক লক্ষ্য। ইসলামী শারি'আহ মানুষের জীবনকে পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় ঘোষণা করেছে এবং তা সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন স্তরে নানামুখী উপায়-উপকরণ নির্ধারণ করেছে।

দ্বীনের অস্তিত্ব বজায় রাখা ও সংরক্ষণের জন্য জীবনের সুরক্ষা ও অস্তিত্ব আবশ্যক। তাই এ পবিত্র ও মহান দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জীন ও মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি জ্বীন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্য।"[328]
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِۦ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

"এমন কিছু নেই যা আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না কিন্তু তোমারা তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা অনুধাবন করতে পার না।"[329]

ইসলাম জীবনের সংরক্ষণ ও হেফাযতের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছে। তাই কোন অবস্থায়ই কারো প্রান হরণের অনুমতি দেয়নি, শুধুমাত্র কেউ যদি কুফর ও শিরকের উপর অটল থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে কিংবা ইসলাম গ্রহণের পর আবার কুফরীর জগতে ফিরে যেতে চায় তাদের ব্যতিরেকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ

328. আল-কুরআন, ৫১: ৫৬

329. আল-কুরআন, ১৭: ৪৪

“আর আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।”[330] এমনিভাবে কেউ যখন ইসলামে প্রবেশ করে তখন তার জীবন এরূপ সুরক্ষিত থাকে যে, অন্যায়ভাবে কেউ তার কেশাগ্রও স্পর্শ করার অবকাশ পায় না। শুধুমাত্র যদি সে সীমালঙ্ঘন করে কিংবা কারো প্রাণ হরণ করে, তখন সুবিচারের স্বার্থে বিচারের মুখোমুখি করে তার থেকে কিসাস নেয়ার বিধান দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স.বলেন,

“আল্লাহর একত্ববাদ এবং রাসূলের নবুওয়্যাতের সাক্ষ্য দেয়া এমন ব্যক্তির প্রাণ হরণ করা কখনো বৈধ হবে না, শুধুমাত্র তিনটি অবস্থা ব্যতিরেকে: যদি সে বিবাহিত হয় এবং ব্যভিচার করে, যদি কোন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে এবং যদি দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে।”[331]

ইসলাম জীবনের সংরক্ষণ দু’ভাবে নিশ্চিত করেছে।
এক: আদেশসূচক বিধানের মাধ্যমে
দুই: নিষেধসূচক বিধান প্রণয়নের মাধ্যমে।

**প্রথমত: আদেশমূলক বিধানের মাধ্যমে জীবন সংরক্ষণের উপায় (جانب الوجود)**

ইসলামে এমন কিছু বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে যার মাধ্যমে জীবন সৃষ্টি সুরক্ষা ও সংরক্ষণ হয়। ইসলাম তাই বিবাহের বিধান প্রণয়ন করে এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে জৈবিক চাহিদা দিয়েছেন যাতে পুরুষ মহিলা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিবাহের মাধ্যমে বংশধারা বহমান থাকে এবং নতুন জীবনের সূচনা হয়। এ ভাবে ইসলাম খাবার পানীয় গ্রহণ করতে এবং পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যদি কোন অবস্থায় এগুলো গ্রহণ না করার কারণে জীবনের ক্ষতি ও বিনাশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে খাবার-পানীয় গ্রহণ এবং পোষাক পরিধান করা আবশ্যক করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সন্তানদের ভরণ-পোষণ প্রদান পিতার উপর আবশ্যক করা হয়েছে। স্ত্রী, ডিভোর্সপ্রাপ্তা এবং গর্ভবতী মহিলার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর অর্পণ করা হয়েছে। সন্তানকে দুধ পান করানো মাতার উপর আবশ্যক করা হয়েছে। জীবনের সুরক্ষা ও সংরক্ষণই এ সব বিধানের মাকাসিদ।[332]

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

---

[330]. আল-কুরআন, ২২: ১৮

[331]. প্রাগুক্ত, সহিহ মুসলিম, অধ্যায়: মা ইউবাহু বিহি দাম আল-মুসলি, হাদিস নং- ৪৪৬৮

[332]. যুহাইলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِۦفَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍۢ وَلَا عَادٍۢ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌ

"তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস এবং ঐসকল জীব-জন্তু যা আল্লাহ ব্যতিরেকে অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। অবশ্য যে নিরুপায় হয়ে পড়ে এবং এক্ষেত্রে নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য তা ভক্ষণে কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা অত্যধিক  ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"[333]

**দ্বিতীয়ত: নিষেধসূচক বিধানের মাধ্যমে জীবন সংরক্ষণের উপায় (جانب العدم)**

জীবন সৃষ্টির মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তার প্রবাহ যাতে নিশ্চিত থাকে এবং যাতে তা কোন প্রকার ধ্বংস, বিনাশ অক্ষমতার সম্মুখীন না হয়, সে লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা ইসলামে অনেক বিধান প্রদান করেছেন। যেমন, জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া কিংবা আত্মহত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে এসেছে,

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ

"আর তোমরা নিজের জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিওনা।"[334]

নিজের বা অন্যের জীবনের ক্ষতি হয় এবং মানবদেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে তা গ্রহণ করা হারাম করা হয়েছে। এরই ভিত্তিতে সকল প্রকার অপবিত্র ও ক্ষতিকর বস্তু গ্রহণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ

"আর তিনি তাদের জন্য সকল পবিত্র বস্তু হালাল এবং সকল  অপবিত্র বস্তু হারাম করেছেন।[335] অন্যায়ভাবে কারো প্রাণ হরণ হারাম করা হয়েছে।" আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ

"তোমরা এমন প্রাণ হরণ করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন; কিন্তু ন্যায়সঙ্গতভাবে (করলে তাতে কোন অসুবিধা নেই)।"[336]

---

[333]. আল-কুরআন, ২: ১৭৩

[334]. আল-কুরআন, ২: ১৯৫

[335]. আল-কুরআন, ৭: ১৫৭

[336]. আল-কুরআন, ১৭: ৩৩

জীবন সংরক্ষণের তাগিদে এবং অন্যায় রক্তপাত এড়াতে কিসাস তথা জীবনের বিনিময়ে জীবন নেয়ার বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। এমনকি কোন মুসলিমকে অস্ত্র ইত্যাদি ভয় প্রদর্শন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا

"আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত কোন মুসলিমকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আর আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।"[337]

ইসলাম জীবন সংরক্ষণের উপর কতটুকু জোর ও গুরুত্ব দিয়েছে তা উক্ত আয়াত থেকে সহজেই বুঝা যায়। জীবন না থাকলে এ পৃথিবী এত সুন্দর করে সাজানোর পেছনে আল্লাহ তাআলার যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য রয়েছে তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সুস্থ ও সাবলীল জীবনের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং এ পৃথিবীকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বসবাসযোগ্য করে রাখবে, এ জন্যই তো আল্লাহ তা'আলা জীবনসহ জিন ও মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন। জীবনের মাকসাদ সংরক্ষণের মাধ্যমে মূলত মৌলিক মাকসাদ তথা দীন সংরক্ষণের মাকসাদ কার্যকর ও বাস্তবায়ন মুখ্য উদ্দেশ্য।

## ৩. বিবেক-বুদ্ধি সংরক্ষণের উপায়-উপকরণ (مقاصد حفظ العقل)

বিবেক-বুদ্ধি মানবজীবনের মৌলিক নিয়ামক এবং শারি'আহর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। শারি'আহ একে সংরক্ষণে ইতিবাচক নির্দেশনা ও প্রতিরোধমূলক বিধান দিয়েছে। জ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষ তার প্রতিপালককে চিনতে পারে, তাঁর মর্যাদা অনুধাবন করতে পারে, তাঁর আদেশ-নিষেধ বোঝতে পারে এবং তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়। তাই ইসলামী শারি'আহতে বিবেক-বুদ্ধিকে দায়িত্ব আরোপের মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। বিবেক-বুদ্ধি ব্যতিরেকে মানুষের উপর কোন দায়-দায়িত্ব চাপানো হয় না। এ বিবেক-বুদ্ধি মানুষকে অন্যান্য জীব-জন্তু এবং জড় পদার্থ থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ একটি নেয়ামত, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছেন।

তাই আকল তথা বিবেক-বুদ্ধি সংরক্ষণের উপর ইসলাম অনেক গুরুত্বারোপ করেছে। বিবেক-বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করে মানুষ আল্লাহর বিধানের মাহাত্ম্য অনুধাবন করবে, আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং

[337]. আল-কুরআন, ৪: ৯৩

তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না, অন্যথায় সে পশুর চেয়েও নিকষ্টতর হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনে এসেছে,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ

"আর এটি একটি অকাট্য সত্য যে, বহু জ্বীন ও মানুষ এমন আছে যাদেরকে আমি জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না। তাদের কান আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না। তারা পশুর মত, বরং তাদের চাইতেও অধম। তারা চরম গাফলতির মধ্যে হারিয়ে গেছে।"[338]

এ জন্য উচিত আল্লাহর এ মহান নেয়ামত যথাযথভাবে ব্যবহার পূর্বক আল্লাহকে চেনা, তাঁর মাহাত্ম্য অনুধাবন করা এবং তাঁর সামনে আনুগত্যের শির অবনমিত করা। পাশাপাশি এমন কোন কাজে একে ব্যবহার না করা যাতে আল্লাহ অসুন্তুষ্ট হতে পারেন। ইসলাম দু'প্রকার বিধানের মাধ্যমে বিবেক-বুদ্ধির সুরক্ষা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করেছে।
এক: আদেশসূচক বিধান
দুই: নিষেধসূচক বিধান।

**প্রথমত: আদেশমূলক বিধানের মাধ্যমে বিবেক-বুদ্ধির সুরক্ষা (جانب الوجود)**

জীবনের অস্তিত্ব বজায় থাকার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে জীবন সংরক্ষণের বিধানগুলো বিবেক-বুদ্ধি সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জ্ঞান অর্জন এবং চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে বিবেক-বুদ্ধি পরিপক্ক হয়, পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং বৃদ্ধি পায়। ফলে ইসলাম জ্ঞান অর্জন করতে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে; বরং জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যক করেছে। ইসলাম জ্ঞান ও জ্ঞানীকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে। কুরআন মাজীদে বারংবার আল্লাহ'র সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন চিন্তা-গবেষণাপ্রসূত বিষয়ে জ্ঞানবানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।[339]

**দ্বিতীয়ত: নিষেধসূচক বিধানের মাধ্যমে বিবেক-বুদ্ধির সুরক্ষা (جانب العدم)**

ইসলাম তার বিধি-বিধানের মাধ্যমে বিবেক-বুদ্ধির সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে। তাই যা কিছু বিবেক-বুদ্ধির ধ্বংস ও ক্ষতি করে তা ইসলামে হারাম করা হয়েছে। জীবন, বিবেক-বুদ্ধিসহ অন্যান্য মৌলিক

---

338. আল-কুরআন, ৭: ১৭৯

339. যুহাইলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

বিষয় সংরক্ষণের লক্ষ্যেই ইসলামে অন্যায়ভাবে প্রাণ হরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিশেষ করে বিবেক-বুদ্ধির বিনাশ সাধন রোধ করার লক্ষ্যেই ইসলামে মদ পান হারাম করা হয়েছে। সাথে সাথে নেশাজাতীয় পানীয়কে মদ সাদৃশ বিবেচনা করত তাও হারাম করা হয়েছে। রাসূল স. বলেন, كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ প্রত্যেক মদই নেশাজাতীয়, আর প্রত্যেক নেশাজাতীয় বস্তু হারাম।[340] তাই বিবেক-বুদ্ধির বিলোপ ঘটায় এ ধরনের সকল কিছু হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠
إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ
فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

"হে মু'মিনগণ মদ,জুয়া,প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ অন্য কিছু নয়। অতএব তোমরা এগুলো থেকে বেঁচে থাক,যাতে তোমরা সফলকাম হও। শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহ স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। অতএব তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে" ?[341]

সুতরাং মদ জাতীয় সকল কিছুই একজন মুসলিমের প্রত্যাহার করা উচিত; কারণ এগুলো মানুষকে সালাত, ইবাদাত তথা সৃষ্টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বিপরীতে টেনে নিয়ে যায়। মদ পান করে নেশাগ্রস্থ হয়ে মানুষ যে কত ধরনের অপরাধ কর্ম করে তা খুবই স্পষ্ট। রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

لا تشرب الخمر فإنَّها مفتاح كل شر

"তোমরা মদ্য পান করো না, কেননা এটি সকল অনিষ্টের মূল।"[342]

"যে ব্যক্তি কোন কিছুর মাধ্যমে অপরের বিবেক-বুদ্ধির লোপ ঘটায় ইসলামে তার জন্য শাস্তি ও বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। পরোক্ষভাবেও যে সকল বস্তু মানুষের বিবেক-বুদ্ধির ক্ষতিসাধন করে, যেমন, দ্বীন নিয়ে উপহাসকারীদের সাথে মেলামেশা, এমন কিছু পড়া যা সত্যিকার আকীদা-বিশ্বাসে সন্দেহের উদ্রেক ঘটায়, এমন মতবাদ কিংবা চিন্তাধারা অধ্যয়ন করা এবং নিজের মধ্যে লালন করা যা ইসলামের ব্যাপারে মানুষকে সন্দিহান করে তোলে, মানুষকে আলোর পথ থেকে অন্ধকারে টেনে নিয়ে যায়, ইত্যাদি ইসলামে হারাম করা হয়েছে। এ সব কিছু থেকে বেঁচে থাকা দ্বীন সংরক্ষণের

---

340. প্রাগুক্ত, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ২০০৩

341. আল-কুরআন, ৫: ৯০, ৯১

342. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ আল-কাজবিনি (রা.), ইবন মাযাহ, হাদিস নং- ৩৩৭১

উপায়-উপকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও বিবেক-বুদ্ধির সংরক্ষণের সাথেও এর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এগুলো থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে বিবেক-বুদ্ধির নানা ধরনের কুমন্ত্রনা, খারাপ চিন্তা, সন্দেহের উদ্রেককারী মতবাদ ও চিন্তাধারা ইত্যাদি থেকে সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত থাকে"।[343]

## ৪. বংশধারা সংরক্ষণের উপায়-উপকরণ (مقاصد حفظ النسل)

বংশধারা সংরক্ষণ বলতে মানবজাতির বৈধ জন্ম পরিচয়, পারিবারিক শৃঙ্খলা ও নৈতিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করাকে বোঝায়। কুরআন–সুন্নাহ ও ফিকহি বিধানসমূহে এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নানাবিধ উপায়–উপকরণ নির্ধারিত হয়েছে।

বংশমিশ্রণ, অবৈধ সন্তান ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা রোধ করতে ইসলামী শারি'আহ অবাধ মেলামেশা, অশ্লীলতা ও পর্নোগ্রাফি নিষিদ্ধসহ যিনার প্রতি ধাবিতকারী সব উপকরণ নিষিদ্ধ করেছে। যৌন বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ ও পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য ইসলামী শারি'আহ নারী–পুরুষ উভয়ের জন্য দৃষ্টি সংযম, পর্দা ও শালীন পোশাক ও একান্তে অবৈধ অবস্থান (খালওয়া) নিষিদ্ধ করেছেন। বংশগত ধারাবাহিকতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী শারি'আহ নির্দিষ্ট অংশে সম্পদ বণ্টন, সন্তানের অধিকার নিশ্চিতকরণ, পরিবারভিত্তিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার জন্য নির্দেশ দিয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বংশধারাকে মানব জাতি টিকে থাকার উপায় হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যাতে যতদিন তিনি এ পৃথিবী টিকিয়ে রাখার ইচ্ছা পোষণ করেন ততদিন পর্যন্ত ইবাদাতের ক্রমধারা বজায় থাকে। বংশধারা বহমান রাখার স্বার্থে তিনি মানুষের মধ্যে জৈবিক চাহিদা সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে সরল পথ দেখিয়েছেন এবং এ জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য বিবাহকে বৈধ ও শারি'আহ সম্মত করেছেন। সকল নবী ও রাসূলের যুগে বিবাহের বিধান বলবৎ ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَٰجًا وَذُرِّيَّةً

"হে নবী আপনার পূর্বে আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে পত্নী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি।"[344]

উল্লেখ্য যে, ইসলামে দু'ধরনের বিধানের মাধ্যমে বংশধারা সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে,

---

343. আল-ইউবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

344. আল-কুরআন, ১৩: ৩৮

এক: আদেশসূচক বিধান

দুই: নিষেধসূচক বিধান

**প্রথমত: আদেশসূচক বিধানের মাধ্যমে বংশধারা সংরক্ষণ (جانب الوجود)**

যে সকল উপায়ে বংশধারা বর্তমান থাকে এবং বৃদ্ধি পায় তা অবলম্বন করতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে এবং উৎসাহিত করেছে। তাই ইসলাম বিবাহের উপর গুরুত্বারোপ করেছে, বিবাহ করতে উৎসাহ যুগিয়েছে এবং বিবাহ বিমুখিতাকে অনুৎসাহিত করেছে; বরং ভয় প্রদর্শন করেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর যদি তোমরা ভয় কর যে, ইয়াতিম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে নারীদের মধ্য থেকে যাদের ভালো লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশংকা কর যে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত কোন দাসীকে বিবাহ করো; এতে তোমাদের জন্য পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা রয়েছে"।[345] রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

তোমরা মমতাময়ী এবং অধিক সন্তানদানে সক্ষম মেয়েদের বিবাহ করো; তোমাদের সংখ্যাধিক্যের মাধ্যমেও কেয়ামত দিবসে অপরাপর জাতিদের উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে।[346]

উপরন্ত ইসলামের বিপুল সংখ্যক যে পারিবারিক বিধি-বিধান রয়েছে তার লক্ষ্য হচ্ছে, বংশধারা সংরক্ষণের মাকসাদ বাস্তবায়ন ও নিশ্চিত করা।

**দ্বিতীয়ত: নিষেধসূচক বিধানের মাধ্যমে বংশধারা সংরক্ষণ (جانب العدم)**

ইসলামে এমন অনেক বিধান রয়েছে যা বংশধারাকে বিনষ্ট হওয়া, কমে যাওয়া কিংবা সংমিশ্রণ থেকে সুরক্ষা ও সংরক্ষণ করে। তাই চক্ষু অবনমিত রাখার বিধান থেকে শুরু করে ব্যাভিচারের জন্য ইসলামে শাস্তির বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে, যা প্রত্যক্ষভাবে লজ্জাস্থান ও মান-সম্মানের হানি করে এবং বংশধারায় সংমিশ্রণ ঘটায়। পরোক্ষভাবে ও মান-সম্মানের উপর আঘাত করে, যেমন , পরনিন্দা ও মিথ্যা অপবাদ ইত্যাদি রোধকল্পে ও ইসলামে শাস্তির বিধান দেয়া হয়েছে, যা মানুষের মান-ইজ্জতের রক্ষাকবচ।[347]

---

345. আল-কুরআন, ৪: ৩

346. প্রাগুক্ত, সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং- ২০৫২

347 যুহাইলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

অনুরূপভাবে ইসলামে সন্ন্যাসী হওয়া কিংবা বিবাহ পরিত্যাগ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস বলেন, "রাসূলুল্লাহ স. উসমান ইবন মাযউন এর বিবাহ ও সংসার পরিত্যাগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিলেন।[348]

বৈধ সন্তান জন্ম, পারিবারিক স্থিতিশীলতা ও নৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষে ইসলামী শারি'আহ নিকাহকে সুন্নাহ ও সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা, মোহরকে সহজ করা ও বৈধ বিবাহের ব্যবস্থা করার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। রাসুল স. বলেন, "তোমরা বিবাহ করো, আমি ও বিবাহ করি, যে আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে সে আমার দলভুক্ত নয়"।[349]

এর উপর অনুমান করে ইসলামে বিনা উজরে জরায়ু কেটে ফেলা, গর্ভপাত কিংবা গর্ভরোধ করার জন্য ঔষধ গ্রহণ করা ইত্যাদি অবৈধ করা হয়েছে। কারণ এগুলোর মাধ্যমে বংশধারা সংরক্ষণ বিঘ্নিত হয়। এছাড়াও ইসলামে মায়ের পেটের ভ্রূণ সংরক্ষণের উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ভ্রূণের উপর যে কোন প্রকার আক্রমণ কিংবা বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বংশধারা সংরক্ষণ নিশ্চিত করার বিধান হিসেবে নারী-পুরুষের সকল প্রকারের অবৈধ সম্পর্ক তথা যিনা-ব্যভিচার এবং জাহেলী যুগের প্রচলিত 'ইসতিবযা'কে (কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজে সহবাস না করে, কোনো প্রখ্যাত/শক্তিশালী/সম্মানিত পুরুষের সঙ্গে সহবাসের জন্য পাঠাত, যাতে তার স্ত্রী থেকে সবল বা উন্নত বংশের সন্তান জন্ম নেয়। এ সময়ে স্বামী স্ত্রী থেকে দূরে থাকত; স্ত্রী গর্ভবতী হলে সেই সন্তানকে স্বামীর সন্তান হিসেবেই গণ্য করা হতো।) নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ সকল অবৈধ সম্পর্ক মানুষের মান-মর্যাদা ও বংশধারা সংরক্ষণের সাথে সাংঘর্ষিক। তাছাড়া এ সকল সম্পর্কে বিবাহের পরোক্ষ উদ্দেশ্য তথা স্নেহ-মমতা, দয়া, ভালবাসা, বংশ রক্ষা, দায়িত্ব পালন ইত্যাদিও বিনষ্ট হয়।[350]

বংশধারা সংরক্ষণ শুধু শারীরিক জন্ম নয়; বরং নৈতিকতা, পরিচয়, পরিবার ও সামাজিক স্থিতি রক্ষার সমন্বিত ব্যবস্থা। ইসলামী শারি'আহ এ মাকসাদ বাস্তবায়নে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয়—সব স্তরে সুসংগঠিত উপায়–উপকরণ প্রদান করেছে।

## ৫. সহায়-সম্পত্তি সংরক্ষণের উপায়-উপকরণ (مقاصد حفظ المال)

---

[348]. প্রাগুক্ত, সহিহ আল-বুখারী, হাদিস নং- ৪৭৮৬

[349]. প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৪৭৭৬

[350]. যুহাইলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

হিফযুল মাল মাকাসিদের পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্যের একটি। ইসলামী শারি'আহ মানুষের সম্পদ অর্জন, ব্যবহার ও সংরক্ষণ এ তিন ক্ষেত্রেই ভারসাম্য ও ন্যায় নিশ্চিত করে। মানব জীবনের সংরক্ষণ ও দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য ধন-সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। জীবন থেকে শুরু করে বিবেক-বুদ্ধি, বংশধারা সব কিছু সংরক্ষণের জন্য সহায়-সম্পত্তি আবশ্যক। দ্বীন সংরক্ষণের মাকসাদ নিশ্চিত করতেও এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অনেক ইবাদাত, যেমন যাকাত, হজ্জ ও জিহাদ পালনের জন্যও সহায়-সম্পত্তি থাকা প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদকে জীবন টিকে থাকার মাধ্যম উল্লেখ করে বলেন,

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا

"আর যে সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবন যাত্রার অবলম্বন করেছেন, তা অর্বাচীনদের হাতে তুলে দিও না।"[351]

ধন-সম্পদ জীবনের মৌলিক ও প্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে অন্যতম। এর মাধ্যমে জীবনের অস্তিত্ব বহমান থাকে, এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর ইবাদাত করে এবং ইবাদাত করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করে থাকে। মসজিদ, হাসপাতাল, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ধন-সম্পদ ব্যতিরেকে নির্মাণ করা যায় না। উপরন্ত ব্যক্তি ও জাতির দ্বীন-ধর্ম সংরক্ষণের তাগিদে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা এবং শত্রুর আক্রমণের সামনে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ও ধন-সম্পদের প্রয়োজন হয়।আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

"আর তোমরা তাদের মুকাবেলার জন্য নিজেদের সাধ্যমত শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তত রাখবে, যা দ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করবে।"[352]

এমনিভাবে সম্পদ অর্জন ও সংরক্ষণ মুসলিম জাতিকে অমুসলিমদের কাছে সাহায্যের বিনিময়ে দেশ ও জাতির জন্য অপমানজনক ও ক্ষতিকর শর্তাবলি মেনে নিতে বাধ্য হওয়া থেকে পরিত্রাণ দিবে। এ সকল কারণে প্রতিটি মুসলিম দেশ তথা মুসলিম জাতি ধন-সম্পদে স্বাবলম্বী হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। তাই মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য সম্পদ অর্জনের স্থায়ী ও নিয়মিত কিছু উৎস নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, যেমন যাকাত, খারাজ, জিযয়াহ, উশর ইত্যাদি। আবার কিছু অস্থায়ী ও

---

351. আল-কুরআন, ৪: ৫

352. আল-কুরআন, ৮: ৬০

অনিয়মিত উৎস নির্ধারণ করা হয়েছে, যেমন যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ, খনিজ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ, গুপ্তধন, বেওয়ারিশ সম্পত্তি বা মালিক বিহিন সম্পত্তি, ইত্যাদি।[353]

উল্লেখ্য যে, ধন-সম্পদ তখনি লোভনীয় ও প্রশংসার দাবীদার হবে, যখন এর মাধ্যমে দ্বীনের সংরক্ষণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয় এবং যা শুধুমাত্র আল্লাহর পথে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর মনোনীত উপায়ে আয়-ব্যয় করা হয়। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "হিংসা যদি বৈধ হতো তাহলে শুধু দু'ক্ষেত্রে হতো, ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন এবং তা সৎপথে ব্যয় করার সাহস ও যোগ্যতাও দিয়েছেন; দ্বিতীয়ত এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞা দিয়েছেন এবং সে তা অনুযায়ী বিচারকার্য সমাধা করে এবং শিক্ষা দেয়।"[354]
দু'ধরনের বিধানের মাধ্যমে ইসলাম সহায়-সম্পত্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে।

এক: আদেশমূলক বিধান
দুই: নিষেধসূচক বিধান ।

**প্রথমত: আদেশমূলক বিধানের মাধ্যমে সহায়-সম্পত্তির সংরক্ষণ (جانب الوجود)**
ধন-সম্পদ উপার্জন, বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করার বৈধ উপায় সমূহ, যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি ইত্যাদি ইসলামে অনুমোদন করা হয়েছে। রিযিক অন্বেষণে বাহির হওয়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ ٱلَّذِی جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولًا فَٱمۡشُوا۟ فِی مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزۡقِهِۦۖ وَإِلَیۡهِ ٱلنُّشُورُ

"তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব তোমরা তার দিগ-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক হতে আহার কর; পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকটে।"[355]
এমনিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে কামাই-রোজগারের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِذَا قُضِیَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِی ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُوا۟ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ

---

[353]. আল-ইউবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০

[354]. প্রাগুক্ত, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৯৩০

[355]. আল-কুরআন, ৬৭: ১৫

“অতঃপর সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযিক) তালাশ কর।”[356]

**দ্বিতীয়ত: নিষেধসূচক বিধানের মাধ্যমে সহায়-সম্পত্তির সংরক্ষণ (جانب العدم)**

বৈধ হালাল রুজি উপার্জনের প্রতি উৎসাহ ও হারাম উপার্জন (সুদ, ঘুষ, প্রতারণা) নিষিদ্ধকরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

“তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দাংশ জেনে-শুনে অসৎ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্য শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিও না।”[357]

আল্লাহ আরো তা’আলা বলেন,

وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا

“আর তোমরা ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। খারাপ মালামালের সাথে ভালো মালামালের অদল-বদল করো না । আর তাদের ধন-সম্পদ নিজেদের সম্পদের সাথে সংমিশ্রণ করে তা গ্রাস করো না। নিশ্চয় এটি বড় গুনাহের কাজ।”[358] অপর এক আয়াতে এসেছে,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا

“নিশ্চয় যারা ইয়াতীমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়,তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করে এবং সত্বরই তারা অগ্নিতে (জাহান্নামে) প্রবেশ করবে।”[359]

অসুস্থতা, মানসিক ভারসাম্যহীনতা কিংবা বয়সের অপরিপক্কতার কারণে যারা সঠিকভাবে ধন-সম্পদ ব্যয় ও ব্যবহার করতে পারে না, তাদের হাতে ধন-সম্পদের দায়িত্ব তুলে দিতে ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

---

356. আল-কুরআন, ৬২: ১০

357. আল-কুরআন, ২: ১৮৮

358 . আল-কুরআন, ৪: ২

359 . আল-কুরআন, ৪: ১০

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

"আর যে সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবন-যাত্রার অবলম্বন করেছেন, তা অর্বাচীনদের হাতে তুলে দিও না; বরং তা থেকে তাদেরকে খাওয়াও, পরাও এবং তাদেরকে সান্ত্বনার বাণী শোনাও।"[360]

অনুরূপভাবে ইসলাম সম্পদ অপচয় ও নষ্ট করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সহায়-সম্পত্তির সংরক্ষণের নিমিত্তে ইসলামে চৌর্যবৃত্তি হারাম করা হয়েছে এবং চোরের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَـٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"পুরুষ কিংবা নারী যেই চুরি করুক না কেন তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে তাদের হাত কেটে দাও। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানময়।"[361]

ইসলাম শুধুমাত্র সহায়-সম্পত্তি সংরক্ষণের উপর জোর দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি; বরং অন্যায় আগ্রাসন থেকে সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজনে জীবনের বিনিময়ে হলেও প্রতিরোধ করার অনুমতি দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে কেউ যদি মারা যায় তাকে শহীদ আখ্যা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

من قتل دون ماله فهو شهيد

"যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ।"[362]

মাকাসিদুশ শারি'আহ অনুযায়ী হিফযুল মাল কেবল সম্পদ জমিয়ে রাখার ধারণা নয়; বরং তা হলো—ন্যায়সংগত উপার্জন, নিরাপদ সংরক্ষণ, কল্যাণকর ব্যবহার, সমাজে ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টনের ধারণা দেয়।

**একনজরে মাকাসিদুশ শারিয়া'হর কার্যকর ও বাস্তবায়নের শার'য়ী উপায় উপকরণ:**

নিম্নোক্ত সারণির মাধ্যমে অত্র অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়সমূহ সংক্ষিপ্তকারে উপস্থাপন করা হলো-

| মাকাসিদুশ শারি'আহ কার্যকর ও বাস্তবায়নের শার'য়ী উপায়-উপকরণের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা |
| --- |

360. আল-কুরআন, ৪: ৫

361. আল-কুরআন, ৫: ৩৮

362. প্রাগুক্ত, সহিহ আল-বুখারী, হাদিস নং- ২৩৪৮

| | |
|---|---|
| অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদ (المقاصد الضرورية) | **দ্বীন সংরক্ষণ:** ইবাদাত ও জিহাদের বিধান প্রণয়ন;<br><br>**জীবন সংরক্ষণ:** হত্যার নিষেধাজ্ঞা এবং যা কিছুর মাধ্যমে জীবনের বহতা বিরাজমান থাকে তা গ্রহণ করার আবশ্যকতা;<br><br>**বিবেক-বুদ্ধির সংরক্ষণ:** মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের অবৈধতা, ধ্বংসকারী চিন্তা-ভাবনা লালন করার নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি;<br><br>**বংশ সংরক্ষণ:** বিবাহের বৈধতা, যিনা-ব্যভিচার, মিথ্যা অপবাদ, জরায়ুর ভাড়াদান ইত্যাদির নিষেধাজ্ঞা;<br><br>**সহায়-সম্পতির সংরক্ষণ:** লেনদেনের বৈধতা, চুরি-ডাকাতির অবৈধতা, যাকাত প্রদানের আবশ্যকতা, সম্পদ বিনিয়োগের উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি; |
| অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদের পরিপূর্ণতা দানকারী (مكملات المقاصد الضرورية) | **দ্বীন সংরক্ষণ:** সালাত আবশ্যক করার সাথে সাথে জামাআতে সালাত আদায় এবং আযান দেয়ার বিধান প্রণয়ন;<br><br>**জীবন সংরক্ষণ:** কিসাস তথা হত্যার বিনিময়ে হত্যার ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখার বিধান প্রণয়ন;<br><br>**বিবেক-বুদ্ধির সংরক্ষণ:** অল্প পরিমাণ মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করার নিষেধাজ্ঞা, এমনকি যদি তাতে নেশা নাও হয়;<br><br>**বংশ সংরক্ষণ:** অপরিচিত মহিলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার নিষেধাজ্ঞা, অপরাধী থেকে ক্ষতিপূরণ নেয়ার ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখার বিধান ইত্যাদি;<br><br>**সহায়-সম্পত্তির সংরক্ষণ:** লেনদেনে অনিশ্চয়তা ও ধোঁকাবাজি, অস্তিত্বহীন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়, বিক্রিত বস্তু অজানা থাকা ইত্যাদির নিষেধাজ্ঞার বিধান। |
| প্রয়োজনীয় মাকাসিদ (المقاصد الحاجية) | অসুস্থ ও মুসাফিরের জন্য সাওম না রাখার অনুমতি প্রদান;<br><br>পানির অনুপস্থিতি কিংবা পানি ব্যবহারের অক্ষমতার ক্ষেত্রে তায়াম্মুমের বিধান; |

| | |
|---|---|
| | অসুস্থ অবস্থায় বসে সালাত আদায় করার বিধান;<br><br>তালাক তথা ডিভোর্স প্রদানের বিধান;<br><br>হালাল ও পবিত্র খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে বৈধতার বিধান;<br><br>লেন-দেনের ব্যাপক অনুমতি যতক্ষণ না তা শারীয়াহ'র মৌলিক কোন বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। |
| প্রয়োজনীয় মাকাসিদের পরিপূর্ণতা দানকারী (مكملات المقاصد الحاجية) | **দ্বীন সংরক্ষণ:** দু'ওয়াক্ত সালাত এক সাথে (জাম'আ) এবং সংক্ষিপ্ত করে (কসর) আদায় করার বিধান;<br><br>**জীবন সংরক্ষণ:** কিস্তিতে সাধ্যমত অংকে রক্তপণ পরিশোধ করার বিধান;<br><br>**বিবেক-বুদ্ধির সংরক্ষণ:** জরুরী পরিস্থিতিতে হারাম কোন পানীয় গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণ না করার বিধান;<br><br>**বংশ সংরক্ষণ:** বিবাহের ক্ষেত্রে সমতা বিধান করার উত্তমতা, ইয়াতিম নারীর ক্ষেত্রে প্রচলিত অংকের পরিমাণ মহর নির্ধারণ ইত্যাদি;<br><br>**সহায়-সম্পত্তির সংরক্ষণ:** ক্রয়-বিক্রয়ে বিভিন্ন ধরনের অপশন (খিয়ার), সাক্ষী রাখার বিধান ইত্যাদি। |
| সৌন্দর্যবর্ধক মাকাসিদ (المقاصد التحسينية) | পবিত্রতা অর্জন করা, লজ্জাস্থান আবৃত করা, খাবার-পানীয় গ্রহণ করার বিধি-বিধান, নফল ইবাদাতের বিধান, একজনের ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিতে অনুপ্রবেশ না করা, একজনের বিবাহের প্রস্তাবের মধ্যে অপর একটি প্রস্তাব না দেয়া ইত্যাদি। |
| সৌন্দর্যবর্ধক মাকাসিদের পরিপূর্ণতা দানকারী | শৌচকার্য সম্পন্ন করার বিধি-বিধান,<br><br>পবিত্রতা অর্জনের উত্তম উপায়- উপকরণ ইত্যাদি। |

| | |
|---|---|
| (مكملات المقاصد التحسينية) | |

সারণি: মাকাসিদুশ শারিয়া’হর কার্যকর ও বাস্তবায়নের শার’য়ী উপায় উপকরণ।[363]

[363]. সাবরী মাস’উদ, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৩, ৩৪, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫, ২৪৬

# অষ্টম অধ্যায়:
# মাকাসিদুশ শারি'আহর বিভিন্ন মূলনীতি

## সারসংক্ষেপ

ইসলামি শারি'আহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে একত্রে মাকাসিদুশ শারি'আহ বলা হয়। মহান আল্লাহ তা'আলা কোনো বিধানই অহেতুক দেননি; বরং প্রতিটি বিধানের পেছনে মানুষের কল্যাণ (মাসলাহা) নিহিত রয়েছে। মাকাসিদুশ শারি'আহ বোঝা ও উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে তদসংক্রান্ত মূলনীতি সম্পর্কে অবগতি লাভ করা আবশ্যক। মাকাসিদ সংক্রান্ত সকল মূলনীতির সারসংক্ষেপ এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায় অধ্যয়ন করলে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে:
১. মাকাসিদের সাধারণ মূলনীতি
২. মাকাসিদের বিশেষ মূলনীতি

ইসলামী শারি'আহর সকল বিধি-বিধান মানব জাতির কল্যাণ সাধনের নিমিত্তেই প্রণীত। যেখানে মাসলাহা তথা মানব কল্যাণ সাধিত হবে সেখানেই শারি'আহর বিধান পাওয়া যাবে। সাধারণত মাসলাহা বলতে কোন কল্যাণ অর্জন কিংবা অকল্যাণ প্রতিহত করা বোঝানো হয়ে থাকে। তবে সকল ধরনের মাসলাহা শারি'আহর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ও বিবেচ্য হয় না। শুধুমাত্র যে ধরনের মাসলাহা শারি'আহর প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য এবং মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে থাকে তাই গ্রহণযোগ্য ও বিবেচ্য হয়ে থাকে।

এ অধ্যায় মূলত পূর্বোল্লিখিত অধ্যায়সমূহের সারসংক্ষেপ। পূর্বের অধ্যায়গুলোতে প্রসঙ্গক্রমে মাকাসিদের বিভিন্ন মূলনীতি আলোচনা করা হয়েছে, তথাপি গুরুত্বের নিরিখে আরো সহজতরভাবে বোধগম্য করে তোলার লক্ষ্যে মাকাসিদ সংক্রান্ত মৌলিক বিধি-বিধান নিয়ে এ অধ্যায়ের অবতারণা করা হয়েছে। মাকাসিদুশ শারি'আহর মৌলিক বিধি-বিধানকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১. সাধারণ মূলনীতি ২. বিশেষ মূলনীতি

## ১. সাধারণ মূলনীতি (القواعد العامة)

নিম্নে মাকাসিদুশ শারি'আহর সাধারণ মূলনীতিসমূহ আলোচনা করা হলো-

**১.** সর্বস্বীকৃত মূলনীতি হচ্ছে, ইসলামী শারি'আহর বিধি-বিধান মানব কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যেই প্রণীত। সুতরাং যাবতীয় আদেশ, নিষেধ এবং কোন কাজ করা কিংবা না করার স্বাধীনতা ইত্যাদি মানব কল্যাণ সাধন লক্ষ্যে প্রযোজ্য।[364]

**২.** অন্তর্নিহিত মাকাসিদ সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন বিবেচনায় শারি'আহর আদেশ-নিষেধসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সকল মাকাসিদ সাধারণত তিন প্রকারের হয়ে থাকে। এক: অত্যাবশ্যকীয় (জরুরিয়্যাত), দুই: প্রয়োজনীয় (হাজিয়্যাত), তিন: সৌন্দর্যবর্ধক (তাহসীনিয়্যাত)।[365]

**৩.** যে সকল মৌলিক বিষয় সংরক্ষণের নিমিত্তে শারি'আহর বিধি-বিধান প্রনীত হয়েছে তা পাঁচটি যথা : মানুষের দ্বীন, জীবন, বিবেক-বুদ্ধি,বংশ এবং সহায়-সম্পত্তির সুরক্ষা ও সংরক্ষণ।[366]

**৪.** প্রতিটি ধর্ম-বিশ্বাসে জরুরিয়্যাত তথা অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদ সংরক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যদিও সংরক্ষণের স্বরূপ ও উপায়-উপকরণ পাত্রভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে।[367]

**৫.** জরুরী, প্রয়োজনীয় কিংবা সৌন্দর্যবর্ধক মাকাসিদ অর্জনের ক্ষেত্রে যদি পারিপার্শ্বিকতা থেকে এমন কোন বিষয় যুক্ত হয়ে পড়ে যা শারি'আহর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়, সেক্ষেত্রে উক্ত মাকাসিদ অর্জনে অগ্রগামী হওয়া বৈধ হবে, তবে যথাসম্ভব অগ্রহণযোগ্য উক্ত বিষয়টি এড়িয়ে যেতে হবে।[368]

---

364. আশ্-শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৮, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯

365. প্রাগুক্ত

366. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

367. প্রাগুক্ত

368. প্রাগুক্ত

**৬.** মানুষের কোন ভুলের কারণে যদি অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদের সাথে অকল্যাণ কিংবা ক্ষতিকর কোন বিষয়ের সংমিশ্রণ ঘটে, সেক্ষেত্রে উক্ত অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদ এড়িয়ে যাওয়া বৈধ হবে যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত ক্ষতিকর বিষয়টি যথাসম্ভব দূরীকরণ সম্ভব হয়।[369]

**৭.** মাকাসিদ এর বিবেচনা সাপেক্ষে কিয়াস সংশ্লিষ্ট সকল প্রকারের মুনাসাবাহ গ্রহণযোগ্য কিংবা প্রত্যাখ্যাত হবে। মাকাসিদের সাথে সাংঘর্ষিক কোন মুনাসাবাহ কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না।[370]

**৮ .** শারি'আহর বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে মাসালাহা'র বিচরণ অবাধ এবং সর্বত্র। তবে শারি'আহর কোন নস কিংবা অকাট্য দলিলের বিপরীতে কোন প্রকার মাসলাহা গ্রহণযোগ্য হবে না।[371]

**৯.** শারি'আহর কোন দলিল-প্রমাণের উপস্থিতিতে শুধুমাত্র মাসালাহা'র উপর নির্ভরশীল হওয়া যাবে না; বরং যথাসম্ভব সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত বিধান পালন করতে হবে এবং মাসলাহা এড়িয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যুক্তি হচ্ছে, মাসলাহা'র ওপর ভিত্তি করে বিধান প্রদান করা এক প্রকার ইজতিহাদ, আর নস তথা সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণের উপস্থিতিতে ইজতিহাদ করা বৈধ নয়।[372]

**১০.** মাসালাহা'র প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শর্তাবলি অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।[373]

## ২. বিশেষ মূলনীতি (القواعد الخاصة)

ইতঃপূর্বে মাকাসিদ সংক্রান্ত সাধারণ মূলনীতি আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে মাকাসিদ সংক্রান্ত বিশেষ মূলনীতি আলোচনা করা হবে, যা মূলত মাকাসিদ এর সুনির্দিষ্ট কোন অংশ বা বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। বিশেষ মূলনীতিগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

### ২.১. মাকাসিদের অবগতি সংক্রান্ত মূলনীতি

---

369. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

370. আল-গাযালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯-১৬১, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২

371. প্রাগুক্ত

372. প্রাগুক্ত

373. প্রাগুক্ত

১. মূলত কুরআন কারীম, সুন্নাহ এবং ইজমা তথা স্কলারদের নিরঙ্কুশ ঐকমত্যের মাধ্যমে মাকাসিদের অবগতি লাভ করা যাবে।[374]

২. যে মাসলাহা'র মাধ্যমে কুরআন কারীম, সুন্নাহ কিংবা ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত কোন মাকসাদের সংরক্ষণ হয় না এবং তা শারি'আহর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তবে এ ধরনের মাসলাহা প্রত্যাখ্যাত ও পরিত্যাজ্য।

৩. দুটি ক্ষতিকর ও অকল্যাণকর বিষয় যদি মুখোমুখি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষতিকর বিষয়টি প্রতিহত করা হচ্ছে শারি'আহর মাকসাদ।[375]

৪. মাত্রাতিরিক্ত কষ্ট শারি'আহর সর্বত্রই পরিত্যক্ত এবং পরিত্যাজ্য। সুতরাং যদি কোন বিধান মাত্রাতিরিক্ত কষ্ট বয়ে আনে তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না; যদি না উক্ত বিধান প্রণয়নের পক্ষে সুনির্দিষ্ট কিংবা বিশেষ কোন দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান থাকে।[376]

৫. কোন কাজ করার প্রতি নির্দেশ দেয়ার অর্থ উক্ত কাজের বাস্তবায়ন শারি'আহর দৃষ্টিতে কাম্য এবং কাঙ্ক্ষিত। অপরদিকে কোন কাজ থেকে নিষেধ করার অর্থ উক্ত কাজ না হওয়া শারি'আহর দৃষ্টিতে কাম্য।[377]

৬. কোন শার'য়ী মূলনীতির ক্ষেত্রে যদি সুস্পষ্ট কোন নস পাওয়া না যায়, কিন্তু উক্ত মূলনীতি শারি'আহর সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তা অধিক সংখ্যক দলিল-প্রমাণের অন্তর্নিহিত ভাব ও তাৎপর্যের সমন্বয়ে প্রণীত, এমতাবস্থায় উক্ত মূলনীতি গ্রহণযোগ্য হবে এবং বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে উক্ত মূলনীতির উপর নির্ভর করা যাবে।[378]

## ২.২. মুকাম্মিলাত সংশ্লিষ্ট মূলনীতি

---

[374]. প্রাগুক্ত

[375]. প্রাগুক্ত

[376] . আল-মুকরী, আল-কাওয়ায়িদ, খ. ২ পৃ. ৪৩২, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

[377]. আশ্-শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৯৩; খ. ৩, পৃ. ১২২, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪

[378]. প্রাগুক্ত

১. মূল বিষয়ের বিঘ্নতা ঘটায়, কিংবা মূল বিষয়ের মধ্যে ঘাটতি সৃষ্টি করে এমন পরিপূর্ণতা দানকারী বিষয় বাতিল বলে পরিগণিত হবে।[379]

ইমাম আশ-শাতিবী বলেন, পরিপূর্ণতা দানকারী বিষয় হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, তার কারণে মূল বিষয়ের মধ্যে কোন বিঘ্নতা কিংবা ঘাটতি সৃষ্টি হতে পারবে না।[380]

২. মূল বিষয়টি বাতিল হলে পরিপূর্ণতা দানকারী বিষয়টি ও বাতিল হয়ে যাবে।[381]

৩. যার মাধ্যমে পরিপূর্ণতা দানকারী বিষয়ের পরিপূর্ণতা আসে তা মূল বিষয়েরও পরিপূর্ণতা দানকারী গণ্য হবে।[382]

যেমন তাহসীনিয়্যাত হচ্ছে হাজিয়্যাতের পরিপূর্ণতা দানকারী, আবার হাজিয়্যাত হচ্ছে জরুরিয়্যাতের পরিপূর্ণতা দানকারী। সুতরাং তাহসীনিয়্যাত জরুরিয়্যাতের ও পরিপূর্ণতা দানকারী গণ্য হবে।

**২.৩. মাকাসিদের উপায়-উপকরণ সম্পর্কিত মূলনীতি**

১. যদি মাকাসিদ বিবেচনা বহির্ভূত হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট উপায়-উপকরণও বিবেচনা বহির্ভূত হবে।[383]

তবে কোন বিষয় যদি কখনো উপায়-উপকরণ আবার কখনো কাঙ্ক্ষিত মাকসাদ হিসেবে বিবেচিত হয়, সেক্ষেত্রে মাকাসিদ বিবেচনা বহির্ভূত হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট উপাউ-উপকরণ বিবেচনা বহির্ভূত হবে না । যেমন অযু কখনো সালাতের জন্য করা হয়, আবার কখনো ছাওয়াবের আশায় স্বতন্ত্র ইবাদাত হিসেবে করা হতে পারে। এমতাবস্থায় মূল মাকাসিদ যদি বিবেচনা বহির্ভূত হয় তবুও উক্ত উপায়-উপকরণ বিবেচনা বহির্ভূত হবে না।[384]

---

379. প্রাগুক্ত

380. প্রাগুক্ত

381. প্রাগুক্ত

382. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫

383. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬

384. আল-ইউবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬

২. যে কাজ বা বিষয় কোন অকল্যাণ বয়ে আনে কিংবা কোন কল্যাণ প্রতিহত করে, তা শারি'আহর দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।[385]

৩. উপায়-উপকরণের মর্যাদা ও গুরুত্ব মাকাসিদের মর্যাদা ও গুরুত্বের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম।[386]

৪. যদি কোন মাকসাদ অর্জনের একাধিক উপায়-উপকরণ থাকে, এমতাবস্থায় কাঙ্ক্ষিত মাকসাদ অর্জনের ক্ষেত্রে যে উপায়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী, শারি'আহর দৃষ্টিতে তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনার উপযুক্ত হবে।[387]

৫. কাঙ্ক্ষিত মাকসাদ অর্জনের একাধিক উপায়-উপকরণ যদি শারি'আহর দৃষ্টিতে সমান বিবেচিত হয়, এমতাবস্থায় যে কোন উপায়-উপকরণ ব্যবহারপূর্বক বান্দা তার কাঙ্ক্ষিত মাকসাদ অর্জন করতে পারবে। কারণ উপায়-উপকরণ নয়; বরং মাকসাদ অর্জনই উদ্দেশ্য এবং একান্ত ভাবে কাম্য।[388]

### ২.৪. প্রাসঙ্গিক মাকাসিদ সংক্রান্ত মূলনীতি

১. প্রাসঙ্গিক মাকাসিদ মূল মাকাসিদের সহযোগী এবং পরিপূর্ণতা দানকারী হিসেবে বিবেচিত হবে।[389]

২. যদি প্রাসঙ্গিক মাকসাদ এবং মূল মাকসাদ অর্জনের একই কারণ ও তাৎপর্য হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে উভয়ের শার'য়ী হুকুম অভিন্ন হবে এবং প্রাসঙ্গিক মাকাসাদকে মূল মাকসাদের শাখা-প্রশাখা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।[390]

৩. যদি প্রাসঙ্গিক মাকসাদ বিবেচনায় আনার কারণে মূল মাকসাদের ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি কিংবা বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়, সেক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক মাকসাদ বিবেচ্য হওয়ার উপযুক্ত হবে না।[391]

### ২.৫. অগ্রাধিকার প্রদান সম্পর্কিত মূলনীতি

---

[385]. আল-ইযয, প্রাগুক্ত, খ. ২ পৃ. ৭৫, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

[386]. আল-কারাফী, আল-ফুরুক, খ. ১, পৃ. ১১১; খ. ২, পৃ. ১৪৪, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত পৃ. ২৫৭

[387]. ইব্ন আশুর, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৪৯, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

[388]. প্রাগুক্ত

[389]. আশ্-শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭৯, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত পৃ. ২৫৮

[390]. প্রাগুক্ত

[391]. প্রাগুক্ত

১. মাকাসিদের স্তরগুলোর মধ্যে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জরুরিয়্যাত এরপর হাজিয়্যাত অতঃপর তাহসীনিয়্যাত।[392]

২. অকল্যাণ প্রতিহত করা কল্যাণ সাধন করার উপর প্রাধান্য পাবে।[393]

৩. মাকাসিদের রক্ষণাবেক্ষণ উপায়-উপকরণের রক্ষণাবেক্ষণের উপর প্রাধান্য পাবে।[394]

৪. সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত মাফছাদা প্রতিহত করার ক্ষেত্রে যা সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত নয় তার উপর অগ্রাধিকার পাবে।[395]

**একনজরে মাকাসিদ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূলনীতিসমূহ:**

নিম্নোক্ত সারণির মাধ্যমে অত্র অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়সমূহ সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপনা করা হলো-

| | |
|---|---|
| | মাকাসিদ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা বিধান প্রণয়নের কাজ শুধুমাত্র মুজতাহিদ তথা ইসলামী আইনের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা। |
| | মাকাসিদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকৃত জনকল্যাণ (মাসলাহা) অর্জন নিশ্চিত করা। |
| | একাধিক মাকসাদের মুখোমুখি অবস্থানের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাকসাদকে অগ্রাধিকার দেয়া। |
| মাকাসিদ অনুযায়ী | ইবাদাতের ক্ষেত্রে নয়; বরং শুধুমাত্র মু'আমালাতের ক্ষেত্রে মাকাসিদ অনুযায়ী বিধান প্রণয়ন প্রযোজ্য হবে। |

[392]. প্রাগুক্ত

[393]. আল-মুকরী, প্রাগুক্ত, খ. ২ পৃ. ৪৪৩, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত পৃ. ২৫৯

[394]. প্রাগুক্ত

[395]. আল-ইযয, প্রাগুক্ত , খ. ১ পৃ. ৭৯, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

| | |
|---|---|
| সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বিধান প্রণয়নের মূলনীতি | অকাট্য দলিল কিংবা প্রবল ধারনামূলক দলিলের ভিত্তিতে মাকাসিদ প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হওয়া । |
| | সংশ্লিষ্ট মাকাসিদ সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হতে হবে, যেখানে মুসলিম স্কলারদের মাঝে কোন দ্বিমত থাকবে না। |
| | মাকাসিদ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে হবে, অর্থাৎ স্থান,কাল ও পাত্রভেদে পরিবর্তনযোগ্য হতে পারবে না। |
| | মাকাসিদ সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত হতে হবে, এক্ষেত্রে কোন কম-বেশি হতে পারবে না। |

সারণি: মাকাসিদ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূলনীতি[396]

[396]. সাবরী, মাস'উদ, পৃ. ৫০, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০

# নবম অধ্যায়
# মাকাসিদ ও ফিকহের মধ্যে সম্পর্ক

**সারসংক্ষেপ**

মাকাসিদুশ শারি'আহ এবং ফিকহ উভয়ই ইসলামি আইনশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও এদের মধ্যে গভীর ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। সহজভাবে বলতে গেলে, ফিকহ হলো 'দেহ' আর মাকাসিদ হলো সে দেহের 'প্রাণ' বা আত্মা। মাকাসিদ এর সাথে ফিকহ এর সম্পৃক্ততা সংক্রান্ত আলোচনা নিয়ে এ অধ্যায়ের অবতারণা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে ফিকহ এর উল্লেখযোগ্য কতিপয় বিধি-বিধানের মাকাসিদ তথা অন্তর্নিহিত হিকমাত ও তাৎপর্য আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায় পাঠান্তে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অবগত হওয়া যাবে:

১. ইবাদাত সংশ্লিষ্ট শারি'আহর মাকাসিদ;

২. মু'আমালাত সংক্রান্ত শারি'আহর মাকাসিদ;

৩. বিবাহ এবং পারিবারিক বিধি-বিধানের শারি'আহর মাকাসিদ;

৪. হিজাবের বিধান সংক্রান্ত শারি'আহর মাকাসিদ;

৫. আইন-আদালত সংক্রান্ত বিধানের ক্ষেত্রে শারি'আহর মাকাসিদ;

৬. শাস্তির বিধান সংক্রান্ত শারি'আহর মাকাসিদ।

একজন মুজতাহিদ (গবেষক আলিম) যখন কোনো নতুন সমস্যার সমাধান খোঁজেন, তখন তিনি মাকাসিদকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেন। যদি কোনো বিষয়ের সরাসরি সমাধান কুরআন বা হাদিসে না পাওয়া যায়, তবে ফকীহগণ দেখেন ঐ বিষয়টি মাকাসিদের পাঁচটি মৌলিক লক্ষ্য (দ্বীন, জীবন, বংশ, সম্পদ ও আকল) রক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না। মাকাসিদ ছাড়া ফিকহ কেবল কতগুলো শুষ্ক আইন হয়ে দাঁড়াত, যা সময়ের সাথে পরিবর্তিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারত না।

মূলত ফিক্হী বিধি-বিধানের উপরই মাকাসিদ প্রতিষ্ঠিত। তাইতো মাকাসিদুশ শারি'আহকে কখনো 'মাকাসিদুল ফিকহ' নামেও অভিহিত করা হয়। শারি'আহর বিধি-বিধান হচ্ছে মাকাসিদ অর্জনের উপকরণ, আর মাকাসিদ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিধানের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। ইবাদাতের মাকাসিদ হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্য লাভের পথ সুগম করা।

আগের অধ্যায় গুলোতে উসূলে ফিকহ তথা শারি'আহর বিধি-বিধানের নানাবিধ দলিল-প্রমাণের সাথে মাকাসিদ এর সম্পৃকক্ততা বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে ফিকহ এর সাথে মাকাসিদ এর সম্পৃক্ততা নিয়ে আলোচনা করা হবে। ফিকহ এর বিভিন্ন বিধি-বিধানের মাকাসিদ তথা অন্তর্নিহিত হিকমাত ও তাৎপর্য সংক্রান্ত আলোচনা নিয়ে এ অধ্যায়ের অবতারণা করা হয়েছে।

মূলত মাকাসিদ ফিকহী বিধি-বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাইতো মাকাসিদকে 'মাকাসিদুল আহকাম' ও 'মাকাসিদুল ফিকহ' কিংবা 'মাকাসিদুশ শারি'আহ' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। শারি'আহর বিধি-বিধান হচ্ছে মাকাসিদ অর্জনের উপায়-উপকরণ, আর মাকাসিদ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিধানের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। জীবনের প্রতিটি স্তরে সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে, আর উক্ত সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই হচ্ছে মাকাসিদুশ শারি'আহ। ফিকহ মূলত বিধান বা 'আহকাম' নিয়ে আলোচনা করে। যেমন, সালাত কীভাবে পড়তে হবে, ব্যবসা কীভাবে করতে হবে বা চুরির শাস্তি কী। আর মাকাসিদ আলোচনা করে ঐ বিধান কেন দেয়া হয়েছে তা নিয়ে। যেমন, সালাত কেন ফরজ করা হয়েছে? চুরির শাস্তি কেন দেয়া হয়েছে?

নিচে মাকাসিদ ও ফিকহের মধ্যকার সম্পর্ক কয়েকটি পয়েন্টে আলোচনা করা হলো:

## ১. ইবাদাতের ক্ষেত্রে শারি'আহর মাকাসিদ (المقاصد في العبادات)

"ইবাদাতের মাকাসিদ হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্য লাভের পথ সুগম করা। ইমাম আল-গাযালী বলেন, শারি'আহর যাবতীয় দলিল-প্রমাণে দূরদৃষ্টি প্রদানের মাধ্যমে এ বিষয়ের অবগতি লাভ করা যায় যে, শারি'আহর বিধি-বিধানের মাকসাদ হচ্ছে সৃষ্টিকুলকে আল্লাহর সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য অর্জনের মাধ্যমে তাঁর নিকটে নিয়ে যাওয়া। আল্লাহ এবং তাঁর গুনাবলি, তাঁর প্রেরিত গ্রন্থসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণকে সত্যিকারভাবে জানা ও বোঝা ব্যতিরেকে এ সৌভাগ্য অর্জনের দ্বিতীয় কোন উপায় নেই। তাইতো আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আমি জ্বীন ও মানবজাতি সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্য'।

অর্থাৎ তারা যেন আমার দাস হয়। আর বান্দা সত্যিকারভাবে দাস তখনি হবে যখন সে তার প্রতিপালকের রবুবীয়্যাতের মর্যাদা বোঝতে পারবে এবং নিজে দাসত্বের অনুধাবন করতে পারবে। তাকে অবশ্যই নিজেকে এবং তার প্রতিপালককে সত্যিকারভাবে চিনতে ও বোঝতে হবে। এটাই হচ্ছে নবী ও রাসূল প্রেরণের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য"।[397]

**এ পর্যায়ে সুনির্দিষ্টভাবে কতিপয় ইবাদাতের মাকাসিদ আলোচনা করা হলো:**

**১.১. সালাতের মাকাসিদ (مقاصد الصلاة)**

সালাতের মাকাসিদ হলো মানুষের রূহ বা আত্মাকে পাপাচার থেকে মুক্ত রাখা, চরিত্রকে সুন্দর করা এবং আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা। ফিকহ আমাদের শেখায় সালাত কীভাবে পড়তে হয়, আর মাকাসিদ আমাদের শেখায় সালাত কেন পড়তে হয়।

কুরআনুল কারীমের আয়নায় সালাতের মাকাসিদ:

১. আল্লাহর ভয়, তাঁর হেদায়াত প্রাপ্তি এবং আখিরাতের হিসাব-নিকাশ ইত্যাদিকে স্মরণ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

"আর আমার স্মরণার্থেই তোমরা সালাত কায়েম করো।"[398]

২. সালাত ব্যক্তির আত্মিক সংশোধন, অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা এবং পাপাচার থেকে দূরে থাকা।

কুরআন কারীমে এসেছে, إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

"নিশ্চয় সালাত পাপাচার ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে রাখে।"[399]

৩. গুনাহ ও অপরাধ মোচন করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

"নিশ্চয় পূণ্য কাজ পাপ কাজকে দূর করে দেয়।"[400]

---

[397]. আল-গাযালী, ইহয়াউ উলুমুদ্দীন, খ. ৪ পৃ. ২৫, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪, ২৬৫

[398]. আল-কুরআন, ২০: ১৪

[399]. আল-কুরআন, ২৯: ৪৫

[400]. আল-কুরআন, ১১: ১১৪

৪. সর্বোপরি আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ। কিয়ামত দিবসে অপরাধীদেরকে বলা হবে,

مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ . قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ

"তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে টেনে এনেছে? তারা বলবে, আমরা সালাত আদায় করতাম না।"[401] সালাতের একটি বড় সামাজিক মাকাসিদ হলো সাম্য প্রতিষ্ঠা। যখন রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র একই কাতারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়, তখন মানুষের মধ্যে অহংকার দূর হয় এবং ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়। এটি একটি আদর্শ সমাজ গঠনে সহায়তা করে।

আর সালাতের রুকু ও সিজদার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সামনে নিজের চূড়ান্ত বিনয় ও দাসত্ব প্রকাশ করে। এর ফলে মানুষের ভেতর থেকে অহমিকা দূর হয়, যা মাকাসিদুশ শারি'আহর একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক দিক।

### ১.২. যাকাতের মাকাসিদ (مقاصد الزكاة)

যাকাত ইসলামি অর্থনীতির মূল ভিত্তি এবং মাকাসিদুশ শারি'আহর একটি চমৎকার প্রতিফলন। যাকাতের মাকাসিদ বা উদ্দেশ্যগুলো কেবল ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর বিশাল সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব রয়েছে।

'যাকাতের মাকসাদ হচ্ছে, যাকাতদাতার সম্পদকে পবিত্র করা এবং যাকাতদাতার অন্তরকে অভ্যন্তরীণ রোগ-ব্যাধি যেমন কৃপণতা, স্বেচ্ছাচারিতা, বৈষয়িকতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত করা। সর্বোপরি সমাজ থেকে হিংসা-বিদ্বেষ, পারস্পরিক অসহযোগিতা, সম্পদ পুঞ্জীভূত করা এ জাতীয় রোগ-ব্যাধি দূর করে সমাজে শান্তি, সমৃদ্ধি, পারস্পারিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা'। [402]

যাকাতের অন্যতম প্রধান মাকসাদ হলো সম্পদের আবর্তন নিশ্চিত করা, সম্পদ যেন কেবল ধনীদের হাতে কুক্ষিগত না থাকে। এটি সমাজের অসহায় ও অভাবী মানুষের মৌলিক প্রয়োজন (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান) পূরণ করে এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিদ্যমান বিশাল ব্যবধান কমিয়ে এনে সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা। যাকাত রাষ্ট্রীয় বা সামাজিকভাবে একটি নিরাপত্তা বলয় তৈরি

---

[401]. আল-কুরআন, ৭৪: ৪৩

[402]. জী, উমর মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

করে। যারা ঋণগ্রস্ত, মুসাফির বা অসহায়, তারা যাকাতের মাধ্যমে ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি পায়। যখন দরিদ্ররা ধনীদের সম্পদ থেকে তাদের অধিকার পায়, তখন ধনীদের প্রতি তাদের মনে ঘৃণা বা ক্ষোভের পরিবর্তে ভালোবাসা ও দোয়া তৈরি হয়। এটি সমাজে অপরাধ প্রবণতা ও চুরি-ডাকাতি কমাতে সাহায্য করে। সর্বোপরি যাকাত মুসলিম উম্মাহর মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধকে সুদৃঢ় করে।

যাকাতের অন্তর্নিহিত মাকসাদ উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

"হে নবী তাদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত উসূল করুন, যাতে আপনি এর মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পারেন।"[403]

সুতরাং যাকাত প্রদান একটি ইবাদাত যা সম্পদের বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি ঘটায়, অর্থনীতি ও বিনিয়োগের চাকা গতিশীল করে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজে ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার বন্ধনকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করে।[404]

এছাড়াও ইমাম আল-গাযালী যাকাতের আরো কিছু মাকসাদ উল্লেখ করেছেন, যা নিম্নরূপ:

১. 'সত্যিকার তাওহীদের বাস্তবায়ন করা। সাধারণত সহায়-সম্পত্তি মানুষের নিকট অতি লোভনীয় ও কাঙ্ক্ষিত বস্তু। পার্থিব যত আয়োজন, ভোগ-বিলাস, বিবাদ-বিশৃঙ্খলা তার অধিকাংশই সম্পদের কারণে হয়ে থাকে। সুতরাং যখন কেউ এ সম্পদের মোহ কুরবানী দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা ব্যয় করতে পারে, তখন সে সত্যিকার আল্লাহর দাসত্ব ও ভালোবাসার প্রমাণ দিতে পারে।

২. মানব অন্তরকে কৃপণতার রোগ থেকে পবিত্র করা। সম্পদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও লোভ-লালসা চিরন্তন। যখন কেউ এ লোভ-লালসা এড়িয়ে আল্লাহর রাস্তায় তা ব্যয় করতে পারে তখনই সে অন্তরের যাবতীয় রোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

---

403. আল-কুরআন, ৯: ১০৩

404. আল-খাদেমী, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ৪৩, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

৩. আল্লাহর প্রদত্ত ধন-সম্পদের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা। সাধারণত শারীরিক ইবাদাতগুলোর মাধ্যমে শারীরিক নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন এবং আর্থিক ইবাদাতগুলোর মাধ্যমে ধন-সম্পদের নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হয়।

৪. সমাজ থেকে দারিদ্র্যের বোঝা লাঘব করা'।[405]

মাকাসিদুশ শারি'আহর অন্যতম লক্ষ্য হলো 'সম্পদ সংরক্ষণ'। যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র হয় এবং এতে বরকত বৃদ্ধি পায়। এটি একদিকে যেমন দাতার সম্পদকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে (মানুষের দোয়া ও আল্লাহর রহমতে), তেমনি গ্রহীতাকে স্বাবলম্বী করে তার সম্পদ অর্জনের পথ খুলে দেয়। যাকাত কেবল একটি দান নয়, বরং এটি একটি সিস্টেম যা মানুষের অভাব দূর করে তাকে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।

### ১.৩. দান-সাদাকাহ জনকল্যাণমূলক কাজের মাকাসিদ (مقاصد البر والصدقات)

দান-সাদাকাহ ও জনকল্যাণমূলক কাজের মাকাসিদ বা উদ্দেশ্যগুলো অত্যন্ত ব্যাপক। ইসলামে একে কেবল ব্যক্তিগত পুণ্য হিসেবে দেখা হয় না; বরং একে একটি শক্তিশালী সামাজিক ও মানবিক হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

দান-সাদাকাহ ও জনকল্যাণমূলক কাজের বিভিন্ন মাকসাদ রয়েছে। যেমন,

#### ১. আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আত্মিক প্রশান্তি

দান-সাদাকাহর প্রধান মাকাসিদ হলো দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। এটি মানুষের অন্তর থেকে কৃপণতা দূর করে তাকে উদার হতে শেখায়। দানকারীর মনে এক ধরনের অনাবিল প্রশান্তি তৈরি হয়, যা মাকাসিদুশ শারি'আহর মানসিক সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

#### ২. সামাজিক সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব

ইসলামি শরীয়াহর অন্যতম লক্ষ্য হলো মানুষের মধ্যে বিভেদ দূর করে ঐক্য গড়ে তোলা। আর দান-সাদাকাহর মাধ্যমে সমাজের বিত্তবান ও অভাবীদের মধ্যে একটি মানবিক সেতুবন্ধন তৈরি হয় এবং

---

[405]. আল-গাযালী, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ২৮১, ২৮২, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬, ২৬৭

যখন সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষ ধনীদের কাছ থেকে সরাসরি সাহায্য বা জনকল্যাণমূলক কাজের সুফল পায়, তখন ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার দীর্ঘদিনের ক্ষোভ বা হিংসা দূর হয়।

**৩. সাদাকায়ে জারিয়া ও টেকসই কল্যাণ**

জনকল্যাণমূলক কাজের (যেমন: হাসপাতাল, রাস্তা, স্কুল বা পানির কূপ তৈরি) বিশেষ মাকাসিদ হলো স্থায়ী জনসেবা। একে 'সাদাকায়ে জারিয়া' বলা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো দাতা মারা যাওয়ার পরও যেন সমাজ দীর্ঘকাল তার সুফল ভোগ করতে পারে। এটি মাকাসিদুশ শারি'আহর বংশধারা সংরক্ষণ ও জীবন সংরক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**৪. অপরাধ প্রবণতা হ্রাস**

দারিদ্র্য অনেক সময় মানুষকে অপরাধ বা কুফরির দিকে ঠেলে দেয়। জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে যদি মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা যায়, তবে সমাজে চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের মতো অপরাধ কমে আসে। অর্থাৎ, এটি সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষার একটি অন্যতম কৌশল।

**৫. রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামোর সহায়তা**

সরকার বা রাষ্ট্রের একার পক্ষে সকল সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয় না। দান-সাদাকাহ ও ওয়াকফের মাধ্যমে গড়ে উঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা জনসেবামূলক খাতগুলো রাষ্ট্রীয় বোঝা লাঘব করে এবং জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে।

দান-সাদাকাহ ও জনকল্যাণমূলক কাজের একটি বিশেষ দিক হলো ইসলামে 'ওয়াকফ' (উৎসর্গ করা সম্পদ) হলো জনকল্যাণমূলক কাজের একটি স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম উম্মাহর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার মূল উৎস হয়ে আসছে।

## ১.৪. সিয়ামের মাকাসিদ (مقاصد الصيام)

সিয়ামের (রোজা) মাকাসিদ বা উদ্দেশ্যগুলো অত্যন্ত গভীর এবং বহুমুখী। এটি কেবল পানাহার বর্জন নয়, বরং মানুষের দৈহিক, মানসিক এবং আত্মিক স্তরে এক আমূল পরিবর্তন আনার প্রক্রিয়া।

সিয়ামের মাকসাদ হচ্ছে মানব অন্তরে তাকওয়া সুদৃঢ় করা এবং ব্যক্তি ও সমাজে ভালো গুণাবলি ও সৎ কর্ম গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। তাছাড়া সিয়ামের মাধ্যমে ধৈর্য, সহনশীলতা, ত্যাগ, সহযোগিতা

ও সহমর্মিতা, গরীব ও অসহায়দের প্রতি সহানুভূতি লালন করা ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য মাকাসিদ। সিয়াম একটি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ, যার মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ-ব্যধি, অলীক কল্পনা ও দুঃস্বপ্ন দূরীভূত হয় এবং মানব অন্তর বিশ্বাস ও চরিত্রের সুউচ্চ স্তরে উপনীত হতে সক্ষম হয়।[406]

## সিয়ামের বিভিন্ন মাকাসিদ

### ১. তাকওয়া অর্জন (প্রধান মাকাসিদ)

সিয়ামের সবচেয়ে বড় এবং কুরআন নির্দেশিত মাকাসিদ হলো তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর সিয়াম (রোজা) ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল; যাতে তোমরা তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অর্জন করতে পারো।"[407]

### ২. আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নফসের সংশোধন

মানুষের নফস সাধারণত তিনটি জিনিসের প্রতি ধাবিত হয়: খাবার, পানীয় এবং জৈবিক চাহিদা। সিয়াম এ তিনটি চাহিদা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানুষকে তার ইচ্ছাশক্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে শেখায়। এটি মাকাসিদুশ শারি'আহর 'আকল' (বিবেক) সংরক্ষণের একটি অংশ, যেখানে মানুষের বিবেক তার পশুত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে।

### ৩. সহমর্মিতা ও সামাজিক সংহতি

সিয়াম পালনকারী ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করার মাধ্যমে সমাজের অনাহারে থাকা দরিদ্র মানুষের কষ্ট বাস্তবিকভাবে বোঝতে পারে। এ অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের হৃদয়ে দয়া ও করুণা জাগ্রত হয়। এটি ধনীদেরকে দান-সাদাকাহ ও জনকল্যাণমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করে, যা সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করে।

### ৪. স্বাস্থ্য সংরক্ষণ

---

[406]. আল-খাদেমী, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ৩৪, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

[407]. আল-কুরআন, ২: ১৮৩

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও সিয়াম মানবদেহের জন্য অত্যন্ত উপকারী। শারি'আহর অন্যতম মাকাসিদ হলো জীবন ও দেহ সংরক্ষণ। সিয়ামের মাধ্যমে শরীরের বিষাক্ত পদার্থ দূর হয়। পাচনতন্ত্র বিশ্রাম পায়। অতিরিক্ত মেদ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

**৫. ইবাদতে একাগ্রতা ও শুকরিয়া আদায়**

মানুষ যখন নেয়ামতের মধ্যে ডুবে থাকে, তখন সে নেয়ামতের গুরুত্ব ভুলে যায়। সারাদিন ক্ষুধার্ত থাকার পর ইফতারের সময় এক গ্লাস পানি বা একটি খেজুরের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নেয়ামতের প্রকৃত কদর বোঝতে পারে এবং অন্তর থেকে শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা আদায় করে।

ইমাম আল-গাযালী বলেন,
'সাওম কুপ্রবৃত্তি এবং অন্তরের খারাপ কামনা-বাসনা ইত্যাদি যা আল্লাহর দুশমনের হাতিয়ার, ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে অন্তর তাকওয়ার শক্তিতে বলীয়ান হতে পারে এবং অনর্থক কাজ-কর্ম থেকে বিরত থেকে ইবাদাতের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারে। সুতরাং সাওমের মূল চেতনা এবং নিগূঢ় রহস্য হচ্ছে, কুপ্রবৃত্তির শক্তি দুর্বল করে দেয়া, যাকে শয়তান বারংবার খারাপ কাজের দিকে ফিরিয়ে আনার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা থাকে। এছাড়াও সাওমের উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তরের নির্মলতা অর্জন এবং যাবতীয় ইচ্ছা শক্তি আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ করা'। [408]

সিয়ামের মাকাসিদ হলো মানুষকে একজন 'মুত্তাকী' হিসেবে গড়ে তোলা, যে তার প্রবৃত্তির গোলাম নয় বরং আল্লাহর অনুগত বান্দা।

একনজরে সিয়ামের মাকাসিদ

| **মাকাসিদের ক্ষেত্র** | **ফলাফল** |
|---|---|
| আধ্যাত্মিক | আল্লাহর প্রতি একাগ্রতা ও তাকওয়া বৃদ্ধি। |
| নৈতিক | মিথ্যা, গীবত ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা। |

[408]. আল-গাযালী, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ৩০৯ উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮

| | |
|---|---|
| শারীরিক | শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচ্ছন্নতা ও সুস্থতা। |
| সামাজিক | অসহায়দের প্রতি ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি। |

### ১.৫. কাফফারা প্রদানের মাকাসিদ (مقاصد الكفارات)

ইসলামি শারি'আহতে কাফফারা হলো কোনো ভুল বা গুনাহর বিপরীতে নির্ধারিত একটি প্রায়শ্চিত্তমূলক বিধান। এটি মূলত ইবাদত, আইন এবং নৈতিকতার এক অনন্য সমন্বয়। মাকাসিদুশ শারি'আহর আলোকে কাফফারা প্রদানের মূল উদ্দেশ্যগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

**১. গুনাহ থেকে পবিত্রতা ও তাওবা**

কাফফারার প্রধান মাকাসিদ হলো বান্দাকে তার কৃত অপরাধের দায় থেকে মুক্ত করা। মানুষ যখন আল্লাহর কোনো বিধান ভঙ্গ করে (যেমন, ইচ্ছাকৃত রোজা ভাঙা বা কসম ভঙ্গ করা), তখন তার উপর একটি আধ্যাত্মিক বোঝা তৈরি হয়। কাফফারা আদায়ের মাধ্যমে বান্দা সে বোঝা থেকে মুক্তি পায় এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়ার পথ সুগম হয়।

**২. বিধানের প্রতি সম্মান ও গুরুত্ব বৃদ্ধি**

শারি'আহর আইনগুলো যেন কেউ হেলাফেলা না করে, সেজন্য কাফফারা একটি 'প্রতিরোধক' হিসেবে কাজ করে। যদি কসম ভাঙা বা রোজা ভাঙার জন্য কোনো জরিমানা না থাকত, তবে মানুষ খুব সহজেই আল্লাহর দেওয়া সীমারেখা লঙ্ঘন করত। কাফফারা মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে, শারি'আহর প্রতিটি চুক্তির একটি গুরুত্ব আছে। এটি মাকাসিদুশ শারি'আহর 'দ্বীন সংরক্ষণ'-এর অন্তর্ভুক্ত।

**৩. অভাবীদের সামাজিক নিরাপত্তা**

কাফফারার একটি বড় অংশ হলো মিসকিন বা দরিদ্রদের খাওয়ানো কিংবা পোশাক দান করা। কাফফারার মাধ্যমে সম্পদ ধনীদের হাত থেকে সরাসরি দরিদ্রদের কাছে পৌঁছায়। এটি সমাজের অসহায় মানুষের খাদ্য ও বস্ত্রের চাহিদা মেটানোর একটি মাধ্যম। এখানে কাফফারা ব্যক্তিগত ইবাদত থেকে সামাজিক সেবায় রূপান্তরিত হয়।

**৪. নফসের সংশোধন ও শৃঙ্খলা**

কাফফারা হিসেবে যখন কাউকে টানা ৬০টি রোজা রাখতে হয় অথবা আর্থিক জরিমানা দিতে হয়, তখন তার নফস বা কুপ্রবৃত্তি দমিত হয়। এটি ব্যক্তিকে ভবিষ্যতে একই ভুল করা থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে। এটি মাকাসিদুশ শারি'আহর 'আকল' বা বিবেক নিয়ন্ত্রণে রাখার একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ।

### ৫. ভারসাম্যপূর্ণ বিচারব্যবস্থা

কাফফারা হলো 'ক্ষতিপূরণ' বা 'প্রতিদান' মূলনীতির একটি অংশ। যেমন, ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে কাফফারা ও দিয়ত (রক্তপণ) দিতে হয়। এর উদ্দেশ্য হলো ভুক্তভোগী পরিবারের ক্ষতি কিছুটা লাঘব করা এবং সমাজে শান্তি বজায় রাখা। এটি 'জীবন সংরক্ষণ'-এর মাকাসিদের সাথে সরাসরি যুক্ত। কাফফারা কেবল দণ্ড নয়, বরং এটি আত্মশুদ্ধি এবং জনকল্যাণের একটি সুন্দর মেলবন্ধন। এটি অপরাধীকে পুনরায় সঠিক পথে ফেরার সুযোগ করে দেয় এবং একই সাথে সমাজের অভাবী মানুষের উপকার নিশ্চিত করে।

## ২. মু'আমালাতের ক্ষেত্রে শারি'আহর মাকাসিদ ( المقاصد في المعاملات)

মু'আমালাত বা লেনদেন বলতে ইসলামি শারি'আহর সে অংশকে বোঝায় যা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, ব্যবসা-বাণিজ্য, চুক্তি এবং অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনা করে। মু'আমালাতের ক্ষেত্রে মাকাসিদুশ শারি'আহর মূল লক্ষ্য হলো সমাজে অর্থনৈতিক ইনসাফ (ন্যায়বিচার) প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের জীবনকে সহজ করা। মুসলিম স্কলারগণ মু'আমালাতের ক্ষেত্রে শারি'আহর কতিপয় মাকাসিদ উল্লেখ করেছেন, যেমন প্রচার-প্রসার বা ব্যবহার (সার্কুলেশন), স্বচ্ছতা, আদল-ইনসাফ, অন্যায় আগ্রাসন থেকে সুরক্ষা, মালিকানা সাব্যস্ত করা ইত্যাদি। এ পর্যায়ে মু'আমালাতের উক্ত মাকাসিদের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

### ২.১. সম্পদের ব্যাপক ব্যবহার বা আবর্তন (সার্কুলেশন)

এর অর্থ হচ্ছে ধন-সম্পদ ন্যায়সঙ্গতভাবে একাধিক মানুষের হাতে আবর্তিত হওয়া, লেনদেন হওয়া, বহুল প্রচার-প্রসার ও ব্যবহৃত হওয়া। এটিই হচ্ছে শারি'আহর মাকসাদ।
আল্লাহ তা'আলা বলেন, كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ

“যাতে করে ধন-সম্পদ তোমাদের মধ্যে থেকে কেবল বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত হয়ে না পড়ে।” [409]

সুতরাং ধন-সম্পদ অবশ্যই জাতির একাধিক সদস্যদের হাতে আবর্তিত হবে। তা ভোগ, বিনিয়োগ কিংবা যে কোন প্রকার লেনদেনের মাধ্যমে হতে পারে, যাতে করে তা গুটিকয়েক হাতে পুঞ্জীভূত হয়ে না পড়ে। এ লক্ষ্যে ইসলামী বিধান সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখা, বিনিয়োগ না করা, মজুতদারী ইত্যাদি থেকে নিষেধ করা হয়েছে, কারণ এ প্রকারের কাজকর্ম পুরো জাতির জন্য অকল্যাণ বয়ে আনে। [410]

ড. হামেদ আল-আলেম বলেন, ‘পানি ও বাতাসের প্রবাহের ন্যায় সম্পদের আবর্তন আবশ্যক। পানি স্থির হয়ে থাকলে দূষিত ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়। এমনিভাবে বাতাস স্থির থাকলে গরমের তীব্রতা বেড়ে যায়, জাহাজের গতি রুদ্ধ হয়ে যায় এবং বেঁচে থাকার উপযুক্ত বাতাসও কমে যায়। তাই সম্পদ পুঞ্জীভূত করা এবং অলস ফেলে রাখা সংশ্লিষ্ট মালিক এবং জাতি কারো জন্য কল্যাণকর হয় না’। [411]

সম্পদের বৈধ আবর্তন ব্যাপক করার লক্ষ্যে ইসলামী শারি’আহ বিভিন্ন বিধান প্রণয়ন করেছেন। যেমন,

**১. সম্পদ সংরক্ষণ:** মাকাসিদুশ শারি’আহর পাঁচটি মৌলিক লক্ষ্যের একটি হলো সম্পদ রক্ষা। মু’আমালাতের সকল বিধিবিধান এ লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়।

**মালিকানার সুরক্ষা:** ইসলামে ব্যক্তিমালিকানাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করা হারাম করা হয়েছে।

**অপচয় রোধ:** সম্পদ যেন নষ্ট না হয়, সেজন্য যথাযথ হিসাব ও ব্যবস্থাপনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

**২. সুদের নিষেধাজ্ঞা:** সামাজিক জীবনে সুদের ক্ষতি ও অকল্যাণ সুস্পষ্ট। সুদ গ্রহণের মাধ্যমে ধনীরা আরো ধনী হয় এবং গরীব আরো শোষিত ও নিষ্পেষিত হয়ে যায়। সুদ প্রথার মাধ্যমে ধন-সম্পদ মহাজনদের হাতে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। উপরন্তু সুদ প্রথার কারণে সমাজে ভ্রাতৃত্ব,

---

[409]. আল-কুরআন, ৫৯: ৭

[410]. ইব্‌ন আশুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৬, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯

[411]. আল-আলেম, আল-মাকাসিদ আল-আম্মাহ, পৃ. ৫০২, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান প্রাগুক্ত

সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কোন অনুভূতিই অবশিষ্ট থাকে না। তাই সম্পদের ব্যবহার, প্রচার-প্রসার যাতে অব্যাহত থাকে, এ লক্ষ্যে ইসলামী বিধানে সুদ প্রদান ও গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"[412]

এ আয়াতের মাধ্যমে 'সম্পদ সংরক্ষণ' এর উদ্দেশ্য পূরণ করা হয়েছে। সুদ সম্পদকে নির্দিষ্ট কিছু মানুষের হাতে বন্দি করে ফেলে, আর ব্যবসা সম্পদকে মানুষের কল্যাণে সচল রাখে।

**৩. মজুতদারীর নিষেধাজ্ঞা:** মু'আমালাতের বিধানগুলো এমনভাবে তৈরি যেন সম্পদ কেবল ধনীদের হাতে কুক্ষিগত না থাকে, বরং ব্যবসার মাধ্যমে তা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। সম্পদের ব্যবহার, বিনিয়োগ ও লেনদেন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইসলামী বিধানে মজুতদারী নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ মজুতদারীর মাধ্যমে সমাজে ক্ষয়-ক্ষতি, অভাব-অনটন, দ্রব্যমূল্যের কৃত্রিম উর্ধ্বগতি ইত্যাদি লেগেই থাকে।

**৪. জুয়াবাজির নিষেধাজ্ঞা:** ইসলামী বিধানে জুয়ার মাধ্যমে উপার্জন করা হারাম করা হয়েছে। কারণ এর মাধ্যমে অনিশ্চিতভাবে কোন এক পক্ষ ব্যাপকভাবে লাভবান হয় এবং অপরপক্ষ ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়। উপরন্তু জুয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের কর্মক্ষমতা এবং উৎপাদন শক্তি বিলীন হয়ে যায়।

### ২.২. স্বচ্ছতা

লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা বা ধোঁকা যেন না থাকে, সেটি মু'আমালাতের একটি বড় মাকাসিদ। সকল প্রকার ঘারার বর্জন করতে হবে। অনিশ্চয়তা বা অস্পষ্ট লেনদেন ইসলামে নিষিদ্ধ। চুক্তির শর্তাবলি, পণ্যের গুণগত মান এবং দাম স্পষ্টভাবে জানা থাকতে হবে। ওযনে কম দেওয়া বা পণ্যের দোষ গোপন করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে যাতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

মু'আমালাতের ক্ষেত্রে শারি'আহর অন্যতম একটি মাকসাদ হচ্ছে, স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং যাবতীয় অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তা দূর করা, যাতে এর মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতি ও অকল্যাণ এড়ানো যায়।

[412]. আল-কুরআন, ২: ২৭৫

তাইতো লেনদেনের সময় সাক্ষীর ব্যবস্থা রাখা, ঋণ চুক্তিতে কোন কিছু বন্ধক রাখা ইত্যাদি বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। [413]

মু'আমালাতের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার মাকসাদ আলোচনা করতে গিয়ে ড. হামেদ আল-আলেম বলেন, লেনদেন যাতে সম্ভাব্য সকল প্রকার ঝগড়া-বিবাদ ও ক্ষয়-ক্ষতি থেকে দূরে থাকে। এভাবে লেনদেন করলে কোন এক পক্ষের চুক্তি না মানা বা অস্বীকার করার মাধ্যমে চুক্তি বিলীন হয়ে যাওয়া থেকে সুরক্ষিত থাকবে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইসলামী শারি'আহ লেনদেন ও অর্থনৈতিক চুক্তিসমূহ লিখে রাখা, সাক্ষী রাখা বা বন্ধক রাখা ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দৃঢ়ীকরণের বিধান প্রণয়ন করেছে। [414]

**২.৩. লেনদেনে আদল-ইনসাফ বজায় রাখা**

মু'আমালাতের প্রতিটি বিধানের পেছনে 'আদল' বা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা একটি প্রধান উদ্দেশ্য। কোনো এক পক্ষ যেন অন্য পক্ষকে ঠকাতে না পারে বা শোষণের শিকার না হয়, সেটি নিশ্চিত করা। বিশেষ করে ইয়াতিম বা দুর্বলদের সম্পদ রক্ষায় বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

"ইয়াতিমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। ভালো মালের বিনিময়ে মন্দ মাল পাল্টে নিও না এবং তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিশিয়ে গ্রাস করো না। নিশ্চয়ই এটা মহাপাপ।" [415]

ইয়াতিমের সম্পদ ভোগ করাকে সরাসরি জাহান্নামের আগুনের সাথে তুলনা করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

"যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতিমদের সম্পদ গ্রাস করে, তারা আসলে তাদের পেটে আগুনই ভর্তি করছে; এবং অচিরেই তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।"[416]

---

[413]. ইব্‌ন আশুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৬ উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

[414]. আল-আলেম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২১ উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১

[415]. আল-কুরআন, ৪: ২

[416]. আল-কুরআন,৪ : ১০

মু'আমালাত সংক্রান্ত শারি'আহর অন্যতম মাকসাদ হচ্ছে আদল-ইনসাফ বজায় রাখা। সম্পদের ক্ষেত্রে আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে, সম্পদকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সে কাজে ব্যয় করা, ন্যায়-সঙ্গতভাবে উপার্জন করা, সম্পদ সংশ্লিষ্ট অধিকার তথা যাকাত, সাদাকাহ ইত্যাদি আদায় করা, ন্যায় ও ভালো পথে ব্যয় করা এবং যথাযথ ও সঠিকভাবে বিনিয়োগ করা ইত্যাদি। [417]

**২.৪. অন্যায় আগ্রাসন থেকে সম্পদকে রক্ষা করা**

মু'আমালাত সংক্রান্ত শারি'আহর অপর একটি মাকসাদ হচ্ছে সম্পদকে অন্যায় আগ্রাসন থেকে রক্ষা করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"হে ঈমানদারগন তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করো না।" [418]

সম্পদকে অন্যায় আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য শারি'আহ বিভিন্ন বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছেন। যেমন,

**১. চৌর্যবৃত্তির নিষেধাজ্ঞা:** অন্যায় আগ্রাসন থেকে সম্পদকে রক্ষা করার জন্য ইসলামে চুরি করা হারাম করা হয়েছে এবং এর জন্য সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান প্রণয়ন করেছে। এ প্রসঙ্গে কুরআন কারীমে এসেছে, وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا
"পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাদের হাত কর্তন করো।" [419]

**২. উৎকোচ গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা:** সাধারণত যে কোন অফিস-আদালতের দায়িত্ব হচ্ছে, জনগণকে তাদের প্রাপ্য ন্যায্য পরিসেবা প্রদান করা, তাদের প্রয়োজনীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করা। এক্ষেত্রে কোন প্রকার উৎকোচ গ্রহণ কিংবা অতিরিক্ত কোন কিছু দাবি করা ইসলামী বিধানে হারাম করা হয়েছে। কারণ এর মাধ্যমে অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করা হয়, ইনসাফের পথ বাধাগ্রস্ত হয় এবং অবিচারের দ্বার উন্মোচন হয়।[420]

---

[417]. জী, উমর মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭ উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১

[418]. আল-কুরআন, ৪: ২৯

[419]. আল-কুরআন ,৫: ৩৮

[420]. আল-আলেম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬২ উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

**৩. ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করা:** ইয়াতীম অনাথদের সহায়-সম্পত্তি অধিকাংশ সময়ে অন্যায় আগ্রাসনের শিকার হয়ে থাকে। তাই তাদের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুরআন কারীমে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ

"ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তম ব্যবস্থা ব্যতিরেকে তোমরা তাদের সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না।" [421]

## ২.৫. সম্পদের মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া

'ইসলামের বিধান অনুযায়ী অবশ্যই সুনির্দিষ্ট উপায়-উপকরণের মাধ্যমে সম্পদের মালিকানা অর্জন করতে হবে। সম্পদের মালিকানা সাব্যস্ত থাকার বিষয়ে ইসলামী বিধানের নানাবিধ মাকাসিদ রয়েছে। যেমন,

১. কোন প্রকারের ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা ব্যতিরেকে সম্পদের মালিকানা অর্জন করা। এ লক্ষ্যে ইসলামী আইনে ওয়াদা পূরণ করা সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি মেনে চলা, চুক্তি ভঙ্গকারী যে কোন বিষয় থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে।

২. সম্পদের মালিক বৈধ উপায়ে যা কিছু উপার্জন করে তা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভোগ করা।

৩. মালিকের সম্মতি ব্যতিরেকে তার সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার কোন সুযোগ কিংবা অধিকার না থাকা'। [422]

## ২.৬. মানুষের প্রয়োজন পূরণ ও সহজীকরণ

ইসলামি লেনদেনের মাকাসিদ হলো মানুষের জীবনকে সংকীর্ণ করা নয়, বরং সহজ করা।

ইসলামি বাণিজ্যিক আইনের ক্ষেত্রে **বাই' সালাম** (অগ্রিম মূল্য পরিশোধ) এবং **বাই' ইসতিসনা** (অর্ডার দিয়ে পণ্য বানানো) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি পদ্ধতি। সাধারণত কোনো পণ্য হাতে না থাকলে তা বিক্রি করা জায়েজ নেই, কিন্তু মানুষের প্রয়োজন ও সহজীকরণের (মাকাসিদুশ শারি'আহর মূলনীতি) কথা বিবেচনা করে রাসুলুল্লাহ (সা.) এ দুটি পদ্ধতির অনুমতি দিয়েছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন মদিনায় আসলেন, তখন দেখলেন লোকেরা দুই-তিন বছরের মেয়াদে খেজুরের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় (সালাম)

---

[421]. আল-কুরআন, ৬: ১৫২

[422]. ইব্‌ন আশুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৪, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২, ২৭৩

করছে। তখন তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি কোনো জিনিসের অগ্রিম ক্রয় করবে (সালাম করবে), সে যেন তা নির্দিষ্ট পরিমাপ, নির্দিষ্ট ওযন এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে করে'। [423]

রাসুলুল্লাহ (সা.) জনৈকা আনসারী নারীকে বলেছিলেন, 'তোমার কাঠমিস্ত্রি গোলামটিকে বলো সে যেন আমার জন্য একটি মিম্বর তৈরি করে দেয়'।[424]

তবে লেনদেনের ভিত্তি হতে হবে উভয় পক্ষের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি। এই দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলামি শরীয়াহ এটিই প্রমাণ করে যে, ইসলামি আইন মানুষের জীবনকে জটিল করতে আসেনি, বরং বৈচিত্র্যময় লেনদেনের সুযোগ দিয়ে জীবনকে সহজ করতে এসেছে।

একনজরে মু'আমালাতের মাকাসিদ ও সংশ্লিষ্ট মূলনীতি

| মূলনীতি | প্রয়োগের উদাহরণ |
|---|---|
| ক্ষতি লাঘব | পণ্য ত্রুটিপূর্ণ হলে তা ফেরত দেওয়ার অধিকার (খিয়ারুল আইব)। |
| স্বচ্ছতা | লিখিত চুক্তি বা সাক্ষী রাখার নির্দেশ। |
| সামাজিক কল্যাণ | মজুদদারি নিষিদ্ধ করা যাতে সাধারণ মানুষ সংকটে না পড়ে। |

মু'আমালাতের মাকাসিদ হলো এমন একটি অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলা যেখানে শোষণ থাকবে না, স্বচ্ছতা থাকবে এবং সম্পদ মানুষের কল্যাণে সচল থাকবে।

## ৩. বিবাহ এবং পারিবারিক বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে শারি'আহর মাকাসিদ (المقاصد في النكاح وأحكام الأسرة)

ইসলামি শারি'আহর পাঁচটি মৌলিক লক্ষ্যের অন্যতম হলো হিফযু-নাসল বা বংশধারা সংরক্ষণ। বিবাহ এবং পারিবারিক বিধি-বিধানের মূল মাকাসিদ বা উদ্দেশ্য হলো একটি সুশৃঙ্খল, প্রেমময় এবং নৈতিকতাসম্পন্ন পরিবার গঠনের মাধ্যমে মানবজাতিকে টিকিয়ে রাখা।

নিচে বিবাহ ও পারিবারিক জীবনের প্রধান মাকাসিদসমূহ আলোচনা করা হলো:

### ১. বংশধারা সংরক্ষণ

---

423. প্রাগুক্ত, সহিহ আল-বুখারি, হাদিস নং- ২২৩৯; প্রাগুক্ত, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৬০

424. প্রাগুক্ত, সহিহ আল-বুখারি, হাদিস নং- ৪৪৮

পারিবারিক আইনের প্রধান মাকাসিদ হলো মানবজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এবং সঠিক বংশপরিচয় নিশ্চিত করা। বৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক (যিনা) নিষিদ্ধ করে বংশের পবিত্রতা রক্ষা করা হয়। সঠিক বংশপরিচয়ের মাধ্যমেই সন্তানদের লালন-পালন এবং সম্পদের উত্তরাধিকারের আইনি কাঠামো সুনিশ্চিত হয়।

### ২. আত্মিক প্রশান্তি ও মানসিক নিরাপত্তা

বিবাহের একটি বড় মাকাসিদ হলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক শান্তি এবং ভালোবাসা তৈরি করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের নিকট **প্রশান্তি** (সাকীনাহ) লাভ করো এবং তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও দয়া সৃষ্টি করেছেন’।[425]

### ৩. নৈতিক ও চারিত্রিক পবিত্রতা

মানুষের স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদাকে একটি সুশৃঙ্খল এবং দায়িত্বশীল কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা বিবাহের অন্যতম লক্ষ্য। এটি মানুষকে অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে রক্ষা করে এবং মানুষের দৃষ্টি ও লজ্জাস্থানকে সংযত রাখার মাধ্যমে সামাজিক নৈতিকতা বজায় রাখে।

### ৪. পরবর্তী প্রজন্মের লালন-পালন ও শিক্ষা

পরিবার হলো একটি শিশুর প্রথম বিদ্যালয়। পারিবারিক আইনের মাকাসিদ হলো: শিশুদের নিরাপদ পরিবেশ, স্নেহ-মমতা এবং উন্নত নৈতিক শিক্ষা (তরবিয়ত) নিশ্চিত করা। সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা, অন্ন-বস্ত্র এবং বাসস্থানের অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব পিতার ওপর অর্পণ করা হয়েছে।

মুহাম্মদ আবুল ফাতহ আল-বায়ানুনী বলেন, ‘পারিবারিক বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে শারি’আহর অন্তর্নিহিত মাকাসিদ হচ্ছে, সুষ্ঠু ও শান্তিময় পরিবার গঠন করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন উপায়ে মানব বংশের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা; পারিবারিক সুখ-সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করা, নিকটাত্মীয় ও পরিচিতজনদের সাথে

---

[425]. আল-কুরআন, ৩০: ২১

সম্পর্ক বজায় রাখা, সম্ভাব্য সকল পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষয়-ক্ষতি এবং অকল্যাণ প্রতিহত করা ইত্যাদি'।[426]

ইমাম আশ-শাতিবী বিবাহের মাকাসিদ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

বিবাহের অন্যতম মাকাসিদ হচ্ছে, মানব বংশের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। এছাড়াও যুগলবদ্ধ হওয়া, প্রশান্তি লাভ, পার্থিব ও অপার্থিব কল্যাণে পারস্পরিক সহযোগিতা, বৈধ উপায়ে আনন্দ উপভোগ, নারীর ধন-সম্পদ থাকলে তার রক্ষণাবেক্ষণ, অনুরূপ নারীর জন্য স্বামীর ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, নিজের গর্ভ থেকে অথবা অপর স্ত্রীর গর্ভ থেকে স্বামীর ঔরসজাত সন্তানদের যত্ন নেয়া, জৈবিক তাড়নায় কোন খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়া থেকে নিজেকে রক্ষা করা, আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টির মাঝে যে সকল নেয়ামত দান করেছেন তা মন ভরে দেখে তাঁর প্রতি বেশি বেশি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ইত্যাদি অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এবং সূক্ষ্ম তাৎপর্যকে সামনে রেখে আল্লাহ তাআলা বিবাহ'কে শারি'আহ সম্মত করেছেন। এ সকল মাকাসিদের কতিপয় প্রত্যক্ষভাবে, আবার কতিপয় পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও কতিপয় মাকাসিদ ইসতিকরা তথা শারি'আহর দলিল-প্রমাণ ও বিধি-বিধানের সামগ্রিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। [427]

ইমাম আল-গাযালী বিবাহের কতিপয় মাকাসিদ উল্লেখ করেছেন। যেমন,

**'এক.** সন্তান লাভ এবং এটি হচ্ছে মৌলিক উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে, সন্তান লাভের মাঝে বিভিন্ন ভাবে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন অন্তর্নিহিত রয়েছে। যেমন,

১. সন্তান লাভের প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন; কারণ এর দ্বারা মানব বংশের ধারাবাহিকতা অবশিষ্ট থাকে;

২. রাসূলুল্লাহ স. এর ভালোবাসা অর্জন; কারণ রাসূলুল্লাহ স. তাঁর উম্মতের সংখ্যাধিক্যের মাধ্যমে কিয়ামত দিবসে গর্ববোধ করবেন;

৩. সুসন্তানের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করার মাধ্যমে রহমত ও বরকত হাসিল করা;

৪. পিতা-মাতার মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট সন্তানের সুপারিশ করা, যখন সন্তান শিশুকালে মারা যায়।

**দুই.** বৈধ পন্থায় জৈবিক চাহিদা মিটানো, দৃষ্টি অবনমিত রাখা এবং লজ্জাস্থানের হিফাযত করা।

---

[426]. আল-বায়ানুনী, মুহাম্মদ আবুল ফাতহ, মাহাসিন ও মাকাসিদ আল-ইসলাম, পৃ. ২৫৮, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩

[427]. ইমাম আশ-শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৩, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত পৃ. ২৭৪

**তিন.** পরিবারের সাথে মেলামেশা, আমোদ-ফুর্তি এবং নির্মল আনন্দ-বিনোদনের মাধ্যমে মানুষিক প্রশান্তি লাভ এবং একাগ্রচিত্তে ইবাদাতে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হওয়া।

**চার.** জীবনের দৈনন্দিন কাজকর্মে একজন সহযোগী লাভ এবং পারিবারিক দায়-দায়িত্ব ভাগ করে নেয়ার মাধ্যমে জীবিকা উপার্জনসহ অন্যান জরুরী কাজের জন্য নিজেকে প্রস্তত করতে সক্ষম হওয়া।

**পাঁচ.** সর্বোপরি বিভিন্ন প্রকারের পারিবারিক ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব কাঁধে নেয়ার প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা অর্জন করা'।[428]

পারিবারিক জীবনের সকল বিধানের মূল লক্ষ্য হলো—ব্যক্তিগত সুখ, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং একটি উন্নত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলা।

একনজরে পারিবারিক আইনের মাকাসিদ ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান

| বিধি-বিধান | মাকাসিদ (উদ্দেশ্য) |
|---|---|
| বিবাহ | চারিত্রিক পবিত্রতা ও মানসিক প্রশান্তি। |
| মোহর | নারীর আর্থিক সম্মান ও নিরাপত্তা। |
| ভরণপোষণ | দুর্বলের (স্ত্রী ও সন্তান) অধিকার রক্ষা। |
| ইদ্দত | বংশের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করা এবং বিচ্ছেদ পরবর্তী পুনর্বিবেচনার সুযোগ। |

## ৪. হিজাবের বিধানের ক্ষেত্রে শারি'আহর মাকাসিদ (المقاصد في أحكام الحجاب)

ইসলামি শারি'আহতে হিজাব বা পর্দার বিধান কেবল একটি পোশাকী রীতি নয়, বরং এটি একটি সুশৃঙ্খল এবং মার্জিত সমাজ গঠনের হাতিয়ার। হিজাবের প্রধান মাকাসিদ হলো নারী ও পুরুষ উভয়ের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা। এটি অন্তরের পবিত্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "এটাই তোমাদের এবং তাদের অন্তরের পবিত্রতার জন্য উত্তম পথ।"[429]

[428]. আল-গাযালী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩২, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

[429]. আল-কুরআন, ৩৩: ৫

হিজাবের বিধানের বিভিন্ন মাকাসিদ এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্য: একটি সমাজের নৈতিক ভিত্তি মজবুত রাখা শারি'আহর অন্যতম মাকাসিদ। হিজাব ও পর্দার বিধান সমাজ থেকে অশ্লীলতা, ব্যভিচার এবং অনৈতিক সম্পর্কের পথ বন্ধ করে দেয়। এটি পারিবারিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে এবং সমাজের মানুষদের দৃষ্টি ও চিন্তাকে সংযত রাখতে সাহায্য করে।

**'এক.** জৈবিক চাহিদার অবৈধ জোয়ার রুদ্ধ করার মাধ্যমে ফিতনা-ফাসাদ প্রতিহত করা। কারণ সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্যের অবৈধ প্রদর্শনী অন্তরের নির্মলতা যেভাবে নষ্ট করে, তেমনি দৃষ্টিশক্তিকেও কলুষিত করে তোলে।

**দুই.** অবৈধ লোলুপ দৃষ্টির যাতনা এবং ইভটিজিং এর কষ্ট থেকে নারী জাতিকে সুরক্ষা করা।

**তিন.** এমনিভাবে পুরুষকেও কষ্ট-যাতনা থেকে সুরক্ষা করা। কারণ সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্যের লাগামহীন প্রদর্শনী অনেক ক্ষেত্রে পুরুষকে মনুষ্যত্বের স্তর থেকে পশুত্বের পর্যায়ে নিয়ে আসে যা ধর্ষণ পর্যন্ত নিয়ে যায় হিজাবের বিধান তা থেকে তাদেরকে সুরক্ষা করে।

**চার.** শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে অন্তরের নির্মলতা সংরক্ষণ করা। হিজাব নারী ও পুরুষের অন্তরকে অশ্লীলতা ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে সৃষ্ট ফিতনা-ফাসাদ থেকে সুরক্ষা করে।

**পাঁচ.** নারী ও পুরুষের পৃথক পৃথক পোষাক-পরিচ্ছদের মাধ্যমে স্ব স্ব ব্যক্তিত্ব সংরক্ষণ করা। উপরন্ত এর মাধ্যমে সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর প্রদত্ত সুন্নাতেরও সংরক্ষণ করা হয়। ইসলামের দাবি হচ্ছে, পুরুষ তার নিজ পরিচিতি বজায় রেখে তার সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালন করবে। এমনিভাবে নারীও তার নিজস্ব পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য অটুট রেখে তার সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালন করবে।

**ছয়.** নারীর মান, মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব এবং ইজ্জত-আব্রু ইত্যাদির সংরক্ষণ করা।

**সাত.** প্রাচীন জাহেলিয়াত এবং নব্য জাহেলিয়াতের অসম্মান ও লাঞ্ছনা থেকে নারীকে উদ্ধার করে সম্মানজনক আসনে সমাসীন করা।

**আট.** নারী ও পুরুষ উভয়ের মানসিক প্রশান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

**নয়.** সর্বোপরি সমাজকে সকল প্রকারের জৈবিক উত্তেজনামূলক উপায়-উপকরণ থেকে পবিত্র ও সুরক্ষা করা'।[430]

হিজাব একজন মুমিন নারীর জন্য আল্লাহর আনুগত্যের প্রতীক। এটি পরিধানের মাধ্যমে নারী তার স্রষ্টার নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে, যা তাকে আধ্যাত্মিক শান্তি ও আত্মবিশ্বাস প্রদান করে।

হিজাবের মাকাসিদ কোনোভাবেই নারীকে অবরুদ্ধ করা নয়; বরং তাকে সমাজের একটি নিরাপদ ও সম্মানিত অবস্থানে আসীন করা। এটি নারীকে এমন এক সুরক্ষা দেয় যার ফলে সে তার কর্মক্ষেত্রে এবং সামাজিক জীবনে নিজের মেধা ও যোগ্যতার পূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে পারে।

## ৫. আইন-আদালত সংক্রান্ত বিধানের ক্ষেত্রে শারি'আহর মাকাসিদ

## (المقاصد في القضاء)

আইন-আদালতের কাধে রয়েছে সমাজ ও রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবন, সহায়-সম্পত্তি এবং অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব। আইন আদালতের মাধ্যমেই সমাজে সুখ-শান্তি শৃঙ্খলা ও প্রতিষ্ঠা হয়। ইসলামী শারি'আহর বিধানগুলো কেবল কিছু কঠোর নিয়ম-নীতির সমষ্টি নয়, বরং এর মূল লক্ষ্য হলো মানুষের কল্যাণ সাধন এবং অকল্যাণ দূর করা। আইন-আদালত এবং বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে শারি'আহর এই উদ্দেশ্যগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
আইন-আদালত সংক্রান্ত বিধানের ক্ষেত্রে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রধান দিকগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

### ১. মৌলিক পাঁচটি লক্ষ্য সংরক্ষণ

যেকোনো আইন বা বিচারিক রায়ের মূল উদ্দেশ্য থাকে পাঁচটি মৌলিক বিষয় রক্ষা করা:
**জীবন রক্ষা:** হত্যা বা শারীরিক আঘাতের বিচার নিশ্চিত করে মানুষের প্রাণের নিরাপত্তা দেওয়া।
**সম্পদ রক্ষা:** চুরি, ডাকাতি বা জালিয়াতির বিচার করে মানুষের মালিকানা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
**বংশধারা রক্ষা:** ব্যভিচার বা অপবাদের দণ্ড বিধানের মাধ্যমে পারিবারিক কাঠামো ও বংশীয় পবিত্রতা রক্ষা করা।

[430]. জী, উমর মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

**বুদ্ধিবৃত্তি রক্ষা:** মাদকদ্রব্য বা ক্ষতিকর নেশার বিচার করে মানুষের চিন্তা ও বিবেককে সুরক্ষা দেওয়া।
**ধর্ম রক্ষা:** বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

### ২. ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

শারি'আহর অন্যতম প্রধান মাকাসিদ হলো **'আদল'** বা ন্যায়বিচার। আদালতের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব নিম্নরূপ:

**সাম্য:** বিচারকের সামনে ধনী-দরিদ্র, শাসক-শাসিত সবার সমান অধিকার নিশ্চিত করা।

**স্বচ্ছতা:** সাক্ষ্য-প্রমাণ ও যুক্তির ভিত্তিতে রায় প্রদান করা, যাতে কেউ জুলুমের শিকার না হয়।

**শাস্তির উদ্দেশ্য সংশোধন:** শারি'আহর দণ্ডবিধি কেবল প্রতিশোধ নয়, বরং সমাজকে অপরাধমুক্ত রাখা এবং অপরাধীকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া।

### ৩. জনস্বার্থ ও বিশৃঙ্খলা রোধ

আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে আদালতকে বৃহত্তর জনস্বার্থ বিবেচনা করতে হয়:

**মাসলাহা (জনকল্যাণ):** যদি কোনো বিষয়ে সরাসরি স্পষ্ট টেক্সট না থাকে, তবে আদালত এমন রায় দেবে যা সাধারণ মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর।

**ফিতনা রোধ:** সমাজে অরাজকতা বা বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে পারে এমন পরিস্থিতি কঠোরভাবে দমন করা।

আইন-আদালত সংক্রান্ত বিধানের ক্ষেত্রে শারি'আহর মাকাসিদ বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম আল-খাদেমী বলেন,

**'এক**. মানুষের পার্থিব ও অপার্থিব সকল প্রকার অধিকার নিশ্চিত করা এবং সম্ভাব্য সকল ক্ষয়-ক্ষতি থেকে সুরক্ষা করা;

**দুই.** সমাজে আদল, ইনসাফ, সমতা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা;

**তিন.** অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ, বংশ, রং, মান-মর্যাদা ইত্যাদি ভেদে কোন প্রকার বৈষম্য না করা;

**চার.** অধিকার আদায় ও প্রদানের ক্ষেত্রে যারা সীমালঙ্ঘন করে তাদের সতর্ক করা, বাধা প্রদান করা এবং প্রয়োজনে শাস্তির ব্যবস্থা করা;

**পাঁচ.** মযলুমের অধিকার নিশ্চিতভাবে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা, সীমালঙ্ঘন এবং অপরের অধিকার নষ্ট করার যাবতীয় পথ রুদ্ধ করা;

**ছয়.** মানুষের মাঝে মীমাংসা ও সংশোধন করার ব্যবস্থা করা। উপরন্তু সকল প্রকার ঝগড়া-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিবাদ-বিশৃঙ্খলার উপায়-উপকরণ দূরীভূত করা।

**সাত.** দ্রুততর উপায়ে উপযুক্ত ব্যক্তিকে তার অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা, অভিযোগ উত্থাপনের পথ সহজ ও জটিলতামুক্ত করা এবং সমাজে চেপে বসা অন্যায়-অবিচার দূর করার পদ্ধতি গতিশীল করে তোলা’। [431]

বিচারিক ব্যবস্থায় মাকাসিদ ব্যবহারের ফলে আইন কেবল অক্ষরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এটি একটি জীবন্ত ও ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়। এটি নিশ্চিত করে যে, আইনের প্রয়োগ যেন কোনোভাবেই মানুষের উপর বোঝা বা যুলুম হয়ে না দাঁড়ায়।

## ৬. শাস্তির বিধানের ক্ষেত্রে শারি’আহর মাকাসিদ (المقاصد في العقوبات)

শাস্তির বিধানের ক্ষেত্রে ইসলামী শারি’আহর দৃষ্টিভঙ্গি কেবল অপরাধীকে কষ্ট দেওয়া নয়, বরং এর পেছনে গভীর সামাজিক ও মানবিক উদ্দেশ্য বা ‘মাকাসিদ’ নিহিত থাকে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর মতে, শারি’আহর মূল ভিত্তি হলো ন্যায়বিচার, দয়া এবং হিকমাহ (প্রজ্ঞা)।

### মৌলিক পাঁচটি অধিকারের সুরক্ষা

শাস্তির মূল লক্ষ্য হলো মানুষের পাঁচটি মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা। প্রতিটি নির্দিষ্ট শাস্তির বিধান একটি নির্দিষ্ট অধিকারকে রক্ষা করে যেমন,

কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা) জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এটি প্রতিশোধ নয়, বরং প্রাণের সুরক্ষা। চুরির দণ্ড মানুষের অর্জিত সম্পদের অধিকার রক্ষা করে। ব্যভিচারের দণ্ড বংশধারা ও পারিবারিক পবিত্রতা সংরক্ষণ করে। মদপানের দণ্ড মানুষের বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তিকে সুস্থ রাখে। মুরতাদের শাস্তি বিশ্বাসের স্বাধীনতা ও ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য।

কিসাস, হুদূদসহ শাস্তির বিধানের ক্ষেত্রে মাকাসিদুশ শারি’আহর প্রধান দিকগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

---

[431]. আল-খাদেমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৩-৬৫, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

‘**এক.** অপরাধের সমপরিমাণ শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। বিশেষ করে কিসাসের বিধানের ক্ষেত্রে ইনসাফের দাবি হচ্ছে, হত্যাকারীকে সমপরিমাণ শাস্তি প্রদান করা। এর মাধ্যমে অপরাধকর্ম যেমন বন্ধ হবে, তেমনি নিহত ব্যক্তির পরিবার মানসিক প্রশান্তি লাভকরবে। কারণ নিহত ব্যক্তির পরিবারের জন্য তাদের পরিবারের কোন সদস্যের হত্যাকারীকে নিরাপদে ঘুরতে ফিরতে দেখা মানসিকভাবে খুবই পীড়াদায়ক। উপরন্তু এ শাস্তির ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নেমে আসবে।

**দুই.** নিহত ব্যক্তির পরিবারকে সান্ত্বনা, প্রশান্তি ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করা এবং তাদের প্রতিশোধের আগুন নির্বাপণ করা, যাতে তাদের প্রতিশোধস্পৃহা থেকে সমাজে এ জাতীয় আরো অনেক অপরাধকর্মের জন্ম না হয়।

**তিন.** যে কোন অপরাধের শাস্তি বিধান প্রণয়নের মাধ্যমে অপরাধীদেরকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা।

**চার.** যারা অপরাধী নয় তাদেরকে সতর্ক করা ও শিক্ষা দেয়া, যাতে করে তারা এ ধরনের অপরাধকর্মে লিপ্ত হওয়ার চিন্তাও না করে।

**পাঁচ.** সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা’।[432]

তবে কিসাসের বিধানের ক্ষেত্রেও যদি নিহত ব্যক্তির পরিবার হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়, রক্তপণ গ্রহণ করতে সম্মত হয় কিংবা রক্তপণের ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে ইসলামী বিধানে এর অনুমতি দেয়া হয়েছে। কুরআন কারীমে এসেছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“হে ঈমানদারগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান প্রদান করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী থেকে (কিসাস গ্রহণ করা হবে)। অতঃপর তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে যদি কিছুটা ক্ষমা করে দেয়া হয়, তবে সেক্ষেত্রে যথাযথ বিধির অনুসরণ করবে এবং সততার সাথে তাকে তা আদায় করবে। এটি তোমাদের

---

[432]. আল-খাদেমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৮-৬০, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬-২৭৭

প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ভার লাঘব ও বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমালঙ্ঘন করে তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।" [433]

উল্লেখ্য যে, কিসাস ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল শাস্তির ক্ষেত্রে ইসলামী বিধানে শাস্তি প্রদান করার চেয়ে হুঁশিয়ার করা, শিক্ষা প্রদান করা, অপরাধকর্ম থেকে বিরত রাখা কিংবা ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তির ভয়ে অন্তরে তাওবাহ'র অনুভূতি জাগ্রত করা ইত্যাদিই মূখ্য উদ্দেশ্য। এ কারণে অপরাধকর্ম নিয়ে সামান্যতম সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকলে শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, ادرؤوا الحدود بالشبهات
"কোন সন্দেহ-সংশয় থাকলে তোমরা শাস্তি বাস্তবায়নে বিরত থাক।" [434]

এছাড়াও অপরের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান না করার নির্দেশ এবং কারো দোষ ত্রুটি দেখার পর যদি তার দ্বারা সামষ্টিক কোন ক্ষতি না হয়, তাহলে তা গোপন রাখতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة

"কেউ যদি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা তার দোষ-ত্রুটিও দুনিয়া এবং আখিরাতে গোপন রাখবেন।"[435]

দলিল-প্রমাণ কিংবা যুক্তি-তর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণ করে কাউকে শাস্তি প্রদান করা ইসলামের উদ্দেশ্য নয়; বরং শাস্তির বিধান দেয়ার মাধ্যমে মানুষের মাঝে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট তাওবাহ করার শিক্ষা দেয়াই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। তাই দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ স. দলিল-প্রমাণাদির মাধ্যমে অপরাধী প্রমাণ করে কাউকে শাস্তি দেননি; বরং বারংবার ফিরিয়ে দেয়ার পরও পরপর চারবার স্বীকারোক্তি পাওয়ায় তিনি শাস্তি বাস্তবায়ন করেছিলেন। সেক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ স. বলেছিলেন, যদি তারা অপরাধের কথা গোপন রেখে আল্লাহর নিকট তাওবাহ করে নিত তাহলে তা যথেষ্ট হতো। [436]

মূলত ইসলামী আইনে শাস্তি প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে অপরাধীকে ভয় প্রদর্শন, বারংবার অপরাধ করা থেকে বিরত রাখা, পরকালীন শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়া ইত্যাদি। তাই স্বেচ্ছায় শাস্তি গ্রহণের পর

---

433. আল-কুরআন, ২: ১৭৮

434. সুনান আল-বাইহাকী আল-কুবরা, হাদিস নং- ১৫৭০০

435. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ আল-কাজবিনি, সুনান ইবন মাযাহ, হাদিস নং- ২৬৪১

436. প্রাগুক্ত, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ৪৫২৮

রাসূলুল্লাহ স. তাদের ব্যাপারে বলেছিলেন, "তারা এমন তাওবাহ করেছে যদি তা পুরো উম্মতের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হতো তাহলে যথেষ্ট হতো। [437]

কখনো কখনো কোনো বিধানের আক্ষরিক প্রয়োগ মানুষের উপকারের চেয়ে অপকার বেশি করতে পারে। এমন ক্ষেত্রে মাকাসিদ ফিকহকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়।

**উদাহরণ:** যুদ্ধের সময় বা চরম দুর্ভিক্ষের সময় খলিফা উমর (রা.) চুরির হদ (হাত কাটা) স্থগিত রেখেছিলেন। কারণ ঐ পরিস্থিতিতে চুরির শাস্তির চেয়ে মানুষের 'জীবন রক্ষা' (মাকাসিদ) বেশি জরুরি ছিল। ফিকহ এখানে মাকাসিদের আলোকে নমনীয় হয়েছে।

একনজরে শাস্তির শ্রেণীবিন্যাস ও মাকাসিদ:

| শাস্তির ধরণ | মূল উদ্দেশ্য (মাকাসিদ) |
|---|---|
| হুদুদ | আল্লাহর নির্ধারিত হক ও সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা। |
| কিসাস | ভুক্তভোগীর অধিকার ও প্রাণের সমতা নিশ্চিত করা। |
| তা'যীর | বিচারকের বিবেচনার ভিত্তিতে অপরাধীকে সংশোধন করা। |

মাকাসিদ ছাড়া ফিকহ প্রাণহীন, আর ফিকহ ছাড়া মাকাসিদ ভিত্তিহীন। মাকাসিদ ফকীহদের চিন্তার দিগন্ত প্রশস্ত করে এবং ইসলামি আইনকে যেকোনো যুগে প্রয়োগযোগ্য ও গতিশীল রাখে। মাকাসিদ ছাড়া ফিকহ চর্চা করলে সেখানে কাঠিন্য ও অমানবিকতা চলে আসতে পারে। আবার ফিকহ বা দলিল ছাড়া কেবল মাকাসিদ নিয়ে চললে মানুষ নিজের খেয়াল-খুশিমতো দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলবে। তাই একটি ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামী জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার জন্য ফিকহ ও মাকাসিদের সমন্বয় অপরিহার্য।

**একনজরে মাকাসিদ ও ফিকহের মধ্যকার সম্পর্ক:**

নিম্নোক্ত সারণির মাধ্যমে একনজরে মাকাসিদ ও ফিকহের মধ্যকার সম্পর্ক তুলে ধরা হলো

| বৈশিষ্ট্য | ফিকহ | মাকাসিদ |
|---|---|---|
| পরিধি | নির্দিষ্ট কার্যাবলী বা মাস'আলা নিয়ে কাজ করে। | শারি'আহর সামগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। |

[437]. প্রাগুক্ত

| | | |
|---|---|---|
| প্রকৃতি | এটি বাহ্যিক বিধান (হারাম, হালাল, ওয়াজিব)। | এটি বিধানের পেছনের কারণ বা হিকমাহ। |
| পরিবর্তনশীলতা | দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ফিকহী ফতোয়া পরিবর্তন হতে পারে। | মাকাসিদ বা মূল লক্ষ্যগুলো সবসময় অপরিবর্তিত থাকে। |
| দৃষ্টিভঙ্গি | এটি 'কীভাবে' প্রশ্নের উত্তর দেয়। | এটি 'কেন' প্রশ্নের উত্তর দেয়। |

# দশম অধ্যায়
# বাংলাদেশে মাকাসিদুশ শারি'আহ চর্চার প্রয়োজনীয়তা


**সারসংক্ষেপ**

মাকাসিদুশ শারি'আহ ইসলামী শারি'আহর অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের সমষ্টি, যার কেন্দ্রবিন্দু মানবকল্যাণ, ন্যায়বিচার ও ভারসাম্য। বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইনগত ও নৈতিক বাস্তবতায় মাকাসিদুশ শারি'আহ চর্চা একটি সময়োপযোগী ও অপরিহার্য প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাকাসিদুশ শারি'আহ চর্চার যৌক্তিকতা, প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা কুরআন-হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।


এ অধ্যায় পাঠান্তে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে:

১. আদর্শ পরিবার ও সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

২. বাংলাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যাবস্থা বিনির্মাণে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

৩. বাংলাদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি সুরক্ষায় মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

৪. বাংলাদেশে সুস্থ রাজনীতি চর্চায় মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

৫. বাংলাদেশে দুর্নীতি ও বিচারহীনতা নির্মূলে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

৬. বাংলাদেশে মিডিয়া ও গণমাধ্যমের অপপ্রচার রোধে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

৭. বাংলাদেশে অপরাধ ও মাদকদ্রব্য নির্মূলে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

৮. বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

৯. বাংলাদেশে একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যাবস্থা প্রণয়নে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

১০. বাংলাদেশে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

১১. বাংলাদেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

১২. ফিকহী মতবিরোধ পূর্ণ বিষয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বনে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ যার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো, ইসলামী মূল্যবোধের সাথে গভীরভাবে যুক্ত। সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, দুর্নীতি, তরুণ প্রজন্মের মূল্যবোধ সংকট, পারিবারিক বিরোধ, সামাজিক বৈষম্য ও নৈতিক শিক্ষার ঘাটতি—এসব চ্যালেঞ্জের মুখে ইসলামের উদ্দেশ্যনিষ্ঠ

দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থাৎ মাকাসিদুশ শারি'আহ-এর সঠিক চর্চা আজ খুবই জরুরি। মাকাসিদুশ শারি'আহ শুধু আইনের শাব্দিক প্রয়োগ নয়; বরং মানুষের জীবন, ধর্ম, বুদ্ধি, পরিবার, সম্পদ ও সম্মান এসব মৌলিক বিষয়কে নিরাপদ রাখা এবং সমাজে কল্যাণ নিশ্চিত করাই এর মূল লক্ষ্য।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাকাসিদের চর্চা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা, আইন ব্যাখ্যায় ভারসাম্য, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে দূরদর্শিতা এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক হতে পারে। বিশেষ করে ফিকহি মতবিরোধ, আধুনিক সামাজিক সমস্যা, প্রযুক্তি নির্ভর নতুন নতুন ইস্যু—এসব ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করলে সিদ্ধান্ত হবে অধিক যুক্তিনিষ্ঠ, মানবিক ও কল্যাণমুখী। ফলে ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় নীতি—সর্বত্র একটি ন্যায়পরায়ণ সমাজ গঠনের সম্ভাবনা দৃঢ় হয়।

এ কারণেই সমকালীন বাংলাদেশে মাকাসিদুশ শারি'আহর চর্চা শুধু প্রয়োজনীয় নয়, বরং ইসলামী আইন ও সামাজিক উন্নয়নের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণে একটি অপরিহার্য ভিত্তি।

**বর্তমান প্রেক্ষাপটে মাকাসিদুশ শারি'আহ এর প্রাসঙ্গিকতা**

বান্দার কল্যাণ সাধনে আল্লাহর যে উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে মাকাসিদুশ শারি'আহ বলতে মূলত তাকেই বোঝানো হয়। আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা। বান্দার পার্থিব ও পারলৌকিক প্রয়োজন পূরণই ইসলামী শারি'আহ প্রণয়ণের উদ্দেশ্য। তাই মাকাসিদুশ শারি'আহ মূলত জীবন ঘনিষ্ঠ উদ্দেশ্যেরই একরাশ সমষ্টি।

কিন্তু মাকাসিদুশ শারি'আহ না জানার কারণে আজ মুসলিমদের প্রাত্যহিক কর্মে দেখা দিয়েছে বৈসাদৃশ্য। অনেক সময় দেখা যায়, যে মুসলিম প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে আল্লাহর আনুগত্যের ঘোষণা দেয়, সে আবার তার অর্থনৈতিক লেনদেনে কিংবা রাজনৈতিক মতাদর্শে এ আল্লাহরই নাফরমানি করতে দ্বিধা করে না। ইসলামী শারি'আহ এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধন এবং যাবতীয় অকল্যাণ থেকে সমগ্র মানবতাকে রক্ষা করা। গভীরভাবে মাকসিদ উপলব্ধি না করার কারণেই আজ অনেকে ইসলামকে আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম মনে করছে।

ফলশ্রুতিতে তারা ঈমান হারা হওয়ার উপক্রম হয়েছে। আবার সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে মাকাসিদের আলোকে ইজতিহাদ করা আবশ্যক হয়ে পড়ছে। যেমন,

ইবাদাতের ক্ষেত্রে বিমান কিংবা শূন্যযান ইত্যাদিতে সালাত আদায়, বহুতল ভবনের উপর থেকে তাওয়াফ, সা'য়ী ও রাত্রি বেলায় রজম করা ইত্যাদির সমাধান মাকাসিদের আলোকে আবশ্যক হয়ে পড়েছে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে টেস্টটিউব বেবি, মানব ক্লোনিং, উদ্ভিদ ও জন্তুর ক্লোনিং, মার্সি কিলিং, রক্ত দান, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থানান্তর ও দান, ধর্ষিতা অবস্থায় গর্ভপাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাকাসিদের আলোকে শার'য়ী বিধান অনুসন্ধান করা আবশ্যক। আনুরুপভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন টাকার দিয়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায়, কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে বেশি মূল্য আদায় ও সহযোগিতামূলক বিভিন্ন ধরনের বীমাসহ আরো অনেক ইস্যু এমন রয়েছে যেক্ষেত্রে মাকাসিদের আলোকে শারি'আহর বিধান প্রণয়ন করা আবশ্যক।

আবার বর্তমান সময়ে আলিমদের মাঝেও এমন সব বিষয়ে মতো পার্থক্য দেখা যায়; যা কার্যত ভাবে মাকাসিদের জ্ঞানের অভাবেই হয়ে থাকে। যেমন, রামাদান মাসে চাঁদ দেখা, তারাবির রাকাত সংখ্যা, সাদাকাতুল ফিতর আদায় ইত্যাদি নিয়ে। এসব বিষয় নিয়ে বাক-বিতণ্ডা থেকে শুরু করে হতাহতের ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে। মানুষের মাঝে গড়ে উঠেছে বিভক্তির দেয়াল। আর এসব সৃষ্টি হয়েছে মাকাসিদ এর জ্ঞান না থাকার কারণেই; কেননা মাসআ'লার ভিন্নতা ইসলামী শারি'আহর স্বাভাবিক ব্যাপার। ইসলামে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শারি'আহর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা। এজন্যই আমরা পূর্ববর্তী ইমাম ও স্কলারদেরকে দেখি তারা পরস্পরে অনেক মতানৈক্য করেছেন, কিন্তু মাকাসিদের আলোকে তাদের মধ্যে কোন বিভেদ ছিল না; বরং الاتحاد مع الاختلاف (মতানৈক্য সত্ত্বেও ঐক্য) এ নীতিতে ঐক্যবদ্ধ ছিল। তাদের মধ্যে গবেষণা ছিল একটা অব্যাহত প্রক্রিয়া, নিজেদের কোন ভুল প্রমানিত হলেই তারা সঠিক সিদ্ধান্তের প্রতি ফিরে যেতেন। যারা আজ দীনের দা'ঈ হিসেবে কাজ করছেন, ইসলামী জ্ঞান প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন তাদের জন্য এ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা অতীব জরুরী।

## ১. আদর্শ পরিবার ও সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনসহ সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রণীত ইসলামী শারি'আহর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো "মাকাসিদুশ শারি'আহ" বা শারি'আহর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ। মাকাসিদুশ শারি'আহর মূল লক্ষ্য হলো মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে কল্যাণ অর্জন ও অকল্যাণ দূরীভূত করে দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য নিশ্চিত করা।

**মাকাসিদুশ শারি'আহর মূল উদ্দেশ্য**

ইসলামী চিন্তাবিদগণ মাকাসিদুশ শারি'আহকে নিম্নের পাঁচটি মৌলিক বিষয়ে মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন।

১। দ্বীন সংরক্ষণ (حفظ الدين)

২। জীবন সংরক্ষণ (حفظ النفس)

৩। বুদ্ধি সংরক্ষণ (حفظ العقل)

৪। বংশ ও পরিবার সংরক্ষণ (حفظ النسل)

৫। সম্পদ সংরক্ষণ (حفظ المال)

এ উদ্দেশ্যগুলো পরিবার ও সমাজকে সুশৃঙ্খল ও উন্নত করার জন্য অপরিহার্য। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়-নীতি, পরোপকার ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করার হুকুম দেন এবং অশ্লীল-নির্লজ্জতা ও দুষ্কৃতি এবং অত্যাচার-বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করতে পারো'। [438]

**আদর্শ পরিবার গঠনে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা:**

**১) শারি'আহ ও বংশধারা সংরক্ষণ**

শারি'আহ বিবাহকে উৎসাহিত করেছে যাতে নৈতিক অবক্ষয় রোধ হয় এবং বংশধারা সংরক্ষিত থাকে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না, এটি অশ্লীলতা ও নিকৃষ্ট পথ'। [439]

রাসুল স. যুবসমাজকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

[438]. আল-কুরআন, ১৬: ৯০

[439]. আল-কুরআন, ১৭: ৩২

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ  قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে বলেছেন: "হে যুবকেরা, তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে, কারণ এটি দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং পবিত্রতা রক্ষা করে। আর যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না, সে যেন সাওম রাখে, কারণ এটি তার জন্য সংযম হবে।" [440]

পরিবারে পারস্পরিক ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ এবং সহযোগিতার মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও শান্তিময় পরিবেশ নিশ্চিত হয়।

### ২) নারী-পুরুষের অধিকার সংরক্ষণ

স্ত্রী ও সন্তানের হক আদায়ের ব্যাপারে রাসুল স. বলেছেন,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি, যে তার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম।"[441]

শারি'আহ নারীর মর্যাদা ও অধিকারকে নিশ্চিত করে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ও স্ত্রীর অধিকার আদায় করাকে পুরুষের উপর আবশ্যক করেছে। পুরুষের নেতৃত্ব ও দায়িত্বশীলতা পরিবারকে স্থিতিশীল রাখে। স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহারকে নবী (সা.) সর্বোত্তম চরিত্র হিসেবে উল্লেখ করেছে।

### ৩) সন্তান প্রতিপালন ও শিক্ষা

মাকাসিদুশ শারি'আহ বুদ্ধি সংরক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। এজন্য সন্তানদের সুশিক্ষা ও নৈতিক প্রশিক্ষণ পরিবারিক জীবনের মৌলিক অংশ। এতে পরিবারে নৈতিকতা, আস্থা ও পরস্পরের প্রতি সম্মান বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ স বলেছেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

---

[440]. প্রাগুক্ত, সহিহ আল-বুখারি, হাদিস নং- ৫০৬৬; প্রাগুক্ত, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৪০০

[441]. প্রাগুক্ত, সুনান আত-তিরমিযি, হাদিস নং- ৩৮৯৫

'তোমাদের প্রত্যেকে রক্ষক এবং প্রত্যেকে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে'।[442]

**৪) পারিবারিক শান্তি ও নির্যাতন প্রতিরোধ**

শারি'আহ পরিবারে দয়া, ন্যায়পরায়ণতা ও দায়িত্ববোধ বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে। দাম্পত্য জীবনে নির্যাতন বা অবিচার শারি'আহর উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

**আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে মাকাসিদুশ শারি'আহর ভূমিকা**

**১) ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা**

সমাজ থেকে অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও দুর্নীতি দূর করে ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা মাকাসিদুশ শারি'আহর অন্যতম লক্ষ্য। সমাজে হত্যাকাণ্ড, চুরি, যুলুম-অত্যাচার প্রতিরোধ করে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা শারি'আহর লক্ষ্য। কুরআনে বলা হয়েছে,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

"যে ব্যক্তি কোনো প্রাণকে হত্যা করবে—কোনো প্রাণের বিনিময়ে বা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি ছাড়া—সে যেন সমস্ত মানুষকেই হত্যা করল।"[443]

রাসূলুল্লাহ স বলেছেন, "নিশ্চয়ই ন্যায়পরায়ণরা আল্লাহর নিকট নূরের মিম্বরে অবস্থান করবে, রহমানের ডান পাশে। তারা তাদের শাসনকার্যে, পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে এবং যেসব বিষয়ে তাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সব ক্ষেত্রেই ন্যায়বিচার করে।"[444]

**২) সামাজিক ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতা**

দরিদ্র, ইয়াতিম ও প্রতিবেশীর হক আদায়ের নির্দেশ সমাজে সহমর্মিতা গড়ে তোলে। নবী স বলেছেন, "সে মুমিন নয়, যে নিজে পরিতৃপ্ত থেকে তার প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রাখে।" [445]

প্রতিবেশীর অধিকার, দুঃস্থের সাহায্য, ইয়াতিমদের দেখাশোনা ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতি গড়ে উঠে। এ বিষয়ে নবী স বলেছেন,

---

[442]. প্রাগুক্ত, সহিহ আল-বুখারি, হাদিস নং- ৮৯৩

[443]. আল-কুরআন, ৫: ৩২

[444]. প্রাগুক্ত, সহীহ মুসলিম্ হাদিস নং- ১৮২৭

[445]. প্রাগুক্ত, আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং- ১১২

ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه

“জিবরাইল (আঃ) আমাকে প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার করার ব্যাপারে এমনভাবে উপদেশ দিতে থাকলেন, এমনকি আমি মনে করলাম তিনি হয়তো প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী করে দেবেন।”[446]

### ৩) অর্থনৈতিক ভারসাম্য

যাকাত প্রদান ও সুদের নিষেধাজ্ঞা অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে। ফলে দারিদ্র্যতা হ্রাস পায় এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকে। সমাজে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

### ৪) অপরাধ দমন ও নিরাপত্তা

শারি'আহর আইন সমাজে চুরি, হত্যা, ব্যভিচার, মাদকাসক্তি ইত্যাদি অপরাধ রোধ করে। এর মাধ্যমে জীবন, সম্পদ ও সম্মান নিরাপদ হয়, যা উন্নত সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত।

### ৫) শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ

বুদ্ধি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে শারি'আহ জ্ঞানার্জনকে ফরয করেছে। এতে সমাজে বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

### ৬) অন্যায় ও অবিচার দূর করা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা

اِنَّ اللّٰهَ يَاۡمُرُ بِالۡعَدۡلِ وَالۡاِحۡسَانِ وَاِيۡتَآىِٕ ذِى الۡقُرۡبٰى وَيَنۡهٰى عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَالۡمُنۡكَرِ وَالۡبَغۡىِ‌ۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُوۡنَ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়-নীতি, পরোপকার ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করার হুকুম দেন এবং অশ্লীল-নির্লজ্জতা ও দুষ্কৃতি এবং অত্যাচার-বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করতে পারো।” [447]

মাকাসিদুশ শারি'আহ কেবল বিধিবিধান নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক কাঠামো, যার মূল লক্ষ্য হলো মানবকল্যাণ। পরিবারে ভালোবাসা, নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতা প্রতিষ্ঠা এবং সমাজে ন্যায়, সমতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এটি উন্নত পরিবার ও সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ

---

[446]. প্রাগুক্ত, সহিহ আল-বুখারি, হাদিস নং- ৬০১

[447]. আল-কুরআন, ১৬: ৯০

ভূমিকা পালন করে। তাই আমাদের উচিত ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মাকাসিদুশ শারি'আহর বাস্তবায়ন করা।

## ২. বাংলাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যাবস্থা বিনির্মাণে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

মাকাসিদ তত্ত্ব কেবল তাত্ত্বিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে এটির বাস্তবায়ন অপরিহার্য। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

### ১. আইন ও সংবিধান

ইসলামী রাষ্ট্রের আইনপ্রণয়ন মাকাসিদের আলোকে হতে হবে। দ্বীন রক্ষায় রাষ্ট্র ইসলামি মূল্যবোধ অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করবে, তবে অন্যান্য ধর্মের মানুষদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেবে। জীবন রক্ষায় কিসাস ও হুদূদ শাস্তি কার্যকর করা হবে, যেন অন্যায়ভাবে হত্যা, ডাকাতি বা যুলুম বন্ধ হয়। অর্থ রক্ষায় সুদ, ঘুষ, প্রতারণা ইত্যাদি বন্ধে আইন কার্যকর হবে।

### ২. বিচার ব্যবস্থা

বিচার ব্যবস্থার প্রধান নীতি হলো ন্যায়বিচার। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 'আল্লাহ ন্যায়বিচার করতে আদেশ দেন'।[448]

হযরত বুরায়দাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "বিচারকগণ তিন প্রকার। এক প্রকার জান্নাতি এবং অন্য দুই প্রকার জাহান্নামী। ১. জান্নাতি বিচারক: যে ব্যক্তি সত্যকে জানল এবং সে অনুযায়ী ফয়সালা (বিচার) করল, সে জান্নাতি। ২. জাহান্নামী বিচারক: যে ব্যক্তি সত্যকে জানল, কিন্তু বিচারের ক্ষেত্রে জুলুম বা অন্যায় করল (জেনে-শুনে ভুল রায় দিল), সে জাহান্নামী। ৩. জাহান্নামী বিচারক: আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতা বা মূর্খতা নিয়ে মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করল, সেও জাহান্নামী'।[449]

মাকাসিদের আলোকে বিচারব্যবস্থা গড়ে উঠলে মানুষ জীবনের নিরাপত্তা, সম্পদের সুরক্ষা ও সম্মানের গ্যারান্টি পাবে।

---

448. আল-কুরআন, ১৬: ৯০

449. প্রাগুক্ত, সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং- ৩৫৭৩; প্রাগুক্ত, সুনান তিরমিজি, হাদিস নং- ১৩২২

### ৩. অর্থনীতি

মাকাসিদ অর্থনীতিকে ন্যায়ভিত্তিক করে। যাকাত ও সাদাকাহ দরিদ্রের হক নিশ্চিত করে। সুদ নিষিদ্ধ হওয়ায় অর্থনীতিতে শোষণ বন্ধ হয়। চুরি, প্রতারণা ও জালিয়াতি প্রতিরোধে কঠোর আইন প্রণয়ন করা হয়।

### ৪. শিক্ষা ও সংস্কৃতি

মানুষের বিবেক-বুদ্ধি রক্ষার জন্য রাষ্ট্র সঠিক শিক্ষা প্রদান করবে। মদ, নেশা ও অশ্লীলতা থেকে জনগণকে রক্ষা করতে আইন প্রণয়ন করবে। গবেষণা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও জ্ঞানচর্চার সুযোগ সৃষ্টি করবে। বুদ্ধি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে শারি'আহ জ্ঞানার্জনকে ফরজ করেছে। এতে সমাজে উন্নত সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

### ৫. পরিবার ও সমাজব্যবস্থা

পরিবার রক্ষার জন্য রাষ্ট্র বিবাহকে সহজ করবে, ব্যভিচার প্রতিরোধ করবে। উত্তরাধিকার আইন কার্যকর করবে। নারী-পুরুষ উভয়ের অধিকার রক্ষা করবে।

### ৬. নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য রাষ্ট্র নিরাপত্তা বাহিনী গঠন করবে। নাগরিকদের জীবন রক্ষা করা হবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ন্যায়বিচার, প্রতিশ্রুতি পালন ও মানবতার ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করা হবে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এর রাষ্ট্রব্যবস্থা ন্যায়, কল্যাণ ও মানবিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। শরিয়তের উদ্দেশ্য (মাকাসিদুশ শারি'আহ) হলো- মানুষের দ্বীন, জীবন, বুদ্ধি, বংশ ও সম্পদ রক্ষা করা। একটি ইসলামী রাষ্ট্র যদি মাকাসিদুশ শারি'আহকে ভিত্তি করে গঠিত হয়, তবে সেখানে আইন ও বিচারব্যবস্থায় ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে, অর্থনীতি হবে সুদমুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত, শিক্ষা হবে জ্ঞান ও বুদ্ধি বিকাশের অনুকূল, পরিবার ও সমাজব্যবস্থা হবে কল্যাণমুখী, জীবন ও সম্পদ নিরাপদ থাকবে, আর ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কেবল শাসনব্যবস্থা নয়; বরং আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ সাধনের একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো। মাকাসিদুশ শারি'আহ হলো এ রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রাণ।

কুরআন-হাদিসে নির্ধারিত পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমেই একটি ন্যায়ভিত্তিক, কল্যাণমুখী ও মানবিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাই ইসলামী রাষ্ট্র বিনির্মাণে মাকাসিদুশ শারি'আহ অপরিহার্য দিকনির্দেশক।

অতএব, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিনির্মাণে মাকাসিদুশ শারি'আহ শুধু সহায়ক নয়, বরং অপরিহার্য ভিত্তি। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রকৃত অর্থে ন্যায়, শান্তি ও মানবকল্যাণের প্রতীক হয়ে উঠবে—যা ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

## ৩. বাংলাদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি সুরক্ষায় মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

সকল ধর্মের সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করণে মাকাসিদুশ শারি'আহর ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশ একটি মুসলিম রাষ্ট্র হলেও এখানে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করে আসছে। এ সহাবস্থান ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধই আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের অন্যতম সৌন্দর্য। ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার এ প্রচেষ্টায় ইসলামী আইন ও নীতিমালার মৌলিক উদ্দেশ্য তথা মাকাসিদুশ শারি'আহ (مقاصد الشريعة) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাকাসিদুশ শারি'আহ এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি যা মানুষের কল্যাণ, ন্যায়বিচার ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি তৈরি করে।

### মাকাসিদুশ শারি'আহর ধারণা

"মাকাসিদুশ শারি'আহ" অর্থ হলো ইসলামী শারি'আহর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ। ইসলামী আইনশাস্ত্রে এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবকল্যাণ (مصلحة الإنسان) রক্ষা করা। ইমাম আশ-শাতিবি ও ইমাম গাযালির মতে, শারি'আহর পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্য বা "যরুরিয়্যাতুল খামসা" হলো—

১. ধর্মের সুরক্ষা (حفظ الدين)

২. জীবনের সুরক্ষা (حفظ النفس)

৩. বুদ্ধির সুরক্ষা (حفظ العقل)

৪. বংশ ও মর্যাদার সুরক্ষা (حفظ النسل)

৫. সম্পদের সুরক্ষা (حفظ المال)

এ পাঁচটি উদ্দেশ্য মানবজীবনের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে এবং সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।

### বাংলাদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেক নাগরিক নিজের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করার অধিকার রাখে। ঐতিহাসিকভাবে এদেশে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে যেমন ঈদ, পূজা, বড়দিন বা বুদ্ধপূর্ণিমায় পারস্পরিক সৌহার্দ্য প্রকাশ পায়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে মাঝে মাঝে কিছু অপশক্তি ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। এ অবস্থায় মাকাসিদুশ শারি'আহর দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়ে যায়।

### মাকাসিদুশ শারি'আহ ও ধর্মীয় সম্প্রীতি সুরক্ষা

মাকাসিদুশ শারি'আহর মূল নীতিগুলো এমনভাবে গঠিত যে, তা সমাজে ন্যায়, সমতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায় এর ভূমিকা নিম্নরূপ—

**১. ধর্মের সুরক্ষা (حفظ الدين):**

ইসলাম অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে—
"তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আর আমার জন্য আমার ধর্ম।"[450]

এ নীতি অনুসারে, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অন্য ধর্মের অনুসারীদের ধর্মপালনের অধিকার স্বীকার করে। ফলে এটি ধর্মীয় সহনশীলতা ও সম্প্রীতির ভিত্তি গড়ে তোলে। আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

"আর (হে ঈমানদারগণ!) এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে তোমরা তাদেরকে গালি দিয়ো না। কেননা, এরা শিরক থেকে আরো খানিকটা অগ্রসর হয়ে অজ্ঞতাবশত যেন আল্লাহকে গালি দিয়ে না বসে।"[451]

---

[450]. আল-কুরআন, ১০৯: ৬

[451]. আল-কুরআন, ৬: ১০৮

**২. জীবনের সুরক্ষা (حفظ النفس):**

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًاؕ

"নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন কারণে যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলো সে যেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি কারো জীবন রক্ষা করলো সে যেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জীবন রক্ষা করলো।"[452]

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কারও জীবন নষ্ট করাকে ইসলামী শারি'আহ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে। ফলে সমাজে সহিংসতা, ঘৃণা ও হত্যা প্রতিরোধে মাকাসিদুশ শারি'আহর এই উদ্দেশ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

**৩. বুদ্ধির সুরক্ষা (حفظ العقل):**

মাকাসিদুশ শারি'আহ জ্ঞানের বিকাশ, চিন্তাশীলতা ও সংলাপকে উৎসাহিত করে। ধর্মীয় বিভেদ দূর করতে যুক্তিসংগত আলোচনা ও পারস্পরিক বোঝাপড়া অপরিহার্য।

**৪. বংশ ও মর্যাদার সুরক্ষা (حفظ النسل):**

সম্প্রীতিমূলক পরিবার ও সমাজ গঠনের জন্য পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অপরিহার্য। ইসলাম শান্তিপূর্ণ পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং সামাজিক বিভাজন রোধে নির্দেশনা দেয়।

**৫. সম্পদের সুরক্ষা (حفظ المال):**

অন্যের সম্পদে হামলা করা ইসলামী শারি'আতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। শারি'আহ সামাজিক সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। সাঈদ ইবন যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি: 'যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষায় নিহত হয়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি তার জীবন রক্ষায় নিহত হয়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি তার দ্বীন (ধর্ম) রক্ষায় নিহত হয়, সে শহীদ এবং যে ব্যক্তি তার পরিবার রক্ষায় নিহত হয়, সেও শহীদ'।[453]

---

[452]. আল-কুরআন, ৫: ৩২

[453]. প্রাগুক্ত, সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং- ৪৭৭২; প্রাগুক্ত, সুনান তিরমিজি, হাদিস নং- ১৪১৮

### বাংলাদেশে প্রয়োগযোগ্যতা

বাংলাদেশে মাকাসিদুশ শারি'আহর দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষার জন্য কিছু কার্যকর উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে—

- শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক ও আন্তঃধর্মীয় সহনশীলতার শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা।
- ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে সম্প্রীতির বার্তা প্রচার।
- ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে মানবকল্যাণ ও শান্তির গুরুত্ব তুলে ধরা।
- আইন ও প্রশাসনের মাধ্যমে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ।

বাংলাদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি জাতীয় ঐক্য ও সামাজিক স্থিতিশীলতার অন্যতম ভিত্তি। মাকাসিদুশ শারি'আহ মানবকল্যাণ, ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার যে শিক্ষা দেয়, তা এ সম্প্রীতি রক্ষার শক্তিশালী ভিত্তি হতে পারে। যদি সমাজে শারি'আহর এ মৌলিক উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়িত হয়, তবে বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থেই শান্তি, ন্যায় ও ধর্মীয় সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে।

## ৪. বাংলাদেশে সুস্থ রাজনীতি চর্চায় মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। যেখানে রাজনীতি হবে জনগণের কল্যাণ, ন্যায়বিচার ও উন্নয়নের মাধ্যম; কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, রাজনীতি প্রায়ই দলীয় স্বার্থ, দুর্নীতি, হিংসা ও অনৈতিক প্রতিযোগিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ পরিস্থিতিতে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনীতিকে শুদ্ধ ও কল্যাণমুখী করার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী শারি'আহর মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহ অর্থাৎ মাকাসিদুশ শারি'আহ আমাদের শেখায় কীভাবে রাজনীতি হতে পারে মানবকল্যাণ, ন্যায় ও সুশাসনের ভিত্তি।

### মাকাসিদুশ শারি'আহর এর ধারণা

"মাকাসিদুশ শারি'আহ" অর্থ শারি'আহর  উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। এটি ইসলামী বিধানগুলোর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে নির্দেশ করে—যা মূলত মানুষের কল্যাণ, ন্যায়বিচার, ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ধারিত।

ইমাম আল-গাযালী, আশ-শাতিবি প্রমুখ আলিমদের মতে, শরিয়াহর পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্য (আদ-দারুরিয়্যাতুল খামসা) হলো—

১. ধর্মের সুরক্ষা (حفظ الدين)

২. জীবনের সুরক্ষা (حفظ النفس)

৩. বুদ্ধির সুরক্ষা (حفظ العقل)

৪. বংশ বা মর্যাদার সুরক্ষা (حفظ النسل)

৫. সম্পদের সুরক্ষা (حفظ المال)

এ পাঁচটি উদ্দেশ্যের সমন্বিত প্রয়োগ শুধু ব্যক্তিগত নয়, রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক জীবনেও ন্যায়, ভারসাম্য ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।

### বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতি ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে। তবে রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, নির্বাচনী অনিয়ম, এবং নৈতিকতার অভাব আমাদের রাজনীতিকে দুর্বল করেছে। এ বাস্তবতায় মাকাসিদুশ শারি'আহর নীতিগুলো অনুসরণ করলে রাজনীতি পুনরায় নৈতিকতা ও জনকল্যাণের পথে ফিরে আসতে পারে।

### সুস্থ রাজনীতির ধারণা

সুস্থ রাজনীতি হলো এমন রাজনীতি, যেখানে ক্ষমতা নয়, বরং জনগণের সেবা, ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা ও মানবিক মূল্যবোধ অগ্রাধিকার পায়। ইসলামী রাজনৈতিক দর্শনে রাজনীতি হলো ইবাদতের একটি রূপ, যেখানে শাসক হবে জনগণের আমানতদার। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ يَاۡمُرُكُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهۡلِهَا ۙ وَ اِذَا حَكَمۡتُمۡ بَيۡنَ النَّاسِ اَنۡ تَحۡكُمُوۡا بِالۡعَدۡلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمۡ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيۡعًۢا بَصِيۡرًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদের কতই না সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন! নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং দেখেন"।[454]

এ আয়াতই ইসলামী রাজনীতির নৈতিক ভিত্তি নির্দেশ করে।

---

[454]. আল-কুরআন, ৪: ৫৮

**সুস্থ রাজনীতি চর্চায় মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা**

১. ধর্মের সুরক্ষা (حفظ الدين):

মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রথম উদ্দেশ্য ধর্মের স্বাধীনতা ও ন্যায় রক্ষা। রাজনীতিতে ধর্মের অপব্যবহার রোধ করে ন্যায়ভিত্তিক নীতিনির্ধারণই এর মূল লক্ষ্য। রাজনীতিতে ধর্মীয় মূল্যবোধ মানলে তা সমাজে সততা, ন্যায় ও মানবিকতার বীজ বপন করে।

২. জীবনের সুরক্ষা (حفظ النفس):

সুস্থ রাজনীতির অন্যতম লক্ষ্য হলো নাগরিকদের জীবন, নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষা করা। ইসলামী শারি'আহ জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করতে কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়। অতএব, রাজনৈতিক সহিংসতা, হত্যাকাণ্ড ও দমননীতি মাকাসিদুশ শারি'আহর পরিপন্থী।

৩. বুদ্ধির সুরক্ষা (حفظ العقل):

সচেতন নাগরিকই সুস্থ রাজনীতির মূলভিত্তি। মাকাসিদুশ শারি'আহ শিক্ষা, গবেষণা, ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে উৎসাহিত করে। যুক্তিনির্ভর ও জ্ঞানসমৃদ্ধ রাজনৈতিক পরিবেশই জাতিকে অগ্রগতি ও ন্যায়ের পথে নিয়ে যায়।

৪. বংশ ও মর্যাদার সুরক্ষা (حفظ النسل):

নৈতিক রাজনীতি পরিবার ও সমাজে স্থিতিশীলতা আনে। মিথ্যা প্রচার, চরিত্রহনন, ও অপসংস্কৃতি রাজনৈতিক অঙ্গনকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে। মাকাসিদুশ শারি'আহর এ উদ্দেশ্য সমাজে শালীনতা ও মর্যাদাবোধ বজায় রাখে।

৫. সম্পদের সুরক্ষা (حفظ المال):

দুর্নীতি ও আত্মসাতের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান ইসলামী শারি'আহর একটি মৌলিক নির্দেশ। রাজনীতিতে অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা, সম্পদের ন্যায়বণ্টন ও দুর্নীতি দমন মাকাসিদুশ শারি'আহর অনিবার্য অংশ।

**বাংলাদেশে প্রয়োগের উপায়**

বাংলাদেশে মাকাসিদুশ শারি'আহ ভিত্তিক সুস্থ রাজনীতি প্রতিষ্ঠায় নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে —

- রাজনীতিতে নৈতিক শিক্ষা ও ইসলামি মূল্যবোধের চর্চা।

- দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা।
- দলীয় রাজনীতিতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।
- জনগণের অধিকার রক্ষাকে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু করা।
- শিক্ষা, গণমাধ্যম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনৈতিক নৈতিকতা গঠনে সম্পৃক্ত করা।

মাকাসিদুশ শারি'আহ শুধু ধর্মীয় বিধান নয়, এটি এক পূর্ণাঙ্গ মানবকল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন একটি সমাজ গঠন, যেখানে ন্যায়, শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে যদি মাকাসিদুশ শারি'আহ-এর এ নৈতিক ও কল্যাণভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করা যায়, তবে রাজনীতি হবে সত্যিকার অর্থে জনগণের সেবামূলক, ন্যায়নিষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ। আর তখনই বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে সুস্থ, মানবিক ও কল্যাণভিত্তিক রাজনীতি।

## ৫. বাংলাদেশে দুর্নীতি ও বিচারহীনতা নির্মূলে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

দুর্নীতি ও বিচারহীনতা বাংলাদেশের সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। এ দুইটি সামাজিক ব্যাধি জাতীয় উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। ইসলাম এমন একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যা ন্যায়, সততা, জবাবদিহিতা ও মানবিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে গঠিত। ইসলামী শারি'আহ দুর্নীতি প্রতিরোধ ও বিচারব্যবস্থায় ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট নীতিমালা প্রদান করে। তাই মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশে ন্যায়নিষ্ঠ, স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন সম্ভব।

### মাকাসিদুশ শারি'আহর ধারণা

"মাকাসিদুশ শারি'আহ" অর্থ ইসলামী শরিয়াহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ইসলামী আইনবিদদের মতে, শারি'আহর মূল লক্ষ্য হলো মানবকল্যাণ (مصلحة الإنسان) সাধন এবং অনিষ্ট থেকে মানুষকে রক্ষা করা। আলেমদের মতে, মাকাসিদুশ শারি'আহর পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্য (আদ-দারুরিয়্যাতুল খামসা) হলো—

১. ধর্মের সুরক্ষা (حفظ الدين)

২. জীবনের সুরক্ষা (حفظ النفس)

৩. বুদ্ধির সুরক্ষা (حفظ العقل)

৪. বংশ ও মর্যাদার সুরক্ষা (حفظ النسل)

৫. সম্পদের সুরক্ষা (حفظ المال)

## বাংলাদেশে দুর্নীতি ও বিচারহীনতার চিত্র

বাংলাদেশে দুর্নীতি আজ বহুমাত্রিক রূপ নিয়েছে—প্রশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যাংকিং ও রাজনীতির প্রতিটি স্তরে এর প্রভাব রয়েছে। একই সঙ্গে বিচারহীনতা বা আইন প্রয়োগের দুর্বলতা সমাজে অপরাধপ্রবণতা বাড়িয়ে তুলেছে। যখন মানুষ দেখে অপরাধীরা শাস্তি পায় না, তখন অন্যরাও অপরাধে উৎসাহিত হয়। ফলস্বরূপ সামাজিক আস্থা, ন্যায়বিচার ও নৈতিকতা নষ্ট হয়। এ অবস্থায় ইসলামী ন্যায়নীতি ও মাকাসিদুশ শারি'আহর দিকনির্দেশনা হতে পারে সর্বোত্তম সমাধান।

## দুর্নীতি ও বিচারহীনতা নির্মূলে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

১. ধর্মের সুরক্ষা (حفظ الدين)

ধর্ম মানুষকে সততা, জবাবদিহিতা ও আল্লাহভীতির শিক্ষা দেয়। যখন সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন দুর্নীতির প্রবণতা কমে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তাদের হকদারদের কাছে পৌঁছে দাও এবং যখন তোমরা বিচার কর, তখন ন্যায়বিচারের সঙ্গে বিচার কর।"[455]

২. জীবনের সুরক্ষা (حفظ النفس)

যখন বিচারহীনতা বিরাজ করে, তখন হত্যা, নির্যাতন ও সহিংসতা বেড়ে যায়। শারি'আহ জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের জীবন ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত থাকে।

৩. বুদ্ধির সুরক্ষা (حفظ العقل)

[455]. আল-কুরআন, ৪: ৫৮

দুর্নীতি অনেক সময় অজ্ঞতা, লোভ ও স্বার্থান্ধতার ফল। মাকাসিদুশ শারি’আহ শিক্ষা, সচেতনতা ও সঠিক চিন্তাশক্তির বিকাশে জোর দেয়। ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা যদি নৈতিকতা ও আল্লাহভীতির সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে নাগরিকরা জবাবদিহি করার চিন্তা লালন করে।

৪. বংশ ও মর্যাদার সুরক্ষা (حفظ النسل)

দুর্নীতি ও বিচারহীনতা সমাজের নৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করে। এর ফলে পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে অন্যায়, ঘুষ, অবিচার ও অনৈতিকতা বৃদ্ধি পায়। মাকাসিদুশ শারি’আহর এই উদ্দেশ্য পরিবার ও সমাজে নৈতিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করে।

৫. সম্পদের সুরক্ষা (حفظ المال)

দুর্নীতির মূলেই আছে অবৈধভাবে সম্পদ আহরণ। ইসলাম অবৈধ উপার্জন, আত্মসাৎ ও ঘুষকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন— ‘ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়ই জাহান্নামী’।[456]

ইসলামে ঘুষের ভয়াবহতা কেন এত বেশি? ঘুষকে ইসলামে কেবল অপরাধ নয়, বরং একটি অভিশাপ হিসেবে দেখা হয়। এর কারণগুলো হলো:

**অধিকারে হস্তক্ষেপ:** ঘুষের মাধ্যমে অযোগ্য ব্যক্তি সুযোগ পায় এবং যোগ্য ব্যক্তি তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

**বিচারের অবমাননা:** ঘুষ বিচার ব্যবস্থাকে কলুষিত করে এবং সত্যকে মিথ্যার আবরণে ঢেকে দেয়।

**সামাজিক বৈষম্য:** এটি সমাজে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বাড়িয়ে দেয় এবং সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বৃদ্ধি করে।

**অভিশপ্ত উপার্জন:** হারাম উপার্জনে গঠিত শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না বলে হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে।

**বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা**

[456]. প্রাগুক্ত, সুনান আত-তিরমিযি, হাদিস নং- ১৩৩৭; প্রাগুক্ত, সুনান আবু দাউদন, হাদিস নং- ৩৫৮০

১. নৈতিক শিক্ষা ও আল্লাহভীতির চর্চা

২. স্বচ্ছ প্রশাসন ও ন্যায়বিচার

৩. দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করা

৪. অর্থনৈতিক ন্যায়বণ্টন

৫. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও আলেম সমাজের ভূমিকা

দুর্নীতি ও বিচারহীনতা একটি জাতির অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা। ইসলামী শারি'আহর উদ্দেশ্য—মাকাসিদুশ শারি'আহ —ন্যায়, জবাবদিহিতা ও সততার যে শিক্ষা দেয়, তা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে একটি ন্যায়ভিত্তিক, দুর্নীতিমুক্ত ও মানবিক সমাজ গঠন সম্ভব।

## ৬. বাংলাদেশে মিডিয়া ও গণমাধ্যমের অপপ্রচার রোধে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান যুগে গণমাধ্যম বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সমাজ গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। মিডিয়া মানুষের চিন্তা, মনোভাব ও সামাজিক মূল্যবোধে গভীর প্রভাব ফেলে; কিন্তু আজকের বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে, গণমাধ্যমের একাংশ সত্য প্রচারের পরিবর্তে অপপ্রচার ও বিভ্রান্তির মাধ্যমে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। ইসলামী শারি'আহ এ অপপ্রচার রোধে একটি নৈতিক, ন্যায়ভিত্তিক ও দায়িত্বশীল দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

### মাকাসিদুশ শারি'আহ এর ধারণা

"মাকাসিদুশ শারি'আহ" অর্থ ইসলামী শারি'আহর উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। ইসলামী আইনবিদদের মতে, শারি'আহর মূল লক্ষ্য হলো মানবকল্যাণ সাধন এবং ক্ষতি বা অনিষ্টতা দুরিভূত করণ। ইসলামী শারি'আহর পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্য হলো—

১. ধর্মের সুরক্ষা (حفظ الدين)

২. জীবনের সুরক্ষা (حفظ النفس)

৩. বুদ্ধির সুরক্ষা (حفظ العقل)

৪. বংশ ও মর্যাদার সুরক্ষা (حفظ النسل)

৫. সম্পদের সুরক্ষা (حفظ المال)

## মিডিয়া ও গণমাধ্যমের বর্তমান প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে কাজ করছে; কিন্তু এর পাশাপাশি কিছু উদ্বেগজনক প্রবণতাও লক্ষণীয় যেমন, মিথ্যা সংবাদ প্রচার ও গুজব ছড়ানো, রাজনৈতিক পক্ষপাতমূলক সংবাদ প্রচার, ধর্ম ও সমাজবিরোধী কনটেন্ট তৈরি, ব্যক্তির মানহানি, গোপনীয়তা লঙ্ঘন ও আর্থিক লাভের জন্য অসত্য সংবাদ প্রকাশ।

## মিডিয়ার অপপ্রচার রোধে মাকাসিদুশ শারি'আহর ভূমিকা

### ১. ধর্মের সুরক্ষা (حفظ الدين)

মিডিয়ার অন্যতম দায়িত্ব হলো সমাজে সত্য ও ন্যায়ের প্রচার। কিন্তু যখন ধর্মীয় অনুভূতি ও মূল্যবোধকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়, তখন সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট হয়। মাকাসিদুশ শারি'আহ ধর্মের মর্যাদা রক্ষায় সংবাদমাধ্যমকে দায়িত্বশীলতা ও সত্যনিষ্ঠার শিক্ষা দেয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَـٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَـٰدِمِينَ

"হে ঈমান গ্রহণকারীগণ, যদি কোন ফাসেক তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসে তাহলে তা অনুসন্ধান করে দেখ। এমন যেন না হয় যে, না জেনে শুনেই তোমরা কোন গোষ্ঠীর ক্ষতি করে বসবে এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।"[457]

## আয়াতের মূল শিক্ষা ও গুরুত্ব

এ আয়াতটিকে আধুনিক সাংবাদিকতা এবং তথ্য বিনিময়ের ভাষায় "Fact-checking" বা সত্যতা যাচাইয়ের মূলনীতি বলা যেতে পারে। এর প্রধান শিক্ষাগুলো হলো:

১. **তথ্য যাচাই করা:** শোনা কথায় কান দেয়া বা যাচাই না করে কোনো সংবাদ ছড়িয়ে দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে মারাত্মক গুনাহ। বিশেষ করে যদি সংবাদদাতার নৈতিকতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

---

[457]. আল-কুরআন, ৪৯: ৬

২. **অজ্ঞতাপ্রসূত সিদ্ধান্ত:** যাচাই ছাড়া কোনো খবর বিশ্বাস করলে ভুলবশত কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি বা জাতির  উপর যুলুম হয়ে যেতে পারে।

৩. **অনুতাপ থেকে বাঁচা:** ভুল তথ্যের ভিত্তিতে কোনো পদক্ষেপ নিলে পরবর্তীতে যখন সত্য প্রকাশ পায়, তখন লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হয়। তাই আগেই সাবধান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪. **সামাজিক স্থিতিশীলতা:** গুজব ছড়ানো বন্ধ করতে পারলে সমাজে মারামারি ও বিশৃঙ্খলা রোধ করা সম্ভব।

## ২. জীবনের সুরক্ষা (حفظ النفس)

অপপ্রচার প্রায়ই কারও জীবন বা মর্যাদাকে বিপদের মুখে ফেলে দেয়। সামাজিক মাধ্যমে মিথ্যা তথ্য প্রচারের কারণে মানুষ আত্মহনন বা সহিংসতার শিকার হয়েছে এমন ঘটনা অজস্র। শারি'আহ জীবনের মর্যাদা রক্ষা করতে কঠোরভাবে মিথ্যা, অপবাদ ও গীবতকে নিষিদ্ধ করেছে।

রাসুলুল্লাহ (স) বলেন— 'যে ব্যক্তি  মিথ্যা রটনা করে, সে জাহান্নামের একটি স্থানে অবস্থান করবে'।[458]

## হাদিসটির গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

এ হাদিসটি বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগের যুগে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এর প্রধান শিক্ষাগুলো হলো:

১. **মিথ্যা অপবাদ (Slander):** কারো ব্যাপারে না জেনে বা কারো চরিত্রে কালিমা লেপন করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা রটানো কবিরা গুনাহ।

২. **তথ্য যাচাইয়ের গুরুত্ব:** এর আগে আমরা সূরা হুজুরাতের ৬ নম্বর আয়াতে দেখেছি যে তথ্য যাচাই করা বাধ্যতামূলক। এ হাদিসটি সে আদেশের অমান্য করার শাস্তি বর্ণনা করে।

---

[458]. প্রাগুক্ত, সুনান আবু দাউদন, হাদিস নং- ৩৫৯৭

৩. **তাওবা ও ক্ষমা:** হাদিসটিতে বলা হয়েছে, এ শাস্তি ততক্ষণ জারি থাকবে যতক্ষণ না সে তার মিথ্যা প্রচারের ক্ষতিপূরণ করে বা ক্ষমা পায়। অর্থাৎ, যার সম্মানহানি করা হয়েছে, তার কাছে ক্ষমা চাওয়া জরুরি।

৪. **পরকালীন কঠোরতা:** জাহান্নামের 'রাদগাতুল খাবাল' নামক স্থানের বর্ণনা দিয়ে এই গুনাহের বীভৎসতা বোঝানো হয়েছে।

### ৩. বুদ্ধির সুরক্ষা (حفظ العقل)

মিডিয়ার ভুল বা বিকৃত তথ্য মানুষের চিন্তা ও বোধশক্তিকে বিভ্রান্ত করে। শারি'আহ বুদ্ধির সঠিক ব্যবহার ও জ্ঞানের বিশুদ্ধতা রক্ষার উপর জোর দেয়। সুতরাং মিডিয়াকে এমনভাবে পরিচালিত হতে হবে যাতে জনগণ বিভ্রান্ত না হয় এবং সমাজে সঠিক তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত হয়।

### ৪. বংশ ও মর্যাদার সুরক্ষা (حفظ النسل)

ব্যক্তির সম্মান ও সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ নীতি। মিথ্যা সংবাদ ও চরিত্রহনন মূলক প্রতিবেদন এ মর্যাদা ধ্বংস করে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন — "তোমরা কারো সম্মানহানি করো না এবং একে অপরের দোষ অনুসন্ধান করো না।" [459]

**এ আয়াতের প্রধান ৩টি নিষেধ ও শিক্ষা**

১. **উপহাস না করা (বিদ্রূপ):** কাউকে ছোট মনে করে হাসি-ঠাট্টা করা হারাম। কারণ আল্লাহর কাছে কে বেশি প্রিয়, তা মানুষ জানে না। যাকে উপহাস করা হচ্ছে, সে হয়তো আল্লাহর কাছে অনেক বেশি মর্যাদাশীল।

২. **দোষারোপ না করা:** একে অন্যের খুঁত খুঁজে বের করা এবং জনসমক্ষে কাউকে লজ্জিত করা নিষিদ্ধ। ইসলাম মানুষের সম্মান রক্ষার ওপর সর্বোচ্চ জোর দেয়।

---

[459]. আল-কুরআন, ৪৯: ১১

৩. **মন্দ নামে না ডাকা:** কাউকে এমন কোনো নামে বা উপাধিতে ডাকা যা সে অপছন্দ করে, তা গুনাহ। ঈমান আনার পর মানুষের পরিচিতি হবে সুন্দর এবং মার্জিত নামে।

**৪. সম্পদের সুরক্ষা (حفظ المال)**

মিডিয়ার অপপ্রচার অনেক সময় আর্থিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত—ক্লিকবেইট, মিথ্যা বিজ্ঞাপন, বা ব্যবসায়িক স্বার্থের কারণে মিথ্যা প্রচার। শারি'আহ অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা বজায় রাখতে নির্দেশ দেয়।

**মিডিয়ায় মাকাসিদুশ শারি'আহর বাস্তবায়নের কৌশল**

১. নৈতিক সাংবাদিকতা শিক্ষা চালু করা

২. তথ্য যাচাই কেন্দ্র (Fact-checking) শক্তিশালী করা

৩. ধর্মীয় সংবেদনশীলতা রক্ষা আইন প্রয়োগ

৪. গণসচেতনতা বৃদ্ধি

৫. মিডিয়া কর্মীদের জন্য নৈতিক সনদ প্রণয়ন

গণমাধ্যম সমাজের চেতনা, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার দর্পণ। কিন্তু অপপ্রচার, মিথ্যা সংবাদ ও ধর্মবিরোধী প্রচারণা সমাজের স্থিতিশীলতা নষ্ট করে। ইসলামী শারি'আহ সত্য, ন্যায়, নৈতিকতা ও মানবকল্যাণের যে দিকনির্দেশনা দেয়, তা অনুসরণ করলে মিডিয়া সমাজ গঠনের ইতিবাচক শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারবে।

## ৭. বাংলাদেশে অপরাধ ও মাদকদ্রব্য নির্মূলে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান বাংলাদেশে অপরাধ ও মাদকদ্রব্যের বিস্তার সমাজের নৈতিক ও মানবিক ভিত্তিকে নাড়া দিচ্ছে। যুবসমাজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে, পরিবারে ভাঙন, এবং সামাজিক নিরাপত্তা চরম হুমকির মুখে পড়েছে। ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা মানুষকে শুধু পাপ থেকে বিরত রাখে না, বরং সমাজে ন্যায় ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। ইসলামী শারি'আহ অপরাধ ও মাদক নির্মূলে একটি কার্যকর দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

**মাকাসিদুশ শারি'আহ এর মূল ধারণা**

মাকাসিদুশ শারি'আহ অর্থ "শারি'আহর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য"। ইসলামী আইনবিদগণ বলেন, শারি'আহর পাঁচটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো—

1. ধর্মের সংরক্ষণ (حفظ الدين)
2. জীবনের সংরক্ষণ (حفظ النفس)
3. বুদ্ধির সংরক্ষণ (حفظ العقل)
4. সম্পদের সংরক্ষণ (حفظ المال)
5. বংশ বা মর্যাদার সংরক্ষণ (حفظ النسل)

অপরাধ ও মাদকদ্রব্যের বিস্তার এ পাঁচটি মূল উদ্দেশ্যকেই ধ্বংস করে দেয়। তাই এগুলো দমন করা শারি'আহর একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি।

### অপরাধ দমনে মাকাসিদুশ শারি'আহর দিকনির্দেশনা

ইসলামী শারি'আহতে অপরাধ দমন শুধু শাস্তির মাধ্যমে নয়, বরং নৈতিক ও সামাজিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। যেমন—

**ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা:** কুরআনে বলা হয়েছে—إن الله يأمر بالعدل والإحسان

আল্লাহ ন্যায়বিচার ও উত্তম আচরণের নির্দেশ দেন।[460]

**শাস্তির বিধান:** ইসলাম হত্যা, ডাকাতি, চুরি, ব্যভিচার প্রভৃতি অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করে, তার প্রতিফল হলো জাহান্নাম, যেখানে সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে অভিশাপ দেবেন এবং তার জন্য মহা শাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।"[461]

---

[460]. আল-কুরআন, ১৬: ৯০

[461]. আল-কুরআন, ৪: ৯৩

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, 'কোনো মুসলিমের রক্ত হালাল নয়, তবে তিনটি কারণে: (১) বিবাহিত ব্যভিচারী, (২) প্রাণের বদলে প্রাণ, (৩) ধর্মত্যাগ করে সম্প্রদায় ত্যাগকারী'।[462]
চুরির শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"চোর-পুরুষ ও চোর-নারীর হাত কেটে দাও, তারা যা করেছে তার প্রতিফলস্বরূপ; এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[463]

ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

"ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশ বেত্রাঘাত করো।"[464]

নবী (স) বলেছেন, "বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি হলো রজম (পাথর নিক্ষেপে মৃত্যু)।"[465]

**নৈতিক শিক্ষা ও আত্মসংযম:** সমাজে তাকওয়া ও আল্লাহভীতির শিক্ষা অপরাধকে শিকড় থেকে নির্মূল করতে সাহায্য করে।

### মাদকদ্রব্য নির্মূলে শারি'আহর ভূমিকা

মাদকদ্রব্য মানব বুদ্ধিকে ধ্বংস করে, যা হিফযুল আকল (বুদ্ধির সংরক্ষণ) এর পরিপন্থী। ইসলাম স্পষ্টভাবে মদ ও মাদকের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

"হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্য নির্ধারণের শর (অর্থাৎ জুয়া) শয়তানের অপবিত্র কাজ। এগুলো থেকে দূরে থাকো, যাতে তোমরা সফল হও।"[466]

শারি'আহর এ নিষেধাজ্ঞা সামাজিক কল্যাণমূলক। ইসলামী রাষ্ট্রে মাদক উৎপাদন৫, বাণিজ্য ও সেবন সবই কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

---

[462]. প্রাগুক্ত, সহিহ আল-বুখারি, হাদিস নং- ৬৮৭৮; প্রাগুক্ত, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং - ১৬৭৬

[463]. আল-কুরআন, ৫: ৩৮

[464]. আল-কুরআন, ২৪: ২

[465]. প্রাগুক্ত, সহিহ আল-বুখারি, হাদিস নং- ৬৮২৯; প্রাগুক্ত, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৬৯০

[466]. আল-কুরআন, ৫: ৯০

### বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ

বাংলাদেশে মাদক ও অপরাধ দমনে আইন থাকলেও, নৈতিকতার ঘাটতি ও দুর্নীতির কারণে কার্যকারিতা কম। মাকাসিদুশ শারি'আহর আলোকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে—

১. শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী নৈতিকতা ও আত্মসংযমের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা।

২. আইনের কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি পুনর্বাসন কর্মসূচি জোরদার করা।

৩. সমাজে তাকওয়া ও আল্লাহভীতির সংস্কৃতি গড়ে তোলা।

৪. গণমাধ্যমের মাধ্যমে মাদকবিরোধী সচেতনতা বাড়ানো।

৫. প্রশাসনিক পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

অপরাধ ও মাদকদ্রব্যের বিস্তার শুধু আইন দিয়ে রোধ করা সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজন মানব আত্মার পরিশুদ্ধি ও সামাজিক ন্যায়বিচার। মাকাসিদুশ শারি'আহ এ উভয় দিককে সংরক্ষণ করে। যদি বাংলাদেশ ইসলামী শারি'আহর এ মূলনীতিগুলো বাস্তবায়ন করে, তবে একটি শান্তিপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

## ৮. বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ একটি মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। যেখানে ইসলামের আদর্শ ও মূল্যবোধ সমাজের গভীরে প্রোথিত। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সামগ্রিক উন্নতিতে মাকাসিদুস শারিয়াহ (ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যসমূহ) এক গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর ভূমিকা রাখতে পারে। মাকাসিদুশ শারি'আহ হলো ইসলামী শারি'আহর সে মৌলিক উদ্দেশ্য, যা মানুষের জন্য ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ নিশ্চিত করে এবং ক্ষতি দূর করে। এ উদ্দেশ্যগুলোর যথাযথ প্রয়োগ বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনি, সামাজিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর সংস্কার ও শক্তিশালীকরণে সহায়ক হতে পারে।

### মাকাসিদুশ শারি'আহর পরিচিতি ও মূল উপাদান

মাকাসিদুস শারি'আহর মূল লক্ষ্য হলো জনকল্যাণ (মাসলাহা) প্রতিষ্ঠা করা এবং অকল্যাণ (মাফসাদা) দূর করা। প্রধানত, পাঁচটি মৌলিক বিষয় সংরক্ষণের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জিত হয়, যা 'আল-দারুরিয়্যাত আল-খামসা' বা পাঁচটি অপরিহার্য প্রয়োজন নামে পরিচিত:

১. দ্বীনের সংরক্ষণ: ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মূল্যবোধ রক্ষা।

২. জীবনের সংরক্ষণ: জীবন রক্ষা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৩. বুদ্ধির সংরক্ষণ: শিক্ষা, জ্ঞান এবং মাদকাসক্তি থেকে মুক্তি নিশ্চিত করা।

৪. বংশের সংরক্ষণ: পরিবার, বিবাহ ও সামাজিক কাঠামোর পবিত্রতা রক্ষা।

৫. সম্পদের সংরক্ষণ: সম্পত্তির অধিকার, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

**আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়নে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োগ**

বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে মাকাসিদুশ শারি'আহর এ মৌলিক উদ্দেশ্যগুলো নিম্নলিখিত দিকগুলোতে সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে:

১. জীবনের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা

মাকাসিদের প্রাথমিক লক্ষ্য হলো মানুষের জীবন রক্ষা করা।

**অপরাধ দমন**: খুন, গুম, সন্ত্রাসবাদ ও অবৈধভাবে জীবনহানির মতো গুরুতর অপরাধ কঠোর হাতে দমন করা।

**মানবাধিকার সুরক্ষা:** বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, জেল হেফাজতে নির্যাতন এবং অন্য কোনো উপায়ে ব্যক্তির জীবন ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি প্রতিরোধ করা।

**স্বাস্থ্য নিরাপত্তা:** ভেজাল খাদ্য, পরিবেশ দূষণ ও অপরিষ্কার যা জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক, তা নিয়ন্ত্রণ করা।

২. সম্পদের সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার

অর্থনৈতিক অপরাধ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ। মাকাসিদুশ শারি'আহর এ উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক খাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারে:

**দুর্নীতি নির্মূল:** রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ, ঘুষ, চাঁদাবাজি ও অর্থ পাচারের মতো দুর্নীতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।

**সুদ ও জুয়ামুক্ত অর্থনীতি**: ইসলামী অর্থব্যবস্থার নীতি অনুসরণ করে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করা, যা অনেক সময় অপরাধ প্রবণতা বাড়ায়।

**সম্পত্তির অধিকার:** ভূমিদস্যুতা, জবরদখল ও প্রতারণার মাধ্যমে সম্পত্তি লুণ্ঠন রোধ করে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করা।

৩. বুদ্ধির সংরক্ষণ ও সামাজিক সচেতনতা

মাদকদ্রব্য ও দুর্নীতিপরায়ণতা মানুষের বুদ্ধি ও বিচার-ক্ষমতাকে নষ্ট করে, যা সমাজে অপরাধ বৃদ্ধির কারণ:

**মাদক নিয়ন্ত্রণ**: মাকাসিদ অনুযায়ী মাদকদ্রব্য ব্যবহার ও ব্যবসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, যা মাদকের বিস্তার ও এর ফলে সৃষ্ট অপরাধসমূহ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।

**শিক্ষা ও গবেষণা:** সঠিক জ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে অপরাধের মূল কারণগুলো (যেমন-হতাশা, অজ্ঞতা) দূর করা।

৪. বংশের সংরক্ষণ ও সামাজিক স্থিতিশীলতা

পারিবারিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা আইন-শৃঙ্খলার ভিত্তি:

**পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ:** পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করার মাধ্যমে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ করা।

**যৌন অপরাধ দমন:** ধর্ষণ, ব্যভিচার ও মানব পাচারের মতো অপরাধ কঠোরভাবে দমন করে সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা রক্ষা করা।

**চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা**

বাংলাদেশে মাকাসিদুশ শারি‘আহর নীতিগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান হলো:

**আইনের আধুনিকীকরণ:** প্রচলিত আইন ও পদ্ধতির সাথে মাকাসিদুশ শারি‘আহর উদ্দেশ্যের সমন্বয় সাধন করা।

**সচেতনতার অভাব:** প্রশাসন, বিচারক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে মাকাসিদুশ শারি‘আহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অভাব দূর করা।

তবে, সম্ভাবনাও ব্যাপক। মাকাসিদের নীতিগুলো ন্যায়, সমতা ও জনকল্যাণের উপর জোর দেওয়ায় এটি দেশের আপামর জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারে। নীতি-নির্ধারকদের উচিত হবে আইনী সংস্কারের সময় মাকাসিদুশ শারি‘আহর সার্বজনীন নীতিগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে শুধুমাত্র শাস্তিমূলক ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়, বরং অপরাধের মূল কারণগুলো চিহ্নিত করে তার স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন। মাকাসিদুশ শারি'আহ হলো সে শক্তিশালী আদর্শিক ভিত্তি, যা জীবনের নিরাপত্তা, সম্পদের সুরক্ষা ও নৈতিকতার উন্নতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির টেকসই উন্নয়নে মাকাসিদুশ শারি'আহর মৌলিক উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে এক নিরাপদ, দুর্নীতিমুক্ত ও মানবিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

### ৯. বাংলাদেশে একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যাবস্থা প্রণয়নে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষা একটি জাতির মেরুদণ্ড, আর একটি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা সে মেরুদণ্ডকে মজবুত ভিত্তির উপর স্থাপন করে। বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা প্রায়শই ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার মধ্যে একটি স্পষ্ট বিভাজন এবং সমন্বয়হীনতার অভিযোগের সম্মুখীন হয়। এ প্রেক্ষাপটে, ইসলামী আইনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে ধারণকারী দর্শন 'মাকাসিদুশ শারি'আহ' একটি ভারসাম্যপূর্ণ, কল্যাণমুখী ও আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী রূপরেখা প্রদান করতে পারে। 'মাকাসিদুশ শারি'আহ' শুধু ধর্মীয় অনুশাসন নয়, বরং মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ ও সমাজ সংস্কারের একটি সর্বজনীন দর্শন।

#### মাকাসিদুশ শারিয়াহ্-এর পরিচিতি

'মাকাসিদ' শব্দের অর্থ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য, এবং 'শারি'আহ' অর্থ ঐশী আইন বা পথ। তাই 'মাকাসিদুশ শারি'আহ' হলো ইসলামী আইনের সেই অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যসমূহ, যা মানুষের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ উদ্দেশ্যসমূহকে প্রধানত পাঁচটি মৌলিক আবশ্যকের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন:

১. দ্বীন সংরক্ষণ: ধর্মীয় মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের সুরক্ষা।

২. নফস সংরক্ষণ: জীবন ও স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা।

৩. আকল সংরক্ষণ: জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তির বিকাশ।

৪. নসল সংরক্ষণ: বংশ, পরিবার ও সামাজিক স্থিতিশীলতা।

৫. মাল সংরক্ষণ: সম্পদ ও অর্থনীতির সুরক্ষা।

একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নে এই পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্য কীভাবে কাঠামোবদ্ধভাবে ভূমিকা রাখতে পারে, তা বিশ্লেষণ করা হলো:

### ১. জ্ঞান ও বুদ্ধির সংরক্ষণে শিক্ষার ভূমিকা

'মাকাসিদুশ শারি'আহ জ্ঞান ও যুক্তির চর্চাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং যুক্তিবাদী মানসিকতা তৈরি করা।

**পাঠ্যক্রমের সমন্বয়:** প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা ও সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ব্যবধান দূর করে এমন একটি সমন্বিত পাঠ্যক্রম তৈরি করা, যেখানে ধর্মীয় জ্ঞান, আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং মানববিদ্যা সমান গুরুত্ব পাবে।

**গবেষণা ও উদ্ভাবন:** শিক্ষার প্রতিটি স্তরে মৌলিক গবেষণা এবং নতুন জ্ঞান সৃষ্টির উপর জোর দেওয়া, যা জাতিকে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে পরিণত করবে।

### ২. নৈতিকতা ও ধর্ম সংরক্ষণে শিক্ষার ভূমিকা

শিক্ষাব্যবস্থা কেবল তথ্য সরবরাহকারী না হয়ে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে গভীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ তৈরি করবে।

**চরিত্র গঠন:** সততা, ন্যায়পরায়ণতা, অন্যের প্রতি সহমর্মিতা, শৃঙ্খলাবোধ এবং দেশের প্রতি দায়িত্ববোধের মতো বিষয়গুলোকে শুধু উপদেশ হিসেবে না রেখে, পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে কার্যকরভাবে অনুশীলন করানো।

**ধর্মীয় সহনশীলতা:** নিজ ধর্মের সঠিক ধারণা দেওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার শিক্ষা দেওয়া, যা সামাজিক সংহতি বাড়াবে।

### ৩. জীবন ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণে শিক্ষার ভূমিকা

শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করা।

**স্বাস্থ্য শিক্ষা:** প্রাথমিক স্তর থেকেই স্বাস্থ্য, পুষ্টি, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষাদান করা।

**নিরাপত্তা সচেতনতা:** প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং নিরাপদ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা করা।

### ৪. অর্থনৈতিক সুরক্ষা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা

মাকাসিদুশ শারি'আহ এর উদ্দেশ্য হলো সমাজে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

**ব্যবহারিক ও কারিগরি শিক্ষা:** তাত্ত্বিক ডিগ্রির পরিবর্তে পেশাগত ও কারিগরি দক্ষতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা, যাতে শিক্ষার্থীরা বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ হয়ে উঠে।

**উদ্যোক্তা উন্নয়ন:** শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা তৈরি করা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ গঠনে উৎসাহিত করা, যার ফলে তারা চাকরিপ্রার্থী না হয়ে চাকরিদাতা হবে।

### ৫. সামাজিক স্থিতিশীলতা ও পারিবারিক বন্ধন সংরক্ষণে ভূমিকা

শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং পারিবারিক বন্ধনকে শক্তিশালী করতে হবে।

**সামাজিক দায়বদ্ধতা:** শিক্ষার্থীদেরকে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষ ও পরিবেশের প্রতি সচেতন ও সহানুভূতিশীল করে তোলা।

**পারিবারিক শিক্ষা:** বিবাহ, পারিবারিক সম্পর্ক, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং সন্তানের প্রতি দায়িত্বশীলতার মতো বিষয়গুলোতে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করা, যা একটি সুস্থ ও স্থিতিশীল সমাজ গঠনে অপরিহার্য। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দূর করে একটি আদর্শ ও জনকল্যাণমুখী কাঠামো দাঁড় করানোর জন্য মাকাসিদুশ শারি'আহ হতে পারে একটি ফলপ্রসূ দর্শন। এ দর্শনটি ধর্ম ও আধুনিকতার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে এমন একটি প্রজন্ম তৈরি করতে সহায়তা করবে, যারা হবে জ্ঞান ও বিজ্ঞানে উন্নত, নৈতিকতায় পরিশুদ্ধ এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ। মাকাসিদুশ শারি'আহ এর আলোকে প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থা বাংলাদেশের জনগণকে একটি প্রগতিশীল, ন্যায়ভিত্তিক এবং উন্নত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

## ১০. বাংলাদেশে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

সংস্কৃতি হলো একটি জাতির জীবনধারা, যার মাধ্যমে তাদের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, শিল্পকলা এবং জীবনবোধ প্রতিফলিত হয়। বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে তার সংস্কৃতিতে একদিকে যেমন লোকজ ঐতিহ্য ও বাঙালি চেতনার ছাপ রয়েছে, তেমনি রয়েছে ইসলামী মূল্যবোধের গভীর প্রভাব। আধুনিকতার স্রোতে অপসংস্কৃতির আগ্রাসন এবং সুস্থ সংস্কৃতির চর্চার অভাব প্রায়শই পরিলক্ষিত হয়। এ পরিস্থিতিতে, মাকাসিদুশ শারি'আহ সুস্থ, ভারসাম্যপূর্ণ ও কল্যাণমুখী সংস্কৃতি বিকাশের জন্য একটি শক্তিশালী ও সার্বজনীন ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। মাকাসিদুশ শারি'আহ মূলত মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং সমাজে ক্ষতি দূর করার নীতিতে প্রতিষ্ঠিত।

**মাকাসিদুশ শারি'আহ এবং সুস্থ সংস্কৃতি**

মাকাসিদুশ শারি'আহ এর মূল উদ্দেশ্যগুলি সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে কীভাবে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে, তা নিম্নরূপ:

**১. নৈতিকতা ও ধর্ম সংরক্ষণ:**

সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান কাজ হলো মানবমনে নৈতিকতার বীজ বপন করা। মাকাসিদুশ শারিয়াহ্ 'দ্বীন সংরক্ষণ'কে অগ্রাধিকার দিয়ে সংস্কৃতির মাধ্যমে সুস্থ নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চর্চা নিশ্চিত করে।

**শালীনতা ও রুচিবোধ:** শিল্প, সাহিত্য, নাটক বা চলচ্চিত্রে শালীনতা ও পরিমিতিবোধের অনুসরণ করা। যা সমাজে যৌনতা বা অশ্লীলতার পরিবর্তে সুস্থ রুচি ও মার্জিত আচরণের বার্তা দেয়।

**সত্যবাদিতা ও সততা:** সাহিত্যকর্ম ও গণমাধ্যমে সত্যকে তুলে ধরা এবং মিথ্যা, প্রোপাগান্ডা বা গুজবের চর্চা থেকে বিরত থাকা।

**আধ্যাত্মিক বিকাশ:** এমন শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি করা, যা মানুষের মনকে পার্থিব মোহ থেকে মুক্ত করে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও ইতিবাচক জীবনবোধের দিকে পরিচালিত করে

**২. জীবন ও মানসিক শান্তি সংরক্ষণ: সংস্কৃতির মনস্তাত্ত্বিক কল্যাণ**

সুস্থ সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষের মন ও আত্মার খোরাক যোগানো এবং মানসিক চাপমুক্ত থাকা মাকাসিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

**ইতিবাচক বিনোদন:** এমন বিনোদনের ব্যবস্থা করা, যা ক্ষতিকর আসক্তি বা সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্ম না দিয়ে মানুষকে আনন্দ ও উদ্দীপনা দেয়।

**সহমর্মিতা ও সহানুভূতি:** সাহিত্য ও নাটকের মাধ্যমে মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যাগুলিকে তুলে ধরা এবং সমাজে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মনোভাব তৈরি করা।

**স্বাস্থ্য সচেতনতা:** সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা এবং মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

### ৩. জ্ঞান ও বুদ্ধির সংরক্ষণ: সংস্কৃতির বুদ্ধিবৃত্তিক মানদণ্ড

সংস্কৃতি হলো জ্ঞানচর্চা ও বুদ্ধির বিকাশের একটি অন্যতম হাতিয়ার। মাকাসিদুশ শারি’আহ 'আকল সংরক্ষণ'-এর মাধ্যমে অপসংস্কৃতি ও কুসংস্কার থেকে সমাজকে মুক্ত রাখতে চায়।

**যুক্তিবাদী চিন্তা:** এমন সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করা যা মানুষকে অন্ধ অনুকরণ বা আবেগতাড়িত হওয়া থেকে বিরত রেখে যুক্তিবাদী ও সমালোচনামূলক চিন্তায় উৎসাহিত করে।

**কুসংস্কার বর্জন:** লোকজ সংস্কৃতির নামে সমাজে প্রচলিত সকল কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসকে যৌক্তিক আলোচনার মাধ্যমে দূর করা।

**শিক্ষা ও ঐতিহ্য:** ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে সংস্কৃতি ও গণমাধ্যমের মাধ্যমে তুলে ধরা।

### ৪. পারিবারিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা: সংস্কৃতির সামাজিক ভূমিকা

সুস্থ সংস্কৃতির মূল কাজ হলো পারিবারিক বন্ধনকে মজবুত করা এবং সমাজে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।

**পারিবারিক মূল্যবোধ:** নাটক, সিনেমা ও সাহিত্যে সুস্থ পারিবারিক সম্পর্ক, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান এবং সন্তান লালন-পালনের ইতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরা।

**সামাজিক ন্যায়:** সমাজে বিদ্যমান শোষণ, অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

**আন্তঃসাংস্কৃতিক সমন্বয়:** বাঙালি সংস্কৃতি, লোক সংস্কৃতি ও ইসলামী মূল্যবোধের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে একটি সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কৃতি তৈরি করা।

### অপসংস্কৃতি রোধে মাকাসিদের গুরুত্ব

মাকাসিদুশ শারি'আহ অপসংস্কৃতি (যেমন: অশ্লীলতা, উগ্রতা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ড) প্রতিরোধে একটি স্পষ্ট নীতি প্রদান করে। কারণ, এ ধরনের চর্চা 'নফস', 'আকল' এবং 'নসল'-এর সংরক্ষণে সরাসরি আঘাত হানে। তাই মাকাসিদের দর্শন অনুযায়ী, যেকোনো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান মানদণ্ড হওয়া উচিত—তা কি মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করে নাকি ক্ষতি করে।

বাংলাদেশের সংস্কৃতি বহুধা বিভক্ত এবং প্রতিনিয়ত অপসংস্কৃতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। এ পরিস্থিতিতে মাকাসিদুশ শারি'আহ শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় নির্দেশনা নয়, বরং কল্যাণ ও ভারসাম্যের একটি সর্বজনীন দর্শন হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। এই দর্শনকে ব্যবহার করে এমন একটি সুস্থ সংস্কৃতি তৈরি করা সম্ভব, যা একদিকে দেশের হাজার বছরের ঐতিহ্যকে সম্মান জানাবে, অন্যদিকে ইসলামী মূল্যবোধের নৈতিক ভিত্তি ও আধুনিক বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে তাল মিলিয়ে চলে একটি উন্নত, সুশৃঙ্খল ও মানবতাবাদী সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

## ১১. বাংলাদেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও বাংলাদেশ বর্তমানে এক গভীর অর্থনৈতিক বৈষম্যের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। একদিকে মুষ্টিমেয় অতি-ধনীর সম্পদ বাড়ছে দ্রুত হারে, অন্যদিকে দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান বাড়ছে মন্থর গতিতে, যা সমাজে অস্থিরতা ও বঞ্চনার জন্ম দিচ্ছে। এ বৈষম্য দূরীকরণ কেবল অর্থনৈতিক নীতির বিষয় নয়, বরং সামাজিক ন্যায়বিচার ও নৈতিকতার প্রশ্ন। এ প্রেক্ষাপটে, মাকাসিদুশ শারি'আহ এমন একটি নৈতিক ও কাঠামোগত ভিত্তি সরবরাহ করে, যা অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করে একটি ন্যায়সঙ্গত ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। মাকাসিদের দর্শন সম্পদের ন্যায্য বণ্টন এবং মানুষের সার্বিক কল্যাণ (মাসলাহা) নিশ্চিত করার উপর জোর দেয়।

### মাকাসিদুশ শারি'আহ এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ

মাকাসিদুশ শারি'আহ এর পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে নৈতিক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ করে বৈষম্য নিরসনে সরাসরি ভূমিকা রাখে।

### ১. সম্পদ সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু বণ্টন

অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে মাকাসিদুশ শারি'আহ এর প্রধান লক্ষ্য হলো সম্পদ সংরক্ষণ এর মাধ্যমে সম্পদের কেন্দ্রীকরণ রোধ করা এবং এর সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করা।

**যাকাত ও উশর-এর কার্যকারিতা:** ইসলামে যাকাতকে বাধ্যতামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা ধনীদের সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্রদের কাছে স্থানান্তরিত করে। বাংলাদেশে যদি যাকাত ও উশর ব্যবস্থা সঠিকভাবে ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত হয়, তবে তা দারিদ্র্য হ্রাস এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে।

**রিবা (সুদ) নিষিদ্ধকরণ:** সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা সম্পদকে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর হাতে পুঞ্জীভূত করে। মাকাসিদুশ শারি'আহ সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের (মুদারাবা, মুশারাকা) ভিত্তিতে অর্থনীতিকে গতিশীল করার কথা বলে, যা ঝুঁকি ও প্রতিদানকে সমাজের সকল স্তরে ছড়িয়ে দেয়।

**সঞ্চয় নয়, বিনিয়োগ:** মাকাসিদের দর্শন সম্পদকে অলসভাবে ফেলে না রেখে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করে। কারণ অলস সম্পদের উপর যাকাত ধার্য হয়, যা ব্যক্তিকে বিনিয়োগে অনুপ্রাণিত করে এবং অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

### ২. জীবন ও মৌলিক প্রয়োজন সংরক্ষণ

মাকাসিদুশ শারি'আহ জীবন সংরক্ষণ এর মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন যেমন— খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধানকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হিসেবে ঘোষণা করে।

**সামাজিক নিরাপত্তা জাল:** অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের সময় সমাজের অতি-দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য শক্তিশালী সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরির দিকে নযর দেয়া, যাতে কেউ ন্যূনতম জীবনধারণের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়।

**মানবিক কর্মসংস্থান:** এমন অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও মানবিক জীবনযাপন নিশ্চিত হয়।

### ৩. জ্ঞান ও বুদ্ধির সংরক্ষণ: সক্ষমতা বৃদ্ধি

অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বাড়ানো অপরিহার্য। মাকাসিদের 'আকল সংরক্ষণ' এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়।

**সার্বজনীন মানসম্মত শিক্ষা:** শিক্ষাকে সহজলভ্য ও মানসম্মত করে তোলা, বিশেষ করে দরিদ্র ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য, যাতে তারা দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হয়ে উন্নত আয়ের সুযোগ পায়।

**কারিগরি প্রশিক্ষণ:** বেকারত্ব কমাতে এবং আয় বৈষম্য কমাতে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণের প্রসার ঘটানো, যা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

**৪. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা (আল-মাসলাহা আল-আম্মাহ)**

মাকাসিদুশ শারি'আহ এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো বৃহত্তর জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা, যার ভিত্তি হলো ন্যায়বিচার।

**স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা:** অর্থনৈতিক লেনদেন, কর ব্যবস্থা ও সরকারি বরাদ্দে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, যাতে দুর্নীতি ও অবৈধভাবে সম্পদ অর্জনের মাধ্যমে বৈষম্য সৃষ্টি না হয়।

**একচেটিয়া ব্যবসা রোধ:** বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা এবং একচেটিয়া ব্যবসা বা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে যদি টেকসই ও সুষম করতে হয়, তবে কেবল জিডিপি বৃদ্ধির সংকীর্ণ লক্ষ্য থেকে বেরিয়ে এসে মাকাসিদুশ শারি'আহ এর কল্যাণমুখী দর্শনকে নীতি প্রণয়নে গ্রহণ করা জরুরি। সম্পদের ন্যায্য বণ্টন, সুদবিহীন লেনদেন, কার্যকর যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন, এবং সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা এই নীতিগুলি অনুসরণের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করা সম্ভব। মাকাসিদের দর্শন একটি নৈতিক অর্থনীতির পথ দেখায়, যা কেবল বিত্তবানদের উন্নতি নয়, বরং সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য শান্তি, সমৃদ্ধি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।

## ১২. ফিকহী মতবিরোধ পূর্ণ বিষয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বনে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োজনীয়তা

ইসলাম এমন এক পরিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য প্রণীত হয়েছে। ইসলামী শরিয়াহর বিধানসমূহ মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রকে আচ্ছাদিত

করে রেখেছে। তবে শারি'আহর বিধানসমূহ বোঝা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফকীহগণ মাঝে মাঝে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন, যা ইতিহাসে "ফিকহি মতবিরোধ" (اختلاف فقهي) নামে পরিচিত। আর এ "ফিকহি মতবিরোধ" এর কারণ হচ্ছ النصوص المحتملة والعقول المختلفة (নসের একাধিক অর্থের সম্ভাবনা ও মানুষের আকলের ভিন্নতা)। এ মতবিরোধ কোনো দুর্বলতা নয়, বরং এটি শারি'আহর গভীরতা ও নমনীয়তার প্রতিফলন।

তবে বিভিন্ন যুগে ফিকহি মতবিরোধ যা কখনো বৈচিত্র্য ও সহজতার প্রতিফলন হলেও কখনো বিভাজন ও সংঘাতের কারণ হয়েছে। এ মতবিরোধের মাঝে মধ্যমপন্থা অবলম্বনই ইসলাম নির্দেশিত পথ। মাকাসিদুশ শারি'আহ (مقاصد الشريعة) অর্থাৎ শারি'আহর উদ্দেশ্যসমূহ আমাদের এই ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার কখনো এ মতবিরোধ সমাজে বিভক্তি ও অনৈক্যের জন্ম দেয়। তাই এ ধরনের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন অত্যন্ত জরুরি। আর এ ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের জন্য মাকাসিদুশ শারি'আহ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করে।

**মাকাসিদুশ শারি'আহ: সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য**

"মাকাসিদুশ শারি'আহ" (مقاصد الشريعة) শব্দগুচ্ছের অর্থ হলো ইসলামী শারি'আহর মূল উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বা অভিপ্রায়। ইমাম আশ-শাতিবি (রহ.) বলেন—

الشريعة إنما وُضعت لمصالح العباد في الدنيا والآخرة

"শারি'আহ প্রণীত হয়েছে বান্দাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধনের জন্য।"[467]

ইসলামী শারি'আহ পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্য সংরক্ষণে নিবেদিত, যেগুলোকে বলা হয় আল-মাকাসিদুল খামসাহ (المقاصد الخمسة):

১. দ্বীন (ধর্ম) সংরক্ষণ

২. নফস (জীবন) সংরক্ষণ

৩. 'আকল (বুদ্ধি) সংরক্ষণ

---

[467]. আশ-শাতিবি, প্রাগুক্ত

৪. নসল (বংশধারা) সংরক্ষণ

৫. মাল (সম্পদ) সংরক্ষণ

এ পাঁচটি উদ্দেশ্যই ইসলামী ফিকহ ও বিধানের কেন্দ্রবিন্দু।

**ফিকহি মতবিরোধ: প্রকৃতি ও কারণ**

ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই সাহাবা ও তাবেঈনদের মধ্যে কিছু বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য দেখা গেছে। এসব মতবিরোধের কারণ ছিল—

কুরআন ও হাদীসের ভাষাগত পার্থক্য,

হাদীসের প্রাপ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা,

ক্বিয়াস ও ইজতিহাদের ভিন্ন পদ্ধতি,

সামাজিক ও ভৌগোলিক বাস্তবতা।

যেমন—ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যুক্তি ও ক্বিয়াসে দক্ষ ছিলেন; ইমাম মালিক (রহ.) মদীনার আমলকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন; ইমাম শাফেয়ী (রহ.) হাদীসের বিশুদ্ধতা ও ভাষাগত বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দিয়েছেন; আর ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) মূলত রিওয়ায়েতের ওপর নির্ভর করেছেন।

এগুলো ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশেরই প্রমাণ, বিভাজনের নয়।

**মধ্যমপন্থা অবলম্বনে মাকাসিদুশ শারি'আহর ভূমিকা**

**১. উদ্দেশ্যনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করে**

মাকাসিদুশ শারি'আহ শেখায় যে, শারি'আহর প্রতিটি বিধানের অন্তরে কল্যাণ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিহিত। তাই কোনো ফিকহি মতভেদে শারি'আহর উদ্দেশ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে সমাধান খোঁজা মধ্যপন্থার নিদর্শন।

কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

"এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতি বানিয়েছি।"[468]

---

[468]. আল-কুরআন, ২: ১৪৩

### ২. ইজতিহাদের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে

মাকাসিদুশ শারি'আহ স্বীকার করে যে, শারি'আহর উদ্দেশ্য এক হলেও ইজতিহাদের পথে পার্থক্য থাকতে পারে। তাই এক আলেমের ভিন্ন মত থাকা মানে ভুল নয়; বরং এটি শারি'আহর নমনীয়তা ও মানবকল্যাণের সুযোগ বৃদ্ধি করে।

### ৩. উম্মাহর ঐক্য রক্ষায় সহায়তা করে

যখন ফিকহি মতবিরোধকে মাকাসিদুশ শারি'আহর আলোকে দেখা হয়, তখন অগ্রাধিকার পায় উম্মাহর ঐক্য, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা। এতে বিভাজন ও দলাদলি এড়িয়ে ইসলামী ঐক্য রক্ষা করা সম্ভব হয়।

### ৪. কট্টরতা ও উদাসীনতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে

মাকাসিদুশ শারি'আহ একদিকে শারি'আহর কঠোরতা রক্ষা করে, অপরদিকে মানবিকতা ও বাস্তবতার প্রতি গুরুত্ব দেয়। ফলে এটি অতিরিক্ত কঠোরতা (تَشْدِيد) ও অতিরিক্ত সহজতা (تَسَاهُل) উভয় দিকের মধ্যবর্তী অবস্থান নির্দেশ করে।

### ৫. আধুনিক ফিকহি সমস্যায় ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান দেয়

আধুনিক যুগে চিকিৎসা, অর্থনীতি, প্রযুক্তি, ও পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে নতুন প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে মাকাসিদের আলোকে ফতোয়া প্রদান করলে তা একপাক্ষিক না হয়ে মানবকল্যাণমূলক ও বাস্তবসম্মত হয়।

যেমন—চিকিৎসায় হারাম উপাদান ব্যবহারের অনুমতি নিয়ে মতভেদ আছে। মাকাসিদুশ শারি'আহর আলোকে দেখা যায়, যদি প্রাণরক্ষা উদ্দেশ্য হয় এবং বিকল্প না থাকে, তবে এটি "الضرورات تبيح المحظورات" (অপরিহার্যতা নিষিদ্ধ জিনিসকে বৈধ করে) নীতির আলোকে অনুমোদিত হতে পারে। এটি মধ্যমপন্থারই প্রতিফলন।

### উদাহরণ

ধরা যাক, রোগ নিরাময়ে অ্যালকোহলযুক্ত ওষুধ ব্যবহারে মতভেদ আছে। কেউ একে হারাম বলেছেন, কেউ অনুমোদন দিয়েছেন। মাকাসিদুশ শারি'আহর আলোকে দেখা যায়, যদি প্রাণ রক্ষার জন্য এটি

অপরিহার্য হয় এবং বিকল্প না থাকে, তবে এটি অনুমোদনযোগ্য। কারণ এখানে শারি'আহর উদ্দেশ্য হলো জীবন রক্ষা, যা ইসলামের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য।

ফিকহি মতবিরোধ ইসলামের বৈচিত্র্য ও ইজতিহাদের সৌন্দর্যের নিদর্শন। তবে এ মতভেদ যেন বিভেদে রূপ না নেয়, এজন্য মাকাসিদুশ শারি'আহর আলোকে মধ্যমপন্থা অবলম্বন অপরিহার্য। শারি'আহর উদ্দেশ্যগুলো আমাদের শেখায় সহনশীলতা, ন্যায়, ও মানবকল্যাণই ইসলামি ফিকহের প্রকৃত ভিত্তি। এই চেতনা অনুযায়ী চললেই উম্মাহর ঐক্য, শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব।

বাংলাদেশে মাকাসিদুশ শারি'আহ চর্চা কেবল একটি তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় নয়; বরং এটি রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে ইসলামের কল্যাণমুখী, ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত প্রয়োগের অপরিহার্য ভিত্তি। মাকাসিদুশ শারি'আহের যথাযথ চর্চাই বাংলাদেশে ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের পথ সুগম করতে পারে।

# একাদশ অধ্যায়

# মাকাসিদুশ শারি'আহ চর্চায় আলেমদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি

## সারসংক্ষেপ

এ অধ্যায় পাঠান্তে নিম্নোক্ত ইমামগণের মাকাসিদ দর্শন সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে:

১. ইমাম শাতিবী রহ. এর মাকাসিদ দর্শন

২. ইমাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. এর মাকাসিদ দর্শন

৩. ইমাম আল-হারামাইন আল-জুওয়াইনী রহ. তাঁর মাকাসিদ দর্শন

৪. ইমাম আল-গাযালী রহ. তাঁর মাকাসিদ দর্শন

৫. ইমাম আল-ইযয ইবন আবদিস সালাম রহ. ও তাঁর মাকাসিদ দর্শন

৬. ইবন আশুর রহ. ও তাঁর মাকাসিদ দর্শন

৭. আ'ল্লাল আল-ফাসি রহ. ও তাঁর মাকাসিদ দর্শন

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এবং রাসূলুল্লাহ সা. এর বিভিন্ন হাদিসে মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রয়োগ পাওয়া যায়। সাহাবায়ে কিরাম রা. এ মাকাসিদের আলোকে উদ্ভুত নতুন নতুন সমস্যা ও সংকটে ইজতিহাদ করতেন এবং নিত্য নতুন জিজ্ঞাসাসমূহের শারঈ সমাধান দিতেন। শারি'আহর বিধিবিধানের সাধারণ মাকাসিদ ও বিশেষ মাকাসিদ উভয়টিই সামনে রেখে কিয়াস ও ইজতিহাদের ধারাবাহিকতা বিভিন্ন যুগে বিদ্যমান ছিলো। উলামায়ে কিরাম নিজেদের কিতাবসমূহে বিধি-বিধানের ইল্লাত ও মাকাসিদের উপর ব্যাপক আলোকপাত করেছেন। এরপর উসূলবিদ আলিমগণ তাকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে রূপদানের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। অতঃপর এ বিষয়ে অনেক চিন্তা-গবেষণা করে তাকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রে রূপ দিতে সক্ষম হন। হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইমামুল মাকাসিদ আবু ইসহাক আশ-শাতিবী রহ. তাকে চূড়ান্ত উত্থান পর্বে পৌছে দেন। তার কিতাব 'আল-মুওয়াফাকাত' মাকাসিদুশ শারি'আহ বিষয়ে একটি যুগান্তকারী কিতাব হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

ইমাম শাতিবীর পূর্বে অনেক উসূলবিদ আলিম এ বিষয়ে কলম ধরেছেন এবং সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাদের মধ্যে ইমামুল হারামাইন আল-জুওয়াইনী রহ., ইমাম গাযালী রহ., ইমাম ইযযুদ্দীন ইবন আব্দুস সালাম রহ., ইমাম শিহাবুদ্দীন কারাফী রহ., শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহ. এবং ইমাম ইবনুল কায়্যিম জাওযিয়া রহ. প্রমুখগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইমাম শাতিবীর পর শেষের দিকে যারা মাকাসিদ শাস্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন এনেছেন তাদের মধ্যে তিউনিসিয়ার শায়খ মুহাম্মদ তাহির ইবন আশূর রহ., আল্লাল আল-ফাসি রহ., সা'দ আলয়ূবী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে মাকাসিদ শাস্ত্রের কয়েকজন আলোকিত ইমাম ও তাদের মাকাসিদ দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হলো:

## ১. ইমাম শাতিবী রহ. ও তাঁর মাকাসিদ দর্শন

ইমাম আবু ইসহাক আশ-শাতিবীকে মাকাসিদ শাস্ত্রের ইমাম বলা হয়। তার পূর্বে এ শাস্ত্রের আলোচনা শুরু হয়েছিলো; কিন্তু তিনিই প্রথম এটাকে একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রের রূপ দান করেন। এজন্য ইমাম শাতিবীর চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি অতীতের সকল চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবেষ্টন করে। এ ময়দানে তার চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিই পরিপূর্ণ ও সর্বজনীন। তারপর শায়খ ইবন আশূর ইমাম শাতিবীর কাজের মধ্যে শুধু সংযোজন ও বৃদ্ধিই করেননি, বরং তার চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব রূপদানে পরিপূর্ণ চেষ্টা চালিয়েছেন। এজন্য ইবন আশূরের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির অধ্যয়ন চিন্তার দরজা খুলে দেয়। ইবন আশূরের পরে বিশ শতকের শেষ দিকের উসূলবিদ ও চিন্তাশীল আলিমগণ মাকাসিদুশ শারি'আহর উপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন এবং নিজেদের গবেষণা, চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা এ শাস্ত্রকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করেন। প্রথমে আমরা মাকাসিদ শাস্ত্রের ইমাম আবু ইসহাক আশ-শাতিবীর চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করব।

ইমাম শাতিবী রহ. তার 'আল-মুওয়াফাকাত' গ্রন্থে মাকাসিদকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন-

**প্রথম প্রকার: مقاصد الشارع বা শারি'আহ প্রণেতার মাকাসিদ**

**দ্বিতীয় প্রকার: مقاصد المكلف বা বান্দার মাকাসিদ**

এ দুই প্রকারের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ:

**প্রথম প্রকার: مقاصد الشارع বা শারি'আহ প্রণেতার মাকাসিদ**

শারি’আহ প্রণয়নকারী সত্তা মূলত আল্লাহ তা’আলা এবং তাঁর রাসূল স.। শারি’আহ প্রণয়নের দ্বারা আল্লাহ তা’আলার কী উদ্দেশ্য, কেন তিনি শারি’আহর বিধি-বিধান নাযিল করলেন, এসব বিধি-বিধান নাযিলের পিছনে তাঁর কী উদ্দেশ্য লুকায়িত? এটাকেই শারি’আহ প্রণেতার মাকাসিদ (مقاصد الشارع) বলা হয়। আল্লাহ তা’আলার কোনো কাজ হিকমাহ ও প্রজ্ঞা থেকে খালি হয় না। আল্লাহ তা’আলা মানুষের জন্য যেসব বিধান নাযিল করেছেন তা দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য কী? কেন তিনি শারি’আহর এসব বিধান প্রণয়ন করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তরই প্রথম প্রকার।

**“এ প্রকার মাকাসিদকে ইমাম শাতিবী রহ. চারভাগে বিভক্ত করেছেন-**

১) قصد الشارع في وضع الشريعة (শারি’আহ প্রণয়নের ক্ষেত্রে শারি’আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য)

২) قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام (শারি’আহ বোঝার ক্ষেত্রে শারি’আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য)

৩) قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها (বান্দাকে শারি’আহ পালনে বাধ্য করার ক্ষেত্রে শারি’আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য)

৪) (قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة ) (বান্দাকে শারি’আহর বিধিবিধানের আওতায় আনার ক্ষেত্রে শারি’আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য)”[469]

এ চার প্রকার মাকাসিদকে ইমাম শাতিবী রহ. مقاصد الشارع (শারি’আহ প্রণেতার মাকাসিদ) শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এ চার প্রকার মাকাসিদ হলো ‘শারি’আহ প্রণেতার মাকাসিদ’। যার বিশ্লেষণ নিম্নরূপ:

**১) قصد الشارع في وضع الشريعة (শারি’আহ প্রণয়নের ক্ষেত্রে শারি’আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য)**

শারি’আহ প্রণেতা মহান আল্লাহ তা’আলা কী উদ্দেশ্যে এ শারি’আহ প্রণয়ন করেছেন? ইমাম শাতিবীর নিকট শারি’আহর বিধিবিধান প্রণয়নের দ্বারা আল্লাহ তা’আলার উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে বান্দার মাসলাহা বা কল্যাণ নিশ্চিত করা। ইমাম শাতিবী বলেন, ' শারি’আহর বিধি-

---

469. শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৬

বিধান এজন্য প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে শারি’আহ মানুষের কাছে যে মাসলাহা বা কল্যাণ প্রত্যাশা করে তা যেনো পূর্ণ হয়। সংক্ষেপে যাকে বলা যায় تحفيظ الشريعة باختيار المصالح। অর্থাৎ বান্দা কর্তৃক শারি’আহর বিধি-বিধান পালনের মধ্য দিয়ে শারি’আহর মাসালিহ ও কল্যাণ গ্রহণপূর্বক শারি’আহ সংরক্ষণ করা। এটাই শারি’আহর মাকাসিদ।

**২) قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام (শারি’আহ বোঝার ক্ষেত্রে শারি’আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য)**

তাফহীমে শারি’আহ বা শারি’আহ বোঝার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য কী? এ প্রসঙ্গে ইমাম শাতিবী রহ. দুটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন-

০১. শারি’আহ 'আরবী ভাষায়' নাযিল হয়েছে

০২. শারি’আহ উম্মিদের প্রতি নাযিল হয়েছে

**শারি’আহ আরবী ভাষায় নাযিল হওয়ার ব্যাখ্যা**

শারি’আহ আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে- এর উদ্দেশ্য হলো শারি’আহর প্রথম উৎস কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। এটা বোঝার জন্য আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা ছাড়া কুরআন ও শারি’আহ বোঝা সম্ভব নয়। সুতরাং তাফহীমে শারি’আহ বা শারি’আহ বোঝার জন্য যেমন আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য, তেমনিভাবে শারি’আহর মাকাসিদ বোঝার জন্যও আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। ইমাম শাতিবী রহ. বলেন-

الشريعة عربية، وإن كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم، فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة ، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة

“শারি’আহ আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে; তাহলে শারি’আহ সে ব্যক্তিই পূর্ণাঙ্গভাবে বোঝতে সক্ষম, যে আরবী ভাষা পূর্ণাঙ্গভাবে বোঝতে সক্ষম। যদি আমরা ধরে নিই, কেউ আরবী ভাষা বোঝার ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরের, তাহলে সে শারি’আহ বোঝার ক্ষেত্রেও প্রাথমিক স্তরের হবে। এমনিভাবে যদি সে আরবী ভাষা বোঝার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরের হয়, তাহলে সে শারি’আহ বোঝার ক্ষেত্রেও মাধ্যমিক স্তরের হবে। মাধ্যমিক স্তরের ব্যক্তি চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হতে পারে না।

আর যদি সে আরবী ভাষা বোঝার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত স্তরের হয়, তাহলে সে শারি'আহ বোঝার ক্ষেত্রেও উচ্চ স্তরের হবে"।[470] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إنا أنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"আমি কুরআনকে আরবী ভাষায় নাযিল করেছি। যাতে তোমরা বোঝতে পারো।"[471]

তিনি আরো বলেন,

لِسَانُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ إلِيهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ

"তারা যার প্রতি এটা আরোপ করে যে, এর ভাষা আরবী নয়। অথচ এটা (কুরআন) স্পষ্ট আরবী ভাষা।"[472] এসব আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। আর আরবী শব্দসমূহের একাধিক অর্থ, ভিন্ন ভিন্ন মর্ম এবং সমার্থক শব্দাবলী থাকে। এসব কিছু দাবী করে, যতক্ষণ পর্যন্ত আরবী ভাষার সব রীতিনীতি ও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে দক্ষতা অর্জিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সঠিক অনুবাদ করা সম্ভব নয়। আর এ কারণেই ইমাম ইবন তাইমিয়া বলেছেন, "কুরআনের অনুবাদ সম্ভব নয়"।

## কুরআন উম্মিদের প্রতি নাযিল হওয়ার ব্যাখ্যা

শারি'আহ উম্মিদের প্রতি নাযিল হয়েছে- ইমাম শাতিবী এ কথাকে هذه الشريعة المباركة أمية বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।[473] অর্থাৎ যারা শারি'আহর প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ এবং যাদের উপর শারি'আহ প্রথম নাযিল হয়েছে, তারা 'উম্মী' ছিলেন তথা লেখাপড়া জানতেন না। তাদের শুভ্র প্রকৃতি অনুযায়ী কুরআন নাযিল হচ্ছিলো। এজন্য তাতে সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গভাবে মানবতার মাসালিহ ও কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

"ইমাম শাতিবী রহ. বলেন, মাকাসিদুশ শারি'আহ আরবী ভাষা ও তার নির্ধারিত নিময়-পদ্ধতির আলোকেই বোঝা প্রয়োজন। আরবী ভাষায় কখনো ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ বলে বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য

---

470. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২, ৪৮৩

471. আল-কুরআন, ১২: ২

472. আল-কুরআন, ১৬: ১০৩

473. আশ-শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৬

নেয়া হয়, কখনো ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ বলে বিশেষ অর্থ নেয়া হয় এবং কখনো বাহ্যিক অর্থবোধক শব্দ বলে অভ্যন্তরীন অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া হয়। এগুলো বাক্যের শুরু, শেষ ও মাঝের দ্বারা স্পষ্ট হয়। কথার মধ্যে প্রথম অংশের মর্ম শেষ অংশ দিয়ে প্রকাশ পায় এবং শেষ অংশের মর্ম নির্ধারণ হয় প্রথম অংশ দিয়ে। কখনো বাহ্যিক শব্দ দিয়ে প্রকৃত অর্থ বোঝা যায় না, বরং এর জন্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ে। কখনো একই জিনিসের কয়েকটা নাম হয়, আবার অনেক জিনিসের এক নাম হয়। এসব বিষয় আরবী ভাষায় প্রচলন আছে এবং এই তারতীব ও পদ্ধতিতেই কুরআন নাযিল হয়েছে। সুতরাং কুরআনের মর্ম ও উদ্দেশ্য উদঘাটন করার জন্য আরবী ভাষার প্রচলিত নিয়ম-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, যে অনুযায়ী কুরআন নাযিল হয়েছে। তাই শারি'আহ বোঝার ক্ষেত্রে শারি'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য হলো আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা"।[474]

**৩) قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها (বান্দাকে শারি'আহ পালনে বাধ্য করার ক্ষেত্রে শারি'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য)**

মানুষকে শারি'আহ পালনে বাধ্য করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য কী? অর্থাৎ মানুষ কোন পর্যায়ে শারি'আহ পালনে বাধ্য এবং কোন পর্যায়ে বাধ্য নয়? এ প্রশ্নের উত্তরে ইমাম শাতিবী রহ. দুটি বিষয় আলোচনা করেছেন-

**০১. এমন হুকুম পালনে বাধ্য করা যা মানুষের শক্তি ও সামর্থের বাইরে:**

প্রথম বিষয় হলো এমন কাজের হুকুম দেয়া যা মানুষের শক্তি ও সামর্থের বাইরে। ইমাম শাতিবী বলেন, শারি'আহ মানুষকে এমন কাজের হুকুম দেয়নি যা তার শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে। পবিত্র কুরআন পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছে- لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"আল্লাহ কারো উপর তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বভার চাপান না।"[475]

শারি'আহ পালনে মানুষকে বাধ্য করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য হলো বান্দার শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে শারি'আহর উপর আমল করতে বাধ্য করা। যেসব বিষয় পালন করা বান্দার শক্তি

[474]. শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৪

[475]. আল-কুরআন, ২: ২৮৬

ও সামর্থ্যের বাইরে, সেসব বিষয় তার কাছে দাবী করা শরীয়তে অনুমোদন নেই। এ বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য ইমাম শাতিবী লেখেন-

ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو سببه القدرة على المكلف به فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا وإن جاز عقلا

“উসূল শাস্ত্রে এ কথা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, বাধ্য করার ক্ষেত্রে শর্ত বা সবব হলো সে বিষয়ে তার শক্তি ও সামর্থ্য থাকা। সুতরাং যে বিষয়ে বান্দার শক্তি ও সামর্থ্য নেই তাতে বাধ্য করা শরীয়তে অনুমোদন নেই, বিবেকের দৃষ্টি তা অনুমোদিত হলেও”।[476]

“উদাহরণস্বরূপ মানুষের প্রাকৃতিক বিষয়াবলী যেমন খাওয়া, পান করা, ঘুমানো, বাথরুম করা ইত্যাদি এবং জন্মগত গুণাবলী যেমন মোটা হওয়া, পাতলা হওয়া, লম্বা হওয়া, খাটো হওয়া ইত্যাদি বিষয়াবলি। এসব বিষয়াবলী বান্দার শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে। কারণ যদি কাউকে বলা হয়, তুমি কখনো ঘুমাবে না, পানাহার করবে না বা বাথরুম করবে না অথবা তুমি খাটো আছো লম্বা হয়ে যাও বা লম্বা আছো খাটো হয়ে যাও। এসব বিষয় বান্দার ক্ষমতার বাইরে”।[477]

মানুষকে তার শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে নির্দেশ দেয়া যেহেতু শারি’আহর উদ্দেশ্য নয়, তাই ইমাম শাতিবী এ বিষয়ে আলোচনা করেননি।

### ০২. এমন হুকুম পালনে বাধ্য করা যা মানুষের শক্তির ভেতরে তবে তাতে কিছু কষ্ট আছে

“দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কুরআন ও সুন্নাহ মানুষকে সে সব বিষয় পালনে বাধ্য করেছে, যাতে মানুষের শক্তি ও সামর্থ্য আছে। তবে তাতে কিছু কষ্ট আছে। এখন কথা হলো- কোন বিধানে কী পরিমাণ কষ্ট পাওয়া যায় তা কীভাবে নির্ণয় করা হবে। অনেক সময় স্পষ্ট হয় না যে, তাতে কষ্ট আছে কী না এবং থাকলে কী পরিমাণ আছে। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ তাআলা একে অপরকে মহব্বত করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহব্বতের সম্পর্ক অন্তরের সাথে যা মানুষের সাধ্যের মধ্যে নেই। অথচ

[476]. ইমাম শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ ২, পৃ. ৮৮

[477]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

শারি'আহর বিধি-বিধান মানুষের সাধ্যের মধ্যে। তাহলে আল্লাহ তাআলা কী সাধ্যের বাইরে নির্দেশ দিলেন? এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে স্পষ্ট হয় যে, আসলে শারি'আহর বিধানের সম্পর্ক উপকরণের সাথে যা অর্জন করা মানুষের সাধ্যের মধ্যে। যেমন মহব্বত করার নির্দেশের অর্থ হলো এমন উপকরণ গ্রহণ করা যা দ্বারা মহব্বত সৃষ্টি হয়। এটা সাধ্যের ভিতরে।

শারি'আহর বিধি-বিধানে যে কষ্ট নিহিত আছে তা কোন স্তরের কষ্ট এবং সে কষ্ট কখন রুখসত (ছাড়) হয় আর কখন হয় না? এ ব্যাপারে ইমাম শাতিবী বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি লেখেন, এ ধরনের বিধি-বিধান দ্বারা মানুষকে কষ্ট ও পেরেশানীতে ফেলা আল্লাহর উদ্দেশ্য নয় এবং এসব বিধি-বিধানে বিদ্যমান কষ্ট ও পেরেশানীও আল্লাহর কোনো উদ্দেশ্য নয়। এর দলীল সেসব আয়াত ও হাদীস, যাতে বলা হয়েছে, শারি'আহর বিধি-বিধান সহজ ও কঠিনমুক্ত। এছাড়া বিভিন্ন বিধানে দেয়া শারি'আহর রুখসত বা ছাড়ও এর দলীল। সুতরাং কষ্ট ও পেরেশানীতে ফেলাই যদি শারি'আহর উদ্দেশ্য হতো তাহলে শরীআহ'র পক্ষ থেকে কোনো রুখসত বা ছাড় দেয়া হতো না। ইমাম শাতিবী আরো লেখেন, শারি'আহর কিছু বিধানে বাহ্যিক দৃষ্টিতে কষ্ট ও পেরেশানী মনে হলেও সাধারণ অবস্থায় তাতে কোনো কষ্ট নেই"।[478]

**৪) قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة (বান্দাকে শারি'আহর বিধি-বিধানের আওতায় আনার ক্ষেত্রে শারি'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য)**

মানুষকে শারি'আহর বিধি-বিধানের অধীনে আনার ক্ষেত্রে শারি'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য কী? এ ব্যাপারে ইমাম শাতিবী বলেন, মুকাল্লাফ তথা মানুষকে শারি'আহর বিধি-বিধানের আওতায় আনার ক্ষেত্রে শারি'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে নফসের গোলামী থেকে বের করে আনা, যাতে সে নিজের ইচ্ছায় আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দা হয়ে যায়। মানুষকে শারি'আহর বিধি-বিধানের আওতায় আনার দ্বারা শারি'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য হলো, যাতে মানুষ নফস ও প্রবৃত্তির গোলাম না হয়ে আল্লাহর গোলাম হয়ে যায়। এ মূলনীতি থেকে কয়েকটি কায়দা বের হয়:

[478]. শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৬

**ক.** যে আমলের উদ্দেশ্য হবে শুধু নফস ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করা, আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না, সে আমল পরিপূর্ণভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যে আমলের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর নির্দেশ পালন ও তার সন্তুষ্টি অর্জন করা, সেটাই অকাট্যভাবে সঠিক ও হক।

**খ.** নফস ও প্রবৃত্তির অনুসরণ অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। চাই তা যত পছন্দনীয় আমলের মাঝেই পাওয়া যাক না কেন। কেননা ধারাবাহিক নফসের চাহিদার অনুসরণ মানুষের মধ্যে চাহিদাকে আরো বাড়িয়ে তোলে এবং তাকে শারি'আহর অনুসরণ থেকে দূরে সরিয়ে নফসের চাহিদার অনুসরণে অভ্যস্ত করে তোলে। এই অবস্থায় মানুষ শারি'আহর বিধিবিধান থেকে বের হয়ে হারামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

**দ্বিতীয় প্রকার: مقاصد المكلف বা বান্দার মাকাসিদ**

'মুকাল্লাফ' দ্বারা উদ্দেশ্য বান্দা তথা যাদের জন্য শারি'আহর বিধি-বিধান নাযিল করা হয়েছে। শারি'আহর বিধি-বিধান পালনের দ্বারা বান্দার উদ্দেশ্যকেই বান্দার মাকাসিদ (مقاصد المكلف) বলা হয়। মানুষের মধ্যে অক্ষম ও নাবালেগ শিশু ছাড়া বাকি সবাই শারি'আহর মুকাল্লাফ তথা তাদের উপর শারি'আহর বিধান প্রযোজ্য। তাদের কাজ হলো আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলা। এ আনুগত্যকেই আরবী ভাষায় 'তাকলীফ' বলা হয়। আর যারা আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলেন তাদেরকে 'মুকাল্লাফ' তথা বান্দা বলা হয়। কুরআনুল কারীম এ অর্থেই বলেছে,

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"আল্লাহ কারো উপর তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বভার চাপিয়ে দেন না।"[479]

"শারি'আহর বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে বান্দার উদ্দেশ্য কী হবে? এবং কোন নিয়ত ও চেতনায় সে আমল করবে? এটাই مقاصد المكلف তথা মানুষের মাকাসিদ ও উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাতিবী বলেন, সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আমল চাই ইবাদত হোক বা আচার-অভ্যাস হোক। তাতে মানুষের নিয়ত ও ইচ্ছারই মৌলিক ভূমিকা থাকে। কোনো আমলের পিছনে আমলকারীর ইচ্ছা ও নিয়তই সে আমলের গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়। মানুষের নিয়ত ও ইচ্ছা দ্বারাই আমল সঠিক অথবা বাতিল হয়। আমল কখন ইবাদত হয় এবং কখন রিয়া ও লোকপ্রদর্শন হয়- তা নিয়ত ও

[479]. আল-কুরআন, ২: ২৮৬

ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। ইচ্ছা ও নিয়তের কারণেই আমল ফরয অথবা নফল হয়, বরং ঈমান অথবা কুফর হয়। দেখুন, সিজদা একটি আমল। যদি সেটা আল্লাহর জন্য করা হয় তাহলে তা ঈমান হবে আর গায়রুল্লাহর জন্য করা হলে তা কুফর হবে। সিজদা একই আছে। কিন্তু ইচ্ছা ও নিয়ত তার অবস্থানকে বদলে দিচ্ছে। সুতরাং আমলের সাথে নিয়ত ও ইচ্ছা সংশ্লিষ্ট হলেই কেবল তা শারি'আহর বিধান হিসেবে বিবেচিত হবে। যদি কোনো নিয়তই না থাকে তাহলে তা শারি'আহর বিধান হবে না। যেমন ঘুমের ঘোরের আমল ও পাগলের আমলের কোনো হুকুম নেই।

এ ভূমিকার পরে ইমাম শাতিবী বলেন, শারি'আহর বিধিবিধান দ্বারা মুকাল্লাফ তথা মানুষের উদ্দেশ্য হলো মানুষ আমলের সময় সে নিয়ত ও উদ্দেশ্য পোষণ করবে যা ওই আমল দ্বারা শারি'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বান্দার উদ্দেশ্য শারি'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য অনুযায়ী হবে। শারি'আহর বিধি-বিধান যেহেতু মানুষের মাসালিহ ও কল্যাণের জন্য। এজন্য মানুষের কাম্য হলো- সে তার আমল ওই মাসালিহ অনুযায়ীই আঞ্জাম দিবে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, শারি'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য হলো সেসব বিষয় হেফাযত ও সংরক্ষণ করা যা মানুষের জীবনের জন্য অপরিবার্য। এমনিভাবে হাজিয়াত ও তাহসীনিয়াতও সংরক্ষণ করা। এসব বিষয়ের সংরক্ষণের জন্যই মানুষকে মুকাল্লাফ তথা বাধ্য করা হয়েছে। সুতরাং মানুষের কাছে কামনা হলো সে সকল বিষয়ে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করবে যাঁর সে প্রতিনিধি এবং তাঁর বিধি-বিধান ও মাকাসিদকে সঠিক পদ্ধতিতে পালন করার চেষ্টা করবে।

এ মাসআলার দ্বিতীয় দিক হলো কোনো ব্যক্তি যদি শারি'আহর কোনো আমল করে এমতাবস্থায় তার উদ্দেশ্য শারি'আহর উদ্দেশ্যের বিপরীত, তাহলে সে আমল বাতিল বলে গণ্য হবে। এজন্য জরুরী হলো মানুষের আমলে সেটাই উদ্দেশ্য হতে হবে যা ওই আমল দ্বারা শারি'আহ প্রণেতার উদ্দেশ্য।

ইমাম শাতিবী মাকাসিদুশ শারি'আহর উপর ব্যাপক ও বিশাল কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি মাকাসিদুশ শারি'আহর বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে এটিকে একটি স্বতন্ত্র জ্ঞান ও শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্ট করেছেন। ইমাম শাতিবীর পূর্বে বিভিন্ন উসূলবিদ আলিম ও ফকীহ ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে মাকাসিদুশ শারি'আহ বিষয়ে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা পেশ করেছেন। তাদের মধ্যে ইমাম জুওয়াইনী (মৃত্যু ৪৭৮ হিজরী), ইমাম গাযালী (মৃত্যু ৫০৫ হিজরী), ইমাম রাযী (মৃত্যু

৬০৬ হিজরী), ইমাম আমেদী (মৃত্যু ৬৩১ হিজরী), ইমাম ইযযুদ্দীন ইবন আব্দুস সালাম (মৃত্যু ৬৬০ হিজরী), ইমাম শিহাবুদ্দীন কারাফী (মৃত্যু ৬৮৫ হিজরী), ইমাম নাজমুদ্দীন তুফী (মৃত্যু ৭১৬ হিজরী), ইমাম ইবন তাইমিয়া (মৃত্যু ৭২৮), ইমাম ইবনুল কায়্যিম (মৃত্যু ৭৫১ হিজরী) প্রমুখ উলামায়ে কিরাম ও উসূলবিদগণ এ ময়দানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন এবং এ শাস্ত্রকে উত্তরোত্তর উন্নতি, প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেন। তবে ইমাম আবু ইসহাক শাতিবী রহ. এ শাস্ত্রের জনক ও ইমাম"।[480]

## ২. ইমাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. ও তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) (১৭০৩–১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ, সংস্কারক এবং ফিকহের নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তিনি ইসলামী জ্ঞানচর্চায় এমন এক নতুন ধারা সূচনা করেন যেখানে শারি'আহর বাহ্যিক রূপের পাশাপাশি এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বা "মাকাসিদুশ শারি'আহ" এর উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। তাঁর মতে, শারি'আহর মূল লক্ষ্য হলো মানুষের কল্যাণ, ন্যায়বিচার ও সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা। নিচে তাঁর দৃষ্টিতে মাকাসিদের গুরুত্ব সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

### ১. মাকাসিদুশ শারি'আহর মৌলিক ধারণা

"মাকাসিদুশ শারি'আহর" অর্থ শারি'আহর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ইসলামী শারি'আহ কেবল আইন বা বিধান নয়; বরং এটি মানবকল্যাণের পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা। শারি'আহর প্রতিটি বিধান মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদাকে কেন্দ্র করে। আর সে গুলো হলো-

1. ধর্ম (الدين),
2. জীবন (النفس),
3. বুদ্ধি (العقل),
4. বংশ বা বংশধারা (النسل),
5. সম্পদ (المال)

### ২. শরিয়তের গভীর উপলব্ধি অর্জনের মাধ্যম

[480]. শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৩, ৪৯৪

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) এর মতে, শরিয়তের বিধান শুধু আচার-অনুষ্ঠান নয়; এগুলোর পেছনে মানুষের কল্যাণ, ন্যায়বিচার, ভারসাম্য ও সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিহিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি শরিয়তের মাকাসিদ বোঝতে পারে, সে-ই শরিয়তের প্রকৃত রুহ উপলব্ধি করতে সক্ষম।

**৩. "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা"-য় মাকাসিদের তাত্ত্বিক ভিত্তি**

শাহ ওয়ালিউল্লাহর বিখ্যাত গ্রন্থ "حجة الله البالغة" (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা) মাকাসিদুশ শারি'আহ বিষয়ের এক মৌলিক উৎস। তিনি সেখানে শারি'আহর বিধানসমূহকে যুক্তি, প্রজ্ঞা ও সামাজিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর উক্তি:

"إن الله تعالى وضع الشرائع لتكميل الناس في مصالحهم، ودفع الفساد عنهم"

'আল্লাহ তাআলা শারি'আহ প্রণয়ন করেছেন মানুষের কল্যাণ সাধন ও অনিষ্ট দূর করার জন্য'।[481]

এ বক্তব্যে তিনি শারি'আহর মর্মার্থকে কল্যাণমুখী ও উদ্দেশ্যভিত্তিক দৃষ্টিকোণে উপস্থাপন করেছেন যা মাকাসিদ চিন্তার ভিত্তি।

**৪. শারি'আহর লক্ষ্য: ন্যায় ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা**

শাহ ওয়ালিউল্লাহর মতে, শারি'আহর প্রতিটি বিধান সমাজে ভারসাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রণীত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন আর আমাদের দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করুন।"[482]

এখানে স্পষ্ট যে শারি'আহ কেবল আখিরাতে নয়, বরং দুনিয়াতেও মানুষের কল্যাণ কামনা করে।

**৫. ইবাদতের মাকাসিদ: আত্মিক ও সামাজিক উন্নয়ন**

---

[481]. শাহ ওয়ালিউল্লাহ, খ. ১, পৃ. ২

[482]. আল-কুরআন, ২: ২০১

শাহ ওয়ালিউল্লাহ ইবাদতের পেছনের উদ্দেশ্যকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, সালাত, সিয়াম, হজ ও যাকাত এগুলো কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এগুলোর মাধ্যমে মানবাত্মার পরিশুদ্ধি ও সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বলেন,

"إن العبادات شرعت لتزكية النفس وتقويم الأخلاق وربط العبد بخالقه"

'ইবাদত প্রণীত হয়েছে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে, চরিত্রকে শোধন করতে এবং বান্দাকে তার রবের সঙ্গে যুক্ত করতে'।

### ৬. ইজতিহাদ ও ফিকহি মতভেদ নিরসনে মাকাসিদের ভূমিকা

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মনে করেন, মুজতাহিদদের মতভেদ প্রায়ই শারি'আহর উদ্দেশ্য বোঝার পার্থক্যের কারণে ঘটে। তাই সঠিক ইজতিহাদ করতে হলে মাকাসিদ গভীরভাবে অনুধাবন করা জরুরি।
তিনি বলেন,

من لم يتدبر مقاصد الشريعة وقع في الغلط وابتعد عن الصواب

"যে শারি'আহর উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা করে না, সে ভুলে পড়ে এবং সত্য থেকে বিচ্যুত হয়।"[483]
অতএব, শারি'আহর মাকাসিদ বোঝা ছাড়া কোনো মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না।

### ৭. সামাজিক সংস্কার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় মাকাসিদ

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মনে করতেন, শারি'আহর বিধানসমূহ মানবজীবনের পাঁচটি মূল চাহিদা (ধর্ম, জীবন, বুদ্ধি, বংশ, ও সম্পদ) রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত।
তাই মাকাসিদ হলো মানবতার কল্যাণ (مصلحة العباد) অর্জনের মাধ্যম। তাঁর দৃষ্টিতে শারি'আহর মূল লক্ষ্য হলো "মানব সমাজে ভারসাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, যাতে মানুষ আল্লাহর উদ্দেশ্য পূরণের যোগ্য হয়"।
শাহ ওয়ালিউল্লাহর মতে, শারি'আহ কেবল ব্যক্তি নয়, পুরো সমাজকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। নৈতিকতা, অর্থনীতি, রাজনীতি ও পারিবারিক জীবনে শারি'আহর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করলে

---

483. শাহ ওয়ালিউল্লাহ, খ. ১ পৃ. ৫০

সমাজে ন্যায়, শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি সমাজে "الوسطية" (মধ্যপন্থা)-র নীতি প্রচার করেন, যা মাকাসিদের অন্যতম ফল।

### ৮. তাঁর গ্রন্থে মাকাসিদ চিন্তার প্রতিফলন

বিশেষত তাঁর গ্রন্থ "حجة الله البالغة (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা)" তে মাকাসিদুল শারি'আহর ধারণা সুগভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে প্রতিটি বিধানের পেছনে যুক্তি, উদ্দেশ্য ও সামাজিক কল্যাণের ব্যাখ্যা রয়েছে। উদাহরণ: সালাত, যাকাত, সিয়াম, ও হজের মতো ইবাদতের পেছনে মানুষের আত্মিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিহিত আছে।

### ৯. শারি'আহর উদ্দেশ্য: মানবকল্যাণ ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা

শাহ ওয়ালিউল্লাহ বলেন,

إنَّ اللهَ تعالى وضَعَ الشرائعَ لِتَكميلِ النَّاسِ في مَصالِحِهِم، ودَفعِ الفَسادِ عنهم، وتَرتيبِ العالَمِ على أكمَلِ نظامٍ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা শরিয়াত প্রণয়ন করেছেন মানুষের কল্যাণ সম্পূর্ণ করার জন্য, তাদের থেকে অনিষ্ট দূর করার জন্য এবং বিশ্বব্যবস্থাকে সর্বোত্তম ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য।"[484]

এখানে শাহ ওয়ালিউল্লাহ স্পষ্ট করে বলেন যে শরিয়তের প্রতিটি বিধান মানবজীবনের মঙ্গল ও ভারসাম্য রক্ষার জন্যই। এটি মাকাসিদুশ শারি'আহ মূল দর্শন "جلب المصلحة ودرء المفسدة" (কল্যাণ অর্জন ও অনিষ্ট প্রতিরোধ)।

### ১০. ইবাদতের মাকাসিদ: আত্মিক পরিশুদ্ধি ও সামাজিক ঐক্য

শাহ ওয়ালিউল্লাহ বলেন,

إنَّ العباداتِ شرعت لِتَزكِيَةِ النَّفسِ، وتقويمِ الأخلاقِ، وربطِ العبدِ بخالقِهِ، ولتوحيدِ الجماعةِ على طاعةِ اللهِ.

"ইবাদতসমূহ প্রণীত হয়েছে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য, চরিত্রকে শোধন করার জন্য, বান্দাকে তার রবের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার জন্য এবং সমাজকে আল্লাহর আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য"।[485]

---

[484]. শাহ ওয়ালিউল্লাহ, খ. ১ পৃ. ২৫

[485]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

সালাত, সিয়াম, যাকাত ইত্যাদির পেছনে কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং মানুষের আত্মিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিহিত এটাই মাকাসিদের প্রতিফলন।

**১১. সমাজে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠাই শারি'আহর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য**

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী বলেন,

إنَّ الشريعةَ جاءت لتُقيمَ الموازينَ بينَ أفرادِ الناسِ، في الدينِ والدنيا جميعًا

"শারি'আহ এসেছে মানুষদের মধ্যে ধর্মীয় ও দুনিয়াবি সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য।[486] অর্থাৎ, শারি'আহর লক্ষ্য শুধু আখিরাত নয়, দুনিয়াতেও সুবিচার, ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা এটাই মাকাসিদুশ শারি'আহর পূর্ণ ধারণা।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর মতে—"যে মাকাসিদুশ শারি'আহ বোঝে, সে ইসলামের প্রকৃত রুহ বুঝতে পারে"। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর চিন্তায় মাকাসিদুশ শারি'আহ এমন এক কেন্দ্রীয় ধারণা, যা ইসলামী শারি'আহকে একটি জীবন্ত, প্রজ্ঞামূলক ও মানবকল্যাণমুখী ব্যবস্থায় রূপ দেয়। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম সমাজকে পুনরায় আত্মসচেতনতা, ভারসাম্য ও ন্যায়বিচারের পথে আহ্বান জানায় যা আজও সমান প্রাসঙ্গিক ও প্রেরণাদায়ক।

পরিশেষে, মাকাসিদুশ শারি'আহর ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতার উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ উপসংহারে আসতে পারি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি শাস্ত্র হিসেবে সূচনাকাল থেকে অদ্যাবধি মাকাসিদুশ শারি'আহ তিনটি স্তর অতিক্রম করেছে,

**প্রথম স্তর:** অপরাপর বিষয়ের সাথে মাকাসিদ অধ্যয়ন। এ স্তরে মাকাসিদ এককভাবে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে আলোচনা ও অধ্যয়ন করা হয়নি। এ স্তর সাহাবা ও তাবেয়ীদের যুগ থেকে শুরু করে ইমামুল হারামাইন আল-জুওয়াইনীর সময়কাল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ।

**দ্বিতীয় স্তর:** স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে মাকাসিদ অধ্যয়ন। এ স্তরে জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে মাকাসিদ সম্পর্কে আলোচনা, বিশ্লেষণ ও অধ্যয়ন করা হয়েছে। এ স্তর ইমাম আল-জুওয়াইনী থেকে

---

[486]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

শুরু করে আল-ইযয ইবন আব্দুস সালাম, ক্বারাফী, ইবন তাইমিয়াহ এবং ইবন কাইয়্যিম প্রমুখের সময়কাল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ।

**তৃতীয় স্তর:** চূড়ান্ত ও পৃথক গ্রন্থ রচনা। এ স্তরে মাকাসিদুশ শারি'আহর উপর পৃথক রচনার ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে। ইমাম আশ-শাতিবী, ইবন আশুর, আল্লাল ফাছী প্রমুখের সময়কাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি পর্যন্ত এ স্তর বিস্তীর্ণ।[487]

এটি ছিল যুগ পরিক্রমায় মাকাসিদুশ শারি'আহর উৎকর্ষ ও ক্রমবিকাশ। অন্যান্য সকল বিষয়ের ন্যায় মাকাসিদুশ শারি'আহর উপর ব্যাপক আকারে গ্রন্থ রচিত হয়নি, যতক্ষণ না এটি জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। অবশ্যই ইতঃপূর্বে মাকাসিদের উপর আলোচনা ছিল; কিন্তু তা স্বতন্ত্রভাবে ছিল না বরং উসূলে ফিকহের একটি অংশ হিসেবে তা আলোচনা করা হয়েছে। স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে পরিচিতি লাভের পর মাকাসিদুশ শারি'আহর উপর বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং অদ্যাবধি রচিত হচ্ছে।

## ৩. ইমাম আল-হারামাইন আল-জুওয়াইনী রহ. তাঁর মাকাসিদ দর্শন

ইমাম আল-হারামাইন আল-জুওয়াইনী তাঁর আল-বুরহান গ্রন্থের একাধিক স্থানে মাকাসিদ সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন। তিনি মাকাসিদের কতিপয় মূলনীতি ও প্রকারভেদ বিশ্লেষণ করেছেন। মাকাসিদকে তিনি অতি জরুরী (ضروريات) , প্রয়োজনীয় (حاجيات) ও সৌন্দর্যবর্ধক (تحسينيات) এ তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন।[488]

এ ছাড়াও তিনি কতিপয় মূলনীতি পেশ করেছেন, যেমন-
'প্রত্যক্ষ কিয়াস পরিত্যাজ্য হবে যদি তা এমন কোন মৌলিক নীতির সাথে সাংঘর্ষিক হয়, যা কোন জরুরী ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত । উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, সামঞ্জস্যতার বিবেচনায় যদি কিসাসের বিধান পরিত্যাগ করতে হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতার বিবেচনা পরিত্যাগ করতে হবে এবং কিসাস কায়েম করতে হবে। যেমন একজনকে হত্যার অপরাধে কিসাস স্বরূপ একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করা'।[489]

---

487. আল-ইউবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

488. আল-জুওয়াইনী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৯, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

489. প্রাগুক্ত

এছাড়াও তিনি কতিপয় বিধি-বিধান, যেমন ইবাদাত, কিসাস, হুদূদ, তাকবীর, ক্রয়- বিক্রয়, ইজারায় প্রদান ইত্যাদির মাকাসিদ আলোচনা করেছেন।[490]

ইমাম আল-জুওয়াইনী মাকাসিদের জ্ঞান অর্জনকে দীনের গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেন,

ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة

"যে ইসলামী শারি'আহর আদেশ- নিষেধ ইত্যাদির মাকাসিদ সম্পর্কে ভালভাবে অবগত নয় সে মূলত ইসলামী শারি'আহর প্রণয়ন সংক্রান্ত গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী নয়।

এর উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন,
যে ব্যক্তি মনে করে সালাতে তাকবীর বলার ক্ষেত্রে শারি'আহর কোন মাকসাদ নেই; বরং এটি একটি কাকতালীয় বিষয়, সে মূলত মাকাসিদ আশ্-শারি'আহ এবং ইসলামের যাবতীয় আদেশ-নিষেধের অন্তনির্হিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতার জানান দিল।"[491]

## ৪. ইমাম আল-গাযালী রহ. তাঁর মাকাসিদ দর্শন

মাকাসিদুশ শারি'আহ ইসলামী আইনশাস্ত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আর ইমাম আল-গাযালী (রহ.) এ তত্ত্বের বিকাশে অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি শারি'আহর লক্ষ্যগুলোকে কেবল নিছক বিধি-বিধান হিসেবে দেখেননি, বরং সেগুলোকে মানবকল্যাণের মূল ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ইমাম আল-জুওয়াইনীর পর তাঁর শিষ্য ইমাম আল-গাযালী মাকাসিদের উপর গুরুত্বারোপ করেন। মাকাসিদের ব্যাপারে তাঁর লিখনি ছিল আরো সুস্পষ্ট এবং তাৎপর্যপূর্ণ। মানব সমাজের কল্যাণ সাধন ও এর রক্ষনাবেক্ষণকে তিনি ইসলামী শারি'আহর উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করেন। গুরুত্ব ও তাৎপর্যের আলোকে তিনি জনকল্যাণকে, অতিজরুরী, প্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত বা সৌন্দর্যবর্ধক এ তিনটি স্তরে বিভক্ত করেন। এ ছাড়া প্রতিটি স্তরের কতিপয় বিষয় উল্লেখ করেছেন যা সংশ্লিষ্ট স্তরের পরিপূর্ণতা দানকারী হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ইমাম আল- জুওয়াইনী যা উল্লেখ করেছেন তার সাথে তিনি যা সংযুক্ত করেছেন তা হচ্ছে পরিপূর্ণতা দানকারী বিয়ায়াদি। এছাড়াও তিনি উপরোক্ত তিনটি স্তরের অনেক উদাহরণ আলোচনা করেছেন।

---

490. প্রাগুক্ত

491. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

ইমাম আল- গাযালী পাঁচটি মৌলিক ও জরুরী বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং এগুলোর সংরক্ষণ ইসলামী বিধি-বিধানের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন। উপরন্ত যে সকল বিধানের মাধ্যমে এগুলো সংরক্ষণ করা যাবে তিনি তাও আলোচনা করেছেন। তিনি মৌলিক ও জরুরী মাকাসিদেকে পাঁচটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন, যা ইতঃপূর্বে তার শাইখ করেননি। ইমাম আল-গাযালী বলেন,

ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم.

সৃষ্টির জন্য বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে শারি'আহর পাঁচটি মূল উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো হচ্ছে তাদের ধর্ম-বিশ্বাস, জীবন, বিবেক, বংশ এবং সম্পদের হেফাযত ও সংরক্ষণ।[492]

ইমাম আল-গাযালী মাকাসিদ জানা ও চেনার উপায় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والاجماع , মাকাসিদ আশ-শারি'আহ কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে অবগত হওয়া যাবে।[493]

এছাড়াও তিনি বিভিন্ন দলিল- প্রমান উল্লেখ করেছেন যেগুলোর মাধ্যমে মাকাসিদ প্রমাণিত ও সাব্যস্ত করা যাবে। তিনি বলেন,প্রত্যেক কল্যাণ যা শারি'আহর ঐ সকল মাকসাদ এর সংরক্ষণ নিশ্চিত করে যেগুলো কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত, উক্ত কল্যাণও মাকাসিদ এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং মাকাসিদ এর যাবতীয় মূলনীতি সেক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।[494]

এছাড়াও ইমাম আল-গাযালী মাকাসিদ সম্পর্কিত আরো কতিপয় মূলনীতি আলোচনা করেছেন। যেমন, أن كل ما يتضمن حفظ الأصول الخمسة فهو مصلحة , وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ورفعها مصلحة .

“যে সব বিষয় উপর্যুক্ত পাঁচটি মৌলিক বিষয় সংরক্ষণের গ্যারান্টি দেয় তা-ই মাসলাহা বা কল্যাণ। আবার যে সব বিষয় উপর্যুক্ত পাঁচটি মৌলিক বিষয় বিনষ্ট করে তা-ই মাফসাদাহ বা ক্ষতি এবং তা দূরীভূত করা হচ্ছে মাসালহ।”[495]

---

492. আল-গাযালী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৮১, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

493. প্রাগুক্ত

494. প্রাগুক্ত

495. প্রাগুক্ত

উক্ত পাঁচটি মৌলিক বিষয় সংরক্ষণ করা জরুরিয়্যাতের পর্যায়ভুক্ত এবং এটি সর্বোচ্চ স্তরের মাসলাহ।[496]

إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشرع رفع أشد الضررين وأعظم الشرين .

যখন দু'টি মন্দ কিংবা দু'টি ক্ষতিকর বিষয় পরস্পর সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে, তখন অপেক্ষাকৃত স্বল্প ক্ষতি ও মন্দ মেনে নিয়ে বেশি ক্ষতি ও মন্দ রোধ করাই হচ্ছে শারি'আহর বিধি-বিধানের উদ্দেশ্য।[497]

যে সব কল্যাণ শারি'আহর ঐ সকল মাকসাদ এর সংরক্ষণ নিশ্চিত করে না যেগুলো কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত অথবা এমন কল্যাণ যা শারি'আহর বিধি-বিধানের সাথে মানানসই নয়, সে কল্যাণ বাতিল এবং প্রত্যাখ্যাত।[498]

এছাড়াও ইমাম গাযালী বর্ণিত অপর একটি মূলনীতি হচ্ছে, مخالفة مقصود الشرع حرام মাকাসিদ আশ-শারি'আহর বিরোধী অবস্থান নেয়া হারাম।[499]

ইমাম গাযালী মনে করতেন, যদি কোনো নতুন সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধান সরাসরি কুরআন বা সুন্নাহতে নেই, তবে বিচারককে দেখতে হবে ওই বিষয়টি উপরের পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্যের কোনোটিকে রক্ষা করছে কি না। যদি কোনো কাজ এ পাঁচটি বিষয়ের কোনো একটিকে রক্ষা করে, তবে তাকে 'মাসলাহা' হিসেবে গণ্য করা যাবে।

ইমাম আল-গাযালীর এ মাকাসিদ তত্ত্বই পরবর্তীতে ইমাম আল-শাতিবি এবং আধুনিক ফকীহদের জন্য একটি মজবুত ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে, যা বর্তমান সময়ের জটিল আইনি সমস্যা সমাধানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

## ৫. ইমাম আল-ইযয ইবন আবদিস সালাম রহ. ও তাঁর মাকাসিদ দর্শন

তিনি মাকাসিদের আলোচনায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। তিনি মাসালিহ নিয়ে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন যার নাম দিয়েছেন (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) "কাওয়াইদ আল-আহকাম ফি মাসালিহ আল-আনাম" অর্থাৎ, সৃষ্টিকুলের কল্যাণে নিবেদিত ইসলামী বিধি-বিধানের মূলনীতি। উক্ত গ্রন্থে তিনি মাসালিহ এবং মাফাসিদের সত্যিকার তাৎপর্য, প্রকারভেদ, শ্রেণীবিন্যাস, মাসালিহের মাঝে তুলনামূলক

[496]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

[497]. প্রাগুক্ত

[498]. প্রাগুক্ত

[499]. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা, মাসালিহ এবং মাফাসিদের মাঝে অগ্রাধিকার, মাফাসিদের মাঝে তুলনামূলক আলোচনা এবং একটিকে অপরটির উপর অগ্রাধিকার প্রধান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।
এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত গ্রন্থে তিনি মাসালিহ সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন, এটিই মূলত মাকাসিদ। তিনি মাসালিহ ও মাকাসিদ শব্দের সমানভাবে ব্যবহার করেছেন। কখনো মাসালিহ দ্বারা মাকাসিদ, আবার কখনো মাকাসিদ দ্বারা মাসালিহ উদ্দেশ্য করেছেন।[500]

মাকাসিদ আশ- শারি'আহ বিষয়ে ইমাম আল- ইযয ইবন আবদিস সালাম এর আরও কয়েকটি বক্তব্য নিম্নে আলোচনা করা হলো:

الشريعة كلها مصالح : إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح

ইসলামী শারি' আহর পুরটাই হচ্ছে মাসালিহ তথা কল্যাণ অর্জন, চাই তা অকল্যাণ দূর করার মাধ্যমে হোক, কিংবা কল্যাণকর কিছু অর্জন করার মাধ্যমে হোক ।[501]

والمقصود بالشرائع إرفاق العباد

শারি'আহর বিধি-বিধানের চূরান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবতার প্রতি সদয় হওয়া।[502]

জেনে রাখো, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে এমন বিধান প্রণয়ন করেছেন যা উক্ত কাজের মাকাসিদ এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে এবং সংশ্লিষ্ট কল্যাণ অর্জনে সহায়তা করে ।[503]

মহান আল্লাহ'র প্রতিটি বিধি-বিধানের সাথে হিকমাত তথা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য জড়িত রয়েছে এবং শারি'আহ প্রণীত সংশ্লিষ্ট উপায়-উপকরণ ও শর্তাদির মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে।[504]

আমরা কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত মাকাসিদগুলো অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করলে বোঝতে পারবো, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি ছোট বড় কল্যাণ (خير) অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং প্রতিটি ছোট বড় অকল্যাণ (شر) থেকে বারণ করেছেন। সাধারণত 'খাইর' বলতে কল্যাণ অর্জন (جلب المصالح) এবং অকল্যাণ বর্জন(درء المفاسد) বোঝানো হয়।[505]

---

500. ইমাম আল-ইযয ইবন আবদিস, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০, ৪৩, উদ্ধৃত: ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত

501. ইমাম আল-ইযয ইবন আবদিস, প্রাগুক্ত , খ. ১, পৃ. ৯

502. প্রাগুক্ত পৃ. ১৭৫

503. প্রাগুক্ত পৃ. ১২২

504. প্রাগুক্ত পৃ. ১৩০

505. প্রাগুক্ত পৃ. ১৬০

Dhaka University Institutional Repository

## ৬. ইবন আশুর রহ. ও তাঁর মাকাসিদ দর্শন

ইসলামি শারিআ'আহ কেবল কিছু বিধি-বিধানের সমষ্টি নয়; বরং এর প্রতিটি বিধানের পেছনে রয়েছে সুদূরপ্রসারী কল্যাণ, ন্যায়, মানবিকতা ও সামাজিক স্থিতিশীলতার মহান উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যসমূহকে পরিভাষাগতভাবে বলা হয় "মাকাসিদুশ শারি'আহ"। ইমাম শাতিবির হাতে এর তাত্ত্বিক ভিত্তি সুদৃঢ় হলেও আধুনিক যুগে যিনি মাকাসিদ দর্শনকে নতুন দিগন্তে উন্নীত করেছেন, তিনি হলেন ইমাম মুহাম্মদ তাহির ইবন আশুর (রহ.)। তাঁর মাধ্যমে মাকাসিদ শুধু তত্ত্বের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজ, রাষ্ট্র ও মানবাধিকারের বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকর রূপ লাভ করেছে।

### ১. ইবন আশুরের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

নাম- মুহাম্মদ তাহির ইবন আশুর (محمد الطاهر بن عاشور) জন্ম- ১৮৭৯ খ্রি. তিউনিসিয়ায়, মৃত্যু- ১৯৭৩ খ্রি.। তিনি ছিলেন তিউনিসিয়ার প্রখ্যাত একজন মুফাসসির ও মালিকি ফিকহের মহাপণ্ডিত এবং আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মাকাসিদ বিশারদদের একজন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে مقاصد الشريعة الإسلامية (মাকাসিদুশ শারি'আহ আল-ইসলামীয়া ) ও التحرير والتنوير (২০ খণ্ডের বিখ্যাত তাফসির) অন্যতম।

### ২. মাকাসিদুশ শারি'আহ সম্পর্কে ইবন আশুরের মৌলিক সংজ্ঞা

ইবন আশুর (রহ.) মাকাসিদের সংজ্ঞায় বলেন—

مقاصد الشريعة هي المعاني والحِكم التي راعاها الشارع في جميع أحوال التشريع

"মাকাসিদুশ শারিয়াহ হলো সেই অর্থ ও হিকমতসমূহ, যা আল্লাহ তা'আলা শরিয়তের সকল বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রেখেছেন।"[506] তিনি মাকাসিদকে কেবল পাঁচটি মৌলিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ না রেখে এটিকে একটি সার্বজনীন মানবকল্যাণমূলক দর্শনে রূপ দেন।

### ৩. ইবন আশুরের মাকাসিদ দর্শনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য

**ক) মানবিক মর্যাদা (الكرامة الإنسانية)-** কুরআনের ঘোষণা—وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

'নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি'।[507]

ইবন আশুর বলেন—মানুষের মর্যাদা রক্ষা করা শরিয়তের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

**খ) স্বাধীনতা (الحرية)-** তিনি স্পষ্টভাবে বলেন— "الحرية مقصد عظيم من مقاصد الشريعة."

---

[506]. ইবনে আশুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

[507]. আল-কুরআন, ১৭: ৭০

'স্বাধীনতা শরিয়তের একটি মহান উদ্দেশ্য'।[508]

তার মতে: যুলুমমুক্ত জীবন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা সবই ইসলামের মাকাসিদের অন্তর্ভুক্ত।

**গ) ন্যায়বিচার (العدل)**- কুরআনের নির্দেশ—إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় ও সদাচরণের নির্দেশ দেন।"[509]

ইবন আশুর বলেন—'যেখানে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয় না, সেখানে শরিয়তের প্রকৃত উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয় না'।

**ঘ) সামাজিক সংস্কার (الإصلاح الاجتماعي)**- তিনি মাকাসিদকে শুধু ব্যক্তিগত ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং পরিবারব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা ও সমাজসংস্কার সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।

**৪. ইবন আশুরের অবদান কেন যুগান্তকারী?**

শাতিবির পর মাকাসিদ তত্ত্বকে নতুন জীবন দিয়েছেন, আধুনিক সমস্যা গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, মানবাধিকার—এসবের সাথে মাকাসিদ যুক্ত করেছেন। ফিকহে নতুন দিগন্ত সংকীর্ণ তাকলিদ থেকে বের হয়ে উদ্দেশ্যভিত্তিক ফিকহ চালু করেন।

**৫. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইবন আশুরের মাকাসিদ দর্শনের গুরুত্ব**

বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রে —সামাজিক অবিচার, দুর্নীতি, অপসংস্কৃতি চর্চা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ধর্মীয় উগ্রতা—এ সমস্যাগুলো সমাধানে ইবন আশুরের মাকাসিদ দর্শন অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

ইবন আশুর (রহ.) ইসলামের মাকাসিদ চিন্তাধারাকে নতুন যুগের বাস্তবতার সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ইসলাম শুধু অতীতের কোনো ধর্মীয় বিধানব্যবস্থা নয়; বরং এটি সর্বযুগের জন্য কল্যাণকর এক পূর্ণাঙ্গ মানবিক দর্শন। তাঁর মাকাসিদ চিন্তা আজও মুসলিম সমাজের জন্য ন্যায়, স্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এক শক্তিশালী দিকনির্দেশনা।

---

[508]. ইবন আশুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০

[509]. আল-কুরআন, ১৬: ৯০

## ৭. আ'ল্লাল আল-ফাসি রহ. ও তাঁর মাকাসিদ দর্শন

মাকাসিদুশ শারি'আহ ইসলামি আইনশাস্ত্রের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, যা শারি'আহর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, কল্যাণ ও প্রজ্ঞা বিশ্লেষণ করে। আধুনিক যুগে এই তত্ত্বকে যাঁরা নতুনভাবে পুনর্গঠন ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন, তাঁদের মধ্যে মরক্কোর প্রখ্যাত আলিম, দার্শনিক ও রাষ্ট্রচিন্তাবিদ আল্লাল আল-ফাসি (১৯১০–১৯৭৪) অন্যতম। তিনি রিবাত ও ফাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার পাশাপাশি কারভিন/কারাওইন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও শরিয়াহ অনুষদে বেশ কিছু ইসলামি বিষয়ে পাঠ দান করেন। পাঠদানে তিনি মাকাসিদুশ শারি'আহ উপর গুরুত্ব দান করেন। পরবর্তীতে তাঁর সে আলোচনাই বই আকারে প্রকাশিত হয়।

তিনি মাকাসিদকে কেবল তাত্ত্বিক ফিকহি আলোচনায় সীমাবদ্ধ না রেখে রাষ্ট্রব্যবস্থা, মানবাধিকার, শিক্ষা, অর্থনীতি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন। এ কারণে তাঁকে আধুনিক মাকাসিদ আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ বলা হয়।

তার বিখ্যাত গ্রন্থ: "مقاصد الشريعة الإسلامية ومقارمها" (ইসলামি শারি'আতের উদ্দেশ্য ও এর নৈতিকতা) এ গ্রন্থে তিনি আধুনিক ভাষায় মাকাসিদের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা উপস্থাপন করেন।

### আল্লাল আল-ফাসির মাকাসিদ দর্শনের মৌলিক ভিত্তি

আল্লাল আল-ফাসির মতে, মাকাসিদুশ শারি'আহর মূল লক্ষ্য হলো: মানুষের সার্বিক কল্যাণ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মানব মর্যাদা সংরক্ষণ।

তিনি মাকাসিদের ভিত্তিকে তিনটি স্তরে বিশ্লেষণ করেন:

১. ব্যক্তি জীবনের কল্যাণ (Individual Welfare)

২. সমাজের কল্যাণ (Social Welfare)

৩. রাষ্ট্র ও সভ্যতার কল্যাণ (Civilizational Welfare)

### আল্লাল আল-ফাসির দৃষ্টিতে মাকাসিদের মূল উদ্দেশ্যসমূহ

তিনি প্রচলিত পাঁচটি মাকাসিদ (ইমাম গাযালি ও শাতিবির ধারণা) গ্রহণ করলেও তা আরও বিস্তৃত করেন:

Dhaka University Institutional Repository

**(ক) দ্বীন সংরক্ষণ:**

তার মতে 'দ্বীন সংরক্ষণ' শুধু ইবাদত নয়; বরং ধর্মীয় স্বাধীনতা, ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার, ধর্মীয় মূল্যবোধের সংরক্ষণও এর অন্তর্ভুক্ত।

**(খ) জীবন সংরক্ষণ:**

তার মতে 'জীবন সংরক্ষণ' শুধু মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা নয়; বরং খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান নিশ্চিত করা, যুদ্ধ ও সহিংসতার অবসান করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

**(গ) বুদ্ধি সংরক্ষণ:**

তার মতে, বাধ্যতামূলক শিক্ষা, জ্ঞানচর্চা, মাদক ও নেশাজাত দ্রব্য নিষিদ্ধকরণ এ সবই বুদ্ধি সংরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত।

**(ঘ) বংশ ও পরিবার সংরক্ষণ:**

তার মতে, বৈধ বিবাহ, নারীর মর্যাদা, শিশু অধিকার এ সবই বংশ ও পরিবার সংরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত।

**(ঙ) সম্পদ সংরক্ষণ:**

তার মতে, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার, সুদ ও দুর্নীতি নিষিদ্ধ, যাকাত ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এ সবই সম্পদ সংরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত।

**মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচারে আল-ফাসির অবদান**

আল্লাল আল-ফাসির সবচেয়ে বড় অবদান হলো—তিনি মাকাসিদকে সরাসরি মানবাধিকারের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। যা মধ্যযুগীয় আলোচনায় এত স্পষ্ট ছিল না। তাঁর মতে— স্বাধীনতা (Freedom), সাম্য (Equality), ন্যায়বিচার (Justice), রাজনৈতিক অধিকার—এসবই শারি'আহর মূল মাকসাদ।

**রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে মাকাসিদের প্রয়োগ**

আ'ল্লাল আল-ফাসির মতে, ইসলামি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কেবল ধর্মীয় আইন প্রয়োগ নয়, বরং জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি, শিক্ষা, নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। আ'ল্লাল আল-ফাসির মতে, ইসলামি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য তিনটি: ১. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ২. জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ৩. শিক্ষা ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা।

তিনি আধুনিক গণতন্ত্র, সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় আইনকে মাকাসিদের আলোকে বৈধতা প্রদান করেন।

**বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আ'ল্লাল আল-ফাসির মাকাসিদ দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা**

বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হলেও এখানে—দুর্নীতি, সামাজিক বৈষম্য, দারিদ্র্য ও শিক্ষা সংকট প্রবলভাবে বিদ্যমান। আল্লাল আল-ফাসির মাকাসিদ দর্শন বাংলাদেশে প্রযোজ্য হতে পারে নিম্নোক্ত ভাবে:

**শিক্ষা ক্ষেত্রে:** দ্বীনি ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় এবং নৈতিক শিক্ষার বাধ্যতামূলক অন্তর্ভুক্তি করার মাধ্যমে।

**অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে:** যাকাতভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচন ও সুদমুক্ত অর্থনীতি প্রচলনের মাধ্যমে।

**বিচার ও রাজনীতি:** ন্যায়বিচার ভিত্তিক প্রশাসন ও রাজনৈতিক দুর্নীতি দমনের মাধ্যমে।

**সামাজিক ক্ষেত্রে:** নারী ও শিশুর অধিকার সুরক্ষা **এবং** মাদক ও অপরাধ দমনের মাধ্যমে।

আ'ল্লাল আল-ফাসি আধুনিক যুগে মাকাসিদুশ শারি'আহকে একটি জীবন্ত, সংস্কারমূলক ও মানবকল্যাণমুখী দর্শন হিসেবে তুলে ধরেন। তাঁর চিন্তাধারা প্রমাণ করে—ইসলাম কেবল ইবাদতকেন্দ্রিক ধর্ম নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ মানবকল্যাণমূলক জীবনব্যবস্থা। সম্প্রতি বাংলাদেশসহ মুসলিম সমাজে শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আল-ফাসির মাকাসিদ দর্শন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

শায়েখ ইবন আশুর ও আল্লাল আল-ফাসি রহ.-এর পরে মাকাসিদুশ শারি'আহর বিষয়টি আরও বেশি তাহকিক, গবেষণা ও ইজতিহাদ-পুষ্ট হতে থাকে।

# দ্বাদশ অধ্যায়
# সুপারিশমালা

ইসলামী শারি'আহর মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবকল্যাণ, ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ এবং সমাজে ভারসাম্য রক্ষা করা। শারি'আহর বিধানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বোঝে তা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আর শারি'আহর এ অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকেই বলা হয় মাকাসিদুশ শারি'আহ।

ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই মাকাসিদের চর্চা বিদ্যমান থাকলেও তখন তা ছিল খুবই অপ্রতুল ও অপ্রাতিষ্ঠানিক। পরবর্তীতে ইমাম শাতিবীর আল-মুওয়াফাকাত গ্রন্থের মাধ্যমে মাকাসিদ একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রে পরিণত হয়। আধুনিক বিশ্বে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, আইন ও নীতিনির্ধারণে মাকাসিদভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, ধর্মীয় অনুশীলন, আইন ব্যাখ্যা, দাওয়াহ কার্যক্রম এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই শারি'আহর উদ্দেশ্যের পরিবর্তে কেবল বাহ্যিক রূপকে কেন্দ্র করে আলোচনা করা হয়। ফলে সামাজিক সমস্যার যথাযথ সমাধান, মতভেদ কমানো এবং সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণে মাকাসিদুশ শারি'আহর উৎপত্তি ও বিকাশ এবং এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একটি সংগঠিত গবেষণা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত সময়োপযোগী।

এ গবেষণা মূলত মাকাসিদ তত্ত্বকে ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতার আলোকে এর গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

## সুপারিশমালা (Recommendations)

মাকাসিদুশ শারি'আহর উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর চর্চার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে উপস্থাপিত গবেষণার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা প্রণীত হলো:

**১. শিক্ষা ব্যবস্থায় মাকাসিদভিত্তিক কারিকুলাম প্রণয়ন করা।**

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আইন বিভাগসহ সকল ইসলামীক ফেকালটিতে মাকাসিদুশ শারি'আহকে একটি স্বতন্ত্র ও বাধ্যতামূলক কোর্স হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কেবল বিধানের বাহ্যিক রূপ নয়; বরং শারি'আহর উদ্দেশ্য-সারমর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করবে।

**২. মাকাসিদ গবেষণাকেন্দ্র ও থিংক-ট্যাংক প্রতিষ্ঠা করা।**

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ এবং আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয়ে মাকাসিদ নিয়ে গবেষণা করলে এর প্রয়োগ আরও অর্থবহ ও বাস্তবসম্মত হবে। জাতীয় পর্যায়ে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা থিংক ট্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হলে বাংলাদেশে মাকাসিদভিত্তিক নীতিনির্ধারণ আরও সহজ হবে। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসাগুলোতে মাকাসিদভিত্তিক গবেষণা প্রকল্প, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা উচিত। বিশেষ করে সমসাময়িক অর্থনীতি, পরিবারব্যবস্থা, মানবাধিকার, এবং সমাজ সংস্কার সংক্রান্ত গবেষণায় মাকাসিদের প্রয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন।

**৩. নীতিনির্ধারণ ও আইন প্রণয়নে মাকাসিদভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা।**

রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত, সামাজিক নীতিমালা এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মানুষের মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষণ করা। যেসব আইন জনগণের কল্যাণ ও নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত, সেসব আইন পুনর্বিবেচনায় মাকাসিদভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

রাষ্ট্রীয়নীতি, পারিবারিক আইন, আর্থ-সামাজিক নীতিতে মাকাসিদের নীতি—'হিফজুদ্দীন, হিফজুন নাফস, হিফজুল মাল, হিফযুন নাসল, হিফজুল আকল'—প্রয়োগের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

**৪. আলেম-বুদ্ধিজীবী-নীতিনির্ধারকদের সমন্বিত কর্মশালা আয়োজন করা।**

ধর্মীয় বিদ্বান, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং রাষ্ট্রীয়নীতি বিশারদদের মাঝে মাকাসিদ বিষয়ক যৌথ সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে সমাজে আধুনিক ও ধর্মীয় জ্ঞানের সমন্বয় ঘটবে।

**৫. ফতোয়া প্রদান ও দাওয়াহ কাজে মাকাসিদের আলোকে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।**

ফিকহি মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে মাকাসিদের আলোকে সহনশীলতা, সুবিধা বিবেচনা, কষ্ট লাঘব, ও জনকল্যাণ (মাসলাহা) নীতিকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। ফতোয়া বোর্ড ও দাওয়াহ কর্মীরা যদি

মাকাসিদকে ব্যবহার করেন, তাহলে সমাজ আরও ভারসাম্যপূর্ণ ও পরিমিত একটি ইসলামী চর্চার পথে এগোবে।

**৬. সমাজে সচেতনতা ও জনশিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা।**

ইসলামী মূল্যবোধ, মানবিকতা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গণমাধ্যম, ইসলামিক প্রোগ্রাম, মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাকাসিদভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রচার বাড়ানো। সচেতনতা বৃদ্ধি হলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয় পর্যায়ে শারি'আহর উদ্দেশ্যমূলক চর্চা ঘটবে।

**৭. বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাগুলোর সমাধানে মাকাসিদভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করা।**

সাইবার অপরাধ, যুবসমস্যা, মাদকাসক্তি, নৈতিক অবক্ষয়, দারিদ্র্য, পারিবারিক সংকট, সামাজিক অন্যায়, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসবাদ, পরিবেশ দূষণ—এসব সমস্যার সমাধানে মাকাসিদুশ শারি'আহর "হিফযুদ্দীন, হিফযুন নাফস, হিফযুল মাল, হিফযুল আকল ও হিফযুন নাসল"—এই পাঁচ মৌলিক উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে, তাহলেই সমাধান প্রণয়ন করা সহজ হবে। মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও সামাজিক সংগঠনে মাকাসিদভিত্তিক মানবকল্যাণের ধারণা প্রচার করা হলে মাকাসিদুশ শারি'আহ বুঝা আরও সহজ হবে।

**৮. মাকাসিদের ভিত্তিতে ইসলামিক ফিন্যান্স ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।**

ইসলামিক ব্যাংকিং, যাকাত ব্যবস্থাপনা, ওয়াকফ, ক্ষুদ্রঋণ ও দুঃস্থ সহায়তায় মাকাসিদ-সম্মত নীতিমালা প্রণয়ন করলে অর্থনীতি আরও স্বচ্ছ ও ন্যায়ভিত্তিক হবে।

**৯. রাষ্ট্রীয় নীতি ও আইন প্রণয়নে মাকাসিদের ব্যবহার।**

পারিবারিক আইন, সামাজিক নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার, অর্থনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাকাসিদভিত্তি দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত হলে রাষ্ট্রে মানবাধিকার ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

**১০. আন্তর্জাতিক গবেষণা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্যোগ নেয়া।**

মালয়েশিয়া, মরক্কো, কাতার, তিউনিসিয়া এবং তুরস্কসহ যেসব দেশে মাকাসিদ গবেষণা উন্নত, তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয় করা উচিত। এতে স্থানীয় গবেষণা আরও সমৃদ্ধ ও আধুনিক হবে।

## ফলাফল (Findings)

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নিচের গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে:

**১. মাকাসিদ ঐশী নির্দেশনার উপর ভিত্তি করে বিকশিত একটি তত্ত্ব।**

মাকাসিদের ধারণা কুরআন-হাদিস থেকেই উৎসারিত। নবী করিম স. এর সিদ্ধান্ত, বিভিন্ন ইজতিহাদী রায় এবং সাহাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি মাকাসিদের মূলভিত্তি তৈরি করেছে। কুরআন-সুন্নাহতে মানবিক মর্যাদা, ন্যায়বিচার, কল্যাণ, সম্পদরক্ষা, জীবনরক্ষা, পরিবার সংরক্ষণ, জ্ঞানার্জনের নির্দেশনা ইত্যাদি উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হওয়ায় মাকাসিদ একটি মৌলিক ইসলামী দর্শনে পরিণত হয়েছে।

**২. মাকাসিদুশ শারি'আহর উৎপত্তি প্রাথমিক যুগ থেকেই শুরু।**

গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে যে, মাকাসিদের মূল ভিত্তি কুরআন-হাদিসে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। রাসুল স. এর সিদ্ধান্ত, সাহাবাদের ইজতিহাদ এবং প্রাথমিক যুগের বিচারব্যবস্থায় মাকাসিদের প্রায়োগিক রূপ পাওয়া যায়। এটি নবী করিম স. এর যুগ থেকে শুরু হলেও পরবর্তীকালে উসুলুল ফিকহের পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে একটি পৃথক শাস্ত্রে রূপ নেয়।

**৩. মাকাসিদ ক্রমবিকাশে ইমাম শাতিবীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ**

মাকাসিদকে তাত্ত্বিক ও প্রমাণভিত্তিক রূপ প্রদানে ইমাম শাতিবীর আল-মুওয়াফাকাত গ্রন্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পরবর্তীতে ইবন আশুর, রশিদ রিদা, কারদাবি প্রমুখ উলামা এ তত্ত্বকে আধুনিক প্রেক্ষাপটে সমৃদ্ধ করেছেন।

কুরআন-সুন্নাহর বিধানসমূহ কেবল বাহ্যিক নিয়ম নয়; বরং এর প্রতিটি হুকুমের পেছনে রয়েছে মানবকল্যাণ, ন্যায়বিচার, সহজতা ও ক্ষতি প্রতিরোধের মহান উদ্দেশ্য। এ মাকাসিদ তত্ত্বের বিকাশের ইতিহাসে বহু ইমামের অবদান থাকলেও, একে পূর্ণাঙ্গ, সুসংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ইমাম আবু ইসহাক আশ-শাতিবি (রহ.)।

ইমাম শাতিবির পূর্বেও মাকাসিদের আলোচনা বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান ছিল। যেমন—ইমাম জুওয়াইনী (রহ.), ইমাম গাযালি (রহ.) ও ইমাম ফাখরুদ্দীন রাজি (রহ.) তারা মাকাসিদকে মূলত দরুরিয়্যাত, হাজিয়্যাত ও তাহসিনিয়্যাত—এ তিন স্তরে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। তবে এসব আলোচনা ছিল খণ্ডিত, ও তাত্ত্বিক কাঠামোবিহীন।

**মাকাসিদ তত্ত্বে ইমাম শাতিবি (রহ.)-এর মৌলিক অবদান**

**ক. মাকাসিদকে স্বাধীন শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা**

ইমাম শাতিবি প্রথম ব্যক্তি যিনি মাকাসিদকে উসূলে ফিকহের একটি স্বতন্ত্র ও মৌলিক অধ্যায় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

**খ. কুরআন-সুন্নাহকে মাকাসিদের মূল ভিত্তি হিসেবে প্রমাণ**

তিনি যুক্তি ও দলিলের মাধ্যমে দেখান যে মাকাসিদ কোনো কাল্পনিক বিষয় নয়, বরং তা সরাসরি: কুরআনের সামগ্রিক শিক্ষা, রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ, সাহাবায়ে কিরামের আমল থেকে নিষ্কাশিত একটি বাস্তব নীতি।

**গ. পাঁচটি মৌলিক মাকাসিদের সুসংহত রূপদান**

ইমাম শাতিবি এ পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্যকে চূড়ান্তভাবে সুসংগঠিত করেন:

১. হিফযুদ্দীন – দ্বীন সংরক্ষণ

২. হিফযুন নাফস – জীবন সংরক্ষণ

৩. হিফযুল আক্বল – বিবেক সংরক্ষণ

৪. হিফযুন নাসল – বংশ সংরক্ষণ

৫. হিফযুল মাল – সম্পদ সংরক্ষণ

তিনি প্রমাণ করেন, শারি'আহর যাবতীয় বিধি-বিধান সরাসরি বা পরোক্ষভাবে এই পাঁচটি উদ্দেশ্য সংরক্ষণের জন্যই প্রণীত হয়েছে।

**ঘ. ইজতিহাদের ক্ষেত্রে মাকাসিদের ভূমিকা নির্ধারণ**

ইমাম শাতিবির এক ঐতিহাসিক অবদান হলো—তিনি ঘোষণা করেন যে, "যে ইজতিহাদ মাকাসিদের পরিপন্থী, তা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।" অর্থাৎ, ফিকহি সিদ্ধান্তে কেবল বাহ্যিক দলিল নয়, বরং শারি'আহর উদ্দেশ্য ও কল্যাণনীতি অবশ্যই বিবেচ্য হবে।

**ঙ. উসূল ও ফুরু' এর মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা**

তিনি উসূল (মূলনীতি) ও ফুরু' (শাখাগত বিষয়)-এর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেন। এর ফলে—চরমপন্থা ও অতিরিক্ত শিথিলতা দূর হয় এবং মধ্যপন্থী ইসলামী ফিকহের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

**চ. সামাজিক কল্যাণমুখী ফিকহ চিন্তার বিকাশ**

ইমাম শাতিবি ব্যক্তিগত ইবাদতের পাশাপাশি সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা, রাষ্ট্রীয় কল্যাণ এগুলোকেও মাকাসিদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যা আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তা ও অর্থনীতিতেও গভীর প্রভাব ফেলেছে।

**৪. "আল-মুয়াফাকাত" গ্রন্থে মাকাসিদের পূর্ণ তত্ত্ব**

ইমাম শাতিবীর বিখ্যাত গ্রন্থ আল-মুয়াফাকাতে তিনি মাকাসিদ তত্ত্বের সংজ্ঞা, তার প্রকারভেদ, কুরআন-হাদিস থেকে তার প্রমাণ এবং ইজতিহাদে এর ব্যবহার, সবকিছু প্রথমবারের মতো পূর্ণাঙ্গভাবে লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থই আজকের আধুনিক মাকাসিদ গবেষণার মূল ভিত্তি।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইমাম শাতিবি (রহ.) মাকাসিদুশ শারি'আহর প্রকৃত রূপকার ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপদাতা। তাঁর চিন্তাধারাই ইসলামী ফিকহকে যুগোপযোগী, মানবকল্যাণমুখী ও ভারসাম্যপূর্ণ পথে পরিচালিত করেছে। বর্তমান যুগে বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার শরঈ সমাধানে মাকাসিদভিত্তিক চিন্তা অপরিহার্য, যার মূল ভিত্তি স্থাপন করেছেন ইমাম শাতিবি (রহ.)।

**৫. বাংলাদেশে মাকাসিদ সচেতনতা তুলনামূলকভাবে সীমিত**

বর্তমান ফিকহ চর্চায় মাকাসিদের প্রয়োগ খুব সীমিত। গবেষণায় দেখা গেছে যে, মাদ্রাসা শিক্ষা, ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় ও দাওয়াহ অঙ্গনে মাকাসিদ নিয়ে তেমন বিস্তৃত অধ্যয়ন বা গবেষণা নেই। যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় ব্যাখ্যা বাহ্যিক বিধানেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। যেমন, রমজান মাসে তারাবির রাকাত সংখ্যা, সাদাকাতুল ফিতর খাবার নাকি টাকা দিয়ে আদায় করবে এই ধরণের মাস'য়ালায় মাকাসিদকে উপেক্ষা করার কারণে আলেমদের মধ্যকার মতোপার্থক্য আজ ফেতনায় রোপ নিয়েছে। ফিকহি মতভেদ সমাধানে মাকাসিদ অত্যন্ত কার্যকর। মতবিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহে মাকাসিদ ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে মধ্যপন্থা, সহনশীলতা এবং বাস্তবসম্মত সমাধান পাওয়া যায়। এ দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে বিভক্তি কমিয়ে ঐক্য বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে পারে।

**৬. সমসাময়িক সামাজিক সমস্যার সমাধানে মাকাসিদ কার্যকর নীতিমালা প্রদান করে**

বাংলাদেশে মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোতে মাকাসিদের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা এখনও তেমন বিস্তৃত নয়। দারিদ্র্য, দুর্নীতি, পারিবারিক সংকট, নৈতিক অবক্ষয়, যুবসমস্যা, সন্ত্রাস—এসব সমস্যার সমাধানে শারি'আহর পাঁচটি মূল উদ্দেশ্য (হিফযুদ্দীন, নাফস, আকল, মাল ও নাসল)

একটি বাস্তবসম্মত কাঠামো প্রদান করে। সুতরাং নীতি নির্ধারণে মাকাসিদের প্রয়োগ করলে ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে।

### ৭. মাকাসিদ সমাজকল্যাণকেন্দ্রিক একটি সার্বজনীন আইনদর্শন

মাকাসিদ ভিত্তিক শিক্ষা ও আইন প্রয়োগ সমাজে কল্যাণ বৃদ্ধি করতে পারে। এটি কেবল ধর্মীয় আইন নয়; বরং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো। এটি ইসলামী আইনকে মানবকেন্দ্রিক রূপ দেয়। শারঈ বিধানের উদ্দেশ্য বোঝা গেলে বিভ্রান্তি দূর হয়, ভুল প্রয়োগ রোধ হয় এবং আইন কঠোরতার পরিবর্তে ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণমুখী হয়ে ওঠে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, আইন বা সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে মাকাসিদভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। সুতরাং মাকাসিদভিত্তিক নীতি গ্রহণেই সমৃদ্ধ সমাজ গঠন সম্ভব।

### ৮. ধর্মীয় বিদ্বান ও আধুনিক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সমন্বয় অপর্যাপ্ত

ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার মাঝে সমন্বয় নেই। সমাজে ইসলামি চিন্তাবিদ, আইনজ্ঞ, নীতিনির্ধারক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের মধ্যে মাকাসিদ বিষয়ে সমন্বিত আলোচনার অভাব দেখা যায়। এটি প্রয়োগের জন্য আলেম, গবেষক, আইনজ্ঞ ও নীতিনির্ধারকদের মধ্যে সমন্বয় দরকার, যা বর্তমানে সীমিত।

### ৯. মাকাসিদ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

জাতির নৈতিক সংরক্ষণ, শিক্ষা সংস্কার, সামাজিক মূল্যবোধ শক্তিশালীকরণ, দুর্নীতি দমন, পারিবারিক স্থিতিশীলতা এবং ন্যায়ভিত্তিক বিচারব্যবস্থা—এসব ক্ষেত্রে মাকাসিদ ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত কার্যকর ভূমকা রাখতে পারে।

## উপসংহার (Conclusion)

মাকাসিদুশ শারি'আহ ইসলামী আইনব্যবস্থার প্রাণ ও অন্তর্নিহিত দর্শন। এটি ইসলামী আইনব্যবস্থার উদ্দেশ্য, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সার্বিক দর্শনকে উপস্থাপন করে। কুরআন-সুন্নাহর প্রতিটি বিধান শুধু আচারিক ইবাদত বা আইনি শাসনের জন্যই নয়, বরং মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে। ইসলামের বিধি-বিধান সমূহের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সারবস্তুকে বোঝার জন্য যেটি অপরিহার্য নির্দেশনা প্রদান করে তা হলো মাকাসিদ। মাকাসিদুশ শারি'আহ ইসলামী আইন ও ফিকহের এমন এক উচ্চতর দার্শনিক কাঠামো, যার মূল উদ্দেশ্য হলো মানবজীবনের কল্যাণ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, ভারসাম্য রক্ষা এবং সমাজে সামগ্রিক সুফল নিশ্চিত করা। গবেষণার আলোকে দেখা গেছে যে, শারি'আহর বিধি-বিধান কেবল বাহ্যিক আচরণগত নিয়ম নয়; বরং এর পেছনে গভীরতর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সারবস্তু রয়েছে, যা প্রাথমিক (সাহাবা-তাবিঈনদের) যুগ থেকেই বিকশিত হয়ে ইমাম শাতিবী, ইবন আশুর, রাশিদ রিদা প্রমুখ উলামাদের মাধ্যমে সুসংবদ্ধ ও বোধগম্য রূপ লাভ করেছে।

গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে নবী করিম স. এর যুগ থেকে শুরু করে সালাফে সালেহীনদের যুগ পর্যন্ত ইসলামী আইনের পরিপূর্ণ আচরণগত প্রয়োগেই মাকাসিদিক দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব ভিত্তি পাওয়া যায়। যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে এটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে গড়ে উঠেনি, তবুও সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনদের ফিকহী সিদ্ধান্তসমূহে মাকাসিদের গভীর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীকালে ইমাম গাযালী, ইমাম ইজ্জুদ্দীন ইবন আবদিস সালাম, ইমাম শাতিবি, ইবনুল কায়্যিম প্রমুখ আলিমগণ মাকাসিদকে সুসংহত তত্ত্ব ও গবেষণামূলক কাঠামোয় রূপ দেন। এর মাধ্যমে ইসলামী আইন কেবল বিধানভিত্তিক না থেকে লক্ষ্য-ভিত্তিক, উদ্দেশ্য-ভিত্তিক এবং মানবকল্যাণভিত্তিক বিজ্ঞান হিসেবে বিকশিত হয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে ধর্মীয় চেতনা, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সামাজিকভাবে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি আগ্রহ, পারিবারিক কাঠামো, নৈতিকতা ও মানবিক চাহিদার দিক বিবেচনা করলে মাকাসিদভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী। আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, বৈশ্বিকীকরণ, নৈতিক অবক্ষয়, পরিবার-ব্যবস্থার পরিবর্তন, শিক্ষাগত দুর্বলতা, আইনগত জটিলতা ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মাকাসিদ এমন একটি কাঠামো প্রদান করে, যা ধর্মীয় ভিত্তিক হওয়ার পাশাপাশি মানবিক ও সর্বজনীন।

বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইনগত এবং নৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করলে মাকাসিদুশ শারি‘আহর প্রয়োজন আরও বেড়ে যায়। সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, পরিবার-ব্যবস্থার ভাঙন, শিক্ষার মানের দুর্বলতা, দুর্নীতিবাজ মানসিকতা, পারিবারিক সমস্যা, বস্তুবাদী জীবনযাপন, প্রযুক্তির অপব্যবহার এবং বৈশ্বিক প্রভাবের কারণে তরুণদের চরিত্রগত চ্যালেঞ্জ—এসব বিষয়ে ইসলামী আইনকে উদ্দেশ্য-ভিত্তিকভাবে চর্চা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক-ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে মাকাসিদুশ শারি’আহর চর্চা অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। কারণ সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, মতভেদ, ধর্মীয় কঠোরতা, অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইন ব্যাখ্যা, অর্থনৈতিক সংকট, পারিবারিক ভাঙন এবং নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার সমাধানে বাহ্যিক ফিকহি বক্তব্য যথেষ্ট নয়; বরং শারি’আহর উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে ব্যক্তিগত জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় নীতি—সবক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণমুখী একটি সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব।

এ গবেষণার পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, মাকাসিদুশ শারি’আহর হলো ইসলামি চিন্তাধারার এমন এক পরিপূর্ণ নীতিমালা যা অতীতের ঐতিহ্য ও বর্তমানের প্রয়োজনের মধ্যে একটি সুচিন্তিত সেতুবন্ধন তৈরি করে। বাংলাদেশে মাকাসিদ ভিত্তিক শিক্ষা, গবেষণা, দাওয়াহ ও আইনগত ব্যাখ্যার প্রসার ঘটাতে পারলে ইসলামী মূল্যবোধ আরও মানবিক, যুক্তিভিত্তিক ও সমসাময়িক বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। ফলত সমাজে শান্তি, কল্যাণ ও ন্যায়বিচারের প্রকৃত বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের মতো মুসলিমপ্রধান দেশে সামাজিক বিচ্যুতি, আইনগত জটিলতা, নৈতিক অবক্ষয়, শিক্ষা-ব্যবস্থার দুর্বলতা ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের মতো সমস্যাগুলো সমাধানে মাকাসিদুশ শারি‘আহ একটি সুদৃঢ় মূল্যবোধ-ভিত্তিক কাঠামো প্রদান করতে পারে। এটি শুধু ধর্মীয় নির্দেশনা নয়, বরং একটি মানবিক, ন্যায়ভিত্তিক, কল্যাণমুখী সমাজ গঠনের পথনির্দেশ।

এ গবেষণার সারকথা হলো—বাংলাদেশের ধর্মীয়, সামাজিক, নৈতিক ও আইনগত সমস্যাগুলোর টেকসই সমাধান মাকাসিদিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে অর্জন করা আরও সহজ, বাস্তবসম্মত ও কার্যকর। তাই মাকাসিদুশ শারি‘আহর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বোঝার পাশাপাশি বাংলাদেশের বাস্তব প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা একান্ত জরুরি।

Dhaka University Institutional Repository

# গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুরআনুল কারীম।

২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারি, সহীহ আল-বুখারী।

৩. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে আল-হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, সহীহ মুসলিম।

৪. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, জামে আল-তিরমিযী।

৫. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আল-আশ'আস আস-সিজিস্তানি, সুনান আবি দাউদ।

৬. আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শু'আইব আন-নাসাঈ, সুনান আল-নাসায়ী।

৭. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ আল-কাজবিনি, সুনান ইবন মাজাহ।

৮. ইমাম বাইহাকী, সুনান আল-বাইহাকী।

৯. ইমাম মালেক ইবন আনাস, মুয়াত্তা মালেক।

১০. ড. মোঃ হাবিবুর রাহমান, মাকাসিদ আশ-শারীয়াহ (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল" রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৮)।

১১. শহীদুল ইসলাম ফারুকী, মাকাসিদুশ শরীআহ (ঢাকা: মাকাসিদ পাবলিকেশন, ২০২৪)।

১২. শাহ ওয়ালি উল্লাহ ইবন আবদুর রাহীম আল-দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (বৈরুত: দারু ইবন কাসির, ২০১২)।

১৩. আল্লাল আল-ফাছী, মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ ওয়া মাকারিমুহা (মরোক্কো, রাবাত: মাতবাআহ আল-রিছালাহ- ১৯৭৯ইং)।

১৪. মুহাম্মদ সা'দ ইব্ন আহম্মদ আল-ইউবী, মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ (রিয়াদ: দারুল হিজরাহ- ১৯৯৮ইং)।

১৫. আল-ইয্য ইবন আবদুস সালাম, কাওয়ায়িদ আল-আহকাম ফী মাসালিহ আল-আনাম (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ)।

১৬. আবু হামেদ মুহাম্মদ আল-গাযালী, আল-মুছতাসফা (মিশর: মাকতাবাত আল-জুনদী)।

১৭. আবু হামেদ মুহাম্মদ আল-গাযালী, ইহয়া উলুম আল-দ্বীন (মিশর: মাকতাবাহ ওয়া মাতবাআহ মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩৫৮হি)।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. ইমামুল হারামাইন আল-জুওয়াইনী, আল-বুরহান ফী উসুল আল-ফিক্হ (মিশর: দারুল আনসার, ১৪০০হি)।

১৯. মুহাম্মদ আবু যাহরাহ, উসূল আল-ফিকহ, (দামেস্ক: দারুল ফিক্স আল-আরবী)।

২০. মুহাম্মদ সাঈদ রামাদান আল-বুতী, দাওয়াবেত আল-মাসলাহাহ (বৈরুত: মুআছ্ছাছাত আল-রিছালাহ-১৪০২হি.)।

২১. শিহাব উদ্দিন আবুল আব্বাছ আহম্মদ ইব্ন ইদ্রীছ আল-কারাফী, আল-ফুরুক (বৈরুত: আলম আল-কুতুব)।

২২. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল-মুকরী, কাওয়ায়িদ আল-মুকরী (মাক্কাহ আল-মুকাররামাহ: মারকায ইহয়া আল-তুরাছ, জামেআত উম্মিল কুরা)।

২৩. আহমদ আল-রাইসনী, নাযারিয়াত আল-মাকাসিদ ইনদা আশ-শাতিবী (মরোক্কো: আল-দার আল-বাইদা, মাতবাআত আল-নাজাহ-১৪১১হি.)।

২৪. ওয়াহবাহ আল-যুহাইলী, উসূল আল-ফিকহ আল-ইসলামী (দামেস্ক: দারুল ফিক্স, ১৪০৬হি)।

২৫. মুহাম্মদ তাহের ইবন আশুর, মাকাসিদ আশ্-শারীয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ (মিশর: মাকতাবা দারুস সালাম)।

২৬. ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, যাদুল মাআদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ (বৈরুত: মুআছছাছাত আল-রিছালাহ- ১৪০৫হি.)।

২৭. ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, ই'লাম আল-মুওয়াক্কিয়িন, (বৈরুত: দারুল জীল)।

২৮. ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, মিফতাহু দার আল-সাআদাহ (মিশর: মাতবাআত আল-ইমাম আল-কিল'আহ)।

২৯. আহম্মদ আবদুল হালিম ইবন তাইমিয়াহ, মাজমু' আল-ফাতাওয়া, (মিশর: মাকতাবা দারুল হাদিস)।

৩০. মুহাম্মদ ইবন মানযুর, লিছানুল আরব (বৈরুত: দারু সাদের)।

৩১. আবু হামেদ মুহাম্মদ আল-গাযালী, শিফাউল গালীল ফী বায়ান আশ্-শাবাহ ওয়াল মাখিল ওয়া মাছালিক আল-তা'লীল (বাগদাদ: মাতবাআত আল-ইরশাদ- ১৩৯০হি)।

Dhaka University Institutional Repository

৩২. আবু ইসহাক ইব্রাহীম আল-শাতিবী, আল-মুওয়াফাকাত ফী উসূল আশ্-শারীয়াহ (মিশর: আল-মাকতাবাহ আল-তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা)।

৩৩. আলী ইব্ন আবী আলী আল-আমিদী, আল-ইহকাম ফি উসূল আল-আহকাম (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামী- ১৪০২হি.)।

৩৪. ইউসুফ আল-কারদাভী, দিরাছাহ ফী ফিক্হ মাকাসিদ আল-শারীয়াহ বাইনা আল-মাকাসিদ আল-কুল্লিয়্যাহ ওয়া আল-নুসূস আল-জুযইয়্যাহ (মিশর: দারু আল-শুরুক- ২০০৭ইং)।

৩৫. আবু ইছহাক আল-শাতিবী, আল-ই'তেসাম (মিশর: মাকতাবা দারুল হাদিস)।

৩৬. নু'মান জাগীম, তুরুক আল-কাশফ্ আন মাকাসিদ আল-শারে' (দার আল-নাফায়েছ-২০০২ইং)।

৩৭. উমর মুহাম্মদ জাবহা জী, ফিকহ আল-মুওয়াযানাত ফি আল-শারীয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ (আল-জিনান বিশ্ববিদ্যালয়-২০১৪ইং)।

৩৮. ওমর মুহাম্মদ জাবহা জী, মাকাসিদ আশ-শারীয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ।

৩৯. মাস'উদ সাবরী, বিদায়াত আল-কাসিদ ইলা ইলম আল-মাকাসিদ।

৪০. মুহাম্মদ ইবন ইদ্রীছ আল-শাফেয়ী, আল-উম্ম (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ)।

৪১. ইবন জারীর আত-তাবারী, জামে আল-বায়ান ফি তা'ওয়ীল আল-কুরআন, ১৩২৯ হি.।

৪২. ফখরুদ্দীন আল-রাযী, মাফাতিহ আল-গায়ব, মিসর: আল-মাতবাআহ আল-খায়রিয়্যাহ, ১৩০৮হি.